শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য মুনিবিরচিত

জীবন্মুক্তি বিবেক।

বঙ্গভাষায় অনূদিত।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—২৫০ মাত্র।)
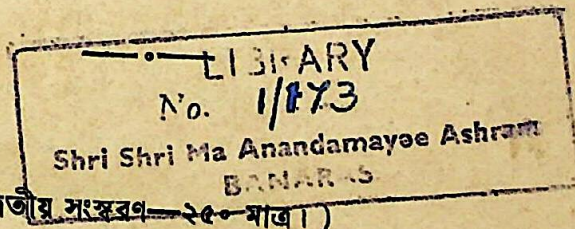
প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

মগনীরাম মঠ।

৪৪ নং কামাখ্যা লেন, বেনারস।

১৩৫৬ সাল।

মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

কাশ্যাং কৈলাসবুদ্ধিং নয়নপথগতে মানসং প্রাপ যস্মিন্
সংস্পৃশ্যাজ্ঘ্রী যদীয়ৌ হরবপুষি চরে প্রত্যয়ঞ্চাববন্ধ।
পীত্বা বাণীং যদীয়ামমৃতমপি জহৌ শাস্ত্রসিন্ধূপলব্ধম্
আদিক্ষৎ সোঽহঙ্গ পাঠ্যং মুনিবচনমিদং শ্রেয়সে সপ্তকৃত্বঃ॥

যস্যালোকে প্রশান্তে বহিরটনপরং মংক্ষু জিহ্রায় চিত্তম্
স্পর্শে পুণ্যে যদীয়ে তনুভরণরতে রাজুগুপ্সিষ্ট সত্ত্বঃ।
মৌনং শ্রুত্বা চ বব্রে মৃদুবচনলবান্ মর্ম্মগূঢ়ান্ যদীয়ান্
দেয়াদস্মিন্নিবন্ধে বিতনুরপি ফলং মে স কারুণ্যসিন্ধুঃ॥

পরিত্যক্তং নামাপি যদি বিদুষাং ন্যাসবিধিনা
কথং সম্বোধ্য ত্বাং মলিনমপি কুর্য্যাং নিজপৃথক্।
পরং না ত্রক্ষ্যস্ত্বামহমপি পটুশ্চেন্মুনিকৃতিঃ
ন মে জীবন্মুক্তিং মৃদুমতিমশক্ষ্যদ্গাময়িতুম্॥

ইত্যনুবাদকস্য

উক্ত শ্লোকত্রয়ের অনুবাদ।

যাঁহার দর্শন পাইয়া মন কাশীকে কৈলাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, যাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিয়া শিবের জঙ্গম মূর্ত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, ও যাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থন-লব্ধ অমৃত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল, তিনিই আদেশ করিলেন—(বিদ্যারণ্য-) মুনি বিরচিত এই গ্রন্থখানি সাতবার পাঠ করিও; তাহাতেই শ্রেয়োলাভ হইবে।

যিনি আমার উপর প্রশান্তদৃষ্টিপাত করিলে, বহির্মুখ মন অচিরেই লজ্জিত হইয়াছিল, যাঁহার পুণ্যস্পর্শে সদ্যঃই শরীরপোষণ-প্রবৃত্তিতে ঘৃণাবোধ করিয়াছিল এবং যাঁহার গভীরমর্ম্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া মৌনকেই (শ্রেয়োরূপে) বরণ করিয়াছিল, সেই কৃপাসিন্ধু এখন বিদেহমুক্ত হইলেও, এই (অনুবাদ) নিবন্ধের ফল—মুক্তি, দিউন।

আপনি যখন (স্বয়ং) বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নামান্তর গ্রহণ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়াছিলেন, তখন আপনাকে (নামদ্বারা) সম্বোধন করিয়া কেন মলিন ও আত্মা হইতে পৃথক্ করিব? কিন্তু আমি যদি আপনাকে না দেখিতাম (দর্শনীয় বা পৃথগ্রূপে না পাইতাম), তাহা হইলে বিদ্যারণ্যমুনি বিরচিত এই গ্রন্থে বুঝাইবার শক্তি বহুল পরিমাণে থাকিলেও, ইহা আমার মূঢ় বুদ্ধিকে জীবন্মুক্তি বুঝাইতে পারিত না। ইতি

অনুবাদকের উৎসর্গ।

ভূমিকা।

——:*:——

গ্রন্থ পরিচয়।

'জীবন্মুক্তি বিবেক' বিদ্যারণ্যমুনি প্রণীত একখানি গদ্যময় গ্রন্থ। মনুষ্য কি উপায়ে জীবভাব পরিহার করিয়া, জীবদ্দশাতেই স্বকীয় স্বাভাবিক শিবভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহাই উপনিষৎ, বাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি বহুবিধ মোক্ষশাস্ত্র হইতে প্রমাণ-পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার এত সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, যে তিনি প্রাচীন মোক্ষমার্গের কেবলমাত্র পথপ্রদর্শক হইলেও, মনে হয়, যেন সেই মার্গকে অধিকতর সুগম করিয়া দিয়াছেন। ইনিই পঞ্চদশী নামে সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তপ্রকরণগ্রন্থের অন্যতর রচয়িতা। সেই বিচারপ্রধান পঞ্চদশী গ্রন্থে অভ্যাসপরিপাটীর যথেষ্ট আভাস আছে বটে, কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি অভ্যাসপরিপাটীকেই মুখ্য লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাধকের যে যে স্থলে সংশয় উঠিতে পারে, কেবল সেই সেই স্থলেই বিচার আশ্রয় করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইবার অব্যবহিত পরেই, বেদান্ত সাহিত্যে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে ইহার অনুকরণে একাধিক গ্রন্থ বিরচিত হইয়া গিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ মধুসূদন সরস্বতী, যিনি মহিম্ন স্তোত্রের টীকা রচনায় স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

টীকান্তরং কশ্চন মন্দধীরিতঃ, সারং সমুদ্ধৃত্য করোতি চেত্তদা।
শিবস্য বিষ্ণোর্দ্বিজগোসুপর্ব্বণামপি দ্বিষদ্ভাবমসৌ প্রপদ্যতে॥

"যদি কোন দুষ্টবুদ্ধিলোক, ইহা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া টীকান্তর রচনা করে, তবে তদ্দ্বারা, তাহার হরি, হর, গো, ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদিগেরও শত্রুতা করা হইবে",—তিনিও স্বরচিত গীতার ব্যাখ্যায় এই গ্রন্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই এবং অতি অল্পস্থলেই বিদ্যারণ্যের নিকট নিজের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষট্টীকাকার নারায়ণ এই গ্রন্থের সমগ্র পঞ্চমাধ্যায় পরমহংসোপনিষদের টীকা রচনায় উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে যোগসূত্রসমূহের ব্যাখ্যানাবসরে, মুনিবর যে সকল টীপ্পনী করিয়াছেন, আধুনিক যোগসূত্রব্যাখ্যাতৃগণ তাহার অনেকগুলি স্বরচিত বলিয়া প্রচার করিয়া যশোলাভ করিতেছেন।

বর্ত্তমান কালের সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও এই গ্রন্থ সবিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, উপনিষদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে অপরিস্ফুটভাবে সূচিত সন্ন্যাসের বিভাগ, 'বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস' রূপে সুপরিস্ফুট করিয়া এবং উক্ত অবস্থাদ্বয়ের কর্ত্তব্য ও লক্ষণ নিরূপণ করিয়া বিদ্যারণ্য মুনি অনিশ্চিতাদর্শ ত্যাগিগণকে যে কেবল আত্মপরিচয়গ্রহণে ও কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে সক্ষম করিয়াছেন তাহা নহে, প্রত্যুত সমাজের শীর্ষাশ্রমের আদর্শ রক্ষা করিয়া জনসমাজের, এমন কি সমস্ত জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ থাকাতে, আধুনিক সংস্কৃতানভিজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের এক প্রকার দুর্লভ ছিল। প্রাচীন সন্ন্যাসাদর্শসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেই নিজ নিজ কল্পনাপ্রসূত আচার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া সেই আদর্শকে বিকৃত করিতেছেন। অধুনা অতুর্লভ বঙ্গভাষী গৃহত্যাগিগণের সমক্ষে সেই আদর্শ উপস্থাপিত করাও এই অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থখানি সরল সংস্কৃত গদ্যে বিরচিত হইলেও, ইহাতে বহুসংখ্যক

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, বেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ, ইত্যাদি হইতে অনেক উদ্ধৃত শ্লোকাদি দৃষ্ট হয়। সেই সকল বচন এত বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত যে, এই গ্রন্থখানিকে নানাদ্বার হইতে সংগৃহীত বিবিধ বর্ণের চীরখণ্ড নির্ম্মিত দরবেশের আলখিল্লার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রভেদ এই যে, আলখিল্লায়, সৌচিকের নির্ম্মাণ-সৌষ্ঠব প্রায়শঃই দুর্লক্ষ্য : এস্থলে কিন্তু, নির্ম্মাতার কৃতিত্ব এতই সুস্পষ্ট যে তাহা অতিত্বরস্বী পাঠকেরও দৃষ্টির অগোচর থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ, সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য যে কেবল বিদ্যার অরণ্য ছিলেন এমন নহে, তাঁহাকে প্রতিভার পর্ব্বত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের বিশ্লেষণ-কৌশল অনন্যসাধারণ। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিও বিস্ময়াবহ।

উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, বাশিষ্ঠরামায়ণ, বিষ্ণু ভাগবত, মনুস্মৃতি প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ হইতে তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাশিষ্ঠ রামায়ণই তাঁহার প্রধান উপজীব্য; কিন্তু সেই গ্রন্থের বচনোদ্ধারকালে তিনি অনেক স্থলে শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে কয়েকটী শ্লোক হইতে পদ সঙ্কলন করিয়া নূতন শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ, বাশিষ্ঠ রামায়ণের শব্দাড়ম্বরতা অনেক স্থলে তাৎপর্য্যগ্রহণে অন্তরায়। সেই গ্রন্থ হইতে বচনোদ্ধারকালে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বরুচির অনুবর্ত্তন, মুনিবরের পক্ষে দোষাবহ হইতেই পারে না, প্রত্যুত পাঠকের পক্ষে সবিশেষ আনুকূল্যের নিদর্শন। তিনি সেই বিশাল গ্রন্থের তাৎপর্য্য এরূপ সুস্পষ্ট-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, কোন স্থলেই উক্ত প্রমাণসমূহের, মূলের তাৎপর্য্যের সহিত বৈসাদৃশ্য ঘটে নাই।

প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার বেদোক্ত সন্ন্যাসের, বিবিদিষা সন্ন্যাস ও

বিদ্বৎসন্ন্যাস নামে, দুই বিভাগ করিয়া শ্রৌত ও স্মার্ত্ত প্রমাণ দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন এবং ঐ উভয় প্রকার সন্ন্যাসকে যথাক্রমে বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তির কারণ রূপে অবধারণ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে দৈব ও পুরুষকারের মীমাংসা করিয়াছেন। বিবিদিষাসন্ন্যাস গ্রহণে অসমর্থের পক্ষে জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম্মাদির মানসিক ত্যাগ বিধান করিয়া (এবং কাহারও মতে) অনূঢ়া ও বিধবা নারীর সন্ন্যাসের অধিকার শাস্ত্রানুমোদিত রূপে প্রদর্শন করিয়া মুনিবর পূর্ব্বাচার্য্যগণ হইতে আপনার বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ এই তিনটী জীবন্মুক্তির সাধনরূপে নিরূপিত হইয়াছে; এবং তত্ত্বজ্ঞান ও বাসনাক্ষয়ের স্বরূপ অবধারিত হইয়াছে। বাসনাসমূহের প্রকারভেদ এবং প্রত্যেক প্রকার বাসনার চিকিৎসাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বাসনাক্ষয় হইলে দেহযাত্রানির্ব্বাহের হেতু ব্যবহার যে অচল হয় না তাহা বুঝাইয়া জীবন্মুক্তের কয়েকটী প্রসিদ্ধ লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মনোনাশের দুই উপায়, হঠনিগ্রহ এবং ক্রমনিগ্রহ, এবং মনোনাশ সম্বন্ধে যোগের উপকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সমাধির অন্তরায়সমূহ পরিহারের উপায়সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিদেহমুক্তি সম্ভাবিত হইলেও, জীবন্মুক্তি সাধন করিবার যে পাঁচটী প্রয়োজন আছে যথা, জ্ঞানরক্ষা, তপস্যা, বিসম্বাদাভাব, দুঃখনাশ এবং সুখাবির্ভাব, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে—চারি ভূমিকাভেদে জীবন্মুক্তির চারিটী নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পরমহংসোপনিষদের ব্যাখ্যানদ্বারা বিদ্বৎসন্ন্যাস নিরূপিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত প্রতি অধ্যায়ের বিস্তৃততর বিবরণ গ্রন্থের শেষভাগে

সূচীপত্রাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উদ্ধৃতবচনবহুল বলিয়া এবং সেই বচনগুলি সাতিশয় চিত্তাকর্ষক বলিয়া, গ্রন্থকারের উপপাদন-শৃঙ্খলা মনে রাখা পাঠকগণের পক্ষে কিছু আয়াসসাধ্য। পাঠকালে সেই আয়াসের লাঘব করিবার জন্য এবং তাৎপর্য্যস্মরণের সুবিধার জন্য সেই সূচীপত্র তাৎপর্য্যবিশ্লেষণের আকারে রচিত হইয়াছে। পাঠারম্ভ করিবার পূর্ব্বে এবং পাঠাবসানের পরে উক্ত বিশ্লেষণসূচী এক একবার পাঠ করিয়া লইলে গ্রন্থধারণা পাঠকের পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

এই গ্রন্থের অচ্যুতরায়মোড়কবিরচিত একখানি টীকা আছে। আনন্দাশ্রমস্থ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বের টীকাহীন সংস্করণের পরিবর্ত্তে এই সটীকসংস্করণ বিংশতি সংখ্যক গ্রন্থরূপে মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থকলেবর প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মূল্যও তদনুপাতে বর্দ্ধিত হওয়াতে গ্রন্থখানি দরিদ্র সন্ন্যাসিগণের পক্ষে কিছু কষ্টলভ্য হইয়াছে: অথচ টীকাও গ্রন্থপাঠে সবিশেষ সহায়ক নহে। কেননা, গ্রন্থার্থ পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া, টীকাকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, বরং স্বরচিত সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ এবং অনেকস্থলে অপ্রাসঙ্গিক সন্দর্ভসকল সংযোজিত করিয়া নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। তবে কোন কোন স্থলে অতি প্রয়োজনীয় কথারও মীমাংসা আছে।
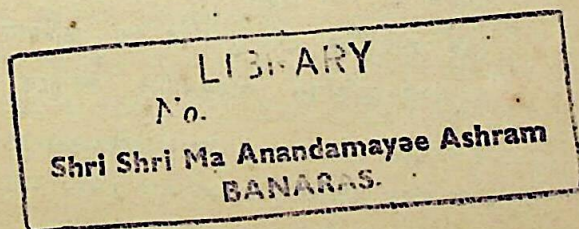
গ্রন্থকার পরিচয়। *

মাধবীয় পরাশর স্মৃতি হইতে এবং সায়ণাচার্য্য বিরচিত অলঙ্কা
সুধানিধি, সুভাষিতসুধানিধি, প্রায়শ্চিত্তসুধানিধি, যজ্ঞতন্ত্রসুধানিধি হইতে
এবং মাধবীয় ধাতুবৃত্তি হইতে পাওয়া যায় যে বিজয়নগর রাজ্যের নরপ
প্রথম বুক্কের মন্ত্রী মাধবাচার্য্য ভরদ্বাজগোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহা
বৌধায়নসূত্র ও যাজুষী শাখা ছিল। তাঁহার পিতার নাম মায়ণ, মাতা
নাম শ্রীমতী; তাঁহার দুই অনুজ ছিলেন; তাঁহাদের নাম সায়ণ (পূর্ব্বো
গ্রন্থকার সায়ণাচার্য্য) ও ভোগনাথ। ভোগনাথই তিন সহোদরের মধ্যে
সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁহাদের সিঙ্গলী নামে এক ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার পু
লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মীধর বিজয়নগরের রাজা প্রথম দেবরায়ের মন্ত্রী ছিলেন।

মাধবাচার্য্য স্বকীয় পরাশরস্মৃতি ও অন্যান্য গ্রন্থে তিন গুরুর নামোল্লে
করিয়াছেন যথা, বিদ্যাতীর্থ, ভারতীতীর্থ ও শ্রীকণ্ঠ। (দ্বিতীয় পৃষ্ঠা
পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোক দেখুন। সেস্থলে 'পরম গুরু' শব্দের পরিবর্তে
'গুরু' পাঠ করিতে হইবে।) তন্মধ্যে বিদ্যাতীর্থকেই মাধব ও সায়ণ উভ
ভ্রাতা মহেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। (১ম পৃষ্ঠায় মঙ্গলাচর
দেখুন।) মাধবাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য হইতে ষড়্বিংশতিতম পট্টাধিকারিরূপে
শৃঙ্গেরী মঠে বিদ্যাশঙ্কর নামে এই গুরুর এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন; এব
১৩৮৯ ও ১৩৯২ খৃষ্টাব্দের দুই শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে
সেই প্রতিমূর্ত্তির সেবাপূজাদির জন্য ভূমিদান করেন। শৃঙ্গেরী মঠে
ভূম্যুৎসর্গতাম্রলিপির কয়েকখানির আদিতে উক্ত "যস্য নিঃশ্বসি

* Rao Bahadur R. Narasinghachar M. A (Bangalore) বিরচি
প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। Indian Antiquary Vol, XLV, 1916 Janu
pages 1 to 6 February, pages 17 to 24.

বেদাঃ" ইত্যাদি শ্লোক এবং অন্তে বিদ্যাশঙ্করের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। বিদ্যাতীর্থ, রাজা প্রথম বুক্কের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এই উভয় প্রকারেরই গুরু ছিলেন। ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপি * হইতে অনুমিত হয় যে, রাজা প্রথম বুক্ক তাঁহারই প্রসাদে অনায়াসে স্বকীয় রাজ্য বশে আনিতে পারিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য স্বরচিত "অনুভূতিপ্রকাশ" গ্রন্থে † আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে বিদ্যাতীর্থকেই তিনি মুখ্যগুরু বলিয়া মনে করিতেন। বিদ্যাতীর্থ "রুদ্রপ্রশ্নভাষ্য" (রুদ্রাধ্যায়ের ব্যাখ্যা) নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহার পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে তিনি পরমাত্মতীর্থের শিষ্য ছিলেন।

মাধবাচার্য্য, দ্বিতীয়গুরু ভারতীতীর্থের কথা স্বকীয় "জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ কথিত আছে ভারতীতীর্থ "দৃগ্দৃশ্য বিবেক" § নামক একখানি ও সুপ্রসিদ্ধ "পঞ্চদশী" গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াসিক ন্যায়মালা যে ভারতীতীর্থ বিরচিত তাহা উক্ত গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে জানা যায় (ভারতীতীর্থমুনিপ্রণীতায়াং

---

* "ক্ষৌণীং সাগরমেখলাং স কলয়ন্ ভ্রূক্ষেপমাত্রে স্থিতাম্।
বিদ্যাতীর্থমুনেঃ কৃপাম্বুধিশশী ভোগাবতারোঽভবৎ॥"

† "সোঽস্মান্ মুখ্যগুরুঃ পাতু বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ।"

‡ "স ভব্যাদ্ভারতীতীর্থযতীন্দ্রচতুরাননাৎ।
কৃপামব্যাহতাং লব্ধ্বা পারার্থ্যপ্রতিমোঽভবৎ॥"

§ এই "দৃগ্দৃশ্যবিবেক" গ্রন্থ এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য বিরচিত "বাক্যসুধা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মানন্দ ভারতীকৃত টীকায় ভারতীতীর্থ উহার রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পঞ্চদশীর শেষের পাঁচ অধ্যায় যে 'ব্রহ্মানন্দ' নামক বিদ্যারণ্যবিরচিত স্বতন্ত্রগ্রন্থ, তাহা বিদ্যারণ্য মুনি "জীবন্মুক্তি বিবেকে" জানাইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে ...এয় "পঞ্চদশী" গ্রন্থত্রয়ের সমষ্টি। সম্ভবতঃ টীকাকার রামকৃষ্ণ উক্ত গ্রন্থত্রয়কে সংহত করিয়া 'পঞ্চদশী' এই নাম দিয়া টীকা রচনা করিয়া থাকিবেন।—অনুবাদক।

বৈয়াসিকন্যায়মালায়াম্)। রাজা প্রথম হরিহর এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, কম্পন, প্রথম বুক্ক, মারপ ও মুদ্দপ, তাঁহাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন—একথা শৃঙ্গেরী মঠের ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপি হইতে জানা যায়।

কাঞ্চীভরামের এক শিলালিপি হইতে পাওয়া যায় যে, শ্রীকণ্ঠ অথবা শ্রীকণ্ঠনাথ সায়ণের গুরু ছিলেন। বিত্রগুণ্ঠের এক তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় সঙ্গম শ্রীকণ্ঠনাথকে স্বকীয় গুরু বলিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন। সেই তাম্রলিপির রচয়িতা ভোগনাথ (মাধবাচার্য্যের অনুজ) আপনাকে রাজা দ্বিতীয় সঙ্গমের নর্ম্মসচিব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং স্বরচিত মহাগণপতি স্তবে, শ্রীকণ্ঠনাথকে গুরু বলিয়া তাঁহার যে অসামান্য স্তুতিবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় তিনি ভোগনাথেরও গুরু ছিলেন।* সুতরাং তিন ভ্রাতাই শ্রীকণ্ঠকে গুরু বলিয়া মানিতেন।

রাজা প্রথম বুক্কের মন্ত্রী মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক কথা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে, যথা—তিনি যোদ্ধা ছিলেন, তিনি "সূত-সংহিতার" টীকাকার এবং "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে"র রচয়িতা; তিনি ১৩১৩ শকাব্দের বৈশাখ মাসে সূর্য্যগ্রহণ কালে একখানি গ্রাম দান করেন ইত্যাদি। এই সকল অমূলক কথার প্রচার হইবার কারণ এই যে, তৎকালে আরও দুইজন মাধব ছিলেন; এবং তাঁহাদের একজন প্রথম বুক্কের অন্যতম মন্ত্রীও ছিলেন এবং মাধবামাত্য বা মাধবমন্ত্রী নামে অভিহিতও হইতেন। তিনিও শাস্ত্রবিৎ গ্রন্থকার ছিলেন। মাধবাচার্য্য হইতে তাঁহাকে পৃথক করিবার জন্য এ স্থলে তাঁহাকে মাধবমন্ত্রী নামে অভিহিত করা যাইবে।

---

* মন্দারশ্চ তরুঃ পরেঽপি তরবো মেরুশ্চশৈলঃ পরে
প্যাঃ শৈলাঃ কমলাগৃহস্থশয়নং চাব্ধিঃ পরেঽপ্যব্ধয়ঃ।
শ্রীকণ্ঠশ্চ গুরুঃ পরেঽপি গুরবো লোকত্রয়েঽপ্যদ্ভুতম্
ভক্তাধীন ভবাংশ্চ দৈবতমহো সর্ব্বেঽপ্যমী দেবতাঃ॥

পূণার আনন্দাশ্রমপ্রচারিত "রুদ্রাধ্যায়ের" ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বামন শাস্ত্রী যে মাধবাচার্য্যের জীবনী লিখিয়াছেন, তাহাতে যে তাম্রলিপির প্রতিলিপি দিয়াছেন, তাহার সহিত মাধবাচার্য্যের কোনও সংশ্রব নাই। তাহা মাধবমন্ত্রিসম্বন্ধীয়। তাহা হইতে এবং ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়—মাধবমন্ত্রী আঙ্গিরস গোত্রজ চাবুণ্ড নামক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম মাচাম্বিকা। তিনি এককালে বেদবিদ্যাপারদর্শী ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি "উপনিষন্মার্গ-প্রতিষ্ঠাতাগুরু" নামে অভিহিত হইতেন এবং পশ্চিম উপকূলে দেশ জয় করেন। তিনি প্রথম বুক্কের এবং দ্বিতীয় হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা বুক্ক তাঁহাকে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে রাজ্য শাসনে নিযুক্ত করেন এবং দ্বিতীয় হরিহর তাঁহাকে জয়ন্তীপুর বা বনাবেশ প্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন। জয়ন্তীপুর শাসনকালে তিনি তুরস্কদিগকে পরাজিত করিয়া কোঙ্কানরাজধানী গোয়া নগরী স্বাধিকার ভুক্ত করেন এবং ম্লেচ্ছবিধ্বস্ত সপ্তনাথ নামক শিবলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার গুরুর নাম কাশীবিলাসক্রিয়াশক্তি। তাঁহারই প্রসাদে তিনি তৎকালে সুবিখ্যাত শৈব বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ত্র্যম্বকনাথ নামক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। ৭২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় যে সূতসংহিতার তাৎপর্য্যদীপিকা নাম্নী টীকার রচয়িতা মাধবাচার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনিই সেই মাধবাচার্য্য। ইনি বেদবিদ্যায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন যে, তৎকালে ইনি "উপনিষন্মার্গপ্রবর্ত্তকাচার্য্য" নামে সুপ্রসিদ্ধ হন; সুতরাং তাৎকালিক প্রামাণিক ইতিহাসাদির অভাবে মাধবমন্ত্রীর কীর্ত্তিকলাপ ও রচিতগ্রন্থাদি যে মাধবাচার্য্যের উপর আরোপিত হইবে, ইহাতে কিছুই বিস্ময়াবহ নাই।

মাধবাচার্য্যই যে শেষবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া বিদ্যারণ্য নামে

পরিচিত হন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। * রামকৃষ্ণ বিরচিত পঞ্চদশী টীকার পুষ্পিকা তাহার অন্যতম প্রমাণ। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে অনুমিত হয়, তিনি ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মন্ত্রীত্ব করেন। প্রবাদ আছে তিনি ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি যে ৮৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা স্বরচিত সুবিখ্যাত দেব্যপরাধ বা লম্বোদরজননী স্তোত্রে আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যথা :—

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধপরিসেবাকুলতয়া।
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি ॥
ইদানীং চেন্মাত স্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা।
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥

মাধবাচার্য্যবিরচিত গ্রন্থাদি দেখিয়া অনুমান হয় তিনি জ্যোতিষ, স্মৃতি, ব্যাকরণ, মীমাংসা ও বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বৈদ্যক শাস্ত্রেও তাহার পাণ্ডিত্য ছিল। † মাধবাচার্য্য যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, অথবা যে যে গ্রন্থের রচনার সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ঋগ্বেদভাষ্য, ২। যজুর্ব্বেদভাষ্য, ৩। সামবেদভাষ্য, ৪। অথর্ব্ববেদভাষ্য, ৫। চারিবেদের ঐতরেয়, তাণ্ড্যাদি ব্রাহ্মণেরভাষ্য, ৬। পরাশরস্মৃতিভাষ্য, ৭। জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর, ৮। কালনির্ণয়,

---

* সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত তেলেগু ভাষার এক ব্যাকরণ আছে। তাহার রচয়িতা অহোবল পণ্ডিত। ইনিও মাধবাচার্য্যের ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি স্বকীয় গ্রন্থে বিদ্যারণ্য নামে মাধবাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

† সুপ্রসিদ্ধ "মাধবনিদান" ইঁহার বিরচিত কিনা জানিতে পারি নাই।

(জ্যোতিষশাস্ত্র)। ৯। অনুভূতিপ্রকাশ, ১০। দশোপনিষদ্দীপিকা, ১১। ব্রহ্ম গীতা, ১২। পঞ্চদশীর অধিকাংশ, ১৩। জীবন্মুক্তি বিবেক, ১৪। অপরোক্ষানুভূতির টীকা, ১৫। ধাতুবৃত্তি, ১৬। শ্রীশঙ্কর দিগ্বিজয়।

'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' মাধবাচার্য্য বিরচিত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইলেও উক্ত তালিকা হইতে পরিত্যক্ত হইল, কেননা, প্রত্নতত্ত্ববিৎ নরসিংহাচার প্রমাণ করিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থ সায়ণাচার্য্যের পুত্র মায়ন বা মাধব কর্ত্তৃক বিরচিত।

পূর্ব্বোক্ত বেদ চতুষ্টয়ের ভাষ্য বেদার্থপ্রকাশ নামে জগতে পরিচিত এবং সেই বেদার্থপ্রকাশে সায়ণাচার্য্যের কৃতিত্বই জনসমাজে সুবিদিত; কিন্তু তাহাতে মাধবাচার্য্যের নাম সংযুক্ত থাকাতে মাধবাচার্য্য বিরচিত বলিয়াই উক্ত হইল। এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন মাধবাচার্য্য রাজকার্য্যে নিমগ্ন থাকিতেন; বেদভাষ্যরচনারূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। সায়ণাচার্য্য উহা রচনা করিয়া অগ্রজের নামে ও স্বনামে প্রচারিত করেন। কিন্তু ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দের এক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐ সময়ে "বিদ্যারণ্য শ্রীপাদ" রাজা দ্বিতীয় হরিহরের সভায় উপস্থিত থাকিয়া বেদভাষ্যের "প্রবর্ত্তক" নারায়ণ বাজপেয়যাজী, নরহরি সোমযাজী এবং পণ্ঢরী দীক্ষিতকে উক্ত নরপতি দ্বারা (ভূমিদানের) তাম্রশাসন প্রদান করান। সম্ভবতঃ উক্ত পণ্ডিতত্রয় মাধবাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্যকে বেদভাষ্য রচনায় সাহায্য করেন। তৎপূর্ব্বে ১৩৮১ খৃষ্টাব্দেও উক্ত তিন পণ্ডিত দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র ও আরগ প্রদেশের শাসন কর্ত্তা চিক্করায়ের নিকট হইতে যথাক্রমে বার্ষিক ৬০, ৪০ এবং ৫০ বরহা (মুদ্রা বিশেষ) পরিমাণ আয়ের ভূসম্পত্তি অগ্রহাররূপে প্রাপ্ত হন।

বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরী মঠের পট্টাধিকারে ষড়্‌বিংশ শঙ্করাচার্য্য হন। সন্ন্যাসাবস্থায় * মুনি বিদ্যারণ্যের গ্রন্থ রচনা দেখিয়া, গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহপ্রদান দেখিয়া এবং তাঁহার রচিত দেব্যপরাধস্তোত্র (বা লম্বোদর-জননী স্তোত্র) পাঠ করিয়া আপাততঃ মনে হয় যে, মনোনাশের জন্য যে যোগমার্গাবলম্বনের অবশ্যকর্ত্তব্যতায় তিনি এত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্বয়ং সবিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, অথবা তিনি স্বপ্রিয় অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে ভাষ্যকার প্রদিষ্ট কেবল জ্ঞানমার্গের উপর নির্ভর করিয়া যোগমার্গ উপেক্ষা করেন। কিন্তু নানাস্থলে তিনি যেরূপ সূক্ষ্মানুভবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার যে জগতের উপকারার্থ বা লোকশিক্ষার্থ অভিনয় মাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মাধবাচার্য্য বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির সহিত সায়ণাচার্য্যের নাম এরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ যে সায়ণের কথা কিছু না বলিয়া এই প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করা যায় না, এবং সেই সঙ্গে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগনাথের কিছু পরিচয় না দিলে, সেই বংশে এক কালে কিরূপ প্রতিভার

---

* বামন শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর বিদ্যারণ্য মুনি দ্বৈতাদ্বৈত বিষয়ে বহু মতান্তরবাদী পণ্ডিতগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদী অক্ষোভ্য মুনির সহিত কাঞ্চী নগরে তাঁহার বহুদিনব্যাপী যে শাস্ত্রার্থবিচার চলিয়াছিল, তাহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে, বিদ্যারণ্য মুনির পরাজয় হইয়াছিল এবং তাঁহারা ধুয়া ধরেন—

"অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যো মুনি রচ্ছিনৎ।"

কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বিপরীত বার্ত্তা প্রচার করেন, যথা—

"অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্যারণ্যো মহামতিঃ।"

যাহা হউক অক্ষোভ্যমুনি ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন এবং মাধবাচার্য্য ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং উক্ত বিচার অবশ্যই তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অন্যূন দশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সায়ণাচার্য্য কৃত বেদব্যাখ্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ দোষ ধরিলেও ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতে সায়ণাচার্য্য আবির্ভূত না হইলে বেদ আমাদের নিকট চির অন্ধকারে আবৃত থাকিত।

সায়ণ যথাক্রমে প্রথম বুক্ক, কম্পন, দ্বিতীয় সঙ্গম ও দ্বিতীয় হরিহর— বিজয়নগরের এই চারিজন নরপতির মন্ত্রিত্ব করেন। ইহা তাহার বিরচিত বিবিধ গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত বেদার্থপ্রকাশ ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ রচনা করেন। ১। সুভাষিতসুধানিধি, ২। ধাতুবৃত্তি, ৩। প্রায়শ্চিত্তসুধানিধি, ৪। যজ্ঞতন্ত্রসুধানিধি, ৫। অলঙ্কারসুধানিধি, ৬। শতপথ, তৈত্তিরীয় ও যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণের ভাষ্য, ৭। পুরুষার্থসুধানিধি, ৮। আয়ুর্ব্বেদসুধানিধি (বৈদ্যকগ্রন্থ)।

উক্ত অলঙ্কারসুধানিধি নামক অলঙ্কার বা রসশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে সায়ণাচার্য্য বিবিধ প্রকার অলঙ্কারের দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে নিজ জীবনের অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগনাথের ছয়খানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের ন্যায় মনীষীর নিকট যখন ভোগনাথের কবিতা এরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিল, তখন ভোগনাথ একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন বুঝিতে হইবে। অলঙ্কারসুধানিধি হইতে পাওয়া যায় যে সায়ণের তিন পুত্র ছিলেন—কম্পন, মায়ন ও শিঙ্গন। প্রথম সঙ্গীতজ্ঞ, দ্বিতীয় কবি এবং তৃতীয় বেদবিৎ ছিলেন। এই মায়নই সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রচয়িতা।

রাজা দ্বিতীয় সঙ্গম শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় অথবা কম্পনের মৃত্যুত্তর জাত পুত্র ছিলেন বলিয়া সায়ণাচার্য্য রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন

করেন এবং স্বয়ং তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। সায়ণাচার্য্য একজন যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি রাজা চম্পকে এবং চোলরাজপুত্র বীরচম্পকে, তিরুভেলম যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং গরুড় নগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Aufrecht) অফ্রেকট্ বলেন, সায়ণাচার্য্য ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভোগনাথের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দ্বিতীয় সঙ্গমের নর্ম্মসচিব বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য প্রণীত অলঙ্কারসুধানিধি গ্রন্থে ভোগনাথ বিরচিত যে ছয়খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে তাহা এই—১। রাসোল্লাস, ২। ত্রিপুরবিজয়, ৩। উদাহরণমালা, ৪। মহাগণপতি স্তোত্র, ৫। শৃঙ্গার মঞ্জরী, ৬। গৌরীনাথাষ্টক। প্রথম গ্রন্থ রামায়ণমূলক ও দ্বিতীয় গ্রন্থ পৌরাণিক।

ভোগনাথ রচিত যে সকল শ্লোক পাওয়া যায় তাহা উৎকৃষ্ট কবিত্বের পরিচায়ক। তিনি মাধব ও সায়ণের অনুপযুক্ত অনুজ নহেন।

অনুবাদ পরিচয়

আনন্দাশ্রমের টীকাহীন দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অবলম্বন করিয়াই জীবন্মুক্তিবিবেকের বঙ্গানুবাদ বিরচিত হইয়াছে। এই সংস্করণের যে যে পাঠগুলি স্পষ্টতঃ দুষ্ট, সেইগুলি অবশ্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহাদের স্থলে সটীক সংস্করণের পাঠ অথবা আনন্দাশ্রম সংগৃহীত প্রতিলিপি সমূহের যে পাঠ সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেই পাঠই গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য মুনি শাস্ত্রান্তর হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল সেইগুলির মূল ও অনুবাদ উভয়ই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে পাদটীকায় তাহাদের পাঠান্তরও প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু

বিদ্যারণ্য বিরচিত গদ্যগ্রন্থের মূল, কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আদৌ প্রদত্ত হয় নাই। যাঁহাদের মূলের প্রয়োজন হইবে, তাঁহারা পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে কাশীর টীকাহীন সংস্করণ অল্প মূল্যেই পাইতে পারেন।

মুনিবর যে সকল শাস্ত্রান্তর বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের যথাযথ অনুবাদ করা, তত্তৎপ্রকরণসম্বন্ধ (context) না জানিলে এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু পদ্যপরিচ্ছেদাদির সংখ্যা দিয়া বচনোদ্ধার করা সে কালের পদ্ধতি ছিল না, এমন কি গ্রন্থের পর্য্যন্ত নামোল্লেখ করা প্রাচীনগণ প্রয়োজনীয় বোধ করিতেন না। 'শ্রূয়তে' 'স্মর্য্যতে' 'উক্তঞ্চ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে যথাক্রমে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির বচনোদ্ধার করিতেন। সুতরাং উদ্ধৃত বচনসমূহের প্রকরণসম্বন্ধ নির্ণয় করা নরদেহধারী সর্ব্ববিদ্যাকোষস্বরূপ পণ্ডিতের সাহায্য বিনা এক প্রকার অসম্ভব। এই দারুণ অসুবিধা দূর করিবার জন্য Jacob ও Bloomfield—এই দুই সংস্কৃতবিদ্যানুরাগী পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রভৃত পরিশ্রমসাধ্য দুই বাক্যকোষ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই দুই কোষ সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যসদৃশ। জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪৯টি উদ্ধৃত বচন আছে। তন্মধ্যে উপনিষদ্বাক্যের অধিকাংশই Jacob সাহেবের কোষে পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটী মাত্র পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণ এই যে Jacob সাহেব (গীতা ও মাণ্ডুক্যকারিকা সহ) কেবলমাত্র ৫৬ খানি উপনিষদ্ লইয়া, এবং Bloomfield সাহেব বেদ, সংহিতা, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি ১১৯ খানি মাত্র গ্রন্থ লইয়া নিজ নিজ কোষ রচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। স্মৃতিবচন ও পুরাণাদির বচন তত্তৎগ্রন্থে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে ৫।৬ বৎসর লাগিয়াছে। তথাপি ৫৭টি উদ্ধৃত বচনের এযাবৎ অনুসন্ধান পাই নাই।* কয়েকখানি গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকখানি এযাবৎ মুদ্রিত না

* এই সংস্করণে আরও কয়েকটির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

হওয়ায়, তাহাদের প্রতিলিপির সন্ধান করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, এই সকল গ্রন্থের অনুসন্ধান বিষয়ে কাশী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সংশ্লিষ্ট 'সরস্বতীভবন' নামক পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব্ব লাইব্রেরীয়ান, অধুনা উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল পণ্ডিতবর্য্য শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ. মহোদয় যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এই দুরূহ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম না।

মূল গ্রন্থের সহিত উদ্ধৃত বচনসমূহের পাঠ মিলাইয়া, যে যে স্থানে উদ্ধৃত বচনসমূহের প্রকরণসম্বন্ধ পরিস্ফুট করিয়া না দিলে অর্থপ্রতীতি দুর্ঘট হয়, সেই সেই স্থলে উক্ত সম্বন্ধ সংক্ষেপে পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে যে স্থলে প্রামাণিক টীকা, ভাষ্য প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে সেই সেই স্থলে টীকাকার বা ভাষ্যকারকৃত উক্ত বচনসমূহের ব্যাখ্যার অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পরিশেষে, যে যে স্থলে বিদ্যারণ্যমুনিকৃত ব্যাখ্যার সহিত উক্ত টীকাকারদিগের ব্যাখ্যার প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে উক্ত প্রভেদ পরিস্ফুট করিয়া পাদটীকা রচনা করিয়াও দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ যেরূপ বহুশাস্ত্রদ্বারলব্ধ ভৈক্ষ্যদ্বারা বিরচিত, টীকাও প্রায় তদনুরূপ; কিন্তু প্রভেদ এই যে মুনিবর এই সকল ভৈক্ষ্য পরিপাক করিয়া স্বকীয় প্রতিপাদ্যবিষয়ের পুষ্টিসম্পাদন করিয়াছেন, টীকাসংগ্রাহক কিন্তু ভিক্ষালব্ধ টীকা-টিপ্পনী পাঠকবর্গসমক্ষে অর্পণ করিয়াই নিরস্ত হইলেন। এক্ষণে তাহা পাঠকবর্গের রুচিকর হইলেই সংগ্রাহকের শ্র[ম] সার্থক হইবে।

প্রাচীন ও আধুনিক যে সকল টীকাকার ও ব্যাখ্যাতৃগণের নিক[ট] অনুবাদক ও টীকাসংগ্রাহক ঋণী তাঁহাদের সকলেরই নামোল্লেখ ক[রা]

সম্ভবপর নহে। এই গ্রন্থের বিরচন কল্পে অনুবাদ ও সংগ্রহ ব্যতীত সকলই মনীষিগণের দান। সেই অনুবাদ এবং সংগ্রহও যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য হইয়াছে তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তাহা সুধীগণের পরীক্ষাসাপেক্ষ। তাহার উপর মুদ্রাকরকৃতপ্রমাদের তালিকাও সুদীর্ঘ। সুতরাং পাঠকবর্গের নিকট হইতেও ধৈর্য্যভিক্ষা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

দোল পূর্ণিমা, সন ১৩৩২।
১৮নং কামাখ্যালেন,
সিটি বেনারস।

শ্রীদুর্গাচরণ দেবশর্ম্মা—
(চট্টোপাধ্যায়।)

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন।

অনেক দিন পূর্ব্বেই "জীবন্মুক্তি বিবেক" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গেলেও এপর্য্যন্ত উহা পুনঃ ছাপাইতে পারা যায় নাই। অনুবাদক পরমারাধ্য পণ্ডিতজীর সুদীর্ঘকাল যাবত রোগভোগই ইহার অন্যতম কারণ; এবং সেইহেতু তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইহাতে আর কোন নূতন বিষয় সংযোজিত করিতে পারা গেল না। মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইলে ইতিমধ্যে পণ্ডিতজী মহারাজের তিরোধান ঘটে। এই সমুদয় অনিচ্ছাকৃত কারণবশতঃ অতি বিলম্বের দরুণ আমরা সহৃদয় উৎগ্রীব পাঠকের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

প্রথম সংস্করণেরই ইহা পুনর্মুদ্রণ মাত্র—অতি সামান্যই ইহাতে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অধুনা কাগজ ও মুদ্রণাদি অত্যধিক ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের প্রতিকৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত হইল না; তৎসত্ত্বেও পুস্তকের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে। আশা করি ইহা পূর্ব্ববৎ সুধীবৃন্দের আদরণীয় হইবে। অলমতিবিস্তারেণ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী
১৩৫৬ সন।
৪৪ নং কামাখ্যা লেন,
বেনারস।

ব্রহ্মচারী পরমানন্দ
প্রকাশক।

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যমুনি-বিরচিত

জীবন্মুক্তি বিবেক।

প্রথম প্রকরণ।

জীবন্মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥

১। বেদসমূহ যাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ (১), যিনি বেদ-সমূহ হইতে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন (২), আমি সেই বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরকে (৩) বন্দনা করিতেছি।

---

(১) "আর্দ্রকাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে যেরূপ নানাপ্রকার ধূম, (অর্থাৎ ধূম, স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি) নির্গত হয়, হে মৈত্রেয়ি, তদ্রূপ এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মেরও ইহা নিঃশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় তাঁহা হইতে অযত্নপ্রসূত—'ইহা' অর্থাৎ যাহা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (নৃত্যগীতাদি শাস্ত্র), উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা) শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, বা অর্থবাদ বাক্য—এ সমস্ত নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মের নিঃশ্বাসবৎ, অযত্নপ্রসূত।" (বৃহদা উ—২।৪।১০)

(২) "তিনি 'ভূ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভূলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন"—ইত্যাদি। (তৈ-ব্রা, ২।২।৪।২)। মনু বলিতেছেন—(মনুসংহিতা, ১।২১) তিনি আদিতে এ সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম ও অবস্থা বেদ-শব্দ হইতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য—১।৩।২৮ দ্রষ্টব্য)

(৩) অর্থাৎ সকল বিদ্যার উপদেষ্টা পরমেশ্বরকে এবং স্বকীয় গুরু 'বিদ্যাতীর্থ'কে।

২। বিবিদিষা-সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাস—এই দুয়ের প্রভেদ দেখাইয়া আমি উভয়ের বর্ণনা করিব। এই দুই (সন্ন্যাস) যথাক্রমে বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তির কারণ।

৩। সন্ন্যাসের কারণ বৈরাগ্য। "যে দিনই বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই দিনই গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।" "যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ"—'জাবাল-উপ'—এই বেদবাক্য হইতে (তাহা জানা যাইতেছে)। কিন্তু বৈরাগ্যের ও সন্ন্যাসের বিভাগ, পুরাণ হইতে পাওয়া যায়।

"বিরক্তির্দ্বিবিধা প্রোক্তা তীব্রা তীব্রতরেতি চ।
সত্যামেব তু তীব্রায়াং ন্যসেদ্যোগী কুটীচকে॥
শক্তো বহূদকে তীব্রতরায়াং হংসসংজ্ঞিতে।
মুমুক্ষুঃ পরমে হংসে সাক্ষাদ্বিজ্ঞানসাধনে॥"

নৃসিংহ পুরাণ, ৬০।১৩, ১৪, (?)

বিদ্যাতীর্থ ইঁহার গুরু এবং ভারতীতীর্থ ইঁহার পরমগুরু—ইহা তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম-বিরচিত 'পারাশর মাধব' হইতে জানা যায়। যথা—

"সোঽহং প্রাপ্য বিবেকতীর্থপদবীমাম্নায় তীর্থে পরং
মজ্জন্ সজ্জনসঙ্গতীর্থ নিপুণঃ সদ্বৃত্ততীর্থং শ্রয়ন্।
লব্ধামাকলয়ন্ প্রভাবলহরীং শ্রীভারতীতীর্থতো
বিদ্যাতীর্থমুপাশ্রয়ন্ হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠমব্যাহতম্॥"

সায়নাচার্য্য বিরচিত বলিয়া অবিসম্বাদ প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ ভাষ্যের এবং অন্যান্য গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এই "যস্য নিঃশ্বসিতং" ইত্যাদি শ্লোক দৃষ্ট হয়। ইষ্টদেবতা নমস্কার ও গুরুনমস্কার একই শ্লোকদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

(৪) যথা মহাভারতে—

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥

৪।৫। বৈরাগ্য দুই প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা তীব্র এবং তীব্রতর। তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, যোগী (গৃহস্থাদি অধিকারী) "কুটীচক" নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে (তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম) পরিত্যাগ করিবেন, অথবা, যদি (ভ্রমণের ও অপরিচিতদেশে অবস্থান করিয়া ভিক্ষান্ন দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের) সামর্থ্য থাকে, তবে "বহূদক" নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে তাহাই করিবেন। আর তীব্রতর 'বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে', হংস নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে, (বিরুদ্ধ কর্ম্মাদি) ত্যাগ করিবেন। কিন্তু যিনি মোক্ষকামী, তিনি তত্ত্বোপলব্ধির সাক্ষাৎ উপায়স্বরূপ পরমহংস নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে, (তদ্বিরুদ্ধাচরণ) পরিত্যাগ করিবেন। (১)

৬। পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে, "সংসারকে ধিক্" এই প্রকার যে চিত্তের সাময়িক (অস্থায়ী) অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাই মন্দ বৈরাগ্য।

৭। এই জন্মে (২) যেন আমার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি না হয়, এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত যে বুদ্ধি, তাহাই তীব্র বৈরাগ্য।

৮। যে লোকে গমন করিলে এই সংসারে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই লোকে যেন আমার গমন না হয়, এই প্রকার বুদ্ধির (দৃঢ় ইচ্ছার) নাম তীব্রতর বৈরাগ্য। মন্দ বৈরাগ্যে কোন প্রকার সন্ন্যাসের বিধান নাই।

৯। তীব্র বৈরাগ্যে যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে, তাহার

---

(১) টীকাকার অচ্যুতরায় বলেন এই দুই শ্লোক মূল গ্রন্থকার প্রণীত "লঘু পারাশর স্মৃতি বিবৃতি" নামক গ্রন্থে পারাশর পুরাণ বাক্য বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু মাধবীয় পরাশর স্মৃতির বোম্বাই সংস্করণে এই শ্লোকদ্বয় নৃসিংহপুরাণান্তর্গত (৬০।১৩, ১৪) বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) এই প্রকার তীব্রবৈরাগ্য নিত্যানিত্যবিচারজনিত নহে। কেননা তাহা হইলে বলিতেন, 'আর কখনও (অর্থাৎ ইহজন্মে বা জন্মান্তরে) যেন আমার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি না হয়।'

মধ্যে, ভ্রমণাদির (১) সামর্থ্য না থাকিলে কুটীচক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা, এবং তাহার সামর্থ্য থাকিলে বহূদক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। এই উভয় প্রকার সন্ন্যাসীই ত্রিদণ্ডধারী।

১০। তীব্রতর বৈরাগ্যে, যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে তাহা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তি এই দুই প্রকার ফলভেদমূলক। হংস-সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোকে যাইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, (কিন্তু) পরমহংস-সন্ন্যাসী ইহলোকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

১১। এই সকল সন্ন্যাসের আচার ব্যবহার, পারাশর স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যান গ্রন্থে, আমরা (কেবল) পরমহংসের (অবস্থার) বিচার করিতেছি।

১২। (ঋষিগণ) বলেন, পরমহংস দুই প্রকারের হয়; এক জিজ্ঞাসু, অপর জ্ঞানবান্। বাজসনেয়িগণ (শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক-পাঠিগণ) বলেন, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন।

১৩। যথা, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি"

(বৃহদা, উ ৪।৪।২২)

এই আত্মলোক ইচ্ছা করিয়াই, (লাভ করিবার জন্য) সন্ন্যাসিগণ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন।

যাঁহাদের বুদ্ধি দুর্ব্বল তাঁহাদের (বুঝিবার সুবিধার) জন্য আমরা এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ গদ্যে বলিতেছি।

লোক দুই প্রকার; আত্মলোক ও অনাত্মলোক। তন্মধ্যে অনাত্ম (২) লোক তিন প্রকার; ইহা বৃহদারণ্যক-ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে (অর্থাৎ উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে) আছে, যথা—

(১) তীর্থযাত্রা, স্বজন ভিন্ন অপরের নিকট ভিক্ষা করা ইত্যাদি।

(২) আনন্দাশ্রমের দুই প্রকার সংস্করণেই এস্থলে পাঠের ভুল আছে।

"অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি। সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো, নান্যেন কর্ম্মণা, কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ।" (বৃহদা, উ, ১।৫।১৬)

"অথ" শব্দের দ্বারা বাক্যারম্ভ করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন, লোক তিনটী বৈ নহে, যথা—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। তন্মধ্যে এই মনুষ্যলোক পুত্রের দ্বারাই জয় করা যায়, অন্য কিছুর দ্বারা নহে, (কর্ম্ম বা বিদ্যাদ্বারা নহে), কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক (জয় করা যায়), বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা দেবলোক জয় করা যায়। সেই স্থলেই আত্মলোকের কথা শুনা যায়, যথা—

"যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি"—(বৃহদা, উ, ১।৪।১৫)

যে কেহ আত্মলোক দর্শন না করিয়া এই লোক হইতে গমন করেন (মরেন), এই আত্মলোক (পরমাত্মা) (তাঁহার নিকট) অবিদিত থাকিয়া তাঁহাকে (শোক মোহাদি হইতে) রক্ষা করেন না।

"আত্মানমেব লোকমুপাসীত, স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে"—(বৃহদা, উ ১।৪।১৫)

আত্মলোকেরই উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি আত্মলোকেরই উপাসনা করিয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

(প্রথম শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই)—যে ব্যক্তি মাংসাদির পিণ্ড স্বরূপ এই লোক হইতে, পরমাত্মনামক আত্মলোক (অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ) না জানিয়া দেহত্যাগ করে, আত্মলোক বা পরমাত্মা অবিদিত, অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা ব্যবহিত (অন্তর্হিত) থাকিয়া, সেই আত্মলোক-জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে, মরণানন্তর শোক মোহাদি দোষ দূরীকরণ দ্বারা রক্ষা করেন না অর্থাৎ তাহাকে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া আবার শোক মোহ পাইতে হয়। (দ্বিতীয় শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে) তাহার অর্থাৎ সেই

উপাসকের কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ একটী মাত্র ফলদান করিয়া বিনাশোন্মুখ হয় না অর্থাৎ বাঞ্ছিত সমস্ত ফল এবং মোক্ষও প্রদান করিয়া থাকে। * (১) (উক্ত ব্রাহ্মণের) ষষ্ঠাধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে—"কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থং বয়ং যক্ষ্যামহে", "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি"—(বৃহদা, উ, ৪।৪।২২)

"যে প্রজামীশিরে তে শ্মশানানি ভেজিরে। যে প্রজা নেশিরে তেঽমৃতত্বং ভেজিরে"। (২)

কোন্ প্রয়োজনে আমরা বেদাধ্যয়ন করিব ? কোন্ প্রয়োজনে আমরা যজ্ঞ করিব ?

যে আমাদিগের এই (নিত্যসন্নিহিত) আত্মাই এই লোক বা পুরুষার্থ, সেই আমরা পুত্রাদি লইয়া কি করিব ?

যাহারা সন্ততি লাভের ইচ্ছা করে, তাহারাই শ্মশান (পুনর্জন্মনিবন্ধন মরণযন্ত্রণা) ভোগ করে। যাহারা সন্ততি ইচ্ছা করে না, তাহারা নিশ্চয়ই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।

তাহা হইলে (১৩ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত বৃহদারণ্যক শ্রুতির) "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" "এই লোক ইচ্ছা করিয়াই সন্ন্যাসিগণ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন"—এই বাক্যে "এই লোক" দ্বারা আত্মলোক উদ্দিষ্ট হইয়াছে, বুঝা যায়। কারণ, (তথায় বৃহদারণ্যকের জ্যোতির্ব্রাহ্মণে ৪।৪।২২) "স বা এষ মহানজ আত্মা"—"এই যে, পূর্ব্বোক্ত

---

* এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন।

(১) ভাষ্যকার বলেন—তাহার কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কারণ, তাহার এমন কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ক্ষয় হইবে। "কর্ম্মক্ষয় হয় না" কথাটি সিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র।

(২) এই শ্রুতিবচনের মূল পাই নাই।

সেই জন্মরহিত আত্মা” এই সকল শব্দের দ্বারা কথার আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে “এতদ্” এই শব্দের দ্বারা আত্মাই সূচিত হইয়াছে (১)। যাহা লোকিত বা অনুভূত হয়, ‘লোক’ শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে (“আত্মানুভবমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি”) “আত্মানুভব ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা প্রব্রজ্যা বা গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন” ইহাই (পূর্ব্বোক্ত) শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিয়া নির্ণীত হইল। স্মৃতিতেও আছে—

“ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভায় পরহংসসমাহ্বয়ঃ।
শান্তিদান্ত্যাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সাধনৈঃ সহিতো ভবেৎ॥”*

“ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের নিমিত্ত পরমহংস নামক (সন্ন্যাসী), শম (মানসিক স্থৈর্য্য), দম (ইন্দ্রিয়সংযম) প্রভৃতি সকল সাধন সম্পন্ন হইবেন।”

বিবিদিষা সন্ন্যাস।

এ জন্মে বা জন্মান্তরে বেদাধ্যয়নাদি (কর্ম্ম) যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে যে আত্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মে তাহার নাম বিবিদিষা। সেই বিবিদিষা বশতঃ যে সন্ন্যাস সম্পাদিত হয়, তাহাকে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। এই বিবিদিষা সন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের হেতু; সন্ন্যাস দুই প্রকার। যে সকল কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে, জন্মান্তর লাভ করিতে হয়, সেই সকল কাম্যকর্ম্মের ত্যাগমাত্রই এক প্রকার সন্ন্যাস। আর প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দণ্ডধারণাদিরূপ আশ্রমগ্রহণ দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাস।

---

(১) এস্থলে, উপক্রম ও উপসংহারের একতা, এবং অভ্যাস, এই দুইটি মাত্র লিঙ্গের সাহায্যে তাৎপর্য্য নির্ণয় করা হইয়াছে।

* এই স্মৃতি বচনটী কোন্ স্মৃতির অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই, তবে নারদপরিব্রাজকোপনিষদে (৬ষ্ঠ উপদেশ। ২২) ইহা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত আরও অনেক স্মৃতিবচন উক্ত উপনিষদে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ স্মৃতিসংস্কারাপন্ন কোন ঋষি উক্ত উপনিষদ্ দর্শন করিয়াছিলেন।

"পুংজন্ম লভতে মাতা পত্নী চ প্রৈষমাত্রতঃ।
ব্রহ্ম নষ্টং সুশীলশ্চ জ্ঞানং চৈতৎ প্রভাবতঃ॥"

(সন্ন্যাসীর) কেবলমাত্র প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণ করিবার প্রভাবে, (তাঁহার) জননী ও পত্নী পুরুষ হইয়া জন্মলাভ করেন, এবং সেই সুশীল সন্ন্যাসী, তৎপ্রভাবে, যে ব্রহ্ম এতদিন তাঁহার নিকট অদৃশ্য অর্থাৎ অবিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাঁহার দর্শনলাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করেন। †

তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শাখাতেও ত্যাগের কথা শুনা যায় [যথা কৈবল্য উপনিষদে, ৪র্থ কণ্ডিকায় এবং মহানারায়ণোপনিষদে ১৬।৫]—

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইতি।

"মহাত্মগণ ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন—কর্ম্মের দ্বারা বা পুত্রাদি দ্বারা বা ধন দ্বারা নহে"।

এই প্রকার ত্যাগ করিবার অধিকার স্ত্রীলোকদিগেরও আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের যে (নীলকণ্ঠের) "চতুর্ধরী" টীকা আছে, তাহাতে সুলভাজনক-সংবাদে লিখিত আছে— মোক্ষধর্ম্ম (৩২০।৭ টীকা)—

"ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণামপি প্রাগ্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্দ্ধং সন্ন্যাসেঽধিকারোঽস্তি।"

"ভিক্ষুকী" এ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগেরও বিবাহের পূর্ব্বে এবং বৈধব্যের পরে সন্ন্যাসে অধিকার আছে। সেই সন্ন্যাসানুসারে ভিক্ষাচর্য্য, মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ, এবং একান্তে আত্মধ্যান করা তাহাদের কর্ত্তব্য, এবং ত্রিদণ্ডাদির ধারণও কর্ত্তব্য। শারীরক ভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদে (১) (৩৬ সংখ্যক সূত্র হইতে

† এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন।

(১) শারীরক ভাষ্য (৩।৪।৩৬)

"বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাং চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাম্…"

"সমাবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্যাপন করিয়াছে, অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই

পরবর্ত্তী কয়েক সূত্র পর্য্যন্ত) দেবারাধনায় অধিকার থাকা হেতু, বিধুরের (ব্রহ্মাবস্থাতেও) অধিকার প্রতিপাদন প্রসঙ্গে বাচক্নবী ইত্যাদির নাম শুনা যায়।] * অতএব (নিম্নলিখিত) মৈত্রেয়ীবাক্য পঠিত হইয়া থাকে—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহি।"

(বৃহদা, উ, ২।৪।৩)

"যে বিত্ত অথবা বিত্তসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা আমার অমৃতা হওয়া সম্ভবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্, আপনি যাহা (অমৃতত্বসাধন বলিয়া) জানেন তাহাই আমাকে বলুন।"

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থিগণ, কোনও কারণবশতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অসমর্থ হইলে, তাঁহাদের পক্ষে স্বকীয় আশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, তত্ত্বজ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে, কর্ম্মাদির মানসিক ত্যাগ করিবার পক্ষেও কোন বাধা নাই; যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ সমূহে এবং ইহ সংসারেও, সেই প্রকার অনেক তত্ত্ববিৎ বা জ্ঞানী দেখিতে

কি বনব্রজ্যাদি করে নাই এরূপ লোক বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে দারপরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদের বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায়, সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে।" (৺কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত টীকা, ৪৭৪ পৃঃ বেদান্তদর্শন)

* [ ] এই বন্ধনীর অন্তর্গত এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন। এই অংশের প্রামাণ্য নির্ণয় করিতে গিয়া আমাদেরও সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। নীলকণ্ঠ প্রণীত শিবতাণ্ডব স্তোত্রের টীকার পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে উক্ত টীকা ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, অর্থাৎ নীলকণ্ঠ সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আর বিদ্যারণ্য মুনির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত বাদানুবাদের অবসান না হইলেও, কেহই তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিতে সাহসা হয়েন নাই। সকলেই তাঁহাকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) সুতরাং নীলকণ্ঠের টীকা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করা বিদ্যারণ্য মুনির পক্ষে অসম্ভব।

২

পাওয়া যায়। দণ্ডধারণাদিরূপ যে পরমহংসাশ্রম তত্ত্বজ্ঞানলাভের কারণ, তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিবিধপ্রকারে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এইহেতু তাহার বর্ণনা করিতে বিরত হইলাম।

ইতি বিবিদিষা সন্ন্যাস।

বিদ্বৎসন্ন্যাস।

অনন্তর আমরা বিদ্বৎসন্ন্যাস বর্ণনা করিব। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা পরম-তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগে দ্বারাই বিদ্বৎসন্ন্যাস সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য সেই বিদ্বৎসন্ন্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে (এইরূপ বেদে শুনা যায়) জ্ঞানিদিগের শিরোমণি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য "বিজিগীষুকথায়" (বৃহদারণ্য তৃতীয় অধ্যায়ে) বহুবিধ তত্ত্বনিরূপণের দ্বারা আশ্বলায়ন প্রভৃতি বিপ্রগণে জয় করিয়া, "বীতরাগকথায়" (বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অধ্যায়ে) সংক্ষেপে সবিস্তর অনেক প্রকারে জনককে বুঝাইয়াছিলেন: তদনন্তর মৈত্রেয়ীকে বুঝাইবার নিমিত্ত অবিলম্বে (নিজের অনুভূত) তত্ত্বের প্রতি তাঁহা মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য স্বয়ং যে সন্ন্যাস সম্পাদন করিবার সংক করিয়াছিলেন, তাহার প্রস্তাব করিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে বুঝাইয়া সন্ন্যা সম্পাদন করিলেন। এই দুই (সন্ন্যাস প্রস্তাব ও সন্ন্যাস সম্পাদন) মৈত্রে ব্রাহ্মণের (বৃহদা, উপ, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণের) আদিতে ও অ পঠিত হইয়া থাকে। যথা—"অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্মৈত্রেয়ী হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" (বৃহদা, উ, ৪।৫।২) তাহার পর যাজ্ঞবল্ক্য আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য হইতে পৃথক্, সন্ন্যাসাশ্রম) অবল করিবেন মনে করিয়া কহিলেন, "অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই স্থান হইতে অর্থ

গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি" এবং "এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার" (বৃহদা, উ—৪।৫।১৫)—অরে মৈত্রেয়ি, এই পর্য্যন্তই অমৃতত্ব বা মুক্তির সাধন। এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বাহির হইলেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

কহোল ব্রাহ্মণেও (বৃহদা, উপ, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণেও) বিদ্বৎসন্ন্যাসের কথা এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে। যথা, "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি", (বৃহদা, উপ, ৩।৫।১)—সেই আত্মাকে এইরূপ জানিয়াই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ, পুত্রকামনা, বিত্তকামনা এবং লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া (অর্থাৎ ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া) অনন্তর ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন।

এ স্থলে কেহ যেন এরূপ আশঙ্কা না করেন যে, বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। কেননা, তাহা হইলে 'বিদিত্বা' এই শব্দের 'ত্বা' প্রত্যয়ের (অর্থাৎ উক্ত বাক্যান্তর্গত "জানিয়া" শব্দের "ইয়া" প্রত্যয়ের) পূর্ব্বকালবাচিত্বের (অর্থাৎ জানিবার পর, এই অর্থের) ব্যাঘাত ঘটে, এবং 'ব্রাহ্মণ' শব্দের ব্রহ্মবিদ্-অর্থেরও ব্যাঘাত ঘটে। এস্থলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি বুঝাইতে পারে না। কেননা, উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যের* শেষে যে "অথ ব্রাহ্মণঃ" (অনন্তর ব্রাহ্মণ) এইরূপ শব্দপ্রয়োগ আছে তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ "পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌন" এই শব্দত্রয়ের দ্বারা সংসূচিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন উল্লিখিত হইয়াছে।

---

* শ্রুতি বাক্যটি এইরূপ—(বৃহদা, উ ৩।৫।১) "...ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি...তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ"।

(শঙ্কা)—যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, সেই স্থলে বিবিদিষা সন্ন্যাসযুক্ত, এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি "ব্রাহ্মণ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে, যথা, "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।"—সেই হেতু 'ব্রাহ্মণ' পাণ্ডিত্য (বেদান্তবাক্য বিচাররূপ শ্রবণ) পরিসমাপ্ত করিয়া বাল্যের সহিত (অর্থাৎ অনাত্মদৃষ্টি দূরীকরণ সামর্থ্যরূপ জ্ঞানবলে যুক্ত হইয়া) অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন।

(সমাধান)—(তবে, তদুত্তরে বলা যাইবে) এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা, তথায় "ভবিষ্যদ্বৃত্তি" অর্থাৎ পরে যিনি 'ব্রহ্মবিদ্' হইবেন এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই 'ব্রাহ্মণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহা না হইলে এস্থলে যে "অথ" শব্দের অর্থ 'অনন্তর' অর্থাৎ 'সাধনানুষ্ঠানের পরবর্ত্তী কালে' —সেই 'অথ' শব্দের "অথ ব্রাহ্মণঃ" এইরূপে কেন প্রয়োগ করা হইল ?

শারীর ব্রাহ্মণেও (বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণে) বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্ন্যাস এই দুই সন্ন্যাস স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা— "এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃহদা, উপ, ৪।৪।২২) ইতি—এই আত্মাকে জানিয়াই মুনি (মননশীল যোগী) হয়েন, এই আত্মলোক পাইবার ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজনশীল (মুমুক্ষুগণ) প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। 'মুনি' শব্দে 'মননশীল' বুঝায়। অন্য কোনও প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না থাকিলেই, এই মননশীলত্ব সম্ভবপর হয়, সুতরাং ইহা দ্বারা সন্ন্যাসই সূচিত হইতেছে। (পূর্ব্বোক্ত) শ্রুতিবাক্যের শেষে এই কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা হইয়াছে। "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি ইতি"। সেই এই (সন্ন্যাসাবলম্বনের স্পষ্ট কারণ) এইরূপে (স্মৃত হইয়া থাকে)—প্রাচীন আত্মজ্ঞগণ প্রজা, (সন্ততি

বিত্ত, কর্ম্ম ইত্যাদি) কামনা করিতেন না ; (তাঁহারা বলিতেন) আমরা— যাহাদের এই (নিত্য সন্নিহিত) আত্মাই এই লোক,—সেই আমরা—পুত্র লইয়া কি করিব ? এই হেতু তাঁহারা পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও স্বর্গাদি লোককামনা পরিত্যাগ করিয়া, তদনন্তর ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতেন। "এই আত্মাই এই লোক"—এই স্থলে "এই লোক" অর্থে যে লোক বা পুরুষার্থ তাঁহারা অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতেছেন।

(শঙ্কা)—যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, এস্থলে মুনিত্বরূপ ফলের দ্বারা (অর্থাৎ মুনি হইবার) প্রলোভন দেখাইয়া বিবিদিষা সন্ন্যাসের বিধান করা হইয়াছে এবং বাক্যশেষে তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে ; এই হেতু বিবিদিষা সন্ন্যাস ব্যতীত অন্য সন্ন্যাস কল্পনা করা সঙ্গত নহে—

(সমাধান)—তবে আমরা বলি, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'বেদন' অর্থাৎ আত্মাকে জানা, বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফল। যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, আত্মাকে জানা ও মুনি হওয়া একই কথা, তবে বলি, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কেননা, "(আত্মাকে) জানিয়া মুনি হয়েন" এস্থলে আত্মাকে জানা হইবার পর মুনি হওয়া যায়, এইরূপ বলায় পূর্ব্বকালীন আত্মজ্ঞানের সহিত উত্তরকালীন মুনিত্বের সাধন ও সাধ্য (উপায় ও উপেয়) সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে।

(শঙ্কা)—যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, আত্মজ্ঞানই সম্যক্ পরিপক্ক হইলে, তাহার সেই অবস্থান্তরকে মুনিত্ব বলে, অতএব আত্মজ্ঞান দ্বারাই, পূর্ব্বোক্ত (অর্থাৎ বিবিদিষা) সন্ন্যাস হইতে এই মুনিত্বরূপ ফল (লাভ করা গিয়া থাকে)—

(সমাধান)—তবে আমরা বলি, ভালই, আমরা তাহা স্বীকার করি এবং সেইহেতু বলি যে, সেই সাধনরূপ সন্ন্যাস হইতে এই ফলরূপ সন্ন্যাস ভিন্ন। যেরূপ বিবিদিষা সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত শ্রবণাদি সম্পাদন

করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাসী কর্ত্তৃক জীবন্মুক্তিলাভের নিমিত্ত মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ইহা অগ্রে সবিস্তার বর্ণনা করিব। এই দুই সন্ন্যাসের মধ্যে অবান্তর ভেদ থাকিলেও, পরমহংসস্বরূপে উভয়কেই এক ধরিয়া স্মৃতিশাস্ত্র সমূহে "চতুর্বিধা ভিক্ষবঃ"—'ভিক্ষুগণ চারি প্রকারের হইয়া থাকেন'*—এই চারিটি মাত্র সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিবিদিষা-সন্ন্যাসী এবং শেষোক্ত বিদ্বৎসন্ন্যাসী উভয়কেই পরমহংস বলে, একথা জাবালশ্রুতি (জাবালোপনিষৎ, ৪, ৫) হইতে জানা যায়। তথায় (পাওয়া যায়), জনক, সন্ন্যাস সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে, যাজ্ঞবল্ক্য (আশ্রমভেদে) বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া, এবং পর পর যে যে প্রকার (কর্ম্মাদির) অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিবিদিষা-সন্ন্যাসের কথা বলিলেন, এবং তাহার পর অত্রি যজ্ঞোপবীতরহিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে দোষ ধরিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য "আত্মজ্ঞানই তাঁহার যজ্ঞোপবীত" এই বলিয়া সমাধান করিলেন। এইহেতু বাহ্যোপবীতের অভাব দেখিয়া (বিবিদিষা-সন্ন্যাসের) পরমহংসত্ব নিশ্চিত হইল। এবং অপর (ষষ্ঠ) কণ্ডিকায় "পরমহংসগণ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া, সম্বর্ত্তক, আরুণি প্রভৃতি অনেক ব্রহ্মবিদ্ জীবন্মুক্তের উদাহরণ দিয়া "অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ"—তাঁহারা অব্যক্তলিঙ্গ (আশ্রমবিশেষের চিহ্নাদিশূন্য), অব্যক্তাচার (তাঁহাদের আচারের কোনও স্থিরতা নাই), তাঁহারা উন্মত্ত না হইয়াও (উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহারে রত), এই বলিয়া, বিদ্বৎসন্ন্যাসিগণের অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর "ত্রিকাণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং

---

* পারাশর মাধবীয়ে হারীতবচন যথা—

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তু প্রোক্তাঃ সামান্যলিঙ্গিনঃ"।

* * *

"কুটীচকো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।
চতুর্থঃ পরমোহংসঃ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥"

যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎ সর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাহহত্মানমন্বিচ্ছেৎ”—ত্রিকাণ্ড (ত্রিদণ্ড), কমণ্ডলু, শিক্য (শিকা), পাত্র, জলপবিত্র (জল ছাঁকনি), শিখা, যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি বস্তুসমূহ, 'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জলে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবে। এইরূপে যিনি ত্রিদণ্ড ছিলেন, তাঁহার পক্ষে একদণ্ড-চিহ্নিত বিবিদিষা-সন্ন্যাস বিধান করিয়া, সেই বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফলস্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাস নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—“যথাজাতরূপধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহস্তত্ত্ব ব্রহ্মমার্গে সম্যক্‌সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষ্যমাচরন্নুদরপাত্রেণ লাভালাভৌ সমৌ কৃত্বা শূন্যাগারে দেবতাগৃহ-তৃণকূট-বল্মীকবৃক্ষমূল-কুলালশালাগ্নিহোত্র-নদীপুলিন-গিরি-কুহর-কন্দর-কোটর-নির্ঝর-স্থণ্ডিলেষ্বনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্ল-ধ্যানপরায়ণোহধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভাশুভকর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি স এব পরমহংসো নাম।” (জাবালোপনিষৎ, ৬)

যিনি সদ্যোজাত শিশুর সদৃশ (১) ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা অবিকৃত চিত্ত এবং পরিগ্রহশূন্য (২) (সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিবিহীন) থাকিয়া, ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ নিরত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া, প্রাণধারণের নিমিত্ত যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বাধীন ভাবে উদরপাত্রের দ্বারা (ভোজন পাত্র শূন্য হইয়া) ভিক্ষাচরণ করেন এবং লাভ অলাভকে সমান জ্ঞান করেন এবং অনির্দ্দিষ্টাশ্রয় হইয়া শূন্যভবন, দেবালয়, তৃণকুটীর, বল্মীক, বৃক্ষমূল, কুম্ভকারের কর্ম্মশালা (পোয়ান), অগ্নিহোত্র (হবন গৃহ), নদীপুলিন, গিরিগহ্বর, কন্দর, কোটর, নির্ঝর

(১) অচ্যুতরায় বলেন 'যথাজাতরূপধরঃ' পদে সদ্যোজাতশিশুর ন্যায় শরীর ভিন্ন অপর সকল প্রকার বাহ্য পরিগ্রহশূন্য এবং (২) 'নিষ্পরিগ্রহ' পদে লোকবাসনাদি আভ্যন্তর পরিগ্রহশূন্য।

(সন্নিহিত) যজ্ঞভূমি (১) (প্রভৃতি) স্থানে (বাস করেন) এবং নিশ্চেষ্ট নির্ম্মম হইয়া শুক্লধ্যাননিরত, অধ্যাত্মনিষ্ঠ, শুভাশুভকর্ম্মক্ষয়পরায়ণ হইয়া সন্ন্যাসের দ্বারা দেহত্যাগ করেন, তিনিই পরমহংস বলিয়া বিদিত।

সেইহেতু এই উভয়ের (বিবিদিষা ও বিদ্বৎসন্ন্যাসের) পরমহংসত্ব সিদ্ধ হইল। উক্ত উভয় প্রকার সন্ন্যাসের পরমহংসত্ব তুল্যরূপে সিদ্ধ হইলেও, তাহারা পরস্পর বিপরীত স্বভাবের বলিয়া, তাহাদের মধ্যে অবান্তরভেদও (অবশ্যই) স্বীকার করিতে হইবে। এই দুই সন্ন্যাস যে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত তাহা 'আরুণি' উপনিষদ্ ও 'পরমহংস' উপনিষদের পর্য্যালোচনায় জানা যায়। "কেন ভগবন্ কর্ম্মাণ্যশেষতো বিসৃজানি" (আরুণিকোপনিষদ্ ১)— 'হে ভগবন্, কোন্ উপায় দ্বারা আমি নিঃশেষরূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারি'— এই বাক্যের দ্বারা শিষ্য আরুণি, গুরু প্রজাপতিকে শিখা, যজ্ঞোপবীত, স্বাধ্যায়, গায়ত্রী জপাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগরূপ বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু প্রজাপতি (প্রথমে) "শিখাং যজ্ঞোপবীতং" [শিখা যজ্ঞোপবীত] ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্বত্যাগের কথা বলিলেন, (পরে) "দণ্ডমাচ্ছাদনং কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ"—দণ্ড, আচ্ছাদন এবং কৌপীন গ্রহণ করিবে—এই বাক্যের দ্বারা দণ্ডাদিগ্রহণ বিধান করিলেন, এবং "ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ। সন্ধিং সমাধাবাত্মন্যাচরেৎ সর্ব্বেষু বেদেষ্বারণ্যকমাবর্ত্তয়েৎ। উপনিষদমাবর্ত্তয়েৎ।" (আরুণিকোপনিষদ্ ২)—তিনবার সন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে স্নান করিবে, সমাধিতে আত্মার সহিত সন্ধি (সংযোগ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান) অভ্যাস করিবে, বেদ সমূহের মধ্যে "আরণ্যক" (অংশের) আবৃত্তি করিবে—এই বাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতুস্বরূপ যে আশ্রমধর্ম্ম সমূহ, তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিলেন। আর (পরম-

(১) 'নির্ঝর' পদে জল প্রস্রবণ স্থল এবং 'স্থণ্ডিল' পদে অরণ্যাদিতে লোকরচিত পর্ণশালা বুঝিতে হইবে।

হংসোপনিষদে) "অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোঽয়ং মার্গঃ"—পরমহংস যোগীদিগের পথ কিরূপ ?—নারদ এই প্রশ্নের দ্বারা গুরু ভগবান্ প্রজাপতিকে বিদ্বৎসন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। "তিনি স্বপুত্র মিত্র" * ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্যাগের কথা বলিলেন, এবং "নিজের শরীরের উপভোগের নিমিত্ত এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত, কৌপীন, দণ্ড ও আচ্ছাদন গ্রহণ করিবে" এই বলিয়া, দণ্ডাদিগ্রহণ লোকাচার মাত্র, ইহা দেখাইয়া "এবং তাহা মুখ্য নহে" এই কথা বলিয়া দণ্ডাদিগ্রহণ যে শাস্ত্রীয় (অর্থাৎ একান্ত কর্ত্তব্য) নহে তাহা বুঝাইলেন। পরে, "তবে মুখ্য কি ?"—এই আশঙ্কা উঠাইলে, বলিলেন—"ইহাই মুখ্য যে পরমহংস, দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত এবং আচ্ছাদন (গাত্রবস্ত্র) ব্যবহার করেন না"; (এবং ইহা দ্বারা) দণ্ডাদি চিহ্ন রহিত হওয়াই শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা (বুঝাইয়া) "না শীত না গ্রীষ্ম" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এবং "দিগম্বর, নমস্কারশূন্য" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা (পরমহংস) যে লোকব্যবহারের অতীত তাহা বুঝাইলেন, এবং পরিশেষে "যিনি পূর্ণ, আনন্দ, এক এবং বোধস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আমি—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কৃতকৃত্য হয়েন" † এই পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা পরমহংসের (সকল কর্ত্তব্য) ব্রহ্মানুভবমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, ইহাই বুঝাইলেন। অতএব বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্ন্যাস পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া

---

* অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতং যাগং সত্রং স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরভোগার্থায় লোকস্যৈবোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ, তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি, কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যঃ ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং * * * * আশাম্বরো (আকাশাম্বরো) ন নমস্কারঃ * * *"।

† "যৎপূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি"।

৩

ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য প্রদর্শিত সঙ্কেত অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ হইতে দেখিয়া লইতে হইবে। (স্মৃতিতে আছে)—

"সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥ *
প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্।
তস্মাজ্‌ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্ন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্॥" †

—সংসারকে একেবারে সারশূন্য জানিয়া এবং সার বস্তু কি, তাহা দর্শন করিবার অভিলাষে (কেহ কেহ) বিবাহ না করিয়া পরবৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন; প্রবৃত্তিই যোগের (কর্ম্মযোগের) লক্ষণ, এবং সন্ন্যাসই জ্ঞানের লক্ষণ। সেইহেতু এই সংসারে যিনি বুদ্ধিমান (বিবেকী) তিনি জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন ইত্যাদি বিবিদিষা সন্ন্যাসের (কথা)।

"যদা তু বিদিতং তৎ স্যাৎ পরং ব্রহ্ম সনাতনং।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতাং শিখাং ত্যজেৎ॥
জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং ত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ॥" ‡

—কিন্তু যখন সেই সনাতন পরব্রহ্মের (পরোক্ষ) জ্ঞান জন্মিবে

---

* পারাশর মাধবীয় স্মৃতিতে অঙ্গিরা বচন বলিয়া উদ্ধৃত ও বিশ্বেশ্বর বিরচিত "যতিধর্ম্ম সংগ্রহে" বৃহস্পতিবচন বলিয়া উদ্ধৃত, দৃষ্ট হয়।

† বিশ্বেশ্বরবিরচিত 'যতিধর্ম্মসংগ্রহে' ৩য় পৃষ্ঠায় (পুণা সংস্করণ) ব্যাসবচন বলিয়া উদ্ধৃত।

‡ পরাশর সংহিতায় (পারাশর মাধবীয় স্মৃতিতে) আচার কাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে

তখন একটি দণ্ড সংগ্রহ করিয়া, উপবীতের সহিত শিখা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে (অপরোক্ষ ভাবে), জানিয়া, সব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইত্যাদি বিদ্বৎসন্ন্যাসের (কথা)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, লোকের যেমন কেবল ঔৎসুক্যবশতঃ (চিত্রাঙ্কনাদি) কলাবিদ্যা জানিতে প্রবৃত্তি হয়, (ব্রহ্মবিদ্যা) জানিবারও ত' কখনও সেইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে এবং এইরূপে যে ব্যক্তি পল্লবগ্রাহিমাত্র এবং যিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন (কিন্তু যাঁহার প্রকৃত পাণ্ডিত্য নাই), সেইরূপ ব্যক্তিগণেরও বিদ্বত্তা বা ব্রহ্মজ্ঞান দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের ত' সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে দেখা যায় না। অতএব বিবিদিষা (জিজ্ঞাসা) ও বিদ্বত্তা (জ্ঞান) এই শব্দদ্বয়ের কিরূপ অর্থ অভিপ্রেত (তাহা জানা আবশ্যক)।

(সমাধান)—বলিতেছি। যেমন তীব্র ক্ষুধা উৎপন্ন হইলে, ভোজন ভিন্ন অন্য কার্য্যে রুচি হয় না এবং ভোজনেরও বিলম্ব সহ্য হয় না, সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম জন্মলাভের হেতু, সেই সকল কর্ম্মে অত্যন্ত অরুচি এবং জ্ঞানলাভের হেতু যে শ্রবণাদি, তাহাতে অত্যন্ত ত্বরা জন্মে। সেই প্রকার বিবিদিষাই (জানিবার ইচ্ছাই) সন্ন্যাসের হেতু। বিদ্বত্তার সীমা (অর্থাৎ জ্ঞানভূমিকায় উপনীতের লক্ষণ) "উপদেশ-সাহস্রীতে" (এইরূপ) কথিত হইয়াছে :—('তত্ত্বজ্ঞানস্বভাব' নামক চতুর্থ প্রকরণে ৫ম শ্লোক) :—

---

১৭০ পৃষ্ঠায় এই শ্লোক আছে (বোম্বাই সংস্করণ)। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্লোক এবং এইটি নারদ পরিব্রাজকোপনিষদের ৩য় উপদেশে, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭শ মন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুনিবর্য্য বিদ্যারণ্য ইহাদিগকে স্মৃতিবচন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য উক্ত উপনিষদের অন্ততঃ এই অংশটি শ্রুতির অন্তর্গত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

"দেহাত্মজ্ঞানবজ্জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্।
আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥" *

দেহের প্রতি (বিবেকবিহীন) লোকের যেমন 'আমি' বুদ্ধি আছে (এবং তদ্বিষয়ে তাহার কোনও সন্দেহ নাই), যখন (দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলের সাক্ষী, মুখ্য) আত্মার প্রতি, সেইরূপ 'আমি' বুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে পরব্রহ্মের কথা শুনা যায় 'সেই পরব্রহ্মই আমি', এইরূপ নিঃসন্দেহ জ্ঞান জন্মিবে), তখন শেষোক্ত জ্ঞানের বলে পূর্ব্বোক্ত দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায় (এবং সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি হয়)। তখন সেই ব্যক্তি মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যায়। ভাবার্থ এই যে, যাঁহার নিকট একবার আত্মতত্ত্ব আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহার আর দেহাভিমানের কারণ থাকে না বলিয়া, তাঁহার মোক্ষে কোনই প্রতিবন্ধ নাই। শ্রুতিতে আছে—(মুণ্ডক, ২।২।৮)—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

যিনি সেই পরাবরকে দর্শন করেন, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) বিনষ্ট হইয়া যায়; তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাঁহার (প্রারব্ধভিন্ন) কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

পরাবর—'পর' শব্দে হিরণ্যগর্ভাদির পদ বুঝায়। তাহা 'অবর' অর্থাৎ নিকৃষ্ট যাঁহা হইতে, তিনি পরাবর অর্থাৎ পরব্রহ্ম।

---

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার রামতীর্থ নিম্নে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতিবচন ব্যতীত তিনটি স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ জ্ঞানদগ্ধৈস্তথাক্লেশৈর্নাত্মা সম্বধ্যতে পুনঃ॥ যথা পর্ব্বতমাদীপ্তং নাশ্রয়ন্তি মৃগদ্বিজাঃ তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদো দোষা নাশ্রয়ন্তে কদাচন॥ মন্ত্রৌষধবলৈর্যদ্বজ্জীর্য্যতে ভক্ষিতং বিষম্ তদ্বৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি জীর্য্যন্তে জ্ঞানিনঃ ক্ষণাৎ॥"

হৃদয়—গ্রন্থিহৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে যে (চিৎস্বরূপ) সাক্ষীর তাদাত্ম্যাধ্যাস অর্থাৎ 'আমিই বুদ্ধি' এই প্রকার ভ্রমজ্ঞান, তাহা অনাদিকালের অবিদ্যা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া, গ্রন্থির ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে; সেইহেতু তাহা গ্রন্থি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সংশয়—সংশয়সকল এইরূপ, যথা—আত্মা সাক্ষী অথবা কর্ত্তা, তাঁহার সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হইলেও তিনি ব্রহ্ম কি না, তাঁহার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় কি না, বুদ্ধির দ্বারা জানা গেলেও, তাঁহাকে জানিবামাত্রই মুক্তি হয় কি না, ইত্যাদি।

কর্ম্মসমূহ—যে সকল কর্ম্ম এখনও ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করে নাই অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম আগামী জন্মের কারণ। এই হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি তিনটি বস্তু অবিদ্যা-নির্ম্মিত বলিয়া আত্মদর্শনের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

স্মৃতিতেও এই কথা পাওয়া যায়, যথা, (ভগবদ্গীতা, ১৮।১৭)—

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"

যাঁহার ভাব অহংকৃত নহে, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত (অর্থাৎ সংশয়প্রাপ্ত) হয় না, তিনি এই (দৃশ্যমান) লোকসমূহের হত্যা করিয়াও হত্যা করেন না এবং (তদ্দ্বারা) বন্ধপ্রাপ্ত হ'ন না।

যাঁহার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের সত্তা বা স্বভাব অর্থাৎ আত্মা; অহংকৃত নহে—অহঙ্কারের দ্বারা তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ ভিতরে আচ্ছাদিত নহে, অর্থাৎ 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ বুদ্ধ নাই। বুদ্ধি লিপ্ত হয় না—'বুদ্ধির লেপ' বলিতে সংশয় বুঝিতে হইবে।

এই (দুইটির) অভাববশতঃ, তিনি ত্রৈলোক্য বধ করিয়াও বন্ধ প্রাপ্ত হয়েন না। অন্য কোনও কর্ম্মের দ্বারা যে বন্ধ প্রাপ্ত হয়েন না তাহা আর বলিতে হইবে না।

(শঙ্কা)—আচ্ছা যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফল যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা দ্বারাই ত' আগামী জন্ম নিবারিত হইল এবং বর্ত্তমান জন্মের যে অবশেষ আছে, তাহার ভোগ বিনা ক্ষয় করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রয়াসের ফল কি ?

(সমাধান)—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কেননা, বিদ্বৎসন্ন্যাসের ফল জীবন্মুক্তি ; সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যেমন বিবিদিষা-সন্ন্যাস-সম্পাদন আবশ্যক, সেইরূপ জীবন্মুক্তিলাভের নিমিত্ত বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের সম্পাদন আবশ্যক।

ইতি বিদ্বৎসন্ন্যাস।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, (১) জীবন্মুক্তি কাহাকে বলে ? (২) জীবন্মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ কি ? (৩) কি প্রকারেই বা জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে ? (৪) জীবন্মুক্তি সিদ্ধির প্রয়োজনই বা কি ?

(তদুত্তরে) বলিতেছি—শরীরধারী লোকমাত্রেরই চিত্তে 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা', (ইত্যাদি রূপ অভিমান) ও (বিবিধ প্রকার) সুখ দুঃখ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়—তাগরা চিত্তের ধর্ম্ম। ক্লেশস্বরূপ বলিয়া তাহারাই পুরুষের বন্ধন। সেই বন্ধনের নিবারণই জীবন্মুক্তি।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, এই বন্ধন নিবারিত হইবে কোথা হইতে ? (সুখ দুঃখাদি চিত্তধর্ম্মের) সাক্ষী বা দ্রষ্টা হইতে ?—অথবা চিত্ত হইতে ? (অর্থাৎ এ বন্ধনটা আছে কোথায় ?)। যদি বল, 'সাক্ষী হইতে এই বন্ধন নিবারিত হইবে', (তবে বলি) তাহা বলিতে পার না। কেননা, সাক্ষীর প্রকৃত স্বরূপ জানিলেই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই এই বন্ধন নিবারিত হয়। (বন্ধন যদি সাক্ষীর প্রকৃতিগত হইত, তাহা হইলে সাক্ষীর সেই প্রকৃতি বা স্বরূপকে জানিবামাত্রই বন্ধন নিবারিত হইত না। বন্ধন সাক্ষিস্বরূপে নাই বলিয়াই, সাক্ষিস্বরূপ জানিলেই তাহা নিবারিত

হইয়া থাকে)। আর যদি বল, 'বন্ধন চিত্ত হইতে নিবারিত হইবে' তবে বলি তাহা অসম্ভব। কেননা, যদি জল হইতে তাহার দ্রবত্ব নিবারণ করা সম্ভব হয়, যদি অগ্নি হইতে তাহার উষ্ণতা নিবারণ করা সম্ভব হয়, তবেই চিত্ত হইতে কর্ত্তৃত্বাদি (অভিমান) নিবারণ করা সম্ভব হইবে, কারণ দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব যেমন জল ও বহ্নির স্বভাবগত ধর্ম্ম, কর্ত্তৃত্বাদিও ঠিক সেইরূপ চিত্তের স্বভাবগত ধর্ম্ম।

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যাহা স্বভাবগত, তাহার আত্যন্তিক বা সম্পূর্ণরূপ নিবারণ সম্ভবপর না হইলেও, তাহার অভিভব বা আংশিক দমন সম্ভবপর হইতে পারে। যেমন জলের স্বভাবগত দ্রবত্ব, জলের সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিলে অভিভূত হইতে পারে, যেমন বহ্নির উষ্ণতা, মণিমন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতে পারে, সেইরূপ চিত্তের বৃত্তিসমূহকে যোগাভ্যাস দ্বারা অভিভব করিতে পারা যায়।

(শঙ্কা)—ভাল, বলা হইল যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নষ্ট হইবে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম ত' আপনার ফল দিতে ছাড়িবে না; সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটাইয়া আপনার ফল দিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি ঘটাইবার নিমিত্ত, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়োজিত করিবে। আর চিত্তবৃত্তির সাহায্য বিনা সুখ দুঃখাদির ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহা হইলে চিত্তবৃত্তির অভিভব কি প্রকারে হইতে পারে?

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা, (চিত্তবৃত্তির) অভিভব দ্বারা যে জীবন্মুক্তির সাধন করিতে হইবে, সেই জীবন্মুক্তিও সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রারব্ধ ফলের মধ্যেই গণ্য। (এইহেতু প্রারব্ধ কর্ম্ম জীবন্মুক্তির প্রতিবন্ধক ঘটাইবে না)।

(শঙ্কা)—তাহা হইলে (প্রারব্ধ) কর্ম্মই জীবন্মুক্তি সম্পাদন করিবে পুরুষের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

(সমাধান)—তোমার, এ আপত্তি ত' কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে তুল্যরূপে উঠিতে পারে, (কিন্তু কৃষি বাণিজ্য বিষয়ে পুরুষের চে নিষ্প্রয়োজন—এ কথা ত' বলা চলে না)।

(খণ্ডন)—(প্রারব্ধ) কর্ম্ম স্বয়ং অদৃষ্ট স্বরূপ। তাহা যথোপযু দৃষ্ট সাধনের সমাবেশ ব্যতিরেকে ফল উৎপাদন করিতে পারে না বলি কৃষি বাণিজ্যাদিতে পুরুষের চেষ্টার অপেক্ষা আছে।

(প্রত্যুত্তর)—জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে যে আশঙ্কা উঠাইয়াছ, তাহারও ঐরূপই সমাধান হইবে। কৃষি বাণিজ্যাদিতে যেস্থলে পুরুষপ্রযত্নসত্বে ফলোৎপত্তি দেখা যায় না, সেস্থলে ধরিতে হয় যে কোন প্র অদৃষ্ট বা কর্ম্ম প্রতিবন্ধক ঘটাইতেছে। সেই প্রবল অদৃষ্ট বা নিজের ফলসাধনোপযোগী অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৃষ্ট কারণসমূহ উৎপা করিয়াই প্রতিবন্ধক ঘটায়। সেই প্রতিবন্ধক আবার প্রবল প্রতিকারক কারীরী যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা নিবারিত হয়, এ সেই প্রতিকারক কর্ম্ম, নিজের ফলসাধনোপযোগী বৃষ্ট্যাদির দৃষ্ট কারণসমূহ উৎপাদন করিয়াই পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধককে দূর করে অধিক আর কি বলিব, তুমি প্রারব্ধ কর্ম্মের অত্যন্ত ভক্ত হইলেও, কল্পনাও করিতে পারিবে না যে, (জীবন্মুক্তি সাধন বিষয়ে) যোগাভ্যাসরূ পুরুষচেষ্টা একান্ত নিষ্ফল। অথবা যদি বল, প্রারব্ধ কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞা অপেক্ষাও প্রবল (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানকে পরাভূত করিয়া বন্ধনকে ব রাখিবে), তাহা হইলে জানিও যে যোগাভ্যাস আবার সেইরূপ প্রারব্ধে অপেক্ষাও প্রবল এবং তাহার বলেই উদ্দালক * বীতহব্য প্রভৃ

* যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের—উপশম প্রকরণে ৫১ হইতে ৫৫ অধ্যায়ে উদ্দালকের ৮৪ হইতে ৮৮ অধ্যায়ে বীতহব্যের বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে।

যোগিগণ নিজের ইচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। যত্তপি আমরা (কলির জীব) স্বল্পায়ুঃ বলিয়া আমাদের পক্ষে সেই প্রকার যোগ সম্ভবপর হয় না, তথাপি কামাদিরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধমাত্র যে যোগ তাহাতে আবার প্রয়াস কি ? যদি শাস্ত্রবিহিত পুরুষপ্রযত্নের শক্তি স্বীকার না কর, তাহা হইলে চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ-শাস্ত্র পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রেরই নিষ্ফলতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। (আর) কখন কখন কর্ম্মে ফলবিসম্বাদ ঘটে অর্থাৎ কর্ম্মে (অভীষ্ট) ফললাভ ঘটে না, তাই বলিয়াই যে (শাস্ত্রবিহিত) পুরুষপ্রযত্ন নিষ্ফল, একথা বলা চলে না। তাহা হইলে, কোনও সময়ে পরাজিত হইয়াছে বলিয়া সকল রাজাই, গজারোহী, অশ্বারোহী প্রভৃতি সেনা উপেক্ষা করিত। এইহেতু আনন্দ-বোধাচার্য্য বলিতেছেন :—(প্রমাণমালা ২১ পৃঃ) "নহ্যজীর্ণভয়াদাহার-পরিত্যাগো ভিক্ষুকভয়াদ্বা স্থাল্যনধিশ্রয়ণং যূকভয়াদ্বা প্রাবরণপরিত্যাগঃ" * "অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া কেহ আহার পরিত্যাগ করে না, ভিক্ষুকের ভয়ে কেহ হাঁড়ি চড়াইতে বিরত থাকে না, ছারপোকার ভয়ে কেহ লেপাদি বহিরাবরণ ব্যবহারে বিরত হয় না।" শাস্ত্রবিহিত পুরুষপ্রযত্নের যে শক্তি আছে তাহা বশিষ্ঠের সহিত রামের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা হইতে নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়। বাশিষ্ঠ রামায়ণে "সর্ব্বমেবেহ হি সদা" (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ ৪।৮) এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "তদনু তদপ্যবমুচ্য সাধু তিষ্ঠ।" (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ ৯।৪৩) এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধে তাহা পাওয়া যায়, যথা :—

বশিষ্ঠ :—"সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্‌প্রযত্নাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে।" ৪।৮॥

---

* বারাণসী চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—"প্রমাণমালা" ২১ পৃঃ—
"নহ্যজীর্ণভয়াদাহারপরিত্যাগো ভিক্ষুকভয়াদ্বা স্থাল্যনধিশ্রয়ণং যূকভয়াদ্বা পরিধানবিমোকঃ শীতার্ত্তস্যেতি।"
আমাদের গ্রন্থের পাঠ "যূকভয়াদ্বা প্রাবরণপরিত্যাগঃ।"

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রঘুনন্দন, এই সংসারে সকল লোকেই সম্যক্ প্রযত্নবিশিষ্ট (সম্যক্ শব্দের অর্থ অবিরত,—"অনুপরমঃ এব সম্যক্ প্রয়োগঃ") পৌরুষ দ্বারা সকল সময়েই সকল বস্তু অবশ্য লাভ করিতে পারে। 'সর্ব্বম্'—সকল বস্তু, অর্থাৎ পুত্র, বিত্ত, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোকাদি ফল। 'পৌরুষাৎ'—পৌরুষ অবলম্বন করিয়া—অর্থাৎ পুত্রকামযাগ, কৃষিবাণিজ্য, জ্যোতিষ্টোম, ব্রহ্মোপাসনারূপ পুরুষপ্রযত্নের দ্বারা।

"উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতম্।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্॥" ৫।৪॥

শাস্ত্রবিগর্হিত ও শাস্ত্রবিহিত ভেদে পৌরুষ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে শাস্ত্রবিগর্হিত পৌরুষ অনর্থপ্রাপ্তির কারণ হয়, এবং শাস্ত্রবিহিত পৌরুষ, পরমার্থলাভের কারণ হয়। "উচ্ছাস্ত্রং পৌরুষং"—শাস্ত্রবিগর্হিত পৌরুষ, পরদ্রব্যহরণ, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি। "শাস্ত্রিতং পৌরুষম্"—শাস্ত্রানুমোদিত পৌরুষ, যথা—নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। "অনর্থায়"—নরকের নিমিত্ত, "পরমার্থায়"—স্বর্গাদির নিমিত্ত ; 'অর্থের' বা অভীষ্ট বস্তুর মধ্যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমার্থ।

"আবাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্রসৎসঙ্গমাদিভিঃ।
গুণৈঃ পুরুষযত্নেন সোঽর্থ * সম্পাদ্যতে হিতঃ॥" ৫।২৮॥

"অলং"—সম্পূর্ণরূপে, সম্যগ্‌রূপে।

"গুণৈঃ"—উক্ত গুণসমূহের সহিত "যুক্ত" বা "মিলিত" হইয়া—এইরূপ একটি শব্দ ধরিয়া অর্থ করিতে হইবে।

"হিতঃ"—শ্রেয়োরূপ "মোক্ষ"।

---

* মূলের পাঠ—"স্বার্থঃ সম্প্রাপ্যতে যতঃ"।

(সৎ) শাস্ত্রচর্চ্চা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি সদ্‌গুণ, বাল্যকাল হইতে সম্যক্ অভ্যস্ত হইলে, পুরুষের চেষ্টা তাহাদের সাহায্যে সেই কল্যাণকর অর্থ (অভীষ্ট বস্তু অর্থাৎ মোক্ষ) সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীরাম :—"প্রাক্তনং বাসনাজালং নিয়োজয়তি মাং যথা।
মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কিং করোম্যহম্॥" ৯।২৩॥

শ্রীরাম কহিলেন—"হে মুনে, পূর্ব্বকর্ম্মজনিত বাসনাসমূহ আমাকে যে প্রকারে চালাইতেছে, আমি সেই প্রকারেই চলিতেছি। আমি পরবশ, আমি কি করিব ?"

বাসনা শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জীবগত সংস্কার বুঝিতে হইবে।

বশিষ্ঠ :—"অতএব হি * হে রাম শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোষি শাশ্বতম্।
স্বপ্রযত্নোপনীতেন পৌরুষেণৈব নান্যথা॥" ৯।২৪॥

বশিষ্ঠ কহিলেন—"হে রাম, এই হেতুই তুমি কেবল স্বপ্রযত্নসম্পাদিত পৌরুষ দ্বারা অবিনশ্বর শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে, অন্য উপায় দ্বারা প্রাপ্ত হইবে না।"

"অতএব হি"—এই হেতুই, যেহেতু তুমি বাসনার অধীন, সেই হেতুই তোমার বাসনার অধীনতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত, স্বকীয় উৎসাহের দ্বারা সম্পাদিত, কায়মনোবাক্যজনিত পুরুষচেষ্টার আবশ্যকতা আছে।

"দ্বিবিধো বাসনাব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চ তে।
প্রাক্তনো বিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা॥" ৯।২৫॥

"বাসনাসমূহ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, শুভ ও অশুভ। হে রাম, এই উভয় প্রকার বাসনার মধ্যে এক প্রকার মাত্র বাসনা, অথবা উভয় প্রকারেরই বাসনা তোমার পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিতরূপে আছে ?" (এবং যদি এক প্রকার মাত্র বাসনাই তোমার পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিতরূপে আসিয়া থাকে, তবে তাহা শুভ কিংবা অশুভ বাসনা ?)

* মূলের পাঠ—"হি রাম ত্বম্"।

'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইটির মধ্যে তুমি কি একটি মাত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছ অথবা উভয়ের দ্বারাই ?'—এইটি (প্রথম) বিকল্প। 'যদি একটি মাত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছ মনে কর, তবে সেটি শুভ না অশুভ ?'—এইটী (দ্বিতীয়) বিকল্প, (তাৎপর্য্য হইতে পাওয়া যাইতেছে)।

"বাসনৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদপনীয়সে। *
তৎক্রমেণাশু তেনৈব পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥" ৯।২৬॥

'তত্র'—সেই (প্রথম) পক্ষে। যদি প্রথম পক্ষই ধর অর্থাৎ কেবল শুভ বাসনা দ্বারাই পরিচালিত হইতেছ মনে কর, তবে কেবল সেই আচরণের দ্বারাই সনাতন পদ অচিরে প্রাপ্ত হইবে।

সেই আচরণের দ্বারাই—অর্থাৎ বাসনা-প্রবর্ত্তিত আচরণের দ্বারাই অর্থাৎ অন্য প্রকার প্রযত্ন ব্যতিরেকেও। সনাতন পদ অর্থাৎ মোক্ষ।

"অথ চেদশুভো ভাবস্ত্বাং যোজয়তি সংকটে।
প্রাক্তনস্তদাসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতা স্বয়ম্ † ॥" ৯।৫॥

'ভাবঃ'—বাসনা। আর যদি মনে কর অশুভ বাসনাই তোমাকে বিপদে নিপাতিত করিতেছে, তাহা হইলে তোমাকে নিজেই যত্নের দ্বারা সেই পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলকে পরাভূত করিতে হইবে।'

'তাহা হইলে…যত্নের দ্বারা'—অর্থাৎ অশুভের বিরোধী শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা।

'নিজেই পরাভূত করিতে হইবে'—অর্থাৎ যুদ্ধে যেমন অধীনস্থ সৈনিকাদি অন্যপুরুষের দ্বারা শত্রুকে পরাভূত করা যাইতে পারে, এখানে সেইরূপ অন্য পুরুষ দ্বারা ‡ পরাভব করা চলিবে না।

* মূলের পাঠ—"তত্র চেদন্তনীয়সে" ও "তৎক্রমেণ শুভেনৈব"।

† মূলের পাঠ—"ভবতা বলাৎ"।

‡ মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে যে "মৃত্যুমুখেন" পাঠ আছে তাহা "ভৃত্যমুখেন" হইবে।

"শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি ॥" ৯।৩৭॥

বাসনারূপ নদী শুভ ও অশুভ এই উভয় প্রকারের মার্গ দ্বারাই প্রবাহিত হয়। তাহাকে পুরুষের স্বকীয় চেষ্টার দ্বারা শুভ পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

যদি শুভ ও অশুভ এই উভয় প্রকারেরই বাসনা থাকে, তবে (বাসনার) শুভ অংশ সম্বন্ধে কোন প্রকার চেষ্টার অপেক্ষা না থাকিলেও, অশুভ অংশের বাসনাকে শাস্ত্রবিহিত চেষ্টার দ্বারা নিবারণ করিয়া, তাহার স্থানে শুভ বাসনানুযায়ী আচরণ করিতে হইবে।

"অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়।
স্বং মনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর ॥" ৯।৩১॥

'বলেন'—প্রবল (পুরুষার্থের দ্বারা)। হে বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার মন যদি অশুভ বিষয়ে রত হয়, তবে প্রবল পৌরুষ সহকারে তাহাকে শুভ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত কর।

অশুভ বিষয়ে—পরস্ত্রী, পরদ্রব্য প্রভৃতিতে।
শুভ বিষয়ে—শাস্ত্রার্থ চিন্তা, দেবতা ধ্যান প্রভৃতিতে।
পৌরুষ—অর্থাৎ পুরুষপ্রযত্ন।

"অশুভাচ্চালিতং যাতি শুভং তস্মাদপীতরৎ।
জন্তোশ্চিত্তং তু শিশুবত্তস্মাত্তচ্চালয়েদ্বলাৎ ॥" ৯।৩২॥

জীবের চিত্ত অশুভ বিষয় হইতে চালিত হইলে, তাহা হইতে পরিশেষে শুভ বিষয়ে গমন করিয়া থাকে। সেইহেতু (লোকে) যেমন শিশুকে চালিত করিয়া থাকে সেইরূপ চিত্তকেও বলপূর্ব্বক চালিত করিবে।

যেমন লোকে শিশুকে মৃত্তিকা ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত করে, মণিমুক্তার আকর্ষণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া খেলার বস্তু বর্ত্তুলাদি

ধরিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ সৎসঙ্গের দ্বারা চিত্তকেও অসৎস
হইতে এবং (সৎসঙ্গের) বিরোধী বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা যাই
পারে।

"সমতাসান্ত্বনেনাশু ন দ্রাগিতি শনৈঃ শনৈঃ।
পৌরুষেণ * প্রযত্নেন লালয়েচ্চিত্তবালকম্॥" ৯।৩৩॥

(রাগাদি বৈষম্য পরিত্যাগ করাইয়া চিত্তের স্বাভাবিক) সম
সম্পাদন দ্বারা, চিত্তকে নির্দ্দোষ করিলে শীঘ্র বশে আনিতে পারিবে
যেমন সান্ত্বনা দ্বারা বালককে শীঘ্র বশে আনিতে পারা যায় সেইরূপ
কিন্তু পৌরুষপ্রযত্নসাধ্য হঠযোগ দ্বারা তাহাকে শীঘ্র বশে আনি
পারিবে না; তবে সেই উপায়ে চিত্ত অল্পে অল্পে বশে আইসে।

কোন চপল পশুকে বন্ধন স্থানে প্রবেশ করাইবার দুইটি উপায় আছে
তাহাকে হরিদ্বর্ণ তৃণাদি দেখান, গাত্র চুলকাইয়া দেওয়া প্রভৃতি এ
প্রকার উপায়। আর কঠোর বাক্য প্রয়োগ, দণ্ডাদি দ্বারা তাড়
প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকারের উপায়। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত উপা
দ্বারা একেবারেই প্রবেশ করান যায়, শেষোক্ত উপায় প্রয়োগ করি
পশুটি ইতস্ততঃ দৌড়িতে থাকে, পরিশেষে তাহাকে প্রবেশ করান যায়
সেইরূপ চিত্তকে শান্ত করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম উপা
তাহাকে শত্রুমিত্রাদিকে সমান জ্ঞান করিতে শিখান—তদ্দ্বারা বি
ক্লেশে চিত্তকে বুঝান যায়। দ্বিতীয় উপায়—প্রাণায়াম, প্রত্যাহা
ইত্যাদির অভ্যাস, তাহা পুরুষ-প্রযত্ন-সাধ্য। তাহাদের মধ্যে প্রথমো
অক্লেশকর যোগ দ্বারা চিত্তকে শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারা যায়
শেষোক্ত হঠযোগের দ্বারা চিত্তকে শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিবে না, কি
তদ্দ্বারা অল্পে অল্পে (বিলম্বে) বশে আসিবে।

* পাঠান্তর—"পৌরুষেণৈব যত্নেন পালয়েৎ"।

"দ্রাগভ্যাসবশাদ্যাতি* যদা তে বাসনোদয়ম্।
তদাভ্যাসস্ত সাফল্যং বিদ্ধি ত্বমরিমর্দ্দন॥" ৯।৩৫॥

হে শত্রুদমন, যখন অভ্যাসবশতঃ অনতিবিলম্বে শুভবাসনার উদয় হইবে, তখন বুঝিবে তোমার অভ্যাস সফল হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সহজসাধ্য যোগাভ্যাসবশতঃ যখন তোমার অনতিবিলম্বে শুভবাসনা উদিত হইবে তখন তোমার অভ্যাস সফলতা লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে। এত অল্পকালে ফলোদয় হওয়া অসম্ভব, এরূপ আশঙ্কা করিও না।

"সন্দিগ্ধায়ামপি ভৃশং শুভামেব সমাহর।
শুভায়াং বাসনাবৃদ্ধৌ তাত দোষো ন কশ্চন॥" † ৯।৩৮॥

শুভ বাসনার অভ্যাস পূর্ণ হইয়াছে কিনা সন্দেহ উপস্থিত হইলে শুভবাসনাই অধিকতর সংগ্রহ করিবে। হে তাত, শুভবাসনার বৃদ্ধি হইলে কোনও দোষ নাই। শুভ বাসনা অভ্যাস করিতে করিতে তাহা সম্পূর্ণ হইল কিনা, সন্দেহ উপস্থিত হইলে তখনও শুভবাসনা অভ্যাস করিতে থাকিবে। যেমন কোন ব্যক্তি সহস্র সংখ্যক জপে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার শেষ শত সংখ্যক জপ সম্বন্ধে যদি (করিয়াছি কিনা বলিয়া) সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে সে ব্যক্তি আবার একশত জপ করিবে। যদি তাহার জপ বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ফলে সম্পূর্ণতা লাভ হইবে, আর যদি (পূর্ব্বেই) সম্পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই অধিক জপবশতঃ সহস্রজপে কোন দোষ ঘটিবে না, সেইরূপ। ‡

---

* পাঠান্তর—"প্রাগভ্যাসবশাদ্যাতা"।

† পাঠান্তর—"অত্যন্তবাসনাবৃদ্ধৌ শুভাদ্দোষো ন কশ্চন"।

‡ "শুভাশুভফলারম্ভে সন্দিগ্ধেঽপি শুভং চরেৎ।
যদি ন স্যাৎ তদা কিং স্যাৎ যদি স্যান্নাস্তিকোহতঃ॥"

"অব্যুৎপন্নমনা যাবত্তবানজ্ঞাততৎপদঃ।
গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈস্তু নির্ণীতং তাবদাচর ॥ ৯।৪১ ॥
ততঃ পক্ককষায়েণ নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা।
শুভোঽপ্যসৌ ত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনৌঘো নিরোধিনা ॥" * ৯।৪২

যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার মন ব্রহ্মাত্মৈক্যবিচারে প্রবীণতা লাভ করে এবং তুমি সেই (পরম) অবস্থা—অদ্বৈতাত্মস্বরূপ—হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, ততদিন তুমি, গুরু, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যাহা কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান কর। তাহার পর তোমার রাগদ্বেষাদি বাসনারূপকষায় † বা প্রতিবন্ধ পরিপক্ক হইয়া বিনাশোন্মুখ হইলে এবং তুমি অদ্বৈততত্ত্ব অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে পারিলে, চিত্তনিরোধাভ্যাসী হইয়া এই শুভবাসনাসমূহও পরিত্যাগ করিবে।

"যদতিসুভগমার্য্যসেবিতং তচ্ছুভমনুসৃতা মনোজ্ঞভাববুদ্ধ্যা।
অধিগময় পদং যদদ্বিতীয়ং ‡ তদনু তদপ্যবমুচ্য সাধু তিষ্ঠ ॥" ইতি ৯।৪৩

তুমি শুভবাসনাসম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা সেই আর্য্যগণসেবিত অতি সুন্দর কল্যাণকর পথের অনুসরণ করিয়া, সেই অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ কর, তদনন্তর তাহাও পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থান কর।

শ্লোকত্রয়ের অর্থ সুগম। টীকা নিষ্প্রয়োজন। সেইহেতু যোগাভ্যাস দ্বারা কামাদির দমন সম্ভবপর বলিয়া জীবন্মুক্তি বিষয়ে আর বিবাদ করা চলে না।

ইতি জীবন্মুক্তি স্বরূপ।

---

* "নিরোধিনা"—"কর্ত্তব্যতারূপমানসীব্যথাহীনেন"।

† পক্ক কষায়েন—ক্ষীণপ্রতিবন্ধেন ইতি অচ্যুতরায়ঃ।

‡ পাঠান্তর—পদং সত্ত্ববিশোকং।

জীবন্মুক্তি যে আছে এবং হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যসমূহই প্রমাণ। সেই সকল বাক্য কঠবল্লী প্রভৃতিতে পঠিত হইয়া থাকে, যথা,—"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" (কঠ, উ, ৫।১), বিমুক্ত ব্যক্তি পুনঃ বিমুক্ত হইয়া থাকেন—অর্থাৎ সাধক জীবদ্দশায় কাম প্রভৃতি যে সকল দৃষ্ট বন্ধ আছে, তাহা হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া দেহনাশ হইলে পর, ভাবী বন্ধ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে সাধক শমদমাদি অভ্যাস করিয়া কামাদি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও যদি কামাদি উৎপন্ন হয়, তবে সে অবস্থায় চেষ্টা সহকারে তাহাদের নিরোধ করিতে হয়। কিন্তু এ অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে না থাকায়, কামাদির উৎপত্তিই ঘটে না ; সেই হেতু সাধক বিশেষভাবে (মুক্ত হ'ন) এইরূপ বলা হইল। আবার, প্রলয়কালে দেহনাশ হইলে পর, কিছুকাল ভাবিদেহজনিত বন্ধন হইতে (জীব) মুক্ত থাকে বটে, কিন্তু এই অবস্থায় (এই জীবন্মুক্তাবস্থায়) আত্যন্তিক (চিরদিনের মত) মোক্ষলাভ হয়, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে 'বিশেষরূপে মুক্ত' বা 'বিমুক্ত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।৭) এইরূপ (কঠোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৫শ মন্ত্র উদ্ধৃতবচনরূপে) পঠিত হইয়া থাকে (তদেষ শ্লোকো ভবতি) :—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

(তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে) এই জীবের বুদ্ধিতে যে সকল বিষয়-সুখেচ্ছারূপ কাম অবস্থিত থাকে, তাহা যখন (সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিবশতঃ) বিনষ্ট হয়, তখন সেই মরণধর্ম্মা জীব (অবিদ্যাকামকর্ম্মরূপ জন্মমরণহেতুর অভাববশতঃ) অমৃত অর্থাৎ পুনঃ-পুনঃ-মরণধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় এবং সেই শরীরে অবস্থান কালেই ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

অন্য শ্রুতিতেও আছে—"সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব (সবাগবাগিব) সমনা অমনা ইব (সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব)। * "সচক্ষু অচক্ষুর ন্যায়, সকর্ণ অকর্ণের ন্যায় (সবাক্ হইয়াও অবাকের ন্যায়) সমনা অমনার ন্যায় (সপ্রাণ অপ্রাণের ন্যায়)," এবং অন্য স্থল হইতেও এই মর্ম্মের বাক্য উদাহরণ জন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। স্মৃতিগ্রন্থসমূহে (বেদোক্তার্থ প্রকাশক ইতিহাস পুরাণাদিগ্রন্থে) জীবন্মুক্ত ব্যক্তি—'জীবন্মুক্ত', 'স্থিতপ্রজ্ঞ', 'ভগবদ্ভক্ত', 'গুণাতীত', 'ব্রাহ্মণ', 'অতিবর্ণাশ্রম' প্রভৃতি নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বশিষ্ঠ-রাম-সংবাদে—"নৃণাং † জ্ঞানৈকনিষ্ঠানাম্" এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "যৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে" এই পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহে জীবন্মুক্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বাশিষ্ঠ রামায়ণের 'জীবন্মুক্ত'।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—(উৎপত্তি প্রকরণ, নবম অধ্যায়)

"নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাম্।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহোন্মুক্ততেব যা ‡ ॥"২॥

---

* এই শ্রুতিবচনটি ১।১।৪ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১ম ভাগ, ৮৫ পৃ, ৯০ পংক্তি)। আনন্দগিরির ব্যাখ্যান অনুসারে ইহার অনুবাদ "অচক্ষু হইয়াও সচক্ষুর ন্যায়, অকর্ণ হইয়াও সকর্ণের ন্যায়, সবাক্ হইয়াও অবাকের ন্যায়, মনঃশূন্য হইয়াও সমনস্কের ন্যায়, সপ্রাণ হইয়াও অপ্রাণের ন্যায় ইত্যাদি"। তিনি বলেন এইরূপে না বুঝিলে অর্থসঙ্গতি দুর্ঘট হয়। কিন্তু প্রারব্ধাবসান পর্য্যন্ত লোক-দৃষ্টিতে সচক্ষু ইত্যাদি এবং জীবন্মুক্তের নিজের অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মৈক্য দৃষ্টিতে অচক্ষু ইত্যাদি,—এইরূপ বুঝিলে কিরূপে অর্থসঙ্গতি দুর্ঘট হয়? যাহা হউক, এই শ্রুতিবচনের মূল পাওয়া যায় নাই। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডুসেন মূলানুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বলিয়াছেন "বচনটি কিন্তু দেখিতে শ্রুতিবচনের মত"।

† মূলের পাঠ—"তেষাং"

‡ মূলের পাঠ—"বিদেহমুক্ততৈব যা"।

যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের সাধন শ্রবণমননাদিতে নিরত হন এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বিচার করেন, তাঁহাদের সেই জীবন্মুক্তের অবস্থালাভ হয়। শরীরধারণ হইতে বিমুক্ত হইলে যে অবস্থা হয়, উক্ত জীবন্মুক্তের অবস্থা তাহা হইতে ভিন্ন নহে, প্রায় তাহার অনুরূপ।

"জ্ঞানৈকনিষ্ঠা"—যাঁহারা লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, এ দুই অবস্থায়, অনুভবের কোন প্রভেদ নাই, কারণ, উভয় অবস্থাতেই দ্বৈতের অনুভব থাকে না; উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে, জীবন্মুক্তের অবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে, বিদেহমুক্তির অবস্থায় তাহা থাকে না।

শ্রীরাম বলিলেন—

"ব্রহ্মন্বিদেহমুক্তস্য জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্।
ব্রূহি যেন তথৈবাহং যতে শাস্ত্রগয়া দৃশা॥" ৩॥ *

হে ব্রহ্মন্, আপনি বিদেহমুক্ত ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলুন, যাহাতে আমি শাস্ত্রানুযায়ী বিচার দ্বারা সেইপ্রকার চেষ্টা (অবস্থাপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন) করিতে পারি।

বশিষ্ঠ কহিলেন—

"যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহারবতোঽপি চ।
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥" ৪॥

যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যবহারে রত থাকিলেও যাঁহার নিকট এই

---

* মূলের পাঠ—"শাস্ত্রদৃশাধিয়া"—পরোক্ষার্থদর্শকশাস্ত্ররূপ লোচনদ্বারা উৎপাদিত বুদ্ধির সাহায্যে।

দৃশ্যমান জগৎ বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কেবলমাত্র আকাশ (চিদাকাশ) অবশিষ্ট আছে, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

মহাপ্রলয় কালে, পরমেশ্বর, এই দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ গিরি, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি, জগদ্‌দ্রষ্টার (জীবের) দেহেন্দ্রিয়ব্যবহারের সহিত (আপনাতে) উপসংহৃত করিলে, জগতের নিজরূপ বিনষ্ট হওয়াতে, (জগৎ) বিলয় প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে কিন্তু সেরূপ হয় না। এস্থলে, দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যবহার থাকে। গিরি নদী প্রভৃতি, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আপনাতে উপসংহৃত না হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত থাকে এবং অপর সকল প্রাণী তাহা বিস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, যে বৃত্তির দ্বারা জগতের উপলব্ধি হইবে, সেই বৃত্তি সুষুপ্তি কালের মত বিলুপ্ত হওয়ায়, সমস্তই অস্তমিত হয়। কেবল স্বয়ংপ্রকাশ চিদাকাশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বদ্ধ ব্যক্তিরও, সুষুপ্তিকালে, সেই সময়ের জন্য বৃত্তির অভাব হয় বটে, এবং সেই অংশে বদ্ধ ব্যক্তির, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সহিত সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু ভাবী বুদ্ধিবৃত্তির বীজ উপস্থিত থাকাতে বদ্ধ ব্যক্তির, সেই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলা যাইতে পারে না।

"নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখেদুঃখে মুখপ্রভা।
যথাপ্রাপ্তে স্থিতির্যস্য * স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥" ৬॥

সুখের কারণ উপস্থিত হইলে, যাঁহার মুখপ্রভা (হর্ষ) উপস্থিত হয় না, অথবা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে, যাঁহার মুখপ্রভার বিলোপ হয় না, যিনি যথাপ্রাপ্তে (যদৃচ্ছালব্ধ অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা) দেহযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়।

'মুখপ্রভা' অর্থাৎ হর্ষ। মাল্য, চন্দন, পূজা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ সংসারী জীবের ন্যায়, যাঁহার হর্ষের উদয় হয় না।

* মূলের পাঠ—"যথাপ্রাপ্তস্থিতের্যস্য"।

মুখপ্রভার বিলোপ অর্থাৎ দৈন্য। ধনহানি, ধিক্কার প্রভৃতি দুঃখ প্রাপ্ত হইলেও, যিনি দীন হইয়া যান না। 'যথাপ্রাপ্তে'—বর্ত্তমানকালে কোনও বিশেষপ্রকার প্রযত্ন না করিয়াও, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে সমানীত, পূর্ব্বপ্রবাহক্রমে আগত, ভিক্ষান্নাদি, 'যথাপ্রাপ্ত' শব্দের অর্থ; তদ্দ্বারা তিনি দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন। সমাধির দৃঢ়তাবশতঃ তাঁহার মাল্যচন্দনাদির উপলব্ধি হয় না। কোনও সময়ে ব্যুত্থানাবস্থায়, মাল্যচন্দনাদির আপাততঃ প্রতীতি হইলেও, বিচারের দৃঢ়তাবশতঃ, তাঁহার ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য বুদ্ধি উপস্থিত হয় না, সুতরাং হর্ষ প্রভৃতির উৎপত্তি না হওয়াই সঙ্গত হয়।

"যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো * যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥"৭॥

যিনি সুষুপ্তিস্থ হইলেও জাগ্রৎ থাকেন, যাঁহার জাগ্রৎ নাই, এবং যাঁহার জ্ঞান, বাসনাশূন্য হইয়াছে তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। "জাগ্রৎ"—চক্ষু প্রকৃতি ইন্দ্রিয়সকল, নিজ নিজ গোলকে অবস্থান করিতে থাকে, উপরত হয় না, এইজন্য তিনি 'জাগ্রৎ' থাকেন। 'সুষুপ্তিস্থঃ'—তাঁহার মন বৃত্তিশূন্য হওয়াতে, তিনি সুষুপ্তিস্থ হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধিরূপ যে জাগরণ, তাহা না থাকাতে তাঁহার 'জাগ্রৎ' অবস্থা নাই। 'নির্ব্বাসনো বোধঃ'—তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও (ব্রহ্মবিদের) যে আপনাকে 'ব্রহ্মবিদ্' বলিয়া অভিমান জন্মে, সেই অভিমান প্রভৃতি এবং ভোগ্যবস্তুর (দর্শনাদিজনিত) যে কামাদি, তাহা বুদ্ধির দোষ। তাহার নাম বাসনা। চিত্তের বৃত্তি না থাকাতে সেই সকল দোষের অভাব হেতু, তাঁহাকে 'নির্ব্বাসন' বা বাসনাশূন্য বলা যায়।

"রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোঽন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ † স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥"৮॥

* মূলের পাঠ—সুষুপ্তস্থো।

† মূলের পাঠ—"ব্যোমবদচ্ছস্থঃ"।

আসক্তি, বিদ্বেষ, ভয় প্রভৃতির অনুরূপ আচরণ করিলেও যিনি অভ্যন্তরে আকাশের ন্যায় অতি নির্ম্মল, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

আসক্তির অনুরূপ আচরণ—যেমন ভোজনাদিতে প্রবৃত্তি। বিদ্বেষের অনুরূপ আচরণ—যেমন বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতির প্রতি বিমুখতা। ভয়ানুরূপ আচরণ—যেমন সর্প, ব্যাঘ্র হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। "প্রভৃতি" শব্দের দ্বারা মাৎসর্য্য (পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা) প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। মাৎসর্য্যের অনুরূপ আচরণ—যেমন অন্য যোগীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান। পূর্ব্বকালীন অভ্যাসবশতঃ ব্যুত্থানকালে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির এইরূপ আচরণ সংঘটিত হইলেও, তাঁহার বিশ্রান্তচিত্ত কলুষতাশূন্য হওয়ায়, তাঁহার অভ্যন্তরে (চিত্তে) স্বচ্ছভাব থাকে। যেমন আকাশ ধূম ধূলি মেঘ প্রভৃতি যুক্ত হইলেও, নির্লেপস্বভাব বলিয়া, তাহাতে অতিশয় স্বচ্ছতাই থাকে, সেইরূপ।

"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতোবাঽপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥" ৯॥

যে ব্রহ্মবিদের স্বভাব বা আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ অন্তরে আচ্ছাদিত নহে (এবং) যাঁহার বুদ্ধিলেপ নাই, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তথাপি তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ বিদ্বৎসন্ন্যাসপ্রস্তাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। * সংসারে দেখা যায় যখন কোনও বদ্ধ অর্থাৎ অমুক্ত পুরুষ কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তখন "আমিই কর্ত্তা" এইভাবে তাঁহার চিদাত্মা অহঙ্কারযুক্ত হয়। "স্বর্গে যাইব" এইরূপ হর্ষ দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিলেপ ঘটে। যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি "আমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছি" এই ভাবিয়া অহঙ্কৃত হয়েন, এবং "আমার স্বর্গলাভ হইল না" এইরূপ বিষাদ প্রভৃতি

* সেস্থলে কিন্তু 'বুদ্ধিলেপ' শব্দে 'সংশয়' বুঝান হইয়াছে। ২১ পৃঃ

দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিলেপ ঘটে। নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং লৌকিক কর্ম্ম সম্বন্ধেও (এই যুক্তি) যথাসম্ভব খাটাইতে হইবে। কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস না হওয়াতে এবং হর্ষ প্রভৃতি না হওয়ায়, উক্ত দোষদ্বয় নাই।

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়ানুক্তঃ * স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥" ১১॥

যিনি কোনও লোককে উদ্বিগ্ন করেন না, কিম্বা কোনও লোকের দ্বারাও উদ্বিগ্ন হয়েন না, যিনি হর্ষ, কোপ ও ভয় রহিত, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

ইনি কাহাকেও অবমাননা বা তাড়না করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না বলিয়া কেহই তাঁহার দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। এইহেতু কোনও লোকে ইঁহাকে অবমাননাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না বলিয়া, এবং কোনও দুষ্টলোক তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, ইঁহার চিত্তে সেইরূপ কোন অবমাননাদির বিকল্প উত্থিত হয় না বলিয়া † তিনিও লোকের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না।

"শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥" ১২॥

যাঁহার সংসারকলনা শান্ত হইয়াছে, যিনি কলাবান্ হইলেও নিষ্কল, যিনি চিত্তযুক্ত হইয়াও চিত্তশূন্য, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়।

শত্রু মিত্র, মান অপমান প্রভৃতি মিথ্যা কল্পনার নাম সংসারকলনা, তাহা যাঁহার নিবৃত্ত হইয়াছে, (তিনি শান্তসংসারকলন)। কলা শব্দে চৌষট্টি প্রকার বিদ্যাকে বুঝায়। তাহা থাকিলেও, তাঁহার কলাজনিত গর্ব্ব বা কলার ব্যবহার নাই বলিয়া, তাঁহাকে নিষ্কল বলা হইয়াছে।

* মূলের পাঠ—হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ।

† অর্থাৎ তাঁহার নিকট 'অবমাননা' এই শব্দমাত্র থাকিলেও, একাত্মতানুভবহেতু, সেই শব্দ অর্থশূন্য হওয়াতে।

চিত্ত শব্দে যে বস্তুটীকে বুঝায়, তাহা তাঁহার থাকিলেও তাহাতে বৃত্তির উদয় হয় না বলিয়া তাঁহাকে চিত্তশূন্য বলা হইয়াছে।

'সচিন্ত' 'নিশ্চিন্ত' এইরূপ পাঠ করিলে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে—সংস্কারবশতঃ তাঁহার চিন্তা বা আত্মধ্যানবৃত্তি থাকিলেও, লৌকিক বৃত্তি না থাকাতে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত বলা হইয়াছে। *

"যঃ সমস্তার্থজাতেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পরার্থেষিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥" ১৩॥

যিনি সকল প্রকার ব্যবহারে ব্যবহারী অর্থাৎ লিপ্ত হইয়াও, তাহাদিগকে অপরের কার্য্য মনে করিয়া, হর্ষবিষাদ দ্বারা অনুত্তপ্ত এবং পূর্ণাত্মা † হইয়া থাকেন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

অপরের গৃহে, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে, কেহ স্বয়ং গমন করিয়া, এবং তাহাদের প্রীতির জন্য তাহাদের কার্য্যে ব্যবহাররত হইয়াও, যেমন, (তাহাদের) লাভে হর্ষ-রূপ এবং অলাভে বিষাদ-রূপ বুদ্ধির সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, সেইরূপ সেই মুক্ত পুরুষ নিজের কার্য্যেও শীতল বা হর্ষবিষাদে অনুত্তপ্ত থাকেন। (হর্ষবিষাদরূপ বুদ্ধির) সন্তাপ না থাকাই, তাঁহার শীতলতার একমাত্র কারণ নহে। কিন্তু নিজের, পরিপূর্ণ রূপের অনুসন্ধানও তাহার (অপর কারণ)।

ইতি জীবন্মুক্ত লক্ষণ।

---

* বাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার—"সচিত্ত" শব্দে সচেতন, "নিশ্চিত্ত" শব্দে নির্ম্মনস্ক, "সংসারকলনা" শব্দে সংসারে সত্যতাবুদ্ধি, "কলাবান্" শব্দে অপরের দৃষ্টিতে দেহাবয়ববিশিষ্ট, এবং "নিষ্কল" শব্দে নিরবয়ব—বুঝিয়াছেন। মুনিবর্য্য বিদ্যারণ্যের ব্যাখ্যা তদপেক্ষা অনেক ভাল এবং জীবন্মুক্তির অনুভবের পরিচায়ক।

† রামায়ণের টীকাকার—'পূর্ণাত্মা' কথাটী এইরূপে বুঝাইয়াছেন—তাঁহার নিজের আত্মা তাঁহার নিকট হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না এবং সেই আত্মায় যাহা কিছু

অনন্তর বিদেহমুক্তের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে :—

"জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে *
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব ॥"১৪॥

কালবশে (প্রারব্ধক্ষয়ে) শরীর বিনষ্ট হইলে পর, (জীবন্মুক্ত ব্যক্তি) জীবন্মুক্তপদ পরিত্যাগ করিয়া, পবন যেরূপ নিস্পন্দভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদেহমুক্তভাব প্রাপ্ত হ'ন। যে প্রকার বায়ু কোন সময়ে চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ মুক্তাত্মা উপাধিজনিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন।

"বিদেহমুক্তো নোদেতি নাস্তমেতি ন শাম্যতি।
ন সন্নাসন্ন দূরস্থো নো চাহং ন চ নেতরঃ ॥"১৫ ॥

বিদেহমুক্তের উদয় নাই, অস্তগমন নাই, তাঁহাকে শান্ত হইতে হয় না, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, তিনি দূরস্থ নহেন (এবং নিকটস্থও নহেন), তিনি অহংও নহেন, আর কিছুও নহেন।

'উদয়' ও 'অস্তময়' শব্দে হর্ষ ও বিষাদ বুঝিতে হইবে। 'শান্ত হইতে হয় না'—অর্থাৎ হর্ষবিষাদ পরিত্যাগ করিতে হয় না, কারণ তাঁহার লিঙ্গদেহ এই স্বকারণীভূত পরমাত্মাতেই বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়। †

"সৎ"—শব্দে জগতের কারণ যে অবিদ্যোপাধিক প্রাজ্ঞ (জীব)

অধ্যস্ত হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়াতে, তাহাতে রাগদ্বেষের সম্ভাবনা নাই। সেইহেতু কোনও পদার্থ, জ্ঞানহীনের নিকট রাগদ্বেষের হেতু হইলেও তাঁহার নিকট তাহা রাগদ্বেষের হেতু হইতে পারে না; কেননা, তিনি তাহাদের আত্মস্বরূপ অর্থাৎ পূর্ণ এবং তাহারা তাঁহার আত্মায় অধ্যস্ত মাত্র।

* পাঠান্তর—'দেহে কালবশীকৃতে'।

† এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপ, ৩।২।১১ এবং মুণ্ডক উপ, ৩।২।৭ দ্রষ্টব্য।

এবং মায়োপাধিক ঈশ্বর, বিদেহমুক্ত এতদুভয়ের কিছুই নহেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অসৎশব্দে বুঝিতে হইবে, তিনি (কার্য্যরূপ) "ভূত" বা "ভৌতিক" কিছুই নহেন।

"ন দূরস্থঃ"—এই কথার দ্বারা বলা হইল তিনি মায়ার অতীত নহেন। "ন চ"—এই দুই শব্দের দ্বারা বলা হইল যে তিনি নিকটস্থ অর্থাৎ শব্দাদি স্থূলবিষয়ের ভোক্তা বৈশ্বানরের নিকটস্থ (প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস এবং আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞও) নহেন, অর্থাৎ কোনও প্রকার মায়ার সহিত সংসৃষ্ট নহেন।*

"ন অহং চ"—অর্থাৎ তিনি "সমষ্টি"ও † নহেন, "ন ইতরঃ চ"—অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টিও ‡ নহেন।

মোটকথা, তাঁহাতে ব্যবহারযোগ্য কোনও প্রকার বিকল্প বা মিথ্যা কল্পনা নাই।

"ততঃ স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥"৪৭॥

তদনন্তর স্থিরগম্ভীর, কি এক প্রকার (অনির্ব্বচনীয়) সৎ বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তাহা না জ্যোতিঃ, না সর্ব্বব্যাপী অন্ধকার, তাহার নাম নাই, তাহার রূপ নাই।

জীবন্মুক্তি যে পরিমাণে এই প্রকার বিদেহমুক্তির সাদৃশ্যলাভ করে,

---

* এই প্রসঙ্গে মাণ্ডুক্যোপনিষদের ৩, ৪, ৫ মন্ত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† তিনি আপনাকে স্থূল-উপাধিসমষ্টির অভিমানী বিরাট, সূক্ষ্ম উপাধিসমষ্টির অভিমানী হিরণ্যগর্ভ এবং কারণ উপাধিসমষ্টির অভিমানী ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না।

‡ তিনি আপনাকে ব্যষ্টি স্থূল উপাধির অভিমানী বিশ্ব, ব্যষ্টি সূক্ষ্ম উপাধির অভিমানী তৈজস ও ব্যষ্টি কারণ (অজ্ঞান) উপাধির অভিমানী প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে করেন না।

সেই পরিমাণেই তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে জীবন্মুক্তিতে যে পরিমাণে নির্ব্বিকল্পতার আতিশয্য হইয়া থাকে তাহা সেই পরিমাণে উত্তম হইয়া থাকে।

গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞ'

ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে "স্থিতপ্রজ্ঞ" এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

অর্জ্জুন উবাচ—

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥" ৫৪॥

হে কেশব (সমাহিত) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? (ব্যুত্থিত) স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার কথা কহিয়া থাকেন, কি প্রকারে উপবেশন করেন এবং কি প্রকারে গমন করেন?

'প্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। তাহা দুইপ্রকার, স্থিত ও অস্থিত। যেমন, যে নারী উপপতির প্রতি অনুরক্তা, তাহার বুদ্ধি, সকল প্রকার ব্যবহার কার্য্যে উপপতিকেই ধ্যান করিয়া থাকে, (এবং সেই নারী) যে সকল গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, তাহা (চক্ষুরাদি) প্রমাণ দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধি করিলেও, যেমন তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যায়, সেইরূপ, যিনি পরবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং যোগাভ্যাসে পটুতালাভ করিয়া চিত্তকে অত্যন্ত বশে আনিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহার বুদ্ধি, (সেই নারীর) উপপতিচিন্তার ন্যায়, নিরন্তর তত্ত্বেরই ধ্যান করিয়া থাকে। তাহাই এই (শ্লোকোক্ত) স্থিতপ্রজ্ঞান। যাঁহার উক্ত (পরবৈরাগ্য, যোগাভ্যাসপটুতা) প্রভৃতি গুণ নাই, তাঁহার যদি কোনও সময়ে কোনও বিশেষ পুণ্যবলে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে সেই নারীর

গৃহকর্ম্মবিস্মৃতির ন্যায়, তাঁহারও সেইক্ষণেই তত্ত্ববিস্মৃতি ঘটে। তাহাই উক্ত অস্থিত প্রজ্ঞান। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বশিষ্ঠ দেব কহিয়াছেন—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্॥
এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি॥" *

(উপশম প্রকরণ—৭৪।৮৩,৮৪)

পরপুরুষানুরক্তা নারী, গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যাপৃতা হইলেও হৃদয়াভ্যন্তরে সেই (পূর্ব্বাস্বাদিত) পরপুরুষসঙ্গজনিত আনন্দই আস্বাদন করিতে থাকে। সেইরূপ যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠতত্ত্বে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তিনি বাহ্য ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিলেও, সেই (পরম) তত্ত্বই আস্বাদন করিতে থাকেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ আবার কালভেদে দুইপ্রকার: সমাহিত ও ব্যুত্থিত। এই উভয় প্রকার স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, অর্জ্জুন উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে এবং উত্তরার্দ্ধে যথাক্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা কি? অর্থাৎ সকল লোকে কীদৃশ লক্ষণবাচক শব্দের দ্বারা সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞকে বর্ণনা করিয়া থাকে? (আর) ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার বাগ্ব্যবহার করিয়া থাকেন? তাঁহার উপবেশন ও গমন, মূঢ় ব্যক্তিদিগের উপবেশন ও গমন হইতে কি প্রকারে পৃথক্?

* মূলের পাঠ:—শেষের চরণদ্বয় এইরূপ:—

"ন শক্যতে চালয়িতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ"। ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন না। উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধ, বোধ হয়, বিদ্যারণ্য মুনিবিরচিত।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥"৫৫॥

হে পার্থ. যখন (লোকে) মনোগত সকল কামই পরিত্যাগ করে এবং আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করে, (তখন) তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।

কাম ত্রিবিধ—যথা বাহ্য, আন্তর এবং বাসনামাত্ররূপ। যে মিষ্টান্নাদি উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহাই বাহ্য কাম; যে মিষ্টান্নাদির প্রাপ্তির আশা আছে, তাহা আন্তর কাম। পথস্থিত তৃণাদির ন্যায় যাহা আপাততঃ (সামান্যভাবে) জ্ঞাত হইয়া (সংস্কাররূপে মনে অবস্থান করে), তাহা বাসনারূপ কাম।* যিনি সমাহিত হন, তাঁহার সকল প্রকারেরই চিত্তবৃত্তির বিনাশ হওয়াতে, তিনি উক্ত তিন প্রকার কামই পরিত্যাগ করেন। (তথাপি) তাঁহার (এক প্রকার) সন্তোষ আছে, তাহা তাঁহার মুখের প্রসন্নতারূপ চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এবং সেই সন্তোষ (পূর্ব্বোক্ত কোনওরূপ) কামবিষয়ক নহে, কিন্তু আত্মবিষয়ক; কেন না, তিনি সকল প্রকার কাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার বুদ্ধি পরমানন্দরূপা হইয়া আত্মার অভিমুখী হইয়াছে। এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন মনোবৃত্তি আত্মানন্দকে অঙ্কিত করিয়া দেখায়, এস্থলে সেরূপ নহে। এস্থলে স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপেই (সেই) আত্মানন্দ প্রকাশিত হইয়া থাকে। (এই) সন্তোষ, (চিত্তের) বৃত্তিরূপ নহে, ইহা সেই

*See বিচার সাগর footnote page 292, note 497. (১) উদ্ভুক্ত, (২) আশারূপ (৩) বাসনারূপ ভেদে কাম তিন প্রকার। বাহ্য প্রবৃত্তির হেতু যে কাম তাহাই উদ্ভুক্ত, (তাহাকে বাহ্য কামও বলে), মনোরাজ্য রূপ যে কাম তাহা আশারূপ, (তাহাকে আন্তর কামও বলে), পূর্ব্বে জন্মান্তরে অনুভূত যে কাম তাহার সংস্কার, বাসনারূপ কাম। তাহা আবার উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত ভেদে দুই প্রকার। দ্বেষাদির বিভাগও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই উদ্ভূত বাসনারূপ রাগদ্বেষাদির নামান্তর 'কষায়'।

বৃত্তির সংস্কারস্বরূপ। এই প্রকার লক্ষণবাচক শব্দসমূহের দ্বারা সমাধিস্থ ব্যক্তির বর্ণনা হইয়া থাকে।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"৫৬॥

যিনি দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে অনুদ্বিগ্নচিত্ত থাকেন, সুখের কারণ উপস্থিত হইলে স্পৃহাশূন্য হইয়া থাকেন এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বিরহিত, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি কহে।

'দুঃখ'—আসক্তি প্রভৃতি কারণ হইতে উৎপন্ন, রজোগুণের বিকাররূপ সন্তাপাত্মক প্রতিকূল চিত্তবৃত্তিকে দুঃখ বলে।

'উদ্বেগ'—সেই দুঃখ উপস্থিত হইলে "আমি পাপী, দুরাত্মা, আমাকে ধিক্" এইরূপ অনুতাপাত্মক এবং তমোগুণের বিকার বলিয়া ভ্রান্তিরূপ যে চিত্তবৃত্তি (জন্মে), তাহাকে উদ্বেগ বলে। যদিও এই উদ্বেগ দেখিলে ইহাকে বিবেক বলিয়া মনে হয়, তথাপি ইহা যদি পূর্ব্বজন্মে হইত, তাহা হইলে সেই পাপ প্রবৃত্তির নিবর্ত্তক হইয়া সার্থক হইতে পারিত, এখন কিন্তু ইহা নিরর্থক, এইহেতু ইহা ভ্রমমাত্র—এইরূপে বুঝিতে হইবে।

'সুখ'—রাজ্যলাভ, পুত্রলাভ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সাত্ত্বিক, প্রীতিরূপ অনুকূল চিত্তবৃত্তিকে সুখ বলে।

'স্পৃহা'—সেই সুখ উৎপন্ন হইলে, ভবিষ্যতে সেইরূপ সুখ, তদুৎপাদক পুণ্য অনুষ্ঠিত হইয়া না থাকিলেও, আবার হইবে, এইরূপ বৃথা আশা করার নাম স্পৃহা। ইহা একটি তামসিক বৃত্তি।

যেহেতু প্রারব্ধ কর্ম্মই সুখদুঃখকে আনিয়া উপস্থিত করে এবং ব্যুত্থিতচিত্ত ব্যক্তিরই চিত্তে বৃত্তি থাকে, সেইহেতু ব্যুত্থিতচিত্ত ব্যক্তিরই সুখদুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে কিন্তু উদ্বেগ বা স্পৃহার সম্ভাবনা নাই। সেই প্রকার আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কর্ম্ম ইহাদিগকে আনিয়া

উপস্থিত করে না। সেইহেতু সমাধিস্থ ব্যক্তির ভয়, আসক্তি ও ক্রোধ নাই। এই সকল লক্ষণের দ্বারা পরিচিত হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজের অনুভব প্রকাশ করিয়া শিষ্যশিক্ষার নিমিত্ত উদ্বেগশূন্যতা, নিস্পৃহতাদির বোধক বাক্যসকল বলিয়া থাকেন। (ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তির ভাষণ-প্রকার) ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়।

"যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥" ৫৭॥

যাঁহার কোন বস্তুতে স্নেহ নাই, এবং যিনি লোকপ্রসিদ্ধ শুভ বস্তু সকল পাইয়া, তাহাদিগকে অভিনন্দন করেন না বা সেইরূপ অশুভ বস্তু সকল পাইয়া, তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।

'স্নেহ'—যাহা থাকিলে অপরের হানিবৃদ্ধি আপনাতে আরোপিত করা হয় সেইরূপ, অপর সম্বন্ধীয়, একপ্রকার তামসিক বৃত্তিকে স্নেহ বলে।

'শুভ'—সুখের হেতুভূত নিজের স্ত্রী (পুত্র) আদিই (শুভবস্তু)।

'অভিনন্দ'—যে বুদ্ধিবৃত্তি সেই শুভবস্তুর গুণকথন প্রভৃতিতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাকে অভিনন্দ কহে। এস্থলে যখন (স্ত্রীপুত্রাদির) গুণকথন প্রভৃতির দ্বারা অপরের রুচি উৎপাদন করা উদ্দেশ্য নহে, সেইহেতু তাহা ব্যর্থ এবং তাহার হেতুভূত 'অভিনন্দ' একটী তামসবৃত্তি।

'অশুভ'—অপরের বিদ্যা প্রভৃতি ইঁহার নিকট অশুভ বিষয়, কেন না, তাহা তাঁহার অসূয়া উৎপাদন করিয়া দুঃখের হেতু হয়।

'দ্বেষ'—বুদ্ধির যে বৃত্তি সেই পরকীয় বিদ্যাদির নিন্দা করিতে প্রবর্ত্তিত করে তাহাকে দ্বেষ বলে। তাহাও তামসিক বৃত্তি। যেহেতু সেই নিন্দার দ্বারা কাহাকেও নিবারণ করা উদ্দেশ্য নহে, সেই হেতু তাহা ব্যর্থ এবং ব্যর্থ বলিয়া তামসিক। এই তামসিক ধর্ম্মসকল বিবেকীপুরুষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥" ৫৮॥

কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গসকল চারিদিক হইতে আপনাতে টানিয়া লয়, সেইরূপ যখন তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে, ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে টানিয়া লয়েন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।

ব্যুত্থিত (স্থিতপ্রজ্ঞের) কোন প্রকার তামসবৃত্তি থাকে না, ইহাই পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সমাহিত ব্যক্তির যখন বৃত্তিই নাই তখন তাঁহাতে তামসিক ভাব আসিবার আশঙ্কা কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাই (৫৮ সংখ্যক) শ্লোকের অভিপ্রায়।

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥" ৫৯॥

দেহিগণ উদ্যম পরিত্যাগ করিলেই, (সুখদুঃখের হেতু) বিষয়সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বিষয়াদির সঙ্গে সঙ্গে, ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। পরব্রহ্মের দর্শনলাভ হইলেই সেই ভোগতৃষ্ণাও নিবৃত্ত হয়।

প্রারব্ধকর্ম্ম, সুখের ও দুঃখের হেতুভূত কোন কোন বিষয়কে আপনা হইতেই সম্পাদন করিয়া থাকে। যথা, চন্দ্রোদয়, অন্ধকার প্রভৃতি কিন্তু গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি (সুখদুঃখহেতুভূত বিষয়সকলকে প্রারব্ধকর্ম্ম পুরুষকৃত উদ্যম দ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে চন্দ্রোদয় প্রভৃতি (সুখদুঃখের হেতুগণকে) ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ প্রত্যাহাররূপ সমাধি দ্বারাই নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, অন্য প্রকারে নহে। গৃহ প্রভৃতিকে সমাধিভিন্ন অন্য উপায়েও নিবৃত্ত করা যাইতে পারে। 'আহার' অর্থে আহরণ বা উদ্যোগ বুঝিতে হইবে। উদ্যম করা বন্ধ করিলেই, গৃহাদি (-রূপ সুখদুঃখহেতুগণ) নিবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা 'রস' নিবৃত্ত হয় না। রস শব্দে মানসী তৃষ্ণা বুঝিতে হইবে। সেই তৃষ্ণাও, পরমানন্দ

স্বরূপ পরব্রহ্মের দর্শনলাভ হইলে, তদপেক্ষা স্বল্প আনন্দের হেতুভূত-বিষয় সকল হইতে, নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিতে আছে—

"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ"

(বৃহদা, উ, ৪।৪।২২)

আমরা সন্ততি লইয়া কি করিব? কেননা, পরমার্থদর্শী আমাদিগের নিকট এই (নিত্যসন্নিহিত) আত্মাই এই (চরম) লোক বা পুরুষার্থ।

"যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥"৬১॥

হে কুন্তীপুত্র, বিচারশীল পুরুষ যত্নবান্ হইলেও, বিপজ্জনক ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক তাহার মন হরণ করে। সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া স্থিরভাবে মদ্গতচিত্ত হইয়া থাকিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশে আসিয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উদ্যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মদর্শনে প্রযত্ন করিতে থাকিলেও, সাময়িক প্রমাদ পরিহারের নিমিত্ত সমাধির অভ্যাসের প্রয়োজন। ইহা দ্বারা "তিনি কি প্রকারে উপবেশন করেন?"—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥"৬৩॥

বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে লোকের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম (ভোগেচ্ছা), কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ জন্মে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম এবং স্মৃতিবিভ্রম

হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশবশতঃ লোকে একেবারে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

সমাধির অভ্যাস না থাকিলে কি প্রকারে প্রমাদ ঘটে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। 'সঙ্গ' শব্দে ধ্যেয় বিষয়ের (মানসিক) সন্নিধি বা তাহাতে আসক্তি বুঝিতে হইবে। 'সম্মোহ'—বিবেকপরাঙ্মুখতা। 'স্মৃতিবিভ্রম'—তত্ত্বানুসন্ধানে বিরতি। 'বুদ্ধিনাশ'—বিপরীত বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইলে, সেই দোষে জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা জন্মে, এবং জ্ঞান প্রতিবদ্ধ হইলে, মোক্ষ প্রদান করিতে অসমর্থ হয়, তাহাকেই বুদ্ধিনাশ বলে।

"রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥"৬৪॥

যিনি মনকে বশে আনিয়া, রাগদ্বেষ বিনির্ম্মুক্ত এবং বশীকৃত, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়ের সহিত ব্যবহার করেন, তিনি নির্ম্মল হইয়া থাকেন।

'বিধেয়াত্মা'—বশীকৃতমনাঃ। 'প্রসাদ'— নির্ম্মলতা, বন্ধরাহিত্য। যাঁহার সমাধির অভ্যাস আছে, তিনি সমাধির সংস্কারবশতঃ ব্যুত্থানকালেও ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবহারে রত হইলেও, সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা "তিনি কি প্রকারে গমন করেন?"—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। পরবর্ত্তী অনেক শ্লোকের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

(এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে)—আচ্ছা, প্রজ্ঞার স্থিতির ও উৎপত্তির পূর্ব্বেও ত' সাধন স্বরূপে রাগদ্বেষাদি-পরিহারের প্রয়োজন আছে। (উত্তর)—সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ, "শ্রেয়োমার্গ" * নামক গ্রন্থের রচয়িতা এইরূপে দেখাইয়াছেন :—

* এই "শ্রেয়োমার্গ" নামক গ্রন্থের কোনও সন্ধান পাই নাই। বোধ হয় গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা ইহা কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রবন্ধ বিশেষের নাম।

"বিদ্যাস্থিতয়ে প্রাগ্যো সাধনভূতাঃ প্রযত্ননিষ্পাদ্যাঃ।
লক্ষণভূতাস্তু পুনঃ স্বভাবতস্তে স্থিতাঃ স্থিতপ্রজ্ঞে॥"
"জীবন্মুক্তিরিতীমাং বদন্ত্যবস্থাং স্থিতাত্মসম্বন্ধাম্।
বাধিতভেদপ্রতিভামবাধিতাত্মাববোধসামর্থ্যাৎ॥"

(অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্য বিষয়ক) জ্ঞান, যাহাতে (সংস্কাররূপে নিরন্তর) চিত্তে অবস্থান করে, তাহার সাধনরূপে প্রথমে যাহা যাহা চেষ্টা দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়, তাহাই পরে আবার (লব্ধজ্ঞান) স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তিতে তাঁহার লক্ষণরূপে স্বভাবতঃই (বিনা চেষ্টায়) অবস্থান করে অর্থাৎ দাঁড়াইয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলে, কেননা, এই অবস্থায় অবাধিত (অপ্রতিহত) আত্মানুভবের বলে ভেদজ্ঞান আসিতে পারে না।

গীতার "ভগবদ্ভক্ত"।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) ভগবদ্ভক্তের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥" ১৪॥

যিনি কোন জীবের প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি (সর্ব্বজীবের প্রতি) মিত্রতাও করুণা করিয়া থাকেন, যিনি মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার, যিনি সুখে দুঃখে তুল্যভাবে অবস্থান করেন, যিনি সহিষ্ণু, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, স্থিরচিত্ত, সংযতস্বভাব ও দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন এবং যিনি মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়।

তিনি সুখে দুঃখে তুল্যভাবে অবস্থান করেন, কারণ ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া তিনি যখন সমাহিত থাকেন, তখন তাঁহার অন্য কোন

বিষয়ের অনুসন্ধান (চিত্তের দ্বারা গ্রহণ) থাকে না, এবং তিনি ব্যুত্থিত অবস্থায় থাকিলেও তাঁহার বিষয়ানুসন্ধান উদাসীন ভাবে নিষ্পন্ন হওয়ায় তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ হয় না। নিম্নে যে দ্বন্দ্বসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেও তিনি যে সমভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন তাহার কারণ এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫।
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥" ১৯।

যিনি লোককে উদ্বিগ্ন করেন না, এবং লোকেও যাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারে না, যিনি উল্লাস, অসহিষ্ণুতা, ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যিনি (সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখপরিহারে) স্পৃহাশূন্য শুচি, দক্ষ, উদাসীন ও মনঃপীড়াশূন্য, এবং যিনি অভীষ্টসাধক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন ও আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যাঁহার হর্ষ নাই, দ্বেষ নাই, শোক নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি শুভ ও অশুভ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভক্তিমান্ আমার প্রিয়। যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, যিনি মানে অপমানে, শীতে গ্রীষ্মে এবং সুখে দুঃখে সমচিত্ত থাকেন, যিনি আসক্তিশূন্য, যিনি

নিন্দায় প্রশংসায় সমভাবাপন্ন ও সন্তুষ্ট বলিয়া মৌনী বা সন্ন্যাসী এবং সেইহেতু গৃহশূন্য ও স্থিরমতি, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

এস্থলেও পূজনীয় বার্ত্তিককার পূর্ব্বের ন্যায় প্রভেদ দেখাইয়াছেন :—

"উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্য ত্বদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যস্য ন তু সাধনরূপিণঃ॥"*

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ, ৪—৬৯।৯৫

যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে (যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন), তাঁহাতে দ্বেষশূন্যতা প্রভৃতি গুণ (গীতা ১২ অঃ, ১৩—১৯ শ্লোকে উক্ত) প্রযত্ন না করিলেও, অবস্থান করে। কিন্তু (সাধককর্ত্তৃক) এই সকল গুণ যখন সাধনরূপে অনুশীলিত হইয়া থাকে, তখন এইরূপ নহে (অর্থাৎ তখন ইহারা প্রযত্নসাপেক্ষ)।

---

* বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকরচয়িতা সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত উক্ত গ্রন্থের জ্ঞানোত্তম-বিরচিত 'চন্দ্রিকা' নামক টীকায় উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—

(আশঙ্কা)—আচ্ছা ভগবদ্গীতোক্ত অমানিত্বাদি গুণ সকল যদি সাধকের পক্ষে সাধন স্বরূপ হইল, তবে তাহারা অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া এবং সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া, সিদ্ধ ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না। নিয়মই রহিয়াছে—"সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্"—হে মহাবাহো, যখন সাধিবার কিছুই নাই তখন সাধনের প্রয়োজন কি? আর যদি সিদ্ধ ব্যক্তিতে সেই গুণগুলি থাকে, তবেই বলিতে হইবে যে তত্ত্বজ্ঞানীকেও নিবৃত্তিশাস্ত্র মানিয়া চলিতে হয়।

(উত্তর)—উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা গ্রন্থকার উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন যে তত্ত্বজ্ঞানীকে ঐ সকল গুণগুলি রাখিতে হইবে, তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি এইরূপ কোন শাস্ত্রবিধির নিয়োগ না থাকিলেও উক্ত গুণগুলি (অমানিত্বাদি) তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত যে পরমার্থ, তাহার স্বভাবের বিরোধী নহে বলিয়া, অযত্নসাধ্যভাবে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণরূপে (সাধকাবস্থার অভ্যাসবশতঃ) থাকিয়া যায়।

গীতার "গুণাতীত"।

গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায়ে "গুণাতীতের" এইরূপ বর্ণনা আছে :—

অর্জ্জুন উবাচ

"কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥
(গীতা ১৪।২১)

অর্জ্জুন কহিলেন :—

যিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়াছেন, কোন্ কোন্ চিহ্নের দ্বারা তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়? তাঁহার আচরণ কি প্রকার? এবং তিনি কি প্রকারেই বা এই তিন গুণ অতিক্রম করেন?

গুণ তিনটী—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সেই তিন গুণের বিশেষ প্রকারের পরিণাম হেতুই সমস্ত সংসার চলিতেছে। এইহেতু "গুণাতীত" শব্দে অসংসারী অর্থাৎ জীবন্মুক্ত বুঝিতে হইবে। "চিহ্ন" অর্থাৎ যাহা দ্বারা সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের গুণাতীতত্ব অপরে বুঝিতে পারে। "আচার" বা "আচরণ" শব্দে তাঁহার চিত্তের গতিবিধি বুঝিতে হইবে। "কি প্রকারে" অর্থাৎ কোন্ প্রকার সাধনের দ্বারা?

ভগবানুবাচ—

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

(গীতা ১৪।২২—২৬)

ভগবান বলিলেন—

হে পাণ্ডব, তিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ করেন না, এবং তিরোহিত হইলে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। (তিনিই সে গুণাতীত) যিনি উদাসীনভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হ'ন না এবং "গুণসমূহই প্রবৃত্ত হয়" এই বিচার করিয়া যিনি স্থিরভাবে অবস্থান করেন ও (ইষ্টানিষ্ট স্পর্শে) বিচলিত হ'ন না। তিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন (ও) স্বেচ্ছায় অবস্থান করিয়া থাকেন।* তিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও সুবর্ণকে সমান মনে করেন। তাঁহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয় দুইই সমান। সেই জ্ঞানী তিরস্কার ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন। সম্মানে ও অপমানে তাহার একই ভাব, মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষেও সেইরূপ। তিনি দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ সকল কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকারের পুরুষকেই গুণাতীত বলা যায়। যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া আমার সেবা করেন, তিনিও গুণসমূহ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। †

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ শব্দের অর্থ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ।

---

* অর্থাৎ যখন সমাধিতে থাকিবার ইচ্ছা না থাকে, তখন আপনা হইতেই ব্যুত্থিত হন।

† এই কয়েকটি শ্লোকের চতুর্ধরী টীকা বা নীলকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেই ব্যাখ্যায় এই সকল শ্লোকোক্ত কোন্ কোন্ চিহ্ন, সাতটি জ্ঞানভূমিকার মধ্যে কোন্ কোন্ জ্ঞান ভূমিকার পরিচায়ক, তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সেই গুণগুলি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় (নিজ নিজ ব্যাপারে) প্রবৃত্ত হয়। সুষুপ্তি * ও সমাধি অবস্থায় এবং যে অবস্থাকে শূন্যচিত্ততা বলে সেই অবস্থায়, সেইগুলি (নিজ নিজ ব্যাপার হইতে) নিবৃত্ত থাকে। প্রবৃত্তি দুই প্রকারের, যথা, অনুকূলা এবং প্রতিকূলা। তন্মধ্যে অবিবেকী ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় প্রতিকূল প্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষ করে এবং অনুকূল প্রবৃত্তির কামনা করে। কিন্তু যিনি গুণাতীত তাহার অনুকূল ও প্রতিকূল বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান না থাকাতে, তাহার দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই। যেমন দুই ব্যক্তি কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোনও দ্রষ্টা, যিনি কোন পক্ষের মিত্র বা শত্রু নহেন, নিজে কেবল উদাসীনভাবে অবস্থান করেন, জয় পরাজয়ের দ্বারা ইতস্ততঃ বিচলিত হয়েন না, সেইরূপ গুণাতীত বিবেকী ব্যক্তি নিজে উদাসীনভাবে অবস্থান করেন। 'গুণময় ইন্দ্রিয়াদি গুণময় বিষয়াদিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি প্রবৃত্ত হইতেছি না'—এইরূপ বিচার দ্বারা তাহার উদাসীন ভাব আইসে। 'আমিই করিতেছি'—এইরূপ অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞানকে বিচলন কহে, এইরূপ বিচলন তাহার নাই। ইহার দ্বারা "তাহার আচরণ কি প্রকার?" এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল। 'সুখে দুঃখে সমভাব' প্রভৃতি চিহ্নসকল, এবং অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত জ্ঞান ও ধ্যানের অভ্যাসপূর্ব্বক পরমাত্মসেবা, ইহাই গুণসমূহকে অতিক্রম করিবার সাধন।

"ব্রাহ্মণ"।

ব্যাস প্রভৃতি (ঋষিগণ) ব্রাহ্মণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

(১) "অনুত্তরীয়বসনমনুপস্তীর্ণশায়িনম্।
বাহূপধায়িনং শান্তং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥" †
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ২৬৮ অধ্যায় ৩০শ শ্লোক)

* মূর্চ্ছা ও মরণ সুষুপ্তির অন্তর্গত।

† (বঙ্গবাসী সংস্করণ) মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মে (২৪৪ অধ্যায়ের

যাঁহার উত্তরীয় ও বসন নাই, যিনি শয়ন করিতে হইলে কোন প্রকার উপস্তরণের বা শয্যার অপেক্ষা রাখেন না, যিনি নিজের বাহুকে বালিশ করিয়া শয়ন করেন, সেই শাস্তপুরুষকে দেবতাগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিৎ। শ্রুতিতে "অথ ব্রাহ্মণঃ" (বৃহদা-উ, ৩।৫।১)—এস্থলে "ব্রাহ্মণ" শব্দ ব্রহ্মবিৎ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেননা, ব্রহ্মবিদেরই বিদ্বৎসন্ন্যাসে অধিকার আছে।

"যথাজাতরূপধরঃ"—জাবালোপনিষৎ, ৬।

"নাচ্ছাদনং চরতি স পরমহংসঃ"*। (পরমহংসোপনিষৎ।)।

"তিনি জন্মকালে যেমন সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য হইয়া আসিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ," "যিনি কোনও আচ্ছাদন ব্যবহার করেন না তিনি পরমহংস"। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরিগ্রহরাহিত্যই পরমহংস দশার মুখ্য (চিহ্ন) বলিয়া উক্ত হওয়ায়, উত্তরীয়শূন্যতা প্রভৃতি গুণ তাহার পক্ষে সঙ্গত।

(২) "যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
যত্রক্বচনশায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ২৪৪ অ, ১২ শ্লোক।

যিনি স্বপ্রযত্নে শরীরকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করেন না। অপর কেহ যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহার শরীর, বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, যিনি নিজের প্রযত্নে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন না। অপর কেহ আসিয়া যাঁহাকে

স্থানে স্থানে ও ২৬৮ অধ্যায়ে, ব্যাস 'ব্রাহ্মণের বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে উদ্ধৃত ব্রাহ্মণ-বর্ণাত্মক ছয়টি শ্লোকের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক উক্ত দুই অধ্যায়ে পাওয়া গেল। ৩য়টি অন্যত্র অনুসন্ধেয়। এই শ্লোক ছয়টি অন্যান্য শ্লোকের সহিত, ব্যাস বিরচিত বলিয়া বিশ্বেশ্বর সংগৃহীত "যতিধর্ম্মে" (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ৩৭ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণেও অনুরূপ শ্লোক আছে। স্কন্দপুরাণও ব্যাস-বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* পরমহংসোপনিষদে পাঠ এইরূপ আছে:—"ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ।"

ভোজন করাইয়া দেয়, যিনি যেখানে সেখানে শয়ন করেন, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ভোজন, আচ্ছাদন এবং শয়নস্থানের প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইলেও, ভোজনাদি বিষয়ক গুণদোষ (বিচার), (পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের মনে) উদিতই হয় না; যেহেতু, উদরপূরণ ও শরীরপুষ্টিরূপ প্রয়োজনের সিদ্ধি, (যিনি গুণদোষ বিচার করেন এবং যিনি তাহা করেন না, এই উভয় পক্ষেই) তুল্যরূপ ও গুণদোষবিচারে কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহা চিত্তের দোষ ভিন্ন আর কিছু নয়। এইহেতু ভাগবতে পঠিত হইয়া থাকে—

"কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ॥"

(ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ১৯ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

গুণ ও দোষের লক্ষণ অধিক বর্ণনা করিয়া কি হইবে? গুণদোষ দেখাই দোষ এবং গুণদোষ না দেখাই গুণ।

(৩) "কন্থাকৌপীনবাসাস্তু দণ্ডধৃগ্ধ্যানতৎপরঃ।
একাকী রমতে নিত্যং, তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

(যতিধর্ম্মে উদ্ধৃত পৃ, ৩৭)

যিনি কন্থা ও কৌপীন দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া এবং দণ্ডধারী ও ধ্যানরত হইয়া, নিত্য একাকী আনন্দে বিচরণ করেন, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রভৃতি প্রদান করিয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক বলিয়া তিনি সৎপাত্র—ইহা জানাইয়া শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্য (সেই ব্রাহ্মণ) দণ্ডকৌপীন প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিবেন। যেহেতু শ্রুতিতে আছে,—"কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় লোকোপকারার্থায়

চ পরিগ্রহেৎ।" (পরমহংসোপনিষদ্ ১)—নিজের শরীরোপভোগের নিমিত্ত এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত, কৌপীন, দণ্ড এবং আচ্ছাদন বস্ত্র (প্রভৃতি) গ্রহণ করিবেন (পঞ্চম প্রকরণ দেখুন)। সেই ব্রাহ্মণ গৃহস্থের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাপরবশ হইয়াও, গৃহস্থের সহিত তাহার গৃহকার্য্যবিষয়ক আলাপ করিবেন না কিন্তু ধ্যানরত থাকিবেন। কেননা, শ্রুতিতে আছে—"তমেবৈকং বিজানথাত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" (মুণ্ডক উপ ২।২।৫)

সেই (আধারভূত) এক (স্বজাতীয়াদি ভেদশূন্য) আত্মাকে অবগত হও। অন্য (অনাত্মবিষয়ক) বাক্য পরিত্যাগ কর। এবং

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥"

বৃহদা, উ—৪।৪।২১।

ধীমান্ ব্রাহ্মণ উক্তস্বরূপ আত্মাকেই (শাস্ত্র ও উপদেশ বাক্য হইতে) উত্তমরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞালাভ করিবেন, অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছু না থাকে—সমস্ত সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যায়, এইরূপ জ্ঞানলাভ করিবেন এবং জ্ঞান সাধন—সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি (ভোগবিরতি) তিতিক্ষা ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবেন। বহুতর শব্দ চিন্তা করিবেন না, কারণ তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মোপদেশ অন্যকথা নহে বলিয়া বিরোধী নহে এবং সে ধ্যান একাকী থাকিতে পারিলেই বিঘ্নশূন্য হয়। এইহেতু অন্য এক স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"একো ভিক্ষুর্যথোক্তঃ স্যাদ্দ্বাবেব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়ো গ্রামঃ সমাখ্যাত ঊর্দ্ধন্তু নগরায়তে॥"

"নগরং ন হি কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
গ্রামবার্ত্তা হি তেষাং স্যাদ্ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্॥"
"স্নেহপৈশুন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে।" *
(দক্ষস্মৃতি ৭।৩৫—৩৭)

ভিক্ষুক একাকী থাকিলেই ভিক্ষুকপদবাচ্য হয়েন, দুইজন হইলেই তাঁহাদিগকে মিথুন বলে; তিনজন হইলেই তাঁহারা গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ হন এবং তাহার অধিক হইলেই তাঁহারা নগরের ন্যায় আচরণ করেন। নগর, গ্রাম বা মিথুন কিছুই করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকদিগের মধ্যে পরস্পর গ্রামবার্ত্তা (লোকবার্ত্তা, অন্যবা কথা-বার্ত্তা) কিম্বা ভিক্ষাবার্ত্তা (কোথায় সুস্বাদু ভিক্ষা সুলভ, কোথায় বা দুর্লভ ইত্যাদি) সম্বন্ধে আলাপ চলিবে। একত্রাবস্থান হেতু স্নেহ, খলতা ও ঈর্ষা জন্মে।

(৪) নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ †
(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম, ২৪৪ অ, ২৪ শ্লোক)

---

* দক্ষসংহিতায় (বঙ্গবাসী সংস্করণের) এইরূপ পাঠ আছে:—

একো ভিক্ষুর্যথোক্তস্তু দ্বৌ চৈব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়ো গ্রামস্তথাখ্যাত ঊর্দ্ধন্তু নগরায়তে॥৩৫
নগরং ন হি কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
এতত্ত্রয়ং প্রকুর্ব্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ॥৩৬
রাজবার্ত্তাদি তেষান্তু ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্।
স্নেহপৈশুন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষাদসংশয়ম্॥৩৭
(ঊনবিংশ সংহিতা, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

† পাঠান্তর—"নির্মুক্তং বন্ধনৈঃ সর্ব্বৈস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ"। নীলকণ্ঠ এই পাঠ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন—যাঁহার স্তুতিনমস্কারজনিত সুখে আসক্তি নাই, সমস্ত বন্ধন বা বাসনা যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইত্যাদি।

যিনি কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করেন না, (স্বার্থে বা পরোপকারার্থে) কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না, যিনি কোনও লোককে নমস্কার করেন না বা কোনও লোকের স্তুতি করেন না, যিনি কখনই ক্ষীণ (বা দীনভাবাপন্ন) হ'ন না, যাঁহার কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

কেহ প্রণাম করিলে, পূজার্হ সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যাহা চায় তাহার উদ্দেশে সেই বস্তুঘটিত উন্নতির প্রার্থনা করার নাম আশীঃ। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি বলিয়া তাহাদের কোন্ বস্তু অভিমত তাহার অন্বেষণে যিনি ব্যগ্রচিত্ত হয়েন, তাঁহার লোকবাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (লোকবাসনা অর্থাৎ লোকের প্রতি আকর্ষণ)। সেই লোকবাসনা জ্ঞানের বিরোধী। এক স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

"লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াঽপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥" *

(বিবেকচূড়ামণিঃ ২৭২)

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনাবশতঃ লোকের যথোপযুক্ত জ্ঞান জন্মে না। (বহুশাস্ত্রাধ্যয়নের দুরাগ্রহ অথবা অনুষ্ঠানব্যসন—শাস্ত্রবাসনা ; দেহকে রক্ষা করিবার ও সুখে রাখিবার আগ্রহ—দেহবাসনা)।

---

* 'বিবেকচূড়ামণি'তে এইটি ২৭২ সংখ্যক শ্লোক। সেইজন্য বিবেকচূড়ামণির উল্লেখ করিলাম। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা একটি শ্রুতিবচন। মুক্তিকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্র। সূতসংহিতার যজ্ঞবৈভব খণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ৪৬১ পৃষ্ঠায়) এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ গ্রন্থকার ঐই স্থান হইতে উক্ত শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উহাকে স্মৃতিবচন বলিয়াছেন।

(মহাভারতীয় শ্লোকোক্ত) আরম্ভ, নমস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ তাহারাও জ্ঞানবিরোধী)। নিজের জন্য বা পরোপকারার্থে গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি সম্পাদনের প্রযত্নের নাম আরম্ভ। এই আশীর্ব্বচন ও আরম্ভ, মুক্তব্যক্তির পক্ষে বর্জ্জনীয়। এই আশীর্ব্বাদ না করিলে, যাঁহারা প্রণাম করিবেন তাঁহাদের মনে দুঃখ হইবে, এইরূপ যেন কেহ মনে না করেন। কেন না, মুক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে যাহাতে লোকবাসনা না জন্মিতে পারে এবং প্রণত ব্যক্তিদিগের মনে যাহাতে খেদ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য, সর্ব্ব প্রকার আশীর্ব্বাদের প্রতিনিধিস্বরূপ "নারায়ণ" শব্দের প্রয়োগ (যতিদিগের পক্ষে) বিহিত হইয়াছে। সকল প্রকার আরম্ভই দোষযুক্ত। স্মৃতিশাস্ত্রে (গীতা, ১৮।৪৮) এইরূপ আছে—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

ধূম যেমন অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে সেইরূপ হিংসাদি দোষ, সকল প্রকার আরম্ভকেই বেষ্টন করিয়া থাকে, অর্থাৎ আরম্ভমাত্রেই হিংসাদি-দোষ অনিবার্য্য। বিবিদিষা সন্ন্যাসীর পক্ষে নমস্কারও (শাস্ত্রে) কথিত হইয়াছে যথা---

"যো ভবেৎ পূর্ব্বসন্ন্যাসী তুল্যো বৈ ধর্ম্মতো যদি।
তস্মৈ প্রণামঃ কর্ত্তব্যো নেতরায় কদাচন॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ, ১।)

যিনি অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি ধর্ম্ম বিষয়ে সমকক্ষও হ'ন তবে তাঁহাকে প্রণাম করা যায়, তদ্ভিন্ন অপরকে কখনই প্রণাম করা উচিত নয়। এই নিয়মে কোন সন্ন্যাসী অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এবং তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সমকক্ষ কিনা এইরূপ বিচার করিতে হইলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই হেতু দেখা যায়, অনেকেই

কেবল নমস্কার লইয়া বিবাদ করিতেছে। তাহার কারণ বার্ত্তিককার (সুরেশ্বরাচার্য্য) প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ॥" *

(বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ১৫৮৪ শ্লোক)

দেখা যায় অনেকে সন্ন্যাসী হইলেও মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ শ্রবণাদিপরাঙ্মুখ হইয়াছেন, (সেইহেতু) তাঁহাদের চিত্ত বহির্মুখ, এবং সেই কারণেই তাঁহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না এবং সেইহেতু তাঁহারা কলহ করিতে তৎপর। দেবতাদির সম্যক্ আরাধনা না করাতে তাঁহারা নিজ চিত্তবৃত্তিকে দূষিত করিয়াছেন।

মুক্তপুরুষের কাহাকেও নমস্কার করিতে নাই, ইহা ভগবৎপাদ (শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক) প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

---

* আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ করা হইল। সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত উক্ত বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন :—(শঙ্কা) আচ্ছা মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবারাধনায় বিরত হইলে নারকী হইবেন কেন ? মোক্ষবাসনা ত' আর অনর্থ প্রসব করিবে না ; কেননা, তাহা হইলে মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। (যেহেতু মোক্ষশাস্ত্র বলেন) যে ব্যক্তি অনর্থনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে সে কখনও অনর্থে পতিত হয় না। ("নহি কশ্চিৎ কল্যাণকৃদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" ভগবদ্গীতা।) এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, বহির্মুখব্যক্তির নিষিদ্ধাচরণ অবশ্যম্ভাবী, সেই হেতু তাহার মুমুক্ষা নিষ্ফল। এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্লোক রচিত হইয়াছে। শ্রবণ মননাদি বিষয়ে মনঃসমাধানের অভাবকেই প্রমাদ বলা হইয়াছে। সেই মনঃসমাধানের অভাব ঘটিলেই বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ে প্রধাবিত হয় এবং সেইহেতু পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারে না ; ফলে কলহপ্রিয় ও কুতূহলী হইয়া পড়ে। দেবাদির আরাধনার অভাবেই বুদ্ধি দূষিত হয় এবং সেই দূষিত বুদ্ধিই উক্ত প্রমাদের কারণ—এইরূপ বিভাগ করিয়া শ্লোকটি বুঝিতে হইবে। 'অপি' শব্দের অর্থ সন্ন্যাসিগণেরও এই দশা ঘটে, অন্যের কথা আর কি বলিব। ১৫৮৪

(মহাভারতীয় শ্লোকোক্ত) আরম্ভ, নমস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ তাহারাও জ্ঞানবিরোধী)। নিজের জন্য বা পরোপকারার্থে গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি সম্পাদনের প্রযত্নের নাম আরম্ভ। এই আশীর্ব্বচন ও আরম্ভ, মুক্তব্যক্তির পক্ষে বর্জ্জনীয়। এই আশীর্ব্বাদ না করিলে, যাঁহারা প্রণাম করিবেন তাঁহাদের মনে দুঃখ হইবে, এইরূপ যেন কেহ মনে না করেন। কেন না, মুক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে যাহাতে লোকবাসনা না জন্মিতে পারে এবং প্রণত ব্যক্তিদিগের মনে যাহাতে খেদ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য, সর্ব্ব প্রকার আশীর্ব্বাদের প্রতিনিধিস্বরূপ "নারায়ণ" শব্দের প্রয়োগ (যতিদিগের পক্ষে) বিহিত হইয়াছে। সকল প্রকার আরম্ভই দোষযুক্ত। স্মৃতিশাস্ত্রে (গীতা, ১৮।৪৮) এইরূপ আছে—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

ধূম যেমন অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে সেইরূপ হিংসাদি দোষ, সকল প্রকার আরম্ভকেই বেষ্টন করিয়া থাকে, অর্থাৎ আরম্ভমাত্রেই হিংসাদি-দোষ অনিবার্য্য। বিবিদিষা সন্ন্যাসীর পক্ষে নমস্কারও (শাস্ত্রে) কথিত হইয়াছে যথা—

"যো ভবেৎ পূর্ব্বসন্ন্যাসী তুল্যো বৈ ধর্ম্মতো যদি।
তস্মৈ প্রণামঃ কর্ত্তব্যো নেতরায় কদাচন॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ, ১।)

যিনি অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি ধর্ম্ম বিষয়ে সমকক্ষও হ'ন তবে তাঁহাকে প্রণাম করা যায়, তদ্ভিন্ন অপরকে কখনই প্রণাম করা উচিত নয়। এই নিয়মে কোন সন্ন্যাসী অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এবং তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সমকক্ষ কিনা এইরূপ বিচার করিতে হইলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই হেতু দেখা যায়, অনেকেই

কেবল নমস্কার লইয়া বিবাদ করিতেছে। তাহার কারণ বার্ত্তিককার (সুরেশ্বরাচার্য্য) প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ॥" *

(বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ১৫৮৪ শ্লোক)

দেখা যায় অনেকে সন্ন্যাসী হইলেও মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ শ্রবণাদিপরাঙ্মুখ হইয়াছেন, (সেইহেতু) তাঁহাদের চিত্ত বহির্মুখ, এবং সেই কারণেই তাঁহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না এবং সেইহেতু তাঁহারা কলহ করিতে তৎপর। দেবতাদির সম্যক্ আরাধনা না করাতে তাঁহারা নিজ চিত্তবৃত্তিকে দূষিত করিয়াছেন।

মুক্তপুরুষের কাহাকেও নমস্কার করিতে নাই, ইহা ভগবৎপাদ (শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক) প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

---

* আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ করা হইল। সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত উক্ত বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন :—(শঙ্কা) আচ্ছা মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবারাধনায় বিরত হইলে নারকী হইবেন কেন? মোক্ষবাসনা ত' আর অনর্থ প্রসব করিবে না; কেননা, তাহা হইলে মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। (যেহেতু মোক্ষশাস্ত্র বলেন) যে ব্যক্তি অনর্থনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে সে কখনও অনর্থে পতিত হয় না। ("নহি কশ্চিৎ কল্যাণকৃদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" ভগবদ্গীতা।) এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, বহির্মুখব্যক্তির নিষিদ্ধাচরণ অবশ্যম্ভাবী, সেই হেতু তাহার মুমুক্ষা নিষ্ফল। এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্লোক রচিত হইয়াছে। শ্রবণ মননাদি বিষয়ে মনঃসমাধানের অভাবকেই প্রমাদ বলা হইয়াছে। সেই মনঃসমাধানের অভাব ঘটিলেই বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ে প্রধাবিত হয় এবং সেইহেতু পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারে না; ফলে কলহপ্রিয় ও কুতূহলী হইয়া পড়ে। দেবাদির আরাধনার অভাবেই বুদ্ধি দূষিত হয় এবং সেই দূষিত বুদ্ধিই উক্ত প্রমাদের কারণ—এইরূপ বিভাগ করিয়া শ্লোকটি বুঝিতে হইবে। 'অপি' শব্দের অর্থ সন্ন্যাসিগণেরও এই দশা ঘটে, অন্যের কথা আর কি বলিব। ১৫৮৪

"নামাদিভ্যঃ পরে ভূম্নি স্বারাজ্যেঽবস্থিতো যদা।
প্রণমেৎ কং তদাত্মজ্ঞো ন কার্য্যং কর্ম্মণা তদা ॥" *

(শঙ্করাচার্য্যবিরচিত উপদেশসাহস্রী, ১৭ সমাঙ্মতিপ্রকরণ, ৬৪ শ্লোক)

আত্মজ্ঞপুরুষ যখন নাম বাক্ মন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের পরব্যাপক (অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারাতীত) অদ্বিতীয় স্বারাজ্যে (অর্থাৎ অমৃতসুখস্বরূপ স্বকীয় মহিমায়) অবস্থিত, (কেননা, তিনি আপনাকে ভূমা ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন) তখন, প্রণম্য সকলেই তাঁহার আত্মভূত হইয়া যাওয়াতে তিনি কাহাকে প্রণাম করিবেন? (তিনি কৃতকৃত্য হইয়া যাওয়াতে) তাঁহার কোন কর্ম্মেই কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

(এস্থলে) যদিও চিত্তের কলুষতা উৎপাদন করে বলিয়া নমস্কার করা নিষিদ্ধ হইল, তথাপি সর্ব্বজীবে সমতাজ্ঞানজনিত চিত্তপ্রসাদের হেতুভূত

---

* রামতীর্থকৃত ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ করা গেল।

রামতীর্থকৃত পদযোজনিকা নাম্নী টীকা—(শঙ্কা) আচ্ছা, তত্ত্বজ্ঞানীরও ত' হরি হর, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য এবং তাহা না করিলে ভয়ের আশঙ্কা আছে। সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানীরও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নাম, বাক্, মন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত এই কয়েকটির মধ্যে পরবর্ত্তীটি পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদ্ ইত্যাদিতে শুনা যায়। যিনি ইহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারাতীত ভূমা বা অমৃতস্বরূপ, সুখরূপ, অদ্বয় স্বারাজ্যে বা স্বকীয় মহিমায় অবস্থিত হইয়াছেন (অর্থাৎ 'আমিই ভূমা ব্রহ্ম' এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন,) সেই তত্ত্বজ্ঞানী আবার কাহাকে প্রণাম করিবেন? কাহাকেও নহে, কেননা, তিনি অন্য কিছুর অপেক্ষায় গৌণ নহেন এবং প্রণম্য অপর সকল বস্তুই তাঁহার আত্মভূত হইয়াছে। অতএব পরিপক্কজ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞানী কৃতকৃত্য হইয়াছেন বলিয়া তাহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই।

যে নমস্কার, তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে (শ্রীমদ্ভাগবতে) আছে—

"ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ইতি" *

ঈশ্বর জীবের পরিকলন (সৃজন) করিয়া অন্তর্যামিরূপে জীবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কুকুর †, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে।

মনুষ্যের উদ্দেশ্যে স্তুতি করাই নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তুতি করার নিষেধ নাই। বৃহস্পতিকৃত স্মৃতিশাস্ত্রে ‡ আছে —

"আদরেণ যথা স্তৌতি ধনবন্তং ধনেচ্ছয়া।
তথা চেদ্বিশ্বকর্ত্তারং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥"

লোকে ধনলোভে ধনবান্ ব্যক্তিকে যেরূপ আদরের সহিত স্তব করিয়া থাকে, বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্‌কে যদি সেইরূপ (আদরের সহিত) স্তব করে, তবে কে না বন্ধন হইতে মুক্ত হয়?

অক্ষীণত্ব (পৃঃ ৬০) শব্দে—দীনতারাহিত্য বুঝিতে হইবে; এইজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে (ভাগবত ১১শ স্কন্ধ)—

---

* ভাগবতের পাঠ :—মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩।২৯।৩৪।
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ১১।২৯।১৬।
শ্রীধরী টীকা—জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যেতার্থঃ ॥

† অথবা (আ+অশ্ব) অশ্ব পর্য্যন্ত।

‡ বৃহস্পতি সংহিতায় (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পাওয়া গেল না।

৯

"অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্॥"

বিষ্ণুভাগবত, ১১।১৮।৩৩

কোন কোন সময়ে কোনও স্থলে ভোজন না পাইলে, ধৈর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকিবেন, বিষণ্ণ হইবেন না, এবং পাইলেও হর্ষযুক্ত হইবেন না, কেননা, ভোজন পাওয়া ও না পাওয়া উভয়ই দৈবাধীন।

ক্ষীণকর্ম্মা শব্দে—যিনি বিধি-নিষেধের অধীন নহেন তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। কেননা, লোকে স্মরণ করিয়া থাকে—(শুকাষ্টকের ধ্রুবক)

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

যাঁহারা ত্রিগুণের অতীত পথে বিচরণ করেন তাঁহাদের পক্ষে বিধিই বা কি আর নিষেধই বা কি? এই (বিধি নিষেধের অতীত) ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥" (গীতা ২।৪৫)

'তবে কাহার সমাধি বিষয়ে বুদ্ধি হয়?' অর্জ্জুনের এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন, বেদসমূহ গুণত্রয়েরই কার্য্য প্রতিপাদন করিতেছে অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও অধম গতির প্রাপক কর্ম্মকাণ্ডই প্রতিপাদন করিতেছে। তুমি কিন্তু গুণত্রয়কার্য্যের অতীত হও অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম গতিবিষয়েও বৈরাগ্যযুক্ত হও। সেই নিস্ত্রৈগুণ্যভাবে উপনীত হইলে লোকে, সুখে দুঃখে, মানে অপমানে, শত্রু-মিত্রে সমবুদ্ধি হয়, কেননা, সর্ব্বদা ধৈর্য্য বা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া সহনশীল হয়। তাহার কারণ এই যে, তিনি জানেন যে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও প্রাপ্তের সংরক্ষণ উভয়ই প্রারব্ধকর্ম্মাধীন, যেহেতু তিনি আত্মবান্ বা জিতচিত্ত।

নারদ বলিয়াছেন :—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥" পদ্মপুরাণ *

(১) সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, (২) তাঁহাকে কখনই ভুলিতে নাই। শাস্ত্রে যত বিধি ও নিষেধ আছে তাহারা এই দুই নিয়মেরই কিঙ্কর (অধীন, অনুসারী) অর্থাৎ এই দুই নিয়মই শাস্ত্রীয় যাবতীয় বিধি নিষেধের লক্ষ্য।

(৫) "যোঽহেরিব গণাদ্ভীতঃ সম্মানান্নরকাদিব।
কুণপাদিব যঃ স্ত্রীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥" †

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ২৪৪।১৩।

যিনি জনসঙ্ঘকে সর্পের ন্যায়, সম্মানকে নরকের ন্যায়, এবং নারীদিগকে মৃতদেহের ন্যায় ভয় করেন, তাঁহাকে দেবতাগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"তাহাদের সহিত রাষ্ট্রবিষয়ক কথাবার্ত্তা (লোকবার্ত্তা, ভিক্ষাবার্ত্তা ইত্যাদি) হইতে পারে" এইরূপ (পূর্ব্বোদ্ধৃত দক্ষসংহিতার ৩৭ সংখ্যক শ্লোকে) ‡ কথিত হইয়াছে বলিয়া লোকসঙ্ঘ হইতে সর্পের ন্যায় ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্মান আসক্তির কারণ হয় বলিয়া পুরুষার্থ-বিরোধী (মুক্তির প্রতিকূল); সেই কারণে নরকের ন্যায় হেয়। এই হেতু স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে,—

---

* এই শ্লোকটি পদ্মপুরাণের বচন বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

† মহাভারতের (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পাঠ—

অহেরিবগণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠকৃত টীকা—অহেঃ সর্পাৎ, গণাৎ জনসমূহাৎ, সৌহিত্যাৎ মিষ্টান্নজনিতভৃপ্তেঃ ॥

‡ কিন্তু এই গ্রন্থে "রাজবার্ত্তার" স্থলে গ্রামবার্ত্তা পঠিত হইয়াছে।

"অসম্মানাত্তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্তু তপঃক্ষয়ঃ।
অর্চ্চিতঃ পূজিতো বিপ্রো দুগ্ধা গৌরিব সীদতি॥"

কেহ অসম্মান করিলে তপস্যাজনিত ফল অধিকতর হয়। কেহ সম্মান করিলে তপস্যাজনিত ফলের ক্ষয় হইয়া থাকে। গাভীর দুগ্ধ দোহন করিলে যেমন সে অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ অর্চ্চিত ও পূজিত হইলে, অবসন্ন অর্থাৎ ক্ষীণতপস্ক হইয়া পড়েন।

এই অভিপ্রায়েই, স্মৃতিশাস্ত্রে "অবমান" উপাদেয় বস্তু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ;

"তথাচরেত বৈ যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সংগতিম॥"

নারদপরিব্রাজকোপনিষদ্—৫।৩০।

যোগী এইরূপ আচরণ করিবেন যাহাতে লোকে তাঁহাকে অবমাননা করে এবং তাঁহার সহিত মিলিতে না আইসে, কিন্তু (তিনি সাবধান থাকিবেন) এইরূপ আচরণের দ্বারা যেন তিনি সাধুজনপালিত ধর্ম্ম নিয়মের অবমাননা না করেন।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দুই প্রকার দোষ।—এক নিষিদ্ধ বলিয়া, দ্বিতীয় ঘৃণিত বলিয়া। তন্মধ্যে প্রবল প্রারব্ধবশে, কামের বেগে, কোন কোন সময়ে নিষিদ্ধতা উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই মনু-স্মৃতি বলিতেছেন (২।২১৫)—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নৈকশয্যাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"*

---

* মনুসংহিতার পাঠ—"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোভবেৎ।"

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা—মাত্রা ভগিন্যা দুহিত্রা বা নির্জ্জনগৃহাদৌ নাসীত, যতোঽতি ইন্দ্রিয়গণঃ শাস্ত্রনিয়মিতাত্মানমপি পুরুষং পরবশং করোতি। ২১৫।

("নৈকশয্যাসনো" স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "ন বিবিক্তাসনো" এইরূপ পাঠ আছে।)

মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সহিত এক শয্যায় বা আসনে অবস্থান করিতে নাই। কেননা, অতি প্রবল ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আর স্ত্রীলোকের ঘৃণিতরূপতাও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—

"স্ত্রীণামবাচ্যদেশস্য ক্লিন্ননাড়ীব্রণস্য চ।
অভেদেঽপি মনোভেদাজ্জনঃ প্রায়েণ বঞ্চ্যতে॥"

(নারদপরিব্রাজকোপনিষদ্—৩।২৯)

স্ত্রীলোকের অনুল্লেখযোগ্য অঙ্গ এবং পূযরক্তস্রাবিশোষক্ষত, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ না থাকিলেও রুচিভেদবশতঃ অধিকাংশ লোকে প্রতারিত হইয়া থাকে।

"চর্ম্মখণ্ডং দ্বিধাভিন্নমপানোদ্গারধূপিতম্।
যে রমন্তি নরাস্তত্র কৃমিতুল্যাঃ কথং ন তে॥"

এক চর্ম্মখণ্ড দুইভাগে বিভক্ত এবং মলদ্বার নিঃসৃত বায়ুর দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত। যে মানবগণ তাহাতে আসক্ত হয়, তাহারা কি কারণে কৃমিতুল্য নহে ?

অতএব নিষিদ্ধতা এবং ঘৃণিতরূপতা এই উভয় দোষ সূচনা করিবার অভিপ্রায়ে এস্থলে মৃতদেহের দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে।

(৬) যেন পূর্ণমিবাকাশং ভবত্যেকেন সর্ব্বদা।
শূন্যং যস্য* জনাকীর্ণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ২৪৪।১১)

* মহাভারতের পাঠ—"যস্য" স্থলে "যেন"।

যিনি একাকী থাকিলে, (শূন্য) আকাশ (তাঁহার নিকট) পূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং জনাকীর্ণ স্থান যাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।*

একাকী থাকিলে ভয় আলস্য প্রভৃতি জন্মে বলিয়া সংসারী ব্যক্তিদিগের একাকী থাকা (বাঞ্ছনীয় নহে, বরং) বর্জ্জনীয়। জনসম্মিলিত হইয়া থাকিলে, সেইরূপ ঘটে না বলিয়া জনসঙ্গম তাহাদের নিকট প্রার্থনীয়। যোগীদিগের সম্বন্ধে ঠিক তাহার বিপরীত, কেননা, তাঁহারা একাকী থাকিতে পাইলে তাঁহাদের ধ্যানপ্রবাহ নির্ব্বিঘ্নে চলিতে থাকে এবং সমস্ত আকাশ যেন পরিপূর্ণ পরমানন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা পূর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। এইহেতু ভয়, আলস্য, শোক, মোহ প্রভৃতি জন্মে না।

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥" ইতি শ্রুতেঃ।

কেননা, বেদে আছে (ঈশাবাস্যোপনিষৎ—৭)—যখন অভেদজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের নিকট ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী আত্মারূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ "আমি সর্ব্বভূতের আত্মা" এইরূপ জ্ঞানদ্বারা আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন সেই সর্ব্বত্র একাত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের কি প্রকার মোহ (আত্মার আবরণ) বা কি প্রকার শোক (আত্মার বিক্ষেপ) হইতে পারে? অর্থাৎ তখন তাঁহার কোনও প্রকার শোক বা মোহ হয় না।

"জনাকীর্ণম্"—জনাকীর্ণ স্থানে রাজবার্ত্তা প্রভৃতির (আলোচনা) হেতু তাঁহার ধ্যানের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাঁহার আত্মানুভব ঘটে না, সেই কারণে সেইরূপ স্থান শূন্যের ন্যায় চিত্তের ক্লেশদায়ক হয়, কেননা,

* নীলকণ্ঠকৃতটীকা—"যেন সম্প্রজ্ঞাতেঽহমেবেদং সর্ব্বমস্মীতি পশ্যতা, যেন রূপাদিশূন্যতা চ জনপূর্ণমপি স্থানং শূন্যমিব ভবতি; ব্রাহ্মণং বিদুষ্ঠম্।১১।

(তিনি জানেন) আত্মাই পূর্ণবস্তু এবং জগৎ মিথ্যা। ইহাই ('৬' চিহ্নিত) শ্লোকের অর্থ।

অতিবর্ণাশ্রমী।

সূতসংহিতায় মুক্তিখণ্ডে, পঞ্চমাধ্যায়ে, পরমেশ্বর (মহাদেব বিষ্ণুর প্রতি) অতিবর্ণাশ্রমীর বর্ণনা করিয়াছেন—

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
অতিবর্ণাশ্রমী তেঽপি ক্রমাচ্ছ্রেষ্ঠা বিচক্ষণাঃ * ॥" ৯

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু এবং অতিবর্ণাশ্রমী—ইঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মে নিপুণ হইলে, পশ্চাদুক্তটি পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষা উত্তম।

"অতিবর্ণাশ্রমী প্রোক্তো গুরুঃ সর্ব্বাধিকারিণাম্।
ন কস্যাপি ভবেচ্ছিষ্যো যথাহং পুরুষোত্তম ॥" ১৪

যিনি অতিবর্ণাশ্রমী তিনি সকল প্রকার অধিকারীর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার আশ্রমীর গুরু। হে পুরুষোত্তম, অতিবর্ণাশ্রমী কাহারও শিষ্য হয়েন না, যেরূপ আমি (কাহারও শিষ্য নহি)।

"অতিবর্ণাশ্রমী সাক্ষাৎগুরূণাং গুরুরুচ্যতে।
তৎসমো নাধিকশ্চাস্মিল্লোঁকেঽস্ত্যেব ন সংশয়ঃ।" ১৫

অতিবর্ণাশ্রমীকে সাক্ষাৎ গুরুর গুরু বলা হইয়া থাকে। এই সংসারে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহা হইতে উত্তম কেহই নাই, ইহা নিঃসন্দেহ।

"যঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভিন্নং সর্ব্বসাক্ষিণম্।
পারমার্থিকবিজ্ঞানং † সুখাত্মানং স্বয়ং প্রভম্ ॥
পরং তত্ত্বং বিজানাতি সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥" ১৬-১৭ পূর্ব্বার্দ্ধ।

* আনন্দাশ্রমের সূতসংহিতায় ১ম খণ্ডে, ২৮৫ পৃষ্ঠায় "বিচক্ষণ"—(বিষ্ণুর সম্বোধন)—এইরূপ পাঠ আছে।

† উল্লিলিখিত পুস্তকে "পারমার্থিকবিজ্ঞানসুখাত্মানং" ও "পরতত্ত্বং" এইরূপ পাঠ আছে।

যিনি, শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে পৃথক্, সর্ব্বসাক্ষী, (প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত) পারমার্থিক বিজ্ঞানরূপ, সুখস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, পরমতত্ত্বকে অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"যো বেদান্তমহাবাক্যশ্রবণেনৈব কেশব।
আত্মানমীশ্বরং বেদ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥" ১৭ শেষার্দ্ধ ১৮ পূর্ব্বার্দ্ধ

হে কেশব! যিনি বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণমাত্রেই আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"যোঽবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তমবস্থাসাক্ষিণং সদা। *
মহাদেবং বিজানাতি সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥" ১৮ শেষার্দ্ধ ১৯ পূর্ব্বার্দ্ধ

যিনি, (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই) তিন অবস্থাবিনির্মুক্ত এবং (সকল) অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ মহাদেবকে (স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে) ('আমি সেই' বলিয়া) অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ॥
নাত্মনো বোধরূপস্য মম তে সন্তি সর্ব্বদা।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥" ১৯ শেষার্দ্ধ ২০

যিনি (উপনিষৎপ্রমাণ) বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণ ও (ব্রহ্মচর্য্যাদি) আশ্রম, মায়াদ্বারা এই দেহে পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহারা কোনও কালে বোধস্বরূপ আমার (ধর্ম্ম) নহে, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

* উক্ত পুস্তকে "অবস্থাত্রয়সাক্ষিণং" এইরূপ পাঠ আছে। সূতসংহিতার টীকাকার মাধবাচার্য্য 'অবস্থাত্রয়' শব্দে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিন "আত্মক্রম" বুঝিয়াছেন। তদনুসারেই অনুবাদ করা হইল। কিন্তু বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কার আসিলে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কথাই মনে হয়।

"আদিত্যসন্নিধৌ লোকশ্চেষ্টতে স্বয়মেব তু।
তথা মৎসন্নিধাবেব সমস্তং চেষ্টতে জগৎ॥
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ।" ২১-২২ পূর্ব্বার্দ্ধ

"সূর্য্যের সান্নিধ্যে সংসার যেরূপ আপনিই কর্ম্মরত হয়, সেইরূপ আমার সান্নিধ্যে সমস্ত জগৎ কর্ম্মরত হয়"*—যিনি বেদান্ত বাক্যের সাহায্যে, ইহা অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"সুবর্ণহারকেয়ূরকটকস্বস্তিকাদয়ঃ॥
কল্পিতা মায়য়া তদ্বজ্জগন্ময্যেব সর্ব্বদা।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥" ২২ শেষার্দ্ধ-২৩

'যেরূপ হার, কেয়ূর. বলয়, স্বস্তিক (ত্রিকোণাকৃতি অলঙ্কারবিশেষ) প্রভৃতি অলঙ্কার সুবর্ণে কল্পিত হয়, সেইরূপ জগৎ সর্ব্বদাই মায়াদ্বারা আমাতে কল্পিত হইয়া রহিয়াছে'—যিনি বেদান্ত শাস্ত্র হইতে ইহা অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"শুক্তিকায়াং যথা তারং কল্পিতং মায়য়া তথা।
মহদাদি জগন্মায়াময়ং ময্যেব কল্পিতম্॥
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ।" ২৪-২৫ পূর্ব্বার্দ্ধ

"যেরূপ শুক্তিকাতে রজত (মুক্তা †) কল্পিত হয়, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া (পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত) মায়াময় জগৎ আমাতেই কল্পিত হইয়াছে"—যিনি বেদান্ত শাস্ত্র হইতে ইহা অবগত হইয়াছেন, তিনিঃ অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

---

* অর্থাৎ সূর্য্য যেমন সংসারের প্রবর্ত্তক হইয়াও বাস্তবিক প্রবর্ত্তক নহেন, সেই রূপ আমি কর্ত্তা হইয়াও বাস্তবিক কর্ত্তা নহি,—যিনি এইরূপ বুঝিয়াছেন।

† মাধবাচার্য্য 'তার' শব্দে 'রজত' বুঝিয়াছেন, কিন্তু অভিধানে ঐ অর্থ পাওয়া গেল না। 'মুক্তা' অর্থ পাওয়া যায় এবং তাহাও অসংলগ্ন হয় না।

১০

"চণ্ডালদেহে পশ্বাদিশরীরে ব্রহ্মবিগ্রহে ॥ ২৫ শেষার্দ্ধ
অন্যেষু তারতম্যেন স্থিতেষু পুরুষোত্তম ।
ব্যোমবৎ সর্ব্বদা ব্যাপ্তঃ সর্ব্বসম্বন্ধবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬
একরূপো মহাদেবঃ স্থিতঃ সোঽহং পরামৃতঃ ।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥" ২৭

"হে পুরুষোত্তম, যে সদেকরূপ স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম, চণ্ডালের দেহে পশুপ্রভৃতির শরীরে, ব্রাহ্মণের দেহে এবং উত্তমাধম (শ্রেণী) নিবদ্ধ অন্যান্য জীবের দেহে, আকাশের ন্যায় সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য হইয়া সর্ব্বদা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই অমর অবিনশ্বর পরমব্রহ্মই আমি"—যিনি বেদান্তশাস্ত্র হইতে ইহা অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"বিনষ্টদিগ্‌ভ্রমস্যাপি যথাপূর্ব্বং বিভাতি দিক্* ।
তথা বিজ্ঞানবিধ্বস্তং জগন্মে ভাতি তন্নহি ॥ ২৮
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমীভবেৎ ।" ২৯ পূর্ব্বার্দ্ধ

"(গ্রহনক্ষত্রগত্যাদি দর্শনে) দিগ্‌ভ্রম অপগত হইলেও (সেই ভ্রমের সংস্কারবশতঃ যেমন কোনও) দিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই অনুভূত হয়, সেইরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকার হেতু দৃশ্যমান্ জগতের ভ্রম আমার নিকট নিবৃত্ত হইলেও, (অজ্ঞানের বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ) জগৎ আমার নিকট প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু বস্তুতঃ জগৎ নাই"—যিনি বেদান্তশাস্ত্রের সাহায্যে এইরূপ অনুভব করেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

---

* আনন্দাশ্রমের উভয় সংস্করণেই 'দৃগ্‌ভ্রম" ও "যথাপূর্ব্বা" পাঠ আছে। উভয় পাঠই দুষ্ট। সূতসংহিতা হইতে শুদ্ধপাঠ উদ্ধৃত করিয়া মাধবাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ ॥ ২৯ শেষার্দ্ধ
তথা জাগ্রৎপ্রপঞ্চোঽপি পরমায়াবিজৃম্ভিতঃ।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥" ৩০

"এই স্বপ্নপ্রপঞ্চ যেমন মায়া দ্বারা আমাতে প্রকটিত হয়, সেইরূপ এই জাগ্রৎপ্রপঞ্চও তদপেক্ষা অধিক বলবতী মায়া দ্বারা আমাতে প্রকটিত হইয়েছে *",—যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে এইরূপ বুঝিয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"যস্য বর্ণাশ্রমাচারো গলিতঃ স্বাত্মদর্শনাৎ।
স বর্ণানাশ্রমান্ সর্ব্বানতীত্য স্বাত্মনি স্থিতঃ ॥" ৩১

নিজের স্বরূপভূত আত্মার দর্শনলাভহেতু যাঁহার বর্ণাশ্রমোচিত আচার বিগলিত হইয়াছে, তিনি সকল বর্ণ ও সকল আশ্রম অতিক্রম করিয়া আপনাতে অবস্থিত হইয়াছেন। †

"যোঽতীত্য স্বাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
সোঽতিবর্ণাশ্রমী প্রোক্তঃ সর্ব্ববেদান্তবেদিভিঃ ॥" ৩২

---

* পূর্ব্বে মিথ্যা (বা অসম্ভব) বলিয়া জানা থাকিলেও যেমন স্বপ্নপ্রপঞ্চ, নিদ্রাকালে অনুভূত হয় বলিয়া (পূর্ব্বকালের সহিত সম্বন্ধহেতু) স্মৃতির বিষয় হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বর্ত্তমান, জাগ্রৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও, (কালের সহিত সম্বন্ধহেতু) পূর্ব্বসংস্কারবশে তাহাকে সত্য বলিয়া ব্যবহার করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? (মাধবাচার্য্যকৃত টীকা হইতে সংগৃহীত)।

† বর্ণাশ্রমোচিত আচার অতিক্রম করাই যদি এই প্রকারে উৎকর্ষের কারণ হয় তবে ত' পাষণ্ডদিগেরই জয়! এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তত্ত্বসাক্ষাৎকার হেতু যাঁহাদের দেহাদিতে আত্মত্বাভিমান বিগলিত হইয়াছে, তাঁহারা দেহধর্ম্মের সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়াই অতিবর্ণাশ্রমী। কিন্তু যে নাস্তিক, এই চরমাবস্থা লাভ না করিয়াও প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতি বশতঃ আচার পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি (সন্ধ্যাদির) অকরণজনিত প্রত্যবায় সঞ্চয় করিয়া অধঃপতিত হয়।

যে পুরুষ স্বকীয় বর্ণ ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আপনাতেই অবস্থিত হইয়াছেন, সর্ব্ববেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অতিবর্ণাশ্রমী বলিয়াছেন।

"ন দেহো নেন্দ্রিয়ং প্রাণো ন মনো বুদ্ধ্যহংকৃতী।
ন চিত্তং নৈব মায়া চ ন চ ব্যোমাদিকং জগৎ ॥ ৩৩
ন কর্ত্তা নৈব ভোক্তা চ ন চ ভোজয়িতা তথা।
কেবলং চিৎসদানন্দো ব্রহ্মৈবাত্মা যথার্থতঃ ॥" ৩৪

অতিবর্ণাশ্রমের অনুভব বর্ণনা করিতেছেন :—

আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ নহে, মন নহে, বুদ্ধি নহে, অহঙ্কার নহে, চিত্ত নহে, এবং মায়া অথবা আকাশ প্রভৃতি সৃষ্টি নহে, আত্মা কিছুই করেন না, কিছুই ভোগ করেন না বা কাহাকেও ভোগ করান না। আত্মা স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

"জলস্য চলনাদেব চঞ্চলত্বং যথা রবেঃ।
তথাহঙ্কারসম্বন্ধাদেব সংসার আত্মনঃ ॥" ৩৫

যেমন জল বিচলিত হইলে (সেই জলে প্রতিবিম্বিত) রবি চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ অহঙ্কারের সংসার (অর্থাৎ জন্মমরণ, লোকান্তরগমন) ঘটিলেই, আত্মার সংসার অর্থাৎ জন্মমরণ বা লোকান্তর-গমন ঘটিল মনে হয়।

"তস্মাদন্তগতা বর্ণা আশ্রমা অপি কেশব।
আত্মন্যারোপিতা এব ভ্রান্ত্যা তে নাত্মবেদিনঃ॥ ৩৬

সেইহেতু, হে কেশব! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম অন্তর্গত অর্থাৎ অহঙ্কারাশ্রিত হইলেও ভ্রান্তিবশতঃই আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে। যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহার নিকট বর্ণ বা আশ্রম কিছুই নাই।

"ন বিধির্ন নিষেধশ্চ ন বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যকল্পনা।
আত্মবিজ্ঞানিনামস্তি তথা নান্যজ্জনার্দ্দন॥" ৩৭

হে জনার্দ্দন! যিনি আত্মাকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কোন বিধিও নাই, কোন নিষেধও নাই. তিনি কোন বস্তু পরিত্যাগ করিবার বা পরিত্যাগ না করিবার কল্পনা করেন না, তাঁহার পক্ষে অন্য কিছুই নাই অর্থাৎ লৌকিক ব্যাপারসমূহও নাই।

"আত্মবিজ্ঞানিনো নিষ্ঠামীশ্বরীমম্বুজেক্ষণ।
মায়য়া মোহিতা মর্ত্ত্যা নৈব জানন্তি সর্ব্বদা॥" ৩৮

হে পদ্মপলাশলোচন, যিনি আত্মতত্ত্বানুভব করিয়াছেন তাঁহার অলৌকিক নিষ্ঠা, সংসারী ব্যক্তিগণ মায়া দ্বারা মুগ্ধ থাকিয়া সকল সময়ে বুঝে না।

"ন মাংসচক্ষুষা নিষ্ঠা ব্রহ্মবিজ্ঞানিনামিয়ম্।
দ্রষ্টুং শক্যা স্বতঃসিদ্ধা বিদুষঃ সৈব কেশব॥" ৩৯

যাঁহারা ব্রহ্মানুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের এই নিষ্ঠা চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু হে কেশব, সেই নিষ্ঠা তত্ত্বজ্ঞের কেবল নিজেরই অনুভবগম্য।

"যত্র সুপ্তা জনা নিত্যং প্রবুদ্ধস্তত্র সংযমী।
প্রবুদ্ধা যত্র তে বিদ্বান্ সুষুপ্তস্তত্র কেশব॥" ৪০ *

হে কেশব! জনসাধারণে যে বিষয়ে একেবারে প্রসুপ্তের ন্যায় জ্ঞানহীন, সংযমশীল (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ) তাহাতে সর্ব্বদাই জাগরিত, এবং সাধারণ লোকে যে বিষয়ে (দৃশ্যপ্রপঞ্চে) জাগরিত, জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বিষয়ে একেবারে প্রসুপ্তের ন্যায় জ্ঞানহীন।

* গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৯ সংখ্যক শ্লোকের অর্থও এই।

"এবমাত্মানমদ্বন্দ্বং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
নিত্যং বুদ্ধং নিরাভাসং সংবিন্মাত্রং পরামৃতম্ ॥৪১
যো বিজানাতি বেদান্তৈঃ স্বানুভূত্যা চ নিশ্চিতম্।
সোঽতিবর্ণাশ্রমী নাম্না স এব গুরুরুত্তমঃ ॥" ইতি।৪২

যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে এবং নিজের অনুভূতি দ্বারা নিশ্চিতরূপে এই অদ্বিতীয় বিক্ষেপরহিত এবং আবরণরহিত নিত্য, বুদ্ধ, মায়ামোহবিনির্ম্মুক্ত, চিৎস্বরূপ, পরম অমৃত আত্মাকে অবগত হ'ন, তাঁহাকে অতিবর্ণাশ্রমী বলা হয়। তিনিই উত্তম গুরু।

অতএব "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" (কঠ, উ, ৫।১)

"একবার মুক্ত (জীবন্মুক্ত) হইয়া (পুনর্ব্বার) মুক্ত (বিদেহমুক্ত) হ'ন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, এবং জীবন্মুক্ত-স্থিতপ্রজ্ঞ-ভগবদ্ভক্ত-গুণাতীত-ব্রাহ্মণ-অতিবর্ণাশ্রমী অবস্থার প্রতিপাদক স্মৃতিবাক্যসমূহ সপ্রমাণ করিতেছে যে, জীবন্মুক্তি বলিয়া এক অবস্থা আছে—ইহাই নির্ণীত হইল।

ইতি শ্রীবিদ্যারণ্য প্রণীত জীবন্মুক্তি-বিবেক নামক গ্রন্থে
জীবন্মুক্তিপ্রমাণ নামক প্রথম প্রকরণ ॥১॥

দ্বিতীয় প্রকরণ।

অথ বাসনাক্ষয় নিরূপণ।

অনন্তর আমরা জীবন্মুক্তির সাধন নিরূপণ করিতেছি। তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় এই তিনটিই জীবন্মুক্তির সাধন। এই যে বাশিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণের শেষভাগে "জীবন্মুক্ত-শরীরাণাং" (উপশম প্র, ৮৯.৯) বলিয়া যে প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে তাহা বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

"বাসনাক্ষয়বিজ্ঞানমনোনাশা মহামতে।
সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদা ইমে॥" *

(উপশম প্র, ৯২।১৭)

হে বুদ্ধিমন্ রাম, যদি কেহ বাসনাক্ষয়, তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশ—এই তিনটি দীর্ঘকাল ধরিয়া একসঙ্গেই অভ্যাস করে, তবেই এই তিনটি ফলপ্রদ হয়।

এই শ্লোকে কার্য্যকারণের অন্বয়-সম্বন্ধ (অর্থাৎ বিধিমুখে কারণের সদ্ভাবে কার্য্যের অব্যভিচারী সদ্ভাব—একটি থাকিলেই অপরটিও থাকিবেই এইরূপ) দেখাইয়া, উক্ত কার্য্যকারণের ব্যতিরেক সম্বন্ধ (অর্থাৎ নিষেধ-মুখে, কারণের অসদ্ভাবে কার্য্যের অব্যভিচারী অসদ্ভাব—একটি না থাকিলে অপরটি কখনই থাকে না,) দেখাইতেছেন—

"ত্রয় এতে † সমং যাবন্ন স্বভ্যস্তা মুহুর্মুহুঃ।
তাবন্ন পদসম্প্রাপ্তির্ভবত্যপি সমাশতৈঃ॥"

(উপশম প্র, ৯২।১৬)

যতদিন না এই তিনটি পুনঃ পুনঃ যুগপৎ অভ্যাস দ্বারা, সম্যগ্রূপে অভ্যস্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত, শত শত বৎসর অতীত হইলেও (সেই পরম) পদ প্রাপ্তি ঘটে না।

যুগপৎ বা এক সঙ্গে এই তিনটির অভ্যাস না হইলে কি প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটে তাহাই দেখাইতেছেন—

"একৈকশো নিষেব্যন্তে যত্নেতে চিরমপ্যলম্।
ন সিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি মন্ত্রাঃ সঙ্কলিতা ‡ ইব॥"

(উপশম প্র ৯২।১৮)

---

* মূলের পাঠ—'ইমে'র স্থলে 'মুনে'।

† মূলের পাঠ—'ত্রয় এতে'র স্থলে "সর্ব্বথা তে"।

‡ মূলের পাঠ—'সঙ্কলিতা ইব'র স্থলে "সঙ্কীলিতা ইব"।

যেমন কোনও মন্ত্রকে সময়ে সময়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রয়োগ করিলে, তাহা অভীষ্টফলপ্রদ হয় না, সেইরূপ উক্ত তিনটি সাধনের মধ্যে যদি এক একটি করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলেও তাহা সিদ্ধিপ্রদ হয় না। *

যেমন, সন্ধ্যাবন্দনে "আপো হি ষ্ঠা" (ময়ো ভুবঃ) 'জলসমূহ তোমরা (সুখসম্পাদয়িত্রী) হইতেছ' ইত্যাদি † তিনটি ঋক্‌মন্ত্র মার্জ্জনের সহিত বিনিয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে। যদি সেই তিনটি ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে কেহ প্রতিদিন এক একটি করিয়া পাঠ করে, তাহা হইলে যেমন তাহার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা) সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ; অথবা যে সকল মন্ত্রকে ছয় ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া (দেহের ছয়টী অঙ্গের এক একটি অঙ্গে এক একটি মন্ত্রাংশ বিন্যাসপূর্ব্বক) প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাদের এক একটি মন্ত্র (মন্ত্রাংশ) দ্বারা যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয় না, সেইরূপ ‡;

---

* রামায়ণ-টীকাকার 'সন্মীলিতা ইব' অর্থ লিখিতেছেন—মূর্চ্ছা, মরণ প্রভৃতি মন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দোষদ্বারা প্রতিবদ্ধ। কিন্তু বিদ্যারণ্যমুনিধৃত পাঠই অতি সমীচীন ও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

† তৈত্তিরীয় আরণ্যক, প্র ১০, অ ১।

‡ আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্টে প্রদত্ত গায়ত্রী জপবিধি দেখিলেই গ্রন্থকর্তার অর্থ পরিস্ফুট হইবে। তথায় (আসিয়াটিক্ সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ২৬৮ পৃষ্ঠায় "গৃহ্যপরিশিষ্টে") আছে—চারি চারি অক্ষর লইয়া গায়ত্রী মন্ত্রকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগ আপনার এক এক অঙ্গে বিন্যাস করিয়া আপনাকে মন্ত্র বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে। যথা—

(১) "তৎ সবিতু" হৃদয়ায় নমঃ ইতি হৃদয়ে, (২) "বরেণিয়ং" শিরসে স্বাহা ইতি শিরসি (৩) "ভর্গোদেব" শিখায়ৈ বৌষট্ ইতি শিখায়াম্ (৪) "স্য ধীমহি" কবচায় হুং ইতি উরসি (৫) "ধিয়ো যো নঃ" নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ইতি নেত্রললাটদেশেষু বিন্যস্যাথ (৬) "প্রচোদয়াৎ" অস্ত্রায় ফট্ ইতি করতলয়োরস্ত্রম্ প্রাচ্যাদিষু দশসু দিক্ষু বিন্যসেৎ—এবং অঙ্গন্যাস দ্বারা এইরূপে প্রথমোক্ত বৈদিক দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তমাধিকারীকে বুঝাইয়া, এই তান্ত্রিক দৃষ্টান্ত দ্বারা মধ্যমাধিকারীকে বুঝাইলেন ও পরিশেষে ভোজনদৃষ্টান্তদ্বারা অধমাধিকারীকে বুঝাইলেন।

অথবা লৌকিক ব্যবহারে যেরূপ শাক, সূপ, অন্ন প্রভৃতির এক একটির দ্বারা ভোজন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ।

দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিবার প্রয়োজন দেখাইতেছেন—

"ত্রিভিরেতৈশ্চিরাভ্যস্তৈর্হৃদয়গ্রন্থয়ো * দৃঢ়াঃ।
নিঃশঙ্কমেব † ত্রুট্যন্তি বিসচ্ছেদাদ্‌গুণা ইব॥"

(উপশম প্র ৯২।২২)

দীর্ঘকাল ধরিয়া এই তিনটি সাধন অভ্যাস করিলে, দৃঢ় হৃদয়গ্রন্থিসমূহ, মৃণালখণ্ড হইতে তন্তুর ন্যায়, নিঃসন্দেহ ছিন্ন হইয়া থাকে।

ব্যতিরেকমুখে, উক্ত কারণের অসদ্ভাবে উক্ত কার্য্যের অসদ্ভাব দেখাইতেছেন—

"জন্মান্তরশতাভ্যস্তা রাম সংসারসংস্থিতিঃ।
সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্বচিৎ॥"

(উপশম প্র ৯২।২৩)

হে রাম, এই জগদ্‌ভ্রমের স্থায়িত্ব (অর্থাৎ জগৎ আছে বলিয়া বিশ্বাস) শত শত জন্ম ধরিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাসযোগ ব্যতিরেকে কোনও স্থলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

এক একটির পৃথক্ পৃথক্ অভ্যাস করিলে, কেবল যে ফললাভ ঘটে

---

* রামায়ণের টীকাকার বলেন—হৃদয়গ্রন্থি শব্দে অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণ-ধর্ম্মসমূহের তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস বুঝিতে হইবে অর্থাৎ প্রথম প্রকারের অধ্যাস অধিষ্ঠানজ্ঞান দ্বারা বাধযোগ্য, দ্বিতীয় প্রকারের অধ্যাস অধিষ্ঠান জ্ঞান দ্বারা বাধযোগ্য নহে।

† মূলের পাঠ "নিঃশঙ্কমেব'র স্থলে "নিঃশেষমেব"।

না, তাহা নহে ; কিন্তু সেই (সাধন) একটিও যথাযথরূপে নিজের স্বরূপত্ব লাভ করে না ; ইহাই নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন।

তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ।
মিথঃ কারণতাং গত্বা দুঃসাধ্যানি স্থিতানি হি * ॥
(উপশম প্র, ৯২।১৪)

তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় ইহারা পরস্পর পরস্পরের কারণ হওয়াতে ঐ সাধন তিনটি দুঃসাধ্য হইয়া রহিয়াছে।

এই তিনটির মধ্যে দুইটি দুইটি করিয়া একত্র করিলে তিনটি যুগ্মক হয়। তন্মধ্যে মনোনাশ-বাসনাক্ষয় নামক যুগ্মকের মধ্যে একটি যে অপরটির কারণ, তাহাই ব্যতিরেকমুখে (অর্থাৎ একটি না থাকিলে অপরটি থাকে না এইরূপে দেখাইয়া) নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যাবদ্বিলীনং ন মনো ন তাবদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
ন ক্ষীণা বাসনা যাবচ্চিত্তং তাবন্ন শাম্যতি ॥
(উপশম প্র, ৯২।১১)

যে পর্য্যন্ত না মন বিনষ্ট হইতেছে, সে পর্য্যন্ত বাসনা ক্ষয় হইতেছে না, এবং যে পর্য্যন্ত না বাসনাক্ষয় হইতেছে, সে পর্য্যন্ত চিত্তের বিনাশ হইতেছে না।

[প্রদীপশিখা আপাতদৃষ্টিতে একটি মাত্র বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা একটি নহে, উহা অসংখ্য শিখার শ্রেণী। অত্যন্ত দ্রুত-বেগে একটির পর একটি করিয়া উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া উহারা একটি বলিয়া দেখায়।] অন্তঃকরণ বলিতে যে বস্তুটিকে বুঝা যায়, তাহা (সেই) দীপ-শিখার শ্রেণীর ন্যায় একটি অসংখ্য বৃত্তির শ্রেণীরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। (বৃত্তির নামান্তর মননক্রিয়া) অন্তঃকরণ, মননাত্মক বৃত্তি

* মূলের পাঠ—'স্থিতানি হি'র স্থলে 'স্থিতান্যতঃ'।

ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া তাহাকে মন বলা হইয়া থাকে। মন বৃত্তিরূপ পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া, নিরুদ্ধভাবের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে মনের নাশ বলে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে ইহা এইরূপে সূত্রনিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ"। ইতি। *

(পাতঞ্জলসূত্র—বিভূতিপাদ, ৯)

(যখন) ব্যুত্থানসংস্কারসকল অভিভূত হয়, নিরোধসংস্কারসকল আবির্ভূত হয় এবং নিরোধবিশিষ্ট-ক্ষণ চিত্তের সহিত অন্বিত অর্থাৎ সম্বন্ধ-প্রাপ্ত হয়, তখন সেই অবস্থার নাম মনোনাশ বুঝিতে হইবে।

ক্রোধ প্রভৃতির মধ্যে কোনও বৃত্তি, যাহা অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া

---

* সত্ত্বাদি ত্রিগুণের ব্যাপার সর্ব্বদাই অস্থির অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। পরিণাম শব্দের অর্থ, পূর্ব্বধর্ম্মের লয়ে অন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি; যেমন মৃৎপিণ্ডে পিণ্ডত্ব ধর্ম্মের লয়ে ঘটত্ব ধর্ম্মের উৎপত্তি। চিত্ত যখন ত্রিগুণাত্মক, তখন কোন অবস্থাতেই চিত্ত পরিণামশূন্য থাকিবে না; নিরোধক্ষণেও চিত্তের পরিণামধারা চলিতে থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নিরোধক্ষণের সেই পরিণামধারা কি প্রকার—এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত পাতঞ্জলসূত্রের অবতারণা। নিরোধক্ষণে বৃত্তির দ্বারা পরিণামধারা চলে না বলিয়া পরিণাম লক্ষিত হয় না। তখন কেবল সংস্কার দ্বারাই পরিণামধারা চলিতে থাকে; কারণ, দেখা যায় অভ্যাস দ্বারা নিরোধসংস্কার বর্দ্ধিত হয় এবং অনভ্যাসে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। সূত্রস্থিত 'ব্যুত্থান' শব্দের অর্থ সম্প্রজ্ঞাত ও 'নিরোধ' শব্দের অর্থ পরবৈরাগ্য। [যোগমণিপ্রভানাম্নী পাতঞ্জলসূত্রের লঘুবৃত্তিতে ৩।৯ সূত্রের, বৃত্তি দ্রষ্টব্য।] এস্থলে উক্ত সূত্রের দ্বারা মুনিবর বুঝাইতেছেন যে, কাম ক্রোধাদির সংস্কারের ক্ষয় করিতে হইলে চিত্তের বৃত্তিরোধ অভ্যাস করা আবশ্যক।

হঠাৎ উৎপন্ন হয়, তাহার হেতু চিত্তস্থিত সংস্কার—তাহার নামান্তর বাসনা। কেননা, (পুষ্পাদির সংসর্গ যেরূপ বস্ত্রাদিতে বাস বা সুগন্ধ রাখিয়া যায় সেইরূপ) পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস চিত্তে (তত্তৎ) সংস্কার রাখিয়া যায়। সেই বাসনার ক্ষয় অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, বিচারজনিত শম দম প্রভৃতি শুদ্ধ সংস্কার দৃঢ় হইলে পর, বাহ্য কারণ উপস্থিত থাকিলেও ক্রোধাদির উৎপত্তি না হওয়া। তাহা হইলে, যদি মনের নাশ না হয়, তবে বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে এবং কোন সময়ে বাহ্য কারণবশতঃ ক্রোধাদিরও উৎপত্তি হইয়া যায় ; সুতরাং বাসনাক্ষয় সম্ভবে না ; এবং বাসনার ক্ষয় না হইলে পর সেইরূপ বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে ; সুতরাং মনোনাশ সম্ভবে না।

তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশ এই দুইটি পরস্পর পরস্পরের কারণ, তাহাই ব্যতিরেকমুখে দেখাইতেছেন :—

"যাবন্ন তত্ত্ববিজ্ঞানং তাবচ্চিত্তশমঃ কুতঃ।
যাবন্ন চিত্তোপশমো ন তাবত্তত্ত্ববেদনম্ ॥"

(উপশম প্র, ৯২।১২)

যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, সে পর্য্যন্ত মনোনাশ কি প্রকারে হইতে পারে ? এবং যে পর্য্যন্ত না চিত্তনাশ হয় সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান হয় না।

এই (অনুভূয়মান জগৎপ্রপঞ্চ), আত্মাই (অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ কিছু নহে) এবং রূপরসাদিরূপ যে জগৎ প্রতীত হইতেছে, তাহা মায়াময় এবং বস্তুতঃ তাহা নাই, এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধির নাম তত্ত্বজ্ঞান। সেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে, রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়সমূহ উপস্থিত হইলেই, তত্তদ্‌বিষয়ক চিত্তবৃত্তিসমূহ (উৎপন্ন হইতে থাকে, এবং তাহাদিগকে) নিবারণ করিতে পারা যায় না। যেরূপ ইন্ধনাদি

অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, অগ্নিশিখা কিছুতেই নিবারিত হয় না, সেইরূপ।

(অপর পক্ষে) চিত্তনাশ না হইলে, চিত্তবৃত্তিসমূহ রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে ; তাহা হইলে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃহদা-উ ৪।৪।১৯)—'এই ব্রহ্মে (পরমার্থতঃ) কিছুমাত্র ভেদ নাই' এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় (ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই), এই প্রকার তত্ত্ব-বিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে না ; কেননা, প্রত্যক্ষে বিরোধ ঘটে বলিয়া উক্ত বাক্যে সংশয় জন্মে, অর্থাৎ যদি বলা যায়, (এই) কুশমুষ্টি যজমান বা যজ্ঞকর্ত্তা, তাহা হইলে যেমন সেই কুশমুষ্টিকে যজমান বা যজ্ঞকর্ত্তা বলিয়া নিশ্চয় বুদ্ধি জন্মে না, সেইরূপ।

বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুইটি পরস্পর পরস্পরের কারণ ; তাহাই ব্যতিরেকমুখে দেখাইতেছেন :—

"যাবন্ন বাসনানাশস্তাবত্তত্ত্বাগমঃ কুতঃ।
যাবন্ন তত্ত্বসংপ্রাপ্তির্ন তাবদ্বাসনাক্ষয়ঃ ॥"

(উপশম প্র, ৯২।১৩)

যে পর্য্যন্ত না বাসনাক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে ? যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বাববোধ জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বাসনাক্ষয় কি প্রকারে হইতে পারে ?

ক্রোধাদির সংস্কার বিনষ্ট না হইয়া, থাকিয়া গেলে, শম (চিত্তনিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) প্রভৃতির সাধন সম্ভবপর হয় না এবং সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানও জন্মে না। আর ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু (পরমার্থতঃ) নাই,—এই তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিয়া গেলে, ক্রোধাদির কারণকে সত্য বলিয়া যে ভ্রমজ্ঞান হয়, তাহা বিনষ্ট হয় না, এবং সেইহেতু বাসনা বা সংস্কার দূরীভূত হয় না। পূর্ব্বোক্ত তিনটি যুগলের প্রত্যেকটির এক

একটি যে অপরটির কারণ, তাহা আমরা অন্বয়মুখে (অর্থাৎ একটি থাকিলে অপরটি থাকিবেই এইরূপ নিয়ম দেখাইয়া) উদাহরণ সহ বুঝাইতেছি।

মন বিনষ্ট হইলে যে যে বাহ্যকারণবশতঃ সংস্কারসমূহ উদ্বুদ্ধ হয়, সেই সেই বাহ্যকারণের আর অনুভব হয় না এবং সেইহেতু সংস্কারও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সংস্কার বিনষ্ট হইলে ক্রোধাদি বৃত্তিরও উদয় হয় না; কেন না, (ক্রোধাদি বৃত্তির) কারণ যে সংস্কার, তাহাই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং ক্রোধাদি বৃত্তির উদয় না হওয়াতে মনও বিনষ্ট হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত মনোনাশ-বাসনাক্ষয় নামক যুগল।

শ্রুতিতে (কঠ, ৩।১২) আছে—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা,—[সূক্ষ্মপদার্থ] গ্রহণ-সমর্থা বুদ্ধির দ্বারাই এই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যেহেতু (বুদ্ধির) যে বৃত্তি "সেই আত্মাই আমি"—ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য আত্মাভিমুখ হয়, সেই বৃত্তিটিই আত্মসাক্ষাৎকার লাভের উপায়; সেইহেতু অপর সমস্ত বৃত্তির বিনাশই তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে মিথ্যাভূত জগৎ সম্বন্ধে আর বৃত্তির উদয় হয় না; যেমন মনুষ্যের শৃঙ্গ প্রভৃতি বস্তু একান্ত মিথ্যা বলিয়া, সেই সকল অবস্তু সম্বন্ধে বৃত্তির উদয় হয় না, সেইরূপ। আর আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া গেলে, তদ্বিষয়ক বৃত্তির আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না; সেইহেতু মন ইন্ধনহীন অগ্নির ন্যায় (আপনিই) বিনষ্ট হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত মনোনাশ-তত্ত্বজ্ঞান নামক যুগল। তত্ত্বজ্ঞান যে ক্রোধাদির সংস্কারবিনাশের কারণ, তাহা বার্ত্তিককার (সুরেশ্বরাচার্য্য) নিম্নলিখিত শ্লোকে দেখাইতেছেন—

> "রিপৌ বন্ধৌ স্বদেহে চ সমৈকাত্ম্যং প্রপশ্যতঃ।
> বিবেকিনঃ কুতঃ কোপঃ স্বদেহাবয়বেষ্বিব ॥" ইতি।

(নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ২।১৮)

নিজদেহের অবয়বের প্রতি যেমন কোন ব্যক্তির কোপ করা সম্ভবে না (নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে নিজ নখরাঘাতে স্বশরীরকে ক্ষত করিলেও যেরূপ নিদ্রাভঙ্গে ক্ষতকারী হস্তকে প্রহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না) সেইরূপ যে বিচারশীল ব্যক্তি শত্রু, মিত্র এবং নিজদেহে একমাত্র আত্মভাব তুল্যরূপে উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহার কোপ করা কি প্রকারে সম্ভবে ? *

ক্রোধাদির সংস্কার বিলোপের নামান্তর শম, দম ইত্যাদি এবং শমাদি যে জ্ঞানের কারণ, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—

"গুণাঃ শমাদয়ো জ্ঞানাচ্ছমাদিভ্যস্তথা জ্ঞতা।
পরস্পরং বিবর্দ্ধেতে দ্বে পদ্মসরসী ইব ॥" †

(মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ২০।৬)

শমদমাদি গুণ জ্ঞান হইতে এবং জ্ঞান শমাদি গুণ হইতে পরস্পর উৎকর্ষ লাভ করে ; যেমন পদ্ম ও সরোবর, ইহারা উভয়েই পরস্পরের

---

* তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনাক্ষয় সম্পাদন পক্ষেই শ্লোকটি বেশ সংলগ্ন হয়, কিন্তু সুরেশ্বরাচার্য্য উক্ত শ্লোকের এইরূপ অবতরণিকা করিয়াছেন :—বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া দেহপর্যান্ত বস্তুতে যে 'আমি' 'আমার' এইরূপ বাধকপ্রত্যয়শূন্য (নিশ্চয়) বুদ্ধি, তাহাই 'অহংব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম—এই মহাবাক্যের অর্থোপলব্ধি না হওয়ার কারণ। সেই বুদ্ধি বিদূরিতা হইলে, সাধককে আর কোনও কারণে বিভক্ত (লক্ষ্যভ্রষ্ট) হইতে হয় না, তিনি সমগ্রভাবে প্রত্যগাত্মায় অবস্থান করিতে পারেন। এইহেতু বলিতেছেন "রূপৌ বদ্ধৌ' ইত্যাদি—অর্থাৎ বাসনাক্ষয় দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন পক্ষে প্রয়োগ করিয়াছেন।

† মূলের পাঠ—"পরস্পরং বিবর্দ্ধন্তে তে অব্জসরসী ইব।" রামায়ণ-টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পদ্ম থাকিলে শৈত্য, সৌগন্ধ, শোভা প্রভৃতি গুণ দ্বারা সরোবরের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়, ইহা বুঝানই অভিপ্রেত।

উৎকর্ষ সম্পাদন করে, সেইরূপ। এই দুইটিই পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান ও বাসনাক্ষয়-নামক যুগল।

তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত তিনটি যে যে উপায়ে সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—

"তস্মাদ্রাঘব যত্নেন পৌরুষেণ বিবেকিনা।
ভোগেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্ত্বা ত্রয়মেতৎ সমাশ্রয়েৎ ॥" ইতি

(উপশম প্র, ৯২।১৫)

সেইহেতু, হে রাম, লোকে ভোগবাসনা দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া, বিচারযুক্তপৌরুষপ্রযত্নসহকারে এই তিনটির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পৌরুষপ্রযত্ন,—"যে কোন উপায়ে আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব" এই প্রকার উৎসাহরূপ নির্ব্বন্ধ (জিদ্)। বিবেক শব্দের অর্থ "বিভাগপূর্ব্বক নিশ্চয়, অর্থাৎ (গুণদোষাদি বিচারপূর্ব্বক) হেয় হইতে উপাদেয় বস্তু পৃথক্ করিয়া নিশ্চয় করা।"

তত্ত্বজ্ঞান সাধনের উপায়—শ্রবণাদি, (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন)। মনোনাশের উপায়—যোগ। বাসনাক্ষয়ের উপায়—প্রতিকূল বাসনার বা সংস্কারের উৎপাদন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "দূরতঃ" 'দূর হইতে' কেন বলা হইল? (তদুত্তরে বলিতেছেন) ভোগেচ্ছা অতি অল্পমাত্রায়ও স্বীকার করিলে অর্থাৎ প্রশ্রয় দিয়া রাখিলে,

"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" (মনুসংহিতা, ২।৯৪)

"ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়"—এই নিয়মানুসারে, তাহার অত্যধিক বৃদ্ধি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

(এ স্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে)—আচ্ছা, পূর্ব্বে বিবিদিষাসন্ন্যাসের ফল তত্ত্বজ্ঞান, এবং বিদ্বৎসন্ন্যাসের ফল জীবন্মুক্তি, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহা হইলে, এই বুঝা যাইতেছে যে

তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া, পরে বিদ্বৎসন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক, জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার বন্ধনস্বরূপ বাসনা ও মনোবৃত্তি এতদুভয়ের বিনাশ সম্পাদন করিতে হইবে। এই স্থলে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি তিনটিরই একসঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে—এইরূপ নিয়ম করা হইতেছে। এই হেতু পূর্ব্বের সহিত পরবর্ত্তী কথার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ইহা দোষ নহে; মুখ্য ও গৌণ ভাব ধরিলে উহাদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে। বিবিদিষু-সন্ন্যাসীর পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানই মুখ্য (কর্ত্তব্য) এবং মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় গৌণ (কর্ত্তব্য) ; কিন্তু বিদ্বৎসন্ন্যাসীর পক্ষে ইহার বিপরীত। এই হেতু উভয় স্থলেই উক্ত তিনটির সমকালে অভ্যাস বিষয়ে কোনও বিরোধ নাই। এস্থলে যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তখন আবার পরবর্ত্তীকালে অভ্যাসের জন্য যত্ন করিবার প্রয়োজন কি ? (তদুত্তরে বলি) সেইরূপ আশঙ্কা করা চলে না ; কেন না, আমরা পরে জীবন্মুক্তির প্রয়োজন নিরূপণ করিয়া (এবং সেইহেতু জীবন্মুক্তির জন্য পরবর্ত্তী কালে উক্তরূপ প্রযত্নের প্রয়োজন দেখাইয়া) সেই আশঙ্কার পরিহার করিব।

যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, বিদ্বৎসন্ন্যাসীর (অর্থাৎ যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার) পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদির অনুষ্ঠান নিষ্ফল এবং তত্ত্বজ্ঞান বস্তুটি স্বভাবতঃ এই প্রকার যে, (কর্ম্মকাণ্ড-বিহিত কর্ম্ম যেমন) কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে করা, (না করা) বা অন্য প্রকারে করা চলে,* ইহা সেইরূপ নহে ; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান

---

* অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান একবার জন্মিয়া গেলে, তাহার লাভের জন্য অন্য কিছু করিবার আবশ্যকতা নাই এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরিহার নাই বা অন্য প্রকারের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

করা চলে না, অতএব পরবর্ত্তীকালে (বিদ্বৎসন্ন্যাসাবস্থায়) গৌণভাবে এই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস কিরূপে হইবে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে, যে কোন উপায়ে তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ অনুস্মরণই (গৌণভাবে তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরকালীন অভ্যাস); সেই প্রকার অভ্যাস (বাশিষ্ঠ রামায়ণে) লীলার উপাখ্যানে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

"তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ জ্ঞানাভ্যাসং * বিদুর্বুধাঃ॥"
(উৎপত্তি প্র, ২২।২৪)

সেই (তত্ত্ববিষয়ে) চিন্তা করা, সেই তত্ত্ববিষয়ে কথোপকথন করা, পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝান এবং সেই তত্ত্ববিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠাকে পণ্ডিতগণ জ্ঞানাভ্যাস বলিয়া থাকেন।

"সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎসদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুঃ পরম্ †॥"
(উৎপত্তি প্র, ২২।২৮)

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ শাস্ত্রবর্ণিত সৃষ্টির আদিতে উৎপন্নই হয় নাই এবং তাহা কোনকালেই নাই এবং আমিও উৎপন্ন হই নাই

---

* মূলের পাঠ 'তদভ্যাসং'। রামায়ণের টীকাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন — তত্ত্বচিন্তনের প্রয়োজন—অসন্দিগ্ধভাবে নিজের বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা; কথনের প্রয়োজন—অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্ববুদ্ধির সহিত নিজের তত্ত্ব মেলন করা; পরস্পরকে তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়োজন—পরস্পরের নিকট হইতে অজ্ঞাত বুঝিয়া লওয়া—এই তিন উপায় দ্বারা অসম্ভাবনানিবৃত্তি হয় এবং তদেকপরত্ব তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা বিপরীতভাবনা নিবৃত্তি হয়।

† মূলের পাঠ "বোধাভ্যাস উদাহৃতঃ।"

কোনও কালে নাই—এইরূপ অবধারণ করাকেই পণ্ডিতগণ উত্তম বোধাভ্যাস বলিয়া জানেন। *

মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় এতদুভয়ের অভ্যাসও সেই স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা—

"অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ।
যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তে তত্রাভ্যাসিনঃ † স্থিতাঃ॥"

(উৎপত্তি প্র, ২২।২৭)

যাঁহারা, যোগাভ্যাসদ্বারা ও (অধ্যাত্ম) শাস্ত্রের সাহায্যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তু একেবারেই নাই,—এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে (মনোনাশে) অভ্যাসী বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকেন।

শ্লোকোক্ত 'অভাব সম্পত্তি'র অর্থ এই যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় এবং 'অত্যন্তাভাবসম্পত্তি' শব্দের অর্থ এই যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর নিজ নিজ রূপে আদৌ প্রতীতি বা উপলব্ধি না হওয়া। 'যুক্তি' শব্দের অর্থ যোগ ; ইহারই নাম মনোনাশের অভ্যাস।

"দৃশ্যাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে।
রতির্নবোদিতা যাসৌ ব্রহ্মাভ্যাসঃ স উচ্যতে॥" ‡

(উৎপত্তি প্র, ২২।২৯)

---

* ত্রৈকালিক দৃশ্যের পুনঃপুনঃ বাধদর্শনকেও জ্ঞানাভ্যাস বলে, ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ। (রামায়ণ টীকা)

† মূলের পাঠ 'ব্রহ্মাভ্যাসিনঃ'। টীকাকার 'যুক্তি' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—প্রমাণ ও প্রমেয়ের স্বরূপাবধারণের অনুকূল যে সকল যুক্তি তদ্দ্বারা। শ্রবণাদি নিষ্ঠাও ব্রহ্মাভ্যাসের লক্ষণ।

‡ মূলের পাঠ "রতির্বলোদিতা যাসৌ ব্রহ্মাভ্যাস উদাহৃতঃ"। টীকাকার এই 'বল' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—মনন হইতে যে আত্মজ্ঞানসংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে তাহা। 'রতি' শব্দের অর্থ আত্মরতি।

দৃশ্য বলিয়া বস্তু থাকাই অসম্ভব, এইরূপ উপলব্ধি হইলে রাগ ও দ্বেষ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং তখন যে এক অভিনব রতি ও আনন্দ উদিত হয়, তাহাকেই সেই ব্রহ্মাভ্যাস বলে। ইহারই নাম বাসনাক্ষয়াভ্যাস। এ স্থলে এই আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত এই তিনটি অভ্যাস যখন তুল্যরূপে প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তখন এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ তাহার বিচার কি প্রকারে করা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলি—এ প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা, প্রয়োজন বুঝিয়া মুখ্যগৌণ বিচার করা যাইতে পারে। যে পুরুষ মোক্ষ চাহেন, তাঁহার জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিরূপ দুইটি প্রয়োজন আছে। এই কারণেই কঠ শ্রুতিতে আছে—

"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।" (কঠ উ—৫।১, ৩৩ পৃঃ)

"প্রথমে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি পশ্চাৎ বিদেহমুক্ত হয়েন।" তন্মধ্যে দেহধারী পুরুষের দৈবীসম্পদর্জ্জনের দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে এবং আসুরসম্পদ্ হেতুই তাহার বন্ধন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষোড়শাধ্যায়ে এই কথাই বলিয়াছেন—

"দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" (গীতা—১৬।৫)

—পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, দৈবীসম্পদ্ মোক্ষের কারণ এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধের কারণ।

সেই স্থলেই সেই দুই প্রকার সম্পদ্ বর্ণিত হইয়াছে : যথা—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥" (গীতা—১৬।১-৩)

হে অর্জ্জুন, যিনি দেবতাদিগের সম্পদ্ লাভ করিবার যোগ্য হইয়া অর্থাৎ অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার এই সাত্ত্বিক গুণগুলি থাকে *।—(১) অভয়—আমার উচ্ছেদ হইবে এইরূপ আশঙ্কার অভাব, (২) সত্ত্বসংশুদ্ধি—চিত্তের নির্ম্মলতা, (৩) জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতি—শ্রবণ মননাদিজনিত জ্ঞান এবং জ্ঞাত বিষয়ে চিত্ত-প্রণিধানরূপ যোগ, এতদুভয়ের নিষ্ঠা। এই তিনটিই মুখ্য দৈবীসম্পৎ। দান—যথাশক্তি অন্নাদির বিভাগ, দম—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ যজ্ঞ—বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন; তপঃ—শারীর, মানস ও বাঙ্ময় তপঃ (গীতার ১৭শ অধ্যায়োক্ত), আর্জ্জব—সর্ব্ব সময়ে সরলতা; অহিংসা—প্রাণিপীড়াবর্জ্জন, সত্য—অপ্রিয় ও অসত্য পরিহারপূর্ব্বক যথাভূতার্থভাষণ। অক্রোধ—পরকৃত আক্রোশ বা অভিঘাত হইতে যে ক্রোধ জন্মে, সেই ক্রোধের উপশম করা। ত্যাগ—সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস; দান শব্দ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ত্যাগ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। শান্তি—অন্তঃকরণের উপরতি; অপৈশুন—পরদোষ প্রকটন না করা। দয়া—দুঃখিত জীবের প্রতি কৃপা। অলোলুপ্ত্ব—বিষয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেও ইন্দ্রিয়সমূহের বিকার উৎপন্ন হইতে না দেওয়া। মার্দ্দব—মৃদুতা। হ্রী—লজ্জা। অচাপল—প্রয়োজন না থাকিলে বাক্‌পাণি-পাদাদির সঞ্চালন না করা। তেজঃ—প্রগল্‌ভতা (একপ্রকার নির্ভীকতা) যাহা উগ্রতা নহে। ক্ষমা—কেহ ক্রুদ্ধ বচন বলিলে বা তাড়না করিলে অন্তঃকরণে বিকার উৎপন্ন হইতে না দেওয়া। (উৎপন্ন ক্রোধের প্রশমনের

* নীলকণ্ঠকৃত টীকানুসারে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

নাম অক্রোধ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইরূপ প্রভেদ)। ধৃতি—দেহ ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়া পড়িলে সেই অবসাদের প্রতীকারক একপ্রকার অন্তঃকরণ-বৃত্তি—যদ্দ্বারা উত্তম্ভিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি অবসন্ন হইয়া পড়ে না। শৌচ—দুই প্রকার, মৃত্তিকা জল প্রভৃতির দ্বারা বাহ্য শৌচ এবং মন ও বুদ্ধির নির্ম্মলতা (অর্থাৎ কপটতা আসক্তি প্রভৃতি কলুষিতার অভাব) আভ্যন্তর শৌচ। অদ্রোহ—অপরের বিনাশ বা ক্ষতি করিতে অনিচ্ছা। নাতিমানিতা—অত্যন্তমানরাহিত্য।

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ (গীতা—১৬।৪)

যিনি অসুরদিগের সম্পদ্ লাভ করিবার অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাতে রজস্তমোময় এই গুণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজীর ভাব, (অর্থাৎ বাহ্যতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভাব প্রকটন), দর্প—ধনকৌলীন্যাদি নিমিত্ত গর্ব্ব। অভিমান—আপনাকে লোকের পূজ্য বলিয়া মনে করা। পারুষ্য—নিষ্ঠুর ভাষণ। অজ্ঞান—অবিবেক-জনিত মিথ্যা জ্ঞান।

তাহার পর আরও, ষোড়শাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আসুর সম্পৎ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থলে (ইহাই সূচিত হইয়াছে যে) অশাস্ত্রীয় স্বভাবসুলভ আসুরসম্পদের মন্দসংস্কারকে, শাস্ত্রীয় ও পুরুষ-প্রযত্ন-সাধ্য দৈবীসম্পদের উত্তম সংস্কার উৎপাদন করিয়া, দূরীভূত করিতে পারিলে জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

বাসনাক্ষয়ের ন্যায় মনোনাশও জীবন্মুক্তির কারণ, ইহা শ্রুতিতে (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ২-৫) আছে।

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥"

মনই মনুষ্যদিগের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ, বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের, এবং নির্ব্বিষয় মন মুক্তির কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"যতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
অতো নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা॥" ৩।

যে হেতু এই মনই নির্ব্বিষয় হইলে, মুক্তিলাভ করিয়া থাকে,—ইহা শাস্ত্রসম্মত, সেই হেতু যিনি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি মনকে সর্ব্বদাই বিষয়শূন্য করিয়া রাখিবেন।

"নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সংনিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥" ৪।

বিষয়াসক্তিপরিশূন্য মন হৃদয়ে * সংনিরুদ্ধ হইয়া যখন উন্মনীভাব † (সঙ্কল্পশূন্যতা) প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই পরমপদ, অর্থাৎ সেই অবস্থালাভেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

"তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ হৃদিগতং ক্ষয়ম্।
এতজ্ জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ ‡ শেষো ন্যায়স্য বিস্তরঃ॥" ৫

প্রতিদিন যতক্ষণ না মন হৃদয়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য হয়, ততক্ষণ মনোনিরোধ অভ্যাস করিতে হইবে। ইহার নামই জ্ঞান, ¶

* হৃদয়ে—মনরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের গোলকস্বরূপ হৃৎকমলে।

† "অর্থাদর্থান্তরং বৃত্তির্গন্তুং চলতি চান্তরে।
অনাধারা নির্ব্বিকারা যাদৃশী সোন্মনী স্মৃতা।"

চিত্তবৃত্তি যখন এক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক বিষয়ে গমন করে তখন তদুভয়ের মধ্যে চিত্তবৃত্তির যে আধারশূন্য নির্ব্বিকার অবস্থা হয় তাহার নাম উন্মনীভাব। ফলকথা, তাহা মনের বিষয়শূন্য অবস্থা।

‡ পাঠান্তর—"এতজ্ জ্ঞানঞ্চ মোহঞ্চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ।"

¶ জ্ঞান…নির্গুণ পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যথার্থজ্ঞানের সাধনা।
ধ্যান…সগুণ পরব্রহ্মের ধ্যান।

ইহার নামই ধ্যান। অবশিষ্ট যে সকল শাস্ত্রোপদেশ শুনা যায় তাহা (এই) সংক্ষিপ্ত সাধারণ নিয়মের বিস্তৃত ব্যাখ্যামাত্র।

বন্ধন দুই প্রকার তীব্র ও মৃদু। তন্মধ্যে আসুর সম্পৎ সাক্ষাৎ ভাবেই ক্লেশের কারণ বলিয়া তীব্র বন্ধন, আর কেবলমাত্র দ্বৈত প্রতীতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্লেশস্বরূপ না ইহলেও আসুরী সম্পৎ উৎপাদন করে বলিয়া মৃদু বন্ধন। তন্মধ্যে বাসনাক্ষয়ের দ্বারাই তীব্রবন্ধনের নিবৃত্তি করা যায়, কিন্তু মনোনাশের দ্বারা উভয় প্রকার বন্ধনেরই নিবৃত্তি করা যাইতে পারে। তাহা হইলে যদি এরূপ আপত্তি করা হয় যে, যখন মনোনাশই যথেষ্ট (একাই উদ্দেশ্যসাধক) তখন বাসনাক্ষয়ের প্রয়োজন কি? তাহা ত' নিরর্থক। (তদুত্তরে বলি, এরূপ আপত্তি করা চলে না), কেননা, ভোগের হেতুভূত প্রবল প্রারব্ধ চিত্তের ব্যুত্থান ঘটাইলে, বাসনাক্ষয় তীব্রবন্ধন নিবারণ করিতে উপযোগী হয়। (অনিবার্য্য) ভোগ মৃদু বন্ধনের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। তামস বৃত্তি সমূহই তীব্রবন্ধন, সাত্ত্বিক ও রাজসিক এই দুই প্রকারেরই বৃত্তি মৃদুবন্ধন। * এই (তত্ত্ব) গীতায় (২।৫৬)

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।"

'দুঃখের কারণ প্রাপ্ত হইলে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখের হেতু উপস্থিত হইলেও যিনি স্পৃহাশূন্য'—এই শ্লোকের ব্যাখ্যানস্থলে, স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।

তাহা হইলে এস্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, মৃদু বন্ধনকে যখন অঙ্গীকার করিয়া লইতেই হইবে, এবং বাসনাক্ষয় দ্বারা যখন তীব্রবন্ধনের নিবারণ করা যায়, তখন মনোনাশ নিষ্প্রয়োজন। (তদুত্তরে বলি)

---

* স্থিতপ্রজ্ঞ, প্রারব্ধ সমানীত ভোগ, সাত্ত্বিক (অর্থাৎ সুখরূপ) এবং রাজসিক (অর্থাৎ দুঃখজনক) বৃত্তি দ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে তামসিক বৃত্তিতে পরিণত হইতে দেন না; অর্থাৎ তজ্জন্য স্পৃহা বা উদ্বেগ অনুভব করেন না।

এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না। কেননা, যে সকল অবশ্যম্ভাবী * ভোগ দুর্ব্বল প্রারব্ধবশে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সকল ভোগের প্রতীকার করিতে মনোনাশের উপযোগিতা আছে। সেই প্রকারের ভোগ প্রতীকার দ্বারা নিবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে (পূর্ব্বাচার্য্যগণ) এই শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন ;—

"অবশ্যম্ভাবিভোগানাং † প্রতীকারো ভবেদ্যদি।
তদা দুঃখৈ র্ন লিপ্যেরন্নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥"

যদি (প্রারব্ধকর্ম্ম-সমানীত) অবশ্যম্ভাবী ভোগসমূহের (মনোনাশ দ্বারা) প্রতীকার করা হইত, তাহা হইলে, নল, রাম ও যুধিষ্ঠির দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত হইতেন না।

---

* এস্থলে "দুর্ব্বলপ্রারব্ধাপাদিতানামবশ্যম্ভাবিভোগানাং প্রতীকারার্থত্বাৎ" এরূপ পাঠ অবলম্বনেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 'অনবশ্যম্ভাবী' পাঠ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে অবশ্যম্ভাবী শব্দের অর্থ—প্রারব্ধবশে সমানীত হয় বলিয়া লোকে যাহাকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ প্রতীকারযোগ্য।

† এই স্থলে "অবশ্যম্ভাবিভাবানাং" এইরূপ পাঠ পরিত্যাগ করিয়া "অবশ্যম্ভাবিভোগানাং" এইরূপ পাঠ গৃহীত হইল। কেননা, গ্রন্থকার অবশ্যম্ভাবী ভোগের প্রসঙ্গেই উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ভাব" পাঠ করিলেও অর্থের বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটে না। এই শ্লোক পঞ্চদশী গ্রন্থে তৃপ্তিদীপে (১৫৬ সংখ্যক শ্লোকে) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি যে ভাবে এই শ্লোকটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ইহার এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে, নল, রাম ও যুধিষ্ঠির—ইঁহারা জ্ঞানবান্ হইয়াও স্ব স্ব প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া (দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়া) দুঃখে পতিত হইয়াছিলেন—প্রারব্ধ এইরূপ অপরিহার্য্য। সেই স্থলে তীব্রবেগ প্রারব্ধের অপরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিতে এই শ্লোকের প্রয়োগ হইয়াছিল। এই স্থলে মৃদুবেগ-প্রারব্ধের পরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিতে সেই শ্লোকই ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ, জীবন্মুক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধন বলিয়া ইহাদের মুখ্যত্ব, এবং তত্ত্বজ্ঞান উক্ত দুই সাধনের উৎপাদক বলিয়া দূরবর্ত্তী হওয়াতে উহার গৌণত্ব। তত্ত্বজ্ঞান যে বাসনা-ক্ষয়ের কারণ, তাহা শ্রুতিতে বারবার কথিত হইয়াছে। যথা,—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ"। *—(শ্বেতাশ্বতর উপ, ১।১১)

স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিলে অর্থাৎ "আমিই সেই" এইরূপ উপলব্ধি করিলে, সকল পাশ বা বন্ধনের (অর্থাৎ অবিদ্যাদির এবং তজ্জনিত জন্ম-মরণাদির অথবা অষ্টপাশের) নিবৃত্তি হয়।

'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।' (কঠ ২।১২)

আত্মাতে চিত্ত সমাধানরূপ অধ্যাত্মযোগ (বা নিদিধ্যাসন) লাভ করিয়া সাক্ষাৎকারান্তে বুদ্ধিমান্ (সাধক) হর্ষশোকরহিত হন।

'তরতি শোকমাত্মবিৎ'। (ছান্দোগ্য উপ, ৭।১।৩)

যিনি আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তিনি (অকৃতার্থবুদ্ধিতারূপ) মনস্তাপ অতিক্রম করেন।

'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'। (ঈশাবাস্য উপ ৭)

সেই কালে অথবা সেই পুরুষে (যিনি ঈশ্বরাত্মা ও বিজ্ঞাতৃস্বরূপের অভেদ বুঝিয়াছেন) সর্ব্বত্র একাত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর, আত্মাবরণরূপ মোহই বা কি বা বিক্ষেপাত্মক শোকই বা কি ? অর্থাৎ মূলাবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে অবিদ্যাকার্য্য শোক-মোহাদিরও আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে।

"জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ"। (শ্বেতাশ্বতর উপ ১।৮, ২।১৫, ৪।১৬, ৫।১৩, ৬।১৩)

---

* কুলার্ণবতন্ত্রে, পঞ্চমখণ্ডে

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পরমাত্মাকে জানিলে, লোকে অবিদ্যাকাম-কর্ম্মরূপ পাশ (অথবা অষ্টপাশ) হইতে বিমুক্ত হন।

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানই মনোনাশের হেতু। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার পর যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং জিঘ্রেৎ' ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক উপ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫)

কিন্তু যে (বিদিততত্ত্বাবস্থায়) এই (ব্রহ্মবিদের) কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়াফলাদি সমস্তই প্রত্যগাত্মার স্বরূপবিজ্ঞান দ্বারা প্রবিলুপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপ হয়, তখন সেই অবস্থায় কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ কর্ত্তা কোন্ বিষয় দর্শন করিবে বা আঘ্রাণ করিবে; ইত্যাদি।

পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্যও বলিয়াছেন :—

"আত্মতত্ত্বানুবোধেন * ন সংকল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহঃ॥" ইতি

(মাণ্ডুক্যকারিকা ৩।৩২)

---

* আনন্দাশ্রম হইতে মুদ্রিত মাণ্ডূক্য-কারিকার পাঠ (১৪১ পৃষ্ঠা) এইরূপ :— "আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা। অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্।" ৩।৩২। সেইস্থলে মুদ্রিত শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ—"আচ্ছা এই (৩১ শ্লোকে বর্ণিত) অমনীভাব কি প্রকারে হয়? বলিতেছি। আত্মাই সত্য আত্মসত্য, (ঘটশরাবাদিতে) মৃত্তিকার ন্যায়; কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—(ছান্দোগ্য উ ৬।১।৪) মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার (কার্য্যপদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র।" শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের পর সেই আত্মসত্যের অববোধ, আত্মসত্যানুবোধ। সেই বোধ হইলে সঙ্কল্প্য, (সঙ্কল্প দ্বারা গ্রহণীয়) বস্তুর অভাব হওয়াতে (মন) আর সঙ্কল্প করে না, যেমন দাহ্যবস্তুর অভাব হইলে অগ্নির জ্বলন নিবৃত্ত হয় সেইরূপ। যে সময়ে এইরূপ হয় (মন) তখন অমনস্তা অমনোভাব প্রাপ্ত হয়। গ্রহণীয় বস্তুর অভাবে মন তখন অগ্রহ অর্থাৎ গ্রহণবিকল্পনাবর্জ্জিত হয়।

পাঠান্তর—আত্মসত্তানুবোধেন······তদগ্রহম্।

শাস্ত্রোপদেশ এবং আচার্য্যোপদেশের গ্রহণের পর "আত্মাই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য বস্তু" এইরূপ জ্ঞান হইলে মন যখন (সঙ্কল্পের বিষয় না থাকাতে) আর সঙ্কল্প করে না, তখন মন অমনোভাব প্রাপ্ত হয় এবং গ্রহণীয় বস্তুর অভাব হওয়াতে মন গ্রহণের কল্পনা ত্যাগ করে। ('তদগ্রহম্' এই পাঠ ধরিয়া অর্থ করা হইল)।

জীবন্মুক্তির পক্ষে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ সাক্ষাৎ-সাধন বলিয়া যেমন ইহাদের প্রাধান্য, সেইরূপ বিদেহমুক্তির পক্ষে জ্ঞান সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া জ্ঞানের প্রাধান্য। কেননা, স্মৃতি শাস্ত্রে আছে—"জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে" ইতি—'কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলেই কৈবল্যলাভ হয় এবং তাহা দ্বারা জীব মুক্ত হয়'।

কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবল আত্মার ভাব অর্থাৎ দেহাদিরাহিত্য; তাহা কেবল জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা যায়; কেননা, জীব অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে সদেহ বলিয়া কল্পনা করে; সুতরাং একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা সেই সদেহ ভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্মৃতিবাক্যে যে 'এব' ("জ্ঞানাদেব") শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে কর্ম্ম দ্বারা কৈবল্যলাভ হয় না। কেননা, শ্রুতিতে (কৈবল্য উপ; মহানারায়ণ উপ ১০।৫) আছে "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া"—কর্ম্মের দ্বারা বা প্রজার দ্বারা (অমৃতত্ব লাভ করা যায় না)। সেই হেতু, যিনি শ্রবণাদি শাস্ত্রের অভ্যাস না করিয়া, যথাসম্ভব বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ অভ্যাস করিয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহার কৈবল্যলাভ হয় না; কেননা, (তদ্দ্বারা) লিঙ্গদেহের ক্ষয় হয় না। অতএব 'এব' এই শব্দ দ্বারা এই দুইটি অর্থাৎ কর্ম্ম ও উপাসনা পরিহৃত হইতেছে। "যেন তাহার দ্বারা (জীব) মুক্ত হয়" ইহার অর্থ—জ্ঞানদ্বারা যে কেবলত্ব

দেহাদিরাহিত্যের প্রাপ্তি ঘটে, তদ্দ্বারাই সমুদায় সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হয়।

বন্ধন অনেক প্রকারের, কেননা, বন্ধন শ্রুতির অনেক প্রসিদ্ধ স্থলে "অবিদ্যাগ্রন্থি" "অব্রহ্মত্ব" "হৃদয়গ্রন্থি" "সংশয়" "কর্ম্ম" "সর্ব্বকামত্ব" "মৃত্যু" "পুনর্জন্ম" এই সকল শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অজ্ঞান হইতে এই সকল বন্ধনের উৎপত্তি এবং (একমাত্র) জ্ঞান দ্বারাই সকলগুলির নিবৃত্তি হয়। সেই অর্থে নিম্নলিখিত শ্রুতিবচনগুলি প্রমাণ :—

"এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য"। (মুণ্ডক ২।১।১০)।

হে প্রিয়দর্শন! সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে, যে অধিকারী পুরুষ আপনারই স্বরূপ বলিয়া জানেন, সেই বিদ্বান্ 'অবিদ্যাগ্রন্থি' অর্থাৎ 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ অজ্ঞানের সহিত যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, তাহা এই শরীরে অবস্থানকালেই বিনাশ করেন।

(যঃ হ তৎ পরমং) "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। (মুণ্ডক উপ ৩।২।৯)

যে পুরুষ সেই পরম ব্রহ্মকে 'আমিই সেই' এইরূপে নিঃসন্দেহভাবে অবগত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ ব্রহ্মই হন।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" (মুণ্ডক উপ, ২।২।৮)

'কার্য্য—অবর ও কারণ—পর, এই উভয়রূপ অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর, চিৎ এবং অহঙ্কারের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাসরূপ হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, যাবতীয় সংশয় বিচ্ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধফলক সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মসমূহ নাশপ্রাপ্ত হয়'।

"যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ"। (তৈত্তিরীয় উপ, ২।১।১)

যে হার্দ্দাকাশ পরমব্রহ্মের স্থিতিস্থান বলিয়া উৎকৃষ্ট, সেই হার্দ্দাকাশে যে বুদ্ধিরূপা গুহা আছে, তাহাতে স্থিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে যে অধিকারী পুরুষ "আমিই সেই" এইরূপ জানেন, তিনি যাবতীয় বাঞ্ছনীয় ভোগ এককালেই উপভোগ করেন, অর্থাৎ যিনি সকল আনন্দের রাশিস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দের লেশস্বরূপ সকল কাম্যবস্তুর ভোগজনিত আনন্দ এককালেই উপভোগ করেন।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"। (শ্বেতাশ্বতর উপ, ৩।৮, ৬।১৫)

'সেই অজ্ঞানের পরপারে অবস্থিত জ্যোতিঃস্বরূপ পরমপুরুষকে জানিয়াই মৃত্যুকে (জন্মমৃত্যুকে) অতিক্রম করা যায়।'

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ * সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥" (কঠ, উপ, ৩।৮)

'কিন্তু যিনি বাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি নিবারণের সাধন স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া নিগৃহীতমনোবিশিষ্ট, অতএব সর্ব্বদা পবিত্র বা স্বচ্ছান্তঃকরণ হইয়াছেন, তিনিই সেই ব্রহ্মরূপ পদ প্রাপ্ত হন, যে ব্রহ্মপদ হইতে প্রচ্যুত হইয়া তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।'

"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি"।

—(বৃহ উপ, ১।৪।১০)

যে কেহ এইরূপে বাহ্যৌৎসুক্যের নিবৃত্তি করিয়া আপনাকেই 'আমিই (সকল ধর্ম্মাতীত) ব্রহ্ম' এইরূপে অনুসন্ধান করেন, তিনি (বামদেবের ন্যায়) এই সমস্তই (অর্থাৎ মনু, সূর্য্য প্রভৃতি সকল বস্তুই) হয়েন।—এই প্রকার অসর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি বন্ধনের নিবৃত্তির প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

* আনন্দাশ্রমের টীকাহীন দ্বিতীয় সংস্করণের "অমনস্কঃ" পাঠ ভ্রমাত্মক। সটীক সংস্করণের 'সমনস্কঃ' পাঠই সঙ্গত।

পূর্ব্বোক্ত এই বিদেহমুক্তি জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই লব্ধ হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। কেননা, অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে আরোপিত এই সকল বন্ধন, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইলে পর তাহাদের পুনরুৎপত্তি সম্ভবে না এবং তাহারা অনুভূতও হয় না। তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহিত এককালেই যে বিদেহ মুক্তির লাভ ঘটিয়া থাকে, একথা ভাষ্যকার (ভগবান্ শঙ্কর) সমন্বয় সূত্রের (অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের) ভাষ্যে সবিস্তার বিচার করিয়াছেন—

"তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"।

(ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩)

সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর, ভাবী পাপের অলেপ এবং সঞ্চিত পাপের বিনাশ ঘটে। কেননা, শ্রুতি সেই মর্ম্মেই উপদেশ করিয়াছেন।* এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে যে, বর্ত্তমান দেহের বিনাশের পর বিদেহ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে—একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন।

শ্রুতি বলেন—

তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে ইতি।

(ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২)

সেই আচার্য্যবান্ পণ্ডিত মেধাবী অবিদ্যাবন্ধবিনির্মুক্ত পুরুষের (মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ না (প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া) দেহপাত হয়; তখন (দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই) বিদেহমুক্ত হন।

---

* ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অনুদিত বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়,

(৪৮ হইতে ৫৪ পৃষ্ঠা)।

বাক্যবৃত্তিগ্রন্থে ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য্য) কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে :—

প্রারব্ধকর্ম্মবেগেন জীবন্মুক্তো যদা ভবেৎ।
কঞ্চিৎ কালমথারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে * ॥ ৫২
নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈষ্ণবং পরমং পদম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩

(সাধক) যখন জীবন্মুক্ত হন, তখন প্রারব্ধকর্ম্মের বেগবশতঃ (শরীরে) কিছুকাল অবস্থান করেন। পরিশেষে প্রারব্ধকর্ম্মজনিত বন্ধন সম্যগ্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তিনি ব্যাপক পরমাত্মার কৈবল্য নামক পরমপদ লাভ করেন। কোন আনন্দই সেই পরমপদের আনন্দের সমকক্ষ নহে এবং সেই পরমপদ লাভ করিলে পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ব্রহ্মসূত্রকার (ব্যাস)-ও বলিয়াছেন।—

"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে"। (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৯

---

* বাক্যবৃত্তি টীকাকার বিশ্বেশ্বর-ধৃত পাঠ কিন্তু এইরূপ। (আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী বাক্যবৃত্তিঃ) :—

"কঞ্চিৎকালমনারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে ইত্যাদি,

এই শ্লোকের টীকার অবতরণিকায় বা আভাষে তিনি লিখিয়াছেন :—(ভাষ্যকার এইরূপে (ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে) বিদেহমুক্তির নিষ্ঠা বলিয়া এক্ষণে (এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইবামাত্রই পুরুষের সমস্ত অজ্ঞান একেবারে বিদূরিত হইয়া যাওয়া অসম্ভব সেই হেতু সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয়েই জীবন্মুক্তি হয় টীকায় লিখিয়াছেন—"পুরুষো যদানারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে জীবন্মুক্তো ভবেৎ তদা প্রারব্ধকর্ম্মবেগেন সহ কর্ম্মফলহেতু-ভোগহেতুভূত-রাগাদিসংসারবাসনালেশেন কঞ্চিৎকালমবতিষ্ঠতে—ইত্যন্বয়ঃ।"

(জ্ঞানী) অপর অর্থাৎ আরব্ধফল পুণ্য-পাপ ভোগের দ্বারা ক্ষয় পাওয়াইয়া বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন *।

বশিষ্ঠও বলিয়াছেন :—

জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব ॥ (মু, বা, প্রকরণ, ৯।১৪)

জ্ঞানীর দেহ কালকবলিত হইলে, তিনি জীবন্মুক্তের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বায়ুর স্পন্দহীনতা প্রাপ্তির ন্যায় বিদেহমুক্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।

(সমাধান)—ইহা দোষ নহে। কেননা, যাঁহারা 'বিদেহমুক্তি' এই পদটি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ পদের অন্তর্গত 'দেহ' শব্দের দ্বারা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লক্ষ্য করিয়া, উক্ত 'বিদেহমুক্তি' পদ ব্যবহার করায়, উহার অর্থ সম্বন্ধে যে দুইটি মত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পরস্পর বিরোধী নহে। 'বিদেহমুক্তি' এই (সমাসের) মধ্যে যে 'দেহ' শব্দ রহিয়াছে, তদ্দ্বারা অনেকেই (বর্ত্তমান ও ভাবী) সকল প্রকার শরীর সমূহকেই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত পদ ব্যবহার করেন। আমরা কিন্তু কেবল ভাবী দেহমাত্রকে (অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহনাশের পরবর্ত্তী দেহসমূহকে) লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দের ব্যবহার করিতেছি। কেননা, সেই সকল শরীরই যাহাতে রচিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই জ্ঞানার্জ্জন করা হয়। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান দেহ পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়া গিয়াছে, এই হেতু জ্ঞানের দ্বারাও তাহার আরম্ভ নিবারণ করিতে পারা যায় না। আর এই বর্ত্তমান দেহের নিবৃত্তি করাও জ্ঞানার্জ্জনের ফল বা উদ্দেশ্য নহে। কেননা, প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ের দ্বারা অজ্ঞানীদিগেরও বর্ত্তমান দেহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। (যদি বলা যায়) তাহা হইলে বর্ত্তমান লিঙ্গদেহের নিবৃত্তিকেই জ্ঞানার্জ্জনের ফল বল না

* সঞ্চিতকর্ম্ম জ্ঞানে দগ্ধ হইয়া যায়; প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় পাইয়া থাকে। অনন্তর তাহার শেষ হইলেই অর্থাৎ দেহপাত হইলেই পরমমোক্ষ কৈবল্য লাভ হয়।

কেন? কেননা, জ্ঞান ব্যতীত সেই লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয় না।—(তদুত্তরে আমরা বলি,) এরূপ বলিতে পার না; কেননা, (দেখা যায়) জীবন্মুক্ত পুরুষের জ্ঞান হইলেও লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয় না। যদি বল প্রারব্ধকর্ম কিছুকাল ধরিয়া জ্ঞানের প্রতিকূলতা করিয়া জ্ঞানকে লিঙ্গদেহনিবৃত্তিবিষয়ে বাধা দিলেও সেই প্রতিবন্ধ বিনষ্ট হইলে পর জ্ঞান লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবে;—তদুত্তরে বলি, না, তাহা ঠিক নহে। কেননা, পঞ্চপাদিকা* গ্রন্থের আচার্য্য (পদ্মপাদাচার্য্য) প্রতিপাদন করিয়াছেন, "(যেহেতু) জ্ঞান কেবল অজ্ঞানেরই নিবৃত্তি করিয়া থাকে" ইত্যাদি।। যদি জিজ্ঞাসা কর "তাহা হইলে লিঙ্গদেহ নিবৃত্তির কি উপায়?"—তদুত্তরে বলি, যে করণ উপাদান প্রভৃতি সামগ্রী দ্বারা লিঙ্গদেহ নির্ম্মিত, তাহাদের নিবৃত্তি হইলেই লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয়। কোনও কার্য্যের (কৃত বস্তুর) নিবৃত্তি করিবার দুই প্রকার উপায় আছে; এক প্রতিকূল বস্তুর সদ্ভাব বা উপস্থিতি; দ্বিতীয়—করণ, উপাদান প্রভৃতি সামগ্রীর নিবৃত্তি। যেমন বায়ুরূপ প্রতিকূল বস্তুর আবির্ভাবে কিংবা তৈলবর্ত্তিপ্রভৃতি সামগ্রীর

---

* পদ্মপাদাচার্য্যকৃত পঞ্চপাদিকা, ১ম পৃষ্ঠা ২২শ পংক্তি—(বিজয়নগরম্ সংস্কৃত গ্রন্থাবলী)—"ব্রহ্মজ্ঞানং হি সূত্রিতমনর্থহেতুনিবর্হণম্। অনর্থশ্চ প্রমাতৃত্বাপরপর্য্যায়ং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বম্। তদ্‌যদি বস্তুকৃতং, ন জ্ঞানেন নিবর্হণীয়ম্, যতোজ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্। তদ্‌যদি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমজ্ঞানহেতুকং স্যাৎ ততো ব্রহ্মজ্ঞানমনর্থহেতুনিবর্হণ মুচ্যমানমুপপদ্যেত।" ব্রহ্মজ্ঞানই অনর্থহেতু-নিবারণের উপায় বলিয়া সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রমাতৃত্বজনিত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই সেই অনর্থ। তাহা যদি বস্তুর (আত্মতত্ত্বের) স্বভাবগত হয়, তাহা হইলে তাহা জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; যেহেতু জ্ঞান কেবল মাত্র অজ্ঞানেরই নিবৃত্তি করিতে পারে। সেই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব যদি অজ্ঞানজনিত হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানকে অনর্থহেতু-নিবারক বলিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হয়।

অভাবে দীপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ। লিঙ্গদেহের সাক্ষাৎ প্রতিকূল বস্তু আমরা দেখিতে পাই না। আর লিঙ্গদেহের সামগ্রী দুই প্রকারের; যথা—প্রারব্ধকর্ম্ম ও অনারব্ধ কর্ম্ম। সেই দুই প্রকার কর্ম্মবশতঃ অজ্ঞানীদিগের লিঙ্গদেহ ইহলোকে ও পরলোকে অবস্থান করে। জ্ঞানীদিগের অনারব্ধ বা সঞ্চিতকর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের দ্বারা নিবৃত্ত হয়; সেইহেতু যেমন তৈলবর্ত্তির অভাবে দীপ নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ সামগ্রীর অভাবে জ্ঞানীদিগের লিঙ্গদেহ নিবৃত্ত হয়। অতএব সেই (লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি) জ্ঞানের ফল নহে।

আশঙ্কা—আচ্ছা, এই যুক্তি অনুসারে ত বলা যায় যে, ভাবী দেহের আরম্ভ না হওয়াও জ্ঞানের ফল নহে।* যদি তাহাকে জ্ঞানেরই ফল বলেন, তবে জিজ্ঞাসা করি—ভাবী দেহের আরম্ভাভাবই কি জ্ঞানের ফল? অথবা ভাবী দেহের আরম্ভাভাবকে (যাহা পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছে তাহাকে) বজায় রাখাই জ্ঞানের ফল? প্রথমটিকে আপনি জ্ঞানের ফল বলিতে পারেন না; কেননা, ভাবী দেহের আরম্ভাভাব প্রাগভাবরূপে অনাদিকাল হইতে (অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে) সিদ্ধ হইয়া আছে (সেইহেতু তাহা জ্ঞানের ফল হইতে পারে না)। আর দ্বিতীয়টিকেও (অর্থাৎ ভাবী দেহের আরম্ভাভাব বজায় রাখাকেও) আপনি জ্ঞানের ফল বলিতে পারেন না; কেননা, অনারব্ধ কর্ম্মরূপ সামগ্রীর নিবৃত্তি দ্বারাই ভাবী দেহের যে আরম্ভাভাব প্রাগভাবরূপে রহিয়াছে, তাহাকে বজায় রাখা যাইতে পারে। আরও দেখুন, ভাবী দেহের আরম্ভনিবৃত্তি জ্ঞানের ফল হইতে পারে না; কেননা, অবিদ্যানিবৃত্তিই জ্ঞানের ফল (বলিয়া পদ্মপাদাচার্য্য কর্ত্তৃক সিদ্ধ হইয়াছে)।

* "ন জ্ঞানফলম্"—ইহা আনন্দাশ্রমের সটীক সংস্করণের পাঠ। এই পাঠাবলম্বনেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলি—ইহা দোষ নহে। কেননা, ভাবী জন্মের আরম্ভাভাব প্রভৃতিকেই জ্ঞানের ফল বলিয়া শ্রুত্যাদিশাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং এই মত প্রামাণিক। "যস্মাদ্ভুয়ো ন জায়তে" (কঠ, ৩।৮)—যে ব্রহ্মরূপ পদ হইতে প্রচ্যুত হইয়া সেই বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে আর জন্মিতে হয় না।*—ইত্যাদি যে সকল শ্রুতি বাক্য উদাহৃত হইয়াছে, তাহারাই এই বিষয়ে প্রমাণ। আর জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক (পঞ্চপাদিকাচার্য্যের) এই সিদ্ধান্তের সহিত যে বিরোধের কথা বলিতেছেন, তাহা হয় না;—কেননা, পঞ্চপাদিকাচার্য্যের অজ্ঞান শব্দে অজ্ঞানের অব্যভিচারী সহচর অব্রহ্মত্বাদিকেও বুঝান উদ্দেশ্য। কেননা, তাহা না হইলে, অনুভবের সহিত বিরোধ হয়; যেহেতু অজ্ঞাননিবৃত্তির ন্যায় অব্রহ্মত্বাদিনিবৃত্তিও তৎসঙ্গে অনুভূত হয়।

অতএব ভাবিদেহনিবৃত্তিরূপ বিদেহমুক্তি জ্ঞানের সহিত এককালেই লব্ধ হইয়া থাকে। এই মর্ম্মে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; যথা—"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃহদা, উপ, ৪।২।৪)—হে জনক! তুমি জন্মমরণরূপ ভয়রাহিত্য নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়াছ; এবং "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" (বৃহদা, উপ, ৪।৫।১৫)—অরে মৈত্রেয়ি! সন্ন্যাসের সহিত ('ইহা আত্মা নহে', 'ইহা আত্মা নহে' এইরূপে) যে আত্মজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মজ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের উপায়। অন্য শ্রুতিতেও আছে—'তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি' ইতি—(নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় উপ, ১।৬)—তাঁহাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী এই শরীরে অবস্থান কালেই অমৃত হয়েন। যদি বলা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফলভূত যে বিদেহমুক্তি, তাহা তৎকালে উৎপন্ন না হইয়া কালান্তরে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের

* অর্থাৎ বিজ্ঞানই ভাবীজন্মের অনারম্ভের কারণ।

(কর্ম্মাবসানে ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত) কর্ম্মজনিত এক অপূর্ব্বের কল্পনা করা হয়, সেইরূপ জ্ঞানজনিতও এক অপূর্ব্ব কল্পনা করিতে হয়। সেইরূপ করিলে কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্র কর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে।

আর যদি বলেন যে, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি মন্ত্রাদি দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকিয়া কালান্তরে ফলদায়ক হয়, সেইরূপ জ্ঞানও প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকিয়া কালান্তরে বিদেহমুক্তি প্রদান করিবে ;—তাহা হইলে বলি, এইরূপ বলিতে পারেন না ; কেননা, এই স্থলে (সেইরূপ) বিরোধ নাই। ভাবিদেহের অত্যন্তাভাবস্বরূপ বিদেহমুক্তি যাহা আমাদিগের অভিপ্রেত তাহার সহিত প্রারব্ধের (যাহা কেবল মাত্র বর্ত্তমান শরীরকে বজায় রাখে, তাহার) যদি বিরোধ থাকিত, তাহা হইলে প্রারব্ধদ্বারা জ্ঞানের প্রতিবন্ধ হওয়া সম্ভব হইত। অধিকন্তু (আপনার মতে জ্ঞান ক্ষণিক হইয়া পড়ে এবং) সময়ান্তরে নিজে থাকে না বলিয়া এইরূপ জ্ঞান কি প্রকারে (নিত্য) মুক্তি দিতে সমর্থ হইতে পারে? ইহার উত্তরে যদি বলেন, চরম সাক্ষাৎকাররূপ অপর এক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, আমরা বলি তাহা বলিতে পারেন না ; কেননা, সেইরূপ জ্ঞানের কোনও সাধন পাওয়া যায় না। যে প্রারব্ধ প্রতিবন্ধ ঘটায়, সেই প্রারব্ধের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই গুরু, শাস্ত্র, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অশেষ সংসারবিকাশের নিবৃত্তি হওয়াতে, কি আপনার সাধন হইবে? তাহা হইলে যদি বলেন, "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (শ্বেতাশ্বতর, ১।১০)—এবং পরিশেষে আবার বিশ্বমায়ারনিবৃত্তি হয়—এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ কি? তদুত্তরে বলি—উক্ত শ্রুতির অর্থ এই যে, প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়ে, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অশেষ কার্য্যের কারণ না থাকাতে তাহারা নিবৃত্ত হয়, আর উৎপন্ন হয় না,—ইহাই শ্রুতির অর্থ।

এই হেতু আপনি যাহাকে বিদেহমুক্তি বলেন অর্থাৎ বর্ত্তমান-দেহের অভাবরূপ-বিদেহমুক্তি, তাহা পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহনাশের পরে হয়

হউক, আমরা কিন্তু যাহাকে বিদেহমুক্তি বলি, তাহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে লব্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ শেষ বলিয়াছেন (পরমার্থসার, ৮১ সংখ্যক শ্লোক)

"তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্দেহম্।
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ॥"*

তীর্থস্থানেই হউক, অথবা চণ্ডালগৃহেই হউক, স্মৃতিযুক্ত থাকিয়া হউক অথবা লুপ্তস্মৃতিক হইয়াই হউক (অর্থাৎ সজ্ঞানেই হউক অথবা অজ্ঞানেই হউক) তিনি দেহত্যাগ করিলেও (পূর্ব্বে) জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ও হতশোক হইয়া কৈবল্যলাভ করেন।

---

* ট্রিভেন্‌ড্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, দ্বাদশগ্রন্থ শেষাচার্য্যপ্রণীত পরমার্থসার ৮১ সংখ্যক শ্লোক, (এই গ্রন্থ আর্য্যাপঞ্চাশীতি নামেও পরিচিত)—এই শ্লোকের রাঘবানন্দকৃত টীকার অনুবাদ—"কোন্ স্থানে কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহপাত হয়, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—সেই "হতশোক" অর্থাৎ শোকবিনির্মুক্ত পুরুষ জীবদ্দশাতেই মুক্ত; কেননা, তিনি "জ্ঞানসমকালমুক্তঃ"—জ্ঞানোদয় কালেই মুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ বিলোমক্রমে তাঁহার পিণ্ড (দেহ) অণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে), সেই অণ্ড, তাহার কারণভূত ক্ষিতিতে, সেই ক্ষিতি তাহার কারণভূত জলে, সেই জল তৎকারণ জ্যোতিতে, সেই জ্যোতি তাহার কারণভূত বায়ুতে সেই বায়ু আকাশে, সেই আকাশ তামস অহংতত্ত্বে, একাদশ ইন্দ্রিয় রাজস অহংতত্ত্বে এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাত্ত্বিক অহংতত্ত্বে, এই ত্রিবিধ অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে, অব্যক্ত অধিষ্ঠাতা পুরুষে এবং পুরুষ স্বকীয় মহিমায় পরম পুরুষে—এইরূপে (বিলোমক্রমে) তাঁহার দেহ ও দৈহিকপ্রপঞ্চ স্বকীয় জ্যোতিতে সংহৃত হইয়াছে। এই হেতু গঙ্গাদি তীর্থে বা শ্বপচগৃহে (কোন নীচ ব্যক্তির আবাসে) নষ্টস্মৃতি (বিলুপ্তস্মৃতি) অথবা প্রবুদ্ধ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেও তিনি কৈবল্য প্রাপ্ত হন। এই হেতু কথিত হইয়াছে:—

"যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা।
যথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম তত্র তত্র লয়ং গতঃ॥"

সেইহেতু বিদেহমুক্তি বিষয়ে, তাহার সাক্ষাৎসাধন তত্ত্বজ্ঞানকেই প্রধান বলা যুক্তিসঙ্গত। বাসনাক্ষয় এবং মনোনাশ, জ্ঞানের সাধন বলিয়া অর্থাৎ (বিদেহমুক্তির) ব্যবহিতসাধন বলিয়া, তাহারা গৌণ। দৈব-সংস্কারের (গীতোক্ত দৈবীসম্পৎ) দ্বারা আসুর সংস্কারের ক্ষয় হয় বলিয়া দৈবসংস্কার জ্ঞানের সাধন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

'শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ'
ইতি শ্রুতিঃ। (বৃহদা, উপ, ৪।৪।২৩)। (মূলে 'পশ্যতি')।

(সেই হেতু যিনি আত্মাকে কর্ম্মাদি সম্বন্ধশূন্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি) প্রথমে দান্ত হইয়া অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া এবং তদনন্তর শান্ত হইয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণে তৃষ্ণাসমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, (পরে) উপরত হইয়া অর্থাৎ এষণাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া, তিতিক্ষু হইয়া অর্থাৎ যাহাতে প্রাণবিয়োগ না হয়, এইরূপ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহন করিতে অভ্যাস করিয়া, সমাহিত হইয়া অর্থাৎ আত্মাতে সম্যক্‌প্রকারে চিত্তনিবেশ করিয়া, আত্মাতেই অর্থাৎ নিজের দেহেন্দ্রিয়াদিতেই আত্মাকে (অর্থাৎ যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া চেতনা দিতেছেন তাঁহার সাক্ষাৎকার) লাভ করিবেন, অর্থাৎ তাহাই আমার স্বরূপ এইরূপ উপলব্ধি করিবেন।

স্মৃতিও বলিয়াছেন :

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরা ব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ, পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥”

(গীতা, ১৩।৮—১২)।

অর্থ—এই কুড়িটি গুণ জ্ঞানের সাধন বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে।

১। অমানিত্বম্—যে ব্যক্তি বিদ্যমান বা অবিদ্যমান গুণের জ আত্মশ্লাঘা করে, তাহাকে মানী বলে। সেইরূপ স্বভাব না থাকার ন অমানিত্ব।

২। অদম্ভিত্বম্—যে ব্যক্তি লাভ পূজা বা খ্যাতির উদ্দেশ্যে নিজে ধর্ম্ম প্রকটন করে, তাহাকে দম্ভী বলে। সেইরূপ স্বভাব না থা অদম্ভিত্ব।

৩। অহিংসা—কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা পর-পীড়াবর্জ্জনের ন অহিংসা।

৪। ক্ষান্তিঃ—অপরে অপকার করিলেও চিত্তের যে নির্ব্বিকার তাহার নাম ক্ষান্তি।

৫। আর্জ্জবম্—কুটিলতা-রাহিত্য।

৬। আচার্য্যোপাসনম্—যিনি মোক্ষের উপদেশ করেন, তাঁহার সে

৭। শৌচম্—মৃত্তিকা জল প্রভৃতির দ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাব দ্বারা অর্থাৎ দ্বেষাসক্তি প্রভৃতি বর্জ্জনদ্বারা আন্তরশৌচ।

৮। স্থৈর্য্যম্—মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যে সকল বিঘ্ন আ তাহাদিগকে গণনা না করা।

৯। আত্মবিনিগ্রহঃ—দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির প্রচার সঙ্কোচ লক্ষ্যের প্রতিকূলে তাহাদিগের চেষ্টার নিবারণ।

১০। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্—লৌকিক বা বৈদিক (স্বর্গাদিস্থানে লভ্য) রূপরসাদি ভোগ্যবস্তুতে স্পৃহাভাব।

১১। অনহঙ্কারঃ—দর্পরাহিত্য।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্—জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে যে সকল বেদনা ও দৈন্যাদি দোষ জন্মে, তাহা বিচারপূর্ব্বক দর্শন করা।

১৩, ১৪। পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ, অনভিষ্বঙ্গঃ—সক্তিঃ শব্দে মমতামাত্র, অভিষ্বঙ্গঃ অর্থে তাদাত্ম্যাভিমান। পুত্র, পত্নী, গৃহ প্রভৃতিতে মমতারাহিত্য এবং তাহাদের সুখাদিতে আপনাকে সুখী এবং দুঃখাদিতে আপনাকে দুঃখী মনে না করা।

১৫। ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বম্—সমচিত্তত্ব শব্দে হর্ষবিষাদরাহিত্য। ইষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা হর্ষাভাব এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা বিষাদাভাব।

১৬। অনন্যযোগেন ময়ি অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ—ভগবান্ বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; অতএব তিনিই আমার গতি—পরমেশ্বরে এইরূপ অবিচ্ছিন্না নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্বম্—স্বভাবতঃ শুদ্ধ কিংবা অশুচি-সর্পব্যাঘ্রাদি-রহিত স্থানে অবস্থান। অরণ্য, নদীপুলিন, দেবগৃহ প্রভৃতি স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং আত্মাদিভাবনা উপস্থিত হয় বলিয়া জ্ঞানিগণ সেইরূপ স্থলে অবস্থান করেন।

১৮। জনসংসদি অরতিঃ—প্রাকৃত (শাস্ত্রীয় সংস্কারশূন্য) অবিনীত, কলহোন্মুখচিত্ত ব্যক্তিগণের সমবায়ে অবস্থানে অপ্রবৃত্তি।

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—অধ্যাত্মশাস্ত্রজ জ্ঞানে নিত্যভাব বা নিষ্ঠা।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্—তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে সংসারনিবৃত্তি,

তদ্বিষয়ে আলোচনা। সেইরূপ আলোচনা দ্বারা তাহার সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে।*

এই কুড়িটি, জ্ঞানের সাধন বলিয়া জ্ঞান শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে; এই কুড়িটি ভিন্ন, যাহা কিছু জ্ঞানের বিরোধী, তাহা 'অজ্ঞান' শব্দবাচ্য।

অন্তবস্তুতে অহংবুদ্ধির নাম অভিষঙ্গ। শেষোক্ত শ্লোকের তৃতীয় চরণে যে 'জ্ঞান' শব্দ আছে, তাহার ব্যুৎপত্তি—জ্ঞা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করিয়া জ্ঞান শব্দে, যাহা দ্বারা জানা যায় অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন,—এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল।

মনোনাশ জ্ঞানের সাধন এই কথা বেদ স্মৃতি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। যথা—"ততস্তু তং পশ্যতি † নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি শ্রুতিঃ

(মুণ্ডক উপ ৩।১।৮)

—সেই হেতু (ব্রহ্মদর্শনযোগ্যতা লাভহেতু) সেই নিরবয়ক আত্মাকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে করিতে অপরোক্ষরূপে জানিতে পারেন।

"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"

(কঠ উপ ২।১২)

—আত্মাতে চিত্ত সমাধানরূপ অধ্যাত্মযোগ লাভ করিয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হর্ষশোকরহিত হয়েন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন—অর্থাৎ প্রত্যগাত্মাতে সমাধিপ্রাপ্তি দ্বারা দেব অর্থাৎ আত্মাকে জানিয়া।

"যং বিনিদ্রাঃ জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥" ইতি স্মৃতিঃ।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম, ভীষ্মস্তবরাজ, ৪৭।৫৪)। ‡

* এই পর্য্যন্ত নীলকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যা হইতে সংগৃহীত।

† পাঠান্তর—পশ্যতে।

‡ বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৪২০ পৃষ্ঠা, তথায়—"সন্তুষ্টাঃ" স্থলে "সত্ত্বস্থাঃ" "বিদ্যাত্মনে" "যোগাত্মনে" এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

নিদ্রাত্যাগ করিয়া, প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসকে জয় করিয়া, সন্তোষ অবলম্বন করিয়া এবং ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করিয়া, যোগিগণ যে স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ বস্তু দর্শন করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার।

অতএব, এই প্রকারে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির প্রয়োজনানুসারে, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি (মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান) এই তিনটি সাধনের মুখ্যত্ব ও গৌণত্বের ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ জীবন্মুক্তিতে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের প্রাধান্য এবং বিদেহমুক্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাধান্য)। এস্থলে আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে যে—বিবিদিষা-সন্ন্যাসী উক্ত তিনটি (সাধন) অভ্যাস করিয়া বিদ্বৎ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, উক্ত সাধনত্রয় কি পূর্ব্বাভ্যাসক্রমেই চলিতে থাকিবে ? অথবা উক্ত সাধনত্রয়ের অভ্যাসে পুনর্ব্বার (নূতন) সম্পাদন-প্রযত্নের অপেক্ষা আছে ? এস্থলে প্রথম কল্পটি বলিতে পার না, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে একথা বলিতে পার না ; কেননা, তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় অপর দুইটি অযত্নসিদ্ধ বলিয়া (বিদ্বৎ-সন্ন্যাস কালে) তাহাদিগকে প্রধান বলিয়া ভাবিতে পারা যাইবে না ; সুতরাং তাহাদের প্রতি প্রাধান্য জনিত আদরও হইবে না। আর নূতন প্রযত্নের অপেক্ষা আছে,—একথাও বলিতে পার না ; কেননা, অপর দুইটির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানকেও যত্নসাপেক্ষ বলিলে, তাহাকে অপ্রধান ভাবিয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্যও আসিবে না।

এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি—এইরূপ দোষ উঠিতে পারে না ; কেননা, আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে (বিদ্বৎসন্ন্যাস কালে) তত্ত্বজ্ঞানের অনুবৃত্তিমাত্র থাকিবে অর্থাৎ অভ্যাসবশতঃ পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে এবং অপর দুইটি সম্বন্ধে প্রযত্ন করিতে হইবে। কথা এই যে, তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী দুই প্রকার ; এক প্রকার কৃতোপাস্তি অর্থাৎ যাহারা উপাসনারূপ-সাধন-

সম্পন্ন এবং অপর প্রকার অকৃতোপাস্তি অর্থাৎ যাহারা তদ্রূপ সাধনস° নহে। তন্মধ্যে যদি প্রথম প্রকারের অধিকারী উপাসনা দ্বা উপাস্য সাক্ষাৎকার করিয়া, পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়, ত বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ, (উপাসনার দ্বারা) দৃঢ়তর হইয়া থাকা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর বিদ্বৎসন্ন্যাস ও জীবন্মুক্তি আপনা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানাধিকারীই শাস্ত্রসম্মত মু অধিকারী। বিদ্বৎসন্ন্যাস ও বিবিদিষা-সন্ন্যাস স্বরূপতঃ পৃথক্ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে উভয় প্রক সন্ন্যাস একত্র উক্ত হওয়াতেই উহা 'সংকীর্ণ' বা মিশ্রিতের ন্য প্রতীয়মান হয়।

আজকাল যে সকল (তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু) অধিকারী দেখিতে পা যায়, তাহাদের অধিকাংশই অকৃতোপাস্তি অর্থাৎ উপাসনাসম্পন্ন ন তাহারা কেবল ঔৎসুক্যবশতঃই সহসা তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত এবং তাৎকালিক বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ সম্পাদন করিয়া থাকে ইতোমধ্যে (সঙ্গে সঙ্গে) শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নিষ্পাদিত হইয়া থা এই সকল সাধন দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হইলে, অজ্ঞান সংশয় ও বিপ দূরীভূত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ ভাবে উদিত হইয়া থাকে। তত্ত্ব একবার উদিত হইলে, তাহার বাধক প্রমাণ না থাকাতে এবং অবিদ্যা একবার নিবৃত্ত হইয়াছে তাহার পুনরুৎপত্তির কারণ থাকাতে, সেই তত্ত্বজ্ঞান শিথিল হইয়া পড়ে না বটে, কিন্তু বাসনাক্ষ মনোনাশের অভ্যাস দৃঢ়ভাবে সম্পাদিত না হওয়াতে, ভোগপ্রদ প্রা আসিয়া তাহাদিগকে সময়ে সময়ে বাধা দিলে, সেই বাসনাক্ষয় মনোনাশ সবাত-প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় হঠাৎ নিবৃত্ত হইয়া থা বাসনাক্ষয় বিষয়ে বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

"পূর্ব্বেভ্যস্ত প্রযত্নেভ্যো বিষমোঽয়ং হি সংমতঃ। *
দুঃসাধ্যো বাসনাত্যাগঃ সুমেরূন্মূলনাদপি॥" (উপশমপ্রকরণং ৯২।১০)

পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহের মধ্যে এই বাসনাত্যাগরূপ উপায় অতি কঠিন। পণ্ডিতেরা এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, সুমেরু পর্ব্বতের সমূলে উৎপাটন অপেক্ষাও বাসনাত্যাগ দুঃসাধ্য।

(মনোনাশ বিষয়ে) অর্জ্জুনও বলিতেছেন :—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" (গীতা, ৬।৩৪)

হে ভক্তজনপাপাদিদোষাকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ! হে ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বসম্পদাকর্ষণ কৃষ্ণ! মন যে কেবল স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহা নহে : মন দেহেন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভকর; প্রবল বিচার দ্বারাও ইহাকে সংযত করা যায় না, এবং বিষয়বাসনাবিজড়িত থাকাতে উহা সহজে ভেদ করাও যায় না। আকাশে দোধূয়মান বায়ু যেরূপ কুম্ভাদির দ্বারা রোধ করা অসাধ্য, মনের নিরোধ করাও সেইরূপ অসাধ্য মনে করি।

এইহেতু ইদানীন্তন বিদ্বৎসন্ন্যাসীদিগের পক্ষে জ্ঞানের অনুবৃত্তিমাত্র চলিবে এবং বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ বিষয়ে প্রযত্ন করিতে হইবে—ইহাই সিদ্ধান্ত। এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে—আচ্ছা যে বাসনার ক্ষয় করিবার জন্য যত্ন করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে, সেই 'বাসনা' শব্দে কি বুঝিতে হইবে? এই হেতু বশিষ্ঠ সেই বাসনার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥" (উপশম প্রঃ, ৯১।২৯)

পূর্ব্বাপর বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক (আমি আমার এই প্রকার)

* মূলের পাঠ—সংস্মৃতঃ।

দৃঢ়সংস্কারের সহিত যে (দেহাদি) পদার্থের গ্রহণ হয়, তাহাকেই বাসনা বলে।*

"ভাবিতং তীব্রসংবেগাদাত্মনা যত্তদেব সঃ।
ভবত্যাশু মহাবাহো বিগতেতরসংস্মৃতিঃ॥" (ঐ, ৯১।৩০)

হে মহাবাহো! তীব্রসংবেগসংস্কার-বশতঃ লোকে যাহাই ভাবনা করে, অবিলম্বে তাহাই হইয়া যায়; এবং তাহার অন্য সকল প্রকার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়।†

"তাদৃগ্রূপো হি পুরুষো বাসনাবিবশীকৃতঃ।
সংপশ্যতি যদৈবৈতৎ সদ্বস্থিতি বিমুহ্যতি॥" (ঐ, ৩১)

লোকে আপনার ভাবিতরূপ প্রাপ্ত হইলে, বাসনা দ্বারা অভিভূ

---

* অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' এইরূপ পূর্ব্বার্জ্জিত দৃঢ়সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে কারণ ফল ইত্যাদি বিচার করিবার অবসর না পাইয়া দেহ ইত্যাদিকে 'আমি' বলি মনে করে, তাহাকেই বাসনা বলে। রামায়ণের টীকাকার বলেন:—বাসয়তি দেহাদিভাবে আত্মাকে তদ্রূপ করিয়া দেয়—এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা বাসনা শব্দ নি হইয়াছে।

জীবন্মুক্তগণ পূর্ব্বাপর বিচারশীল; তাঁহাদের দেহাদিসংস্কার বাসনা নহে: কা সেই সংস্কার, বিরোধিবিচার দ্বারা সমাক্রান্ত থাকাতে তাহা তাঁহাদিগকে দেহাদি বাসিত করিতে পারে না।

† মূলে "ভাবিতঃ" পাঠ আছে। উক্ত টীকাকার বলেন:—অজ্ঞানের সহিত দেহাদিসংস্কারের বিরোধ না থাকায়, তীব্রসংবেগবিশিষ্ট ভাবনার দৃঢ়তাব (সেই দেহাদিসংস্কার অজ্ঞানীকে) দেহাদিভাবে বাসিত করিতে পারে, ই শ্লোকের মর্ম্ম।

হইয়া থাকাতে যখনই বিচার করে তখনই 'ইহাই উৎকৃষ্ট' এই ভাবিয়া বিমুগ্ধ হয়। *

"বাসনাবেগবৈবশ্যাৎ স্বরূপং প্রজহাতি তৎ।
ভ্রান্তং পশ্যতি তদ্দৃষ্টিঃ সর্ব্বং মদবশাদিব ॥" (ঐ, ৩২)

বাসনাবেগে অভিভূত হইয়াছে বলিয়া সেই ব্যক্তি সেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। মাদকদ্রব্য সেবন হেতু লোকে যেমন বিলুপ্তবিচারশক্তি হয়, সেও সেইরূপ হইয়া সকল বস্তুই,—বাসনা দ্বারা উপস্থাপিত জগদ্রূপ সকল বস্তুই, ভ্রান্তভাবে দেখিয়া থাকে।

লোকের নিজ নিজ দেশাচার, কুলধর্ম্ম, ভাষা এবং তদন্তর্গত অপশব্দ সুশব্দ প্রভৃতিতে যে অত্যন্তাসক্তি দেখা যায়, তাহাই এবিষয়ে সাধারণ ভাবে দৃষ্টান্ত হইতে পারে। পরে বাসনার প্রকারভেদ উল্লেখ করিয়া বিশেষভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইবে। এই প্রকার বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে :—

"স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥" ইতি (বৃহদা, উ, ৪।৪।৫)

সেই আত্মা, যিনি সাধারণতঃ কামময়, (তিনি) যে প্রকার কামনা-বিশিষ্ট হয়েন, তদনুরূপ অধ্যবসায়বিশিষ্ট হইয়া থাকেন এবং সেই অধ্যবসায় যে প্রকার কর্ম্মের অনুকূল হয়, তিনি সেই প্রকার কর্ম্মের

---

* মূলের পাঠ কিন্তু এইরূপ :—"যৎ পশ্যতি তদেতৎ তৎ সদ্বিত্তি বিমুহ্যতি।"

টীকাকার ব্যাখ্যা করেন :—বাসনা যেমন দেহাদিকে আত্মা বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, সেইরূপ বাহ্যবস্তুকেও সত্তাবান বলিয়া (বস্তুতঃ আছে বলিয়া) দেখাইয়া দেয়। বসতীতি বস্তু—যাহা আছে, তাহাই বস্তু। তাহাও আত্মসত্তা দ্বারা লোককে বাসিত করে বলিয়া বাসনা শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহাতেও খাটিতে পারে।

অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; এবং যে প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই প্রকার ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বাসনার প্রকারভেদ বাল্মীকি এই প্রকারে দেখাইয়াছেন :—

"বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধা জন্মবিনাশিনী ॥
(বাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ, ৩।১১)

শুদ্ধা ও মলিনা ভেদে বাসনা দুই প্রকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 'মলিনা বাসনা' পুনর্জ্জন্ম লাভের কারণ এবং 'শুদ্ধা বাসনা' পুনর্জন্মবিনাশের কারণ।

"অজ্ঞানসুঘনাকারা ঘনাহংকারশালিনী।
পুনর্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ ॥" (ঐ, ১২)

পণ্ডিতগণ বলেন যে মলিন বাসনা অজ্ঞান দ্বারা ঘনীভূতাকৃতি এবং তাহা দৃঢ়াহঙ্কারসম্বলিত। এই বাসনাই পুনর্জ্জন্মলাভের হেতু হয়। *

"পুনর্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা স্থিতং সংভৃষ্টবীজবৎ।
দেহার্থং ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে ॥" (ঐ, ১৩)

(তাঁহারা বলেন যে) যে বাসনা জ্ঞাতব্য (আত্মতত্ত্ব) অবগত হইয়া ভৃষ্টবীজের ন্যায় পুনর্জন্মের অঙ্কুর বিনষ্ট করিয়া (জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক) কেবল

---

* রামায়ণের টীকাকার বলেন :—বাসনা বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে অজ্ঞানই সুন্দর ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রে সুঘনাকারা বিষয়ানুসন্ধানাভ্যাসদ্বারা-পরিপুষ্টাকৃতি—বাসনা বীজ, কেননা, বাসনা রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। নিবিড়াহঙ্কার সেই ক্ষেত্রের উপসেচক ক্ষেত্রিক, তাহার দ্বারাই সেই বাসনা বর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইয়া শোভা পায়।

দেহধারণ নির্ব্বাহ জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাকে 'শুদ্ধা বাসনা' বলে। *

'অজ্ঞানসুঘনাকারা'—অজ্ঞান, দেহাদি পঞ্চকোশ এবং সেই দেহাদির সাক্ষী চিদাত্মা এতদুভয়ের ভেদকে আবরণ করিয়া রাখে অর্থাৎ বুঝিতে দেয় না। সেই অজ্ঞান দ্বারা যাহার আকার সম্যক্ প্রকারে ঘনীভূত হইয়াছে, তাহাকেই 'অজ্ঞানসুঘনাকারা' বলা হইতেছে। যেমন দধির সহিত মিলিত হইলে দুগ্ধ ঘনীভূত হইয়া যায়, অথবা যেমন তরল ঘৃত অত্যন্ত শীতল স্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া রক্ষিত হইলে অত্যন্ত ঘন হইয়া যায়, (অজ্ঞান দ্বারা) বাসনাও সেইরূপ ঘনীভূত হইয়া যায় বুঝিতে হইবে। এস্থলে ঘনীভাব শব্দে ভ্রমপরম্পরা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষোড়শাধ্যায়ে আসুরসম্পৎ বর্ণনা করিবার কালে সেই মলিন বাসনা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥" (গীতা, ১৬।৭)

আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ (ধর্ম্মে প্রবর্ত্তক) বিধিবাক্য ও অনর্থ হইতে

---

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামায়ণের টীকাকার বলেন:—যেমন বীজের অভ্যন্তরে অঙ্কুর সকল সূক্ষ্মভাবে থাকে, এবং কাল ও জলাদি সম্বন্ধহেতু আবির্ভূত হয়, সেইরূপ (ভাবী) জন্মসমূহ বাসনার অভ্যন্তরে বাস করে এবং কামকর্ম্মাদিনিমিত্তবশে আবির্ভূত হয়; কারণ যাহা একান্ত অসৎ তাহার উৎপত্তি সম্ভবে না। পরে তত্ত্বজ্ঞান যখন অবিদ্যাক্ষেত্র দগ্ধ করিয়া দেয়, তখন সেই অবিদ্যাক্ষেত্রের অন্তর্গত জন্মাঙ্কুরসমূহ বিনষ্ট হইলেও বাসনা স্বকীয় ও পরকীয় প্রারব্ধ দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া ভৃষ্টবীজের (খৈ প্রভৃতির) ন্যায় কেবলমাত্র দেহধারণরূপ প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য অবশিষ্ট থাকে। তাহাকেই 'শুদ্ধ বাসনা' বলে।

নিবর্ত্তক নিষেধবাক্য জানে না। ঐ সকল ব্যক্তিতে শুচিতা, আচার ব
সত্যনিষ্ঠা থাকে না।

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥" (ঐ, ৮)

সেই আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে যে, আমরা যেরূপ অসত্য-
বহুল, এই জগৎও তদ্রূপ; ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া জগতের কোনও প্রতিষ্ঠা
নাই। এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোনও ব্যপস্থাপক নাই। এই জগৎ
স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইতেই নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে; কামই জগতের
হেতু, এতদ্ব্যতীত অন্য কি জগতের কারণ হইতে পারে?

"এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।" (ঐ, ৯)

এই মত অবলম্বন করিয়া নষ্টাত্মা স্বল্পবুদ্ধি ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তিগণ জগতের
বিনাশের নিমিত্ত জগতের শত্রুরূপে উত্থিত হয়।

"কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥" (ঐ, ১০)

যে সকল কামনার পূরণ হওয়া অসম্ভব, এই প্রকার কামনা আশ্র
করিয়া এবং কাপট্য, গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্যযুক্ত হইয়া, তাহারা মোহবশতঃ অস
মত সকল অবলম্বন করে এবং মদ্যমাংসাদি অশুচিদ্রব্য-সাপেক্ষ নিয়ম
পালনে তৎপর হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

"চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥ (ঐ, ১১)

তাহারা মরণান্ত অপরিমেয় চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কামোপভো
পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য এইরূপ সংস্কারাপন্ন হই

"আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥" (ঐ, ১২)

শত শত আশারূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া এবং কামক্রোধের বশীভূত হইয়া কামোপভোগের নিমিত্ত অসদুপায়ে প্রচুরপরিমাণ অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা করে।

লোকে অহঙ্কারপরবশ হইয়া কি প্রকার চিন্তা করে, তাহা সেই স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে। (গীতা ১৬।১৩-১৬)

"ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥"

অদ্য আমার এই লাভ হইল এবং এই অভিলষিত প্রিয়বস্তু পরে পাইব; আর আমার এই ধন আছে এবং পুনরায় ঐ ধন আমার হইবে।

"অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥"

ঐ শত্রু আমি বিনাশ করিয়াছি এবং অপর যে সকল শত্রু আছে, তাহাদিগকেও আমি বিনাশ করিব, আর আমি কর্ত্তা, আমি ভোগী আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্ এবং আমি সুখী।

"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥"

আমি ধনবান্ কুলীন; আমার তুল্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব, এই প্রকারে অজ্ঞান দ্বারা বিমোহিত হইয়া থাকে।

"অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥"

বিবিধ প্রকারের অভিলাষবশতঃ বিক্ষেপপ্রাপ্ত হইয়া এবং মোহ-জালদ্বারা মৎস্যের ন্যায় সমাবৃত হইয়া এবং কামোপভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহারা অশুচি নরকে পতিত হয়।

ইহা দ্বারা এইরূপ অহঙ্কার যে পুনর্জন্মলাভের কারণ, তাহা বলা হইল। তাহা আবার সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন (গীতা ১৬।১৭—২০):-

"আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥"

তাহারা (সাধুদিগের কর্ত্তৃক পূজিত না হইয়া) আপনাদিগের দ্বারা বিবিধগুণোপেত বলিয়া পূজিত হয়। তাহারা অনম্রস্বভাব এবং ধনাদিজনিত মান ও অহঙ্কারবিশিষ্ট হয়। তাহারা কপটতা বা বাহ্যি আড়ম্বরযুক্ত নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই সকল অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে সম্পাদন করে না।

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥"

তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধবিশিষ্ট হইয়া এবং পরগুণে দোষাবিষ্কারপরায়ণ হইয়া স্বদেহে ও পরদেহে (তৎ তৎ বুদ্ধি ও কর্ম্মের সাক্ষীভূত) আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে।

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥"

সেই মদ্বিদ্বেষী ক্রূরস্বভাব পাপকর্ম্মকারী নরাধমদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ সংসারে অতিক্রূর ব্যাঘ্রাদি যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥" ইতি

হে কৌন্তেয়, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনিতে জন্মলাভ করিয়া আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যাহাকে 'শুদ্ধবাসনা' বলে, তাহাতে জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞান থাকে অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞানই শুদ্ধ বাসনার লক্ষণ। সেই জ্ঞাতব্য বস্তু কি প্রকার, তাহা ভগবান্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩।১২—১৭) বলিতেছেন।

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥"

যে বস্তুকে জানিতে হইবে, তাহা আমি প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করিব। তাহাকে অবগত হইয়া লোকে অমৃতলাভ করে; তাহা আদিহীন পরব্রহ্ম. তাহাকে পণ্ডিতগণ না সৎ না অসৎ এইরূপ বর্ণনা করেন।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, পদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্ব্বত্রই তিনি শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন, তিনি সকল বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥"

তিনি ইন্দ্রিয়গণের রূপরসাকারাদিবৃত্তিতে প্রকাশমান হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, তিনি সর্ব্বসংশ্লেষরহিত হইয়াও সকলের ধারক এবং সত্ত্বাদিগুণরহিত হইয়াও সুখদুঃখাদিরূপে পরিণত গুণসমূহের উপলব্ধিকর্ত্তা।

"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥"

তিনি (চরাচর) ভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত আছেন, চলিষ্ণু ও অচল, তিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া দুর্বি যতদিন অবিদিত থাকেন, ততদিন তিনি সুদূরে অবস্থিত এবং হইলে অতি নিকটবর্ত্তী (আত্মা)।

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥"

তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত আ সেই জ্ঞেয় বস্তুই ভূতসমূহের অবস্থিতিকালে তাহাদের ধারক, প্রল তাহাদের ভক্ষক এবং উৎপত্তিকালে তাহাদের উৎপাদক।

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।"

যিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থেরও জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

এ স্থলে তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ এই উভয় প্রকার লক্ষণ যাহাতে পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারা যায়, এই নিমিত্ত পর সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভয় প্রকার স্বরূপই বর্ণিত হই যাহা কোনও সময়ে (অর্থাৎ আগন্তুক ভাবে) (লক্ষয়িতব্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে লক্ষিত করে তাহার নাম "তটস্থ যথা, দেবদত্তনামক ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতে হইলে তাহার গৃহ তটস্থ লক্ষণ। * যাহা তিন কালেই (ভূত, বর্ত্তমান ও ভবি লক্ষয়িতব্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকিয়া তাহাকে লক্ষিত

* 'দেবদত্ত কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় "এই গৃহ যাঁর তিনি" তাহা হইলে 'গৃহ' দেবদত্তের তটস্থ লক্ষণ হইল।

তাহা "স্বরূপ লক্ষণ"। যেমন চন্দ্রকে বুঝাইতে হইলে 'প্রকৃষ্ট প্রকাশ' তাহার স্বরূপ লক্ষণ।

(এস্থলে একটি আপত্তি উঠিতেছে—)

আচ্ছা, বাসনার লক্ষণ করিবার কালে "পূর্ব্বাপর বিচার ত্যাগরূপ স্বভাব ধরিয়া বাসনার লক্ষণ করা হইয়াছে (১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞানই শুদ্ধবাসনার লক্ষণ এইরূপ বলা হইয়াছে এবং সেই জ্ঞান, বিচার হইতে জন্মে। সুতরাং বিচার শূন্য না হইলে যদি 'বাসনা' না হয় তবে এই শুদ্ধবাসনা বিচারযুক্ত হইয়া কিরূপে বাসনাপদবাচ্য হইল ? শুদ্ধবাসনায় লক্ষণ ত' খাটিতেছে না।"

উত্তর—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না, কেন না, বাসনার লক্ষণ করিবার কালে (১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) "দৃঢ় সংস্কারের সহিত" এই শব্দগুলি লক্ষণে সংযোজিত হইয়াছে। যেমন অহঙ্কার, মমকার, কাম ক্রোধ প্রভৃতি মলিন বাসনা (পূর্ব্ব পূর্ব্ব) বহুজন্মে দৃঢ়রূপে ভাবিত হওয়াতে এই জন্মে পরের উপদেশ বিনাই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্ত্বের প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান বিচারজন্য হইলেও সেই তত্ত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর আদরের সহিত ভাবিত হওয়াতে পরবর্ত্তিকালে সম্মুখবর্ত্তী ঘটের ন্যায়, বাক্য, যুক্তি পরামর্শ বিনাই একেবারে স্ফুরিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের সেই প্রকার অনুবৃত্তির সহিত মিলিত যে ইন্দ্রিয়ব্যবহার, তাহারই নাম শুদ্ধবাসনা এবং সেই শুদ্ধবাসনা কেবল দেহধারণ ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত উপযোগী হয়; তাহা দম্ভ, দর্প প্রভৃতি আসুরীসম্পৎ কিংবা জন্মান্তরের হেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ ব্রীহি প্রভৃতির বীজ ভাজা হইলে, তদ্দ্বারা কেবল শস্যাগার (মরাই) পূর্ণ করা চলিতে পারে; তদ্দ্বারা রুচিকর অন্ন কিংবা (নূতন) শস্য উৎপাদিত হইতে পারে না, সেইরূপ।

মলিন বাসনা তিন প্রকার যথা—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহবাসনা।

'সকল লোকে যাহাতে আমার নিন্দা না করে বা আমাকে স্তুতি ক আমি সর্ব্বদা সেইরূপ আচরণ করিব, এইরূপ প্রবল ইচ্ছার লোকবাসনা। সেইরূপ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা অসাধ্য বলিয়াই বাসনা মলিন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ, বাল্মীকি (নারদ "কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্" (রামায়ণ বাল ১।১)—অধুনা (এই) সংসারে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্ বীর্য্যবান্ ই (বিশেষণসমূহের) দ্বারা নানাপ্রকারে প্রশ্ন করিলেন। নারদ সেই প্র উত্তর দিলেন—"ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।" ই বংশসম্ভূত সর্ব্বজনবিদিত রামই সেইরূপ ব্যক্তি।—সেইরূপ রামচন্দ্রে এবং পতিব্রতাশিরোমণিভূতা জগন্মাতা সীতারও এরূপ লোকাপবাদ যে তাহা কানে শুনা যায় না, অন্যের কথা কি বলিব? আরও দেখ, বি বিশেষ দেশের মধ্যে পরস্পর প্রচুর নিন্দাবাদও শুনা যায়। দাক্ষি ব্রাহ্মণগণ উত্তর দেশীয় (আর্য্যাবর্ত্তবাসী) বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকেও মাংসা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাও আবার দাক্ষিণাত্য দিগকে মাতুলকন্যা বিবাহ করে এবং যাত্রাকালে মৃত্তিকানির্ম্মিত (য কার্য্যে ব্যবহৃত?) পাত্রাদি বহন করে বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে আবার দেখ, ঋগ্বেদীয়গণ কণ্বশাখা অপেক্ষা আশ্বলায়নশাখাকে উ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু বাজসনেয়িগণ (শুক্লযজুর্বেদি তাহার বিপরীত মনে করেন।

এইরূপ, নিজ নিজ কুল, গোত্র, বন্ধুবর্গ, ইষ্টদেবতা প্রভৃতির প্র এবং পরকীয়ের নিন্দা, বিদ্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীজাতি রাখাল পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই প্রচলিত আছে।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন :—

"শুচিঃ পিশাচো বিচলো বিচক্ষণঃ
ক্ষমোঽপ্যশক্তো বলবাংশ্চ দুষ্টঃ
নিশ্চিন্তচোরঃ সুভগোঽপি কামী
কো লোকমারাধয়িতুং সমর্থঃ ?॥" ইতি

লোকে শুচিব্যক্তির, পিশাচ (বা যক্ষ) নাম রটাইয়া থাকে, বিচক্ষণ ব্যক্তিকে গর্ব্বিত বলিয়া নিন্দা করে, ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে (প্রতীকারে) অক্ষম বলে, বলবান্ ব্যক্তিকে দুষ্ট (নিষ্ঠুর) বলে, চিন্তহীন (আত্মসমাহিত) ব্যক্তিকে চোর বলে এবং সুদর্শন ব্যক্তিকে কামী বলে। সংসারে কোন্ ব্যক্তি সকল লোককে তুষ্ট করিতে পারে ?

"বিদ্যতে ন খলু কশ্চিদুপায়ঃ, সর্ব্বলোকপরিতোষকরো যঃ।
সর্ব্বথা স্বহিতমাচরণীয়ং, কিং করিষ্যতি জনো বহুজল্পঃ ২॥"। ইতি চ

যদ্দ্বারা সংসারের সকল লোককেই তুষ্ট করা যাইতে পারে, এইরূপ কোনও উপায় নাই। সেইহেতু সর্ব্বপ্রকারে নিজের কল্যাণসাধন করিবে। (সংসারের) লোক নানা কথাই কহিয়া থাকে ; তাহারা তোমার কি করিবে ?

এইহেতু, লোকবাসনা একটি মলিন বাসনা ; উহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, মোক্ষশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে যিনি, যোগিশ্রেষ্ঠ, তিনি নিন্দা ও স্তুতিতে নির্ব্বিকার থাকেন।

শাস্ত্র বাসনা তিন প্রকার (যথা)—

পাঠব্যসন (পাঠাসক্তি), শাস্ত্রব্যসন (বিবিধ বিদ্যাসক্তি) ও অনুষ্ঠান-ব্যসন।

ভরদ্বাজে পাঠব্যসন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভরদ্বাজ তিন জন্মে সমস্ত পুরুষায়ুষ্কাল ধরিয়া বহু বেদ অধ্যয়ন করিয়াও চতুর্থ জন্মে ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া, সেই জন্মেও অবশিষ্ট বেদসমূহ অধ্যয়ন করিতে উদ্যম

করিয়াছিলেন। সেই পাঠও অসাধ্য বলিয়া তদ্বিষয়ক বাসনা মলিনবাসনা। ইন্দ্র তাঁহাকে সেই উদ্যমের অসাধ্যতা বুঝাইয়া দিলেন এবং পাঠ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যাইবে।*)

সেইরূপ বহু শাস্ত্রপাঠে আসক্তিও মলিন বাসনা; কেননা, তাহাতে চরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। কাবষেয় † গীতায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়:—

"কশ্চিন্মুনির্দুর্ব্বাসা বহুবিধশাস্ত্রপুস্তকভারৈঃ সহ মহাদেবং নমস্কর্তুমাগতস্তৎসভায়াং নারদেন মুনিনা ভারবাহিগর্দ্দভসাম্যমাপাদিতঃ কোপাৎ পুস্তকানি লবণার্ণবে পরিত্যজ্য মহাদেবেনাত্মবিদ্যায়াং প্রবর্ত্তিতঃ ইতি।"

দুর্ব্বাসা নামে কোনও মুনি বহুবিধশাস্ত্রপুস্তকের বোঝা লইয়া মহাদেবকে নমস্কার করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সভায় নারদমুনি তাঁহাকে ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা পুস্তকের বোঝা লবণসমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন। তদনন্তর মহাদেব তাঁহাকে আত্মবিদ্যায় প্রবৃত্ত করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি অন্তর্মুখ নয়

---

* এই গ্রন্থের অন্যান্য প্রতিলিপিতে—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অনুবাদ:—কথিত আছে, ভরদ্বাজ তিন আয়ুষ্কাল ধরিয়া (কেবল) ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। তিনি জীর্ণকায় ও বৃদ্ধ হইয়া শয়ান আছেন, এমন সময় ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—ভরদ্বাজ, যদি তোমাকে চতুর্থ আয়ুষ্কাল প্রদান করি, তবে তুমি তাহা পাইলে কি কর? তিনি বলিলেন,—"তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করি"। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে তিনটি পর্ব্বত-সদৃশ অপঠিতগ্রন্থরাশি দেখাইলেন। সেই তিন গ্রন্থরাশি হইতে এক এক মুষ্টি লইয়া ভরদ্বাজের সন্নিকটে গিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—ভরদ্বাজ ইহাদের সকলগুলিই বেদ জানিও।

† এই কাবষেয় গীতায়ও কোন সন্ধান পাই নাই।

ও গুরুকৃপায় বঞ্চিত, তাহার কেবল বেদশাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা আত্মবিদ্যা জন্মে না। এই মর্ম্মে শ্রুতিবচন আছে (কঠ ২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩)

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" ইতি

এই প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ, বেদাধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, (গ্রন্থার্থধারণশক্তিরূপ) মেধা দ্বারাও নহে, (উপনিষদ্বিচারব্যতিরিক্ত) অনেক শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও নহে।

স্থানান্তরেও কথিত হইয়াছে :—

"বহুশাস্ত্রকথাকন্থা রোমন্থেন বৃথৈব কিম্।
অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন তত্ত্বজ্ঞৈর্জ্যোতিরান্তরম্ ॥" ইতি

(মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৩)

গো-ছাগাদি যেরূপ কন্থা ভোজন করিয়া, তাহা রোমন্থন করে, সেইরূপ বহুশাস্ত্র-বচন সংগ্রহ করিয়া বৃথা আবৃত্তি করিলে কি হইবে ? (গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ হইতে) তত্ত্ব অবগত হইয়া, প্রযত্ন সহকারে সেই হৃদয়স্থ আত্মজ্যোতির অন্বেষণ করাই আবশ্যক।

"অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা ॥" ইতি চ

(মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৫)

যে ব্যক্তি চারিবেদ এবং প্রচুর পরিমাণে ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ অধ্যয়ন করিয়াও ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে না পারে, তাহাকে দর্ব্বীর (বা হাতানামক পাকযন্ত্রের) মত দুর্ভাগ্য মনে করিতে হইবে ; কেননা, দর্ব্বী পায়সাদি রন্ধন করিলেও তাহা আস্বাদন করিতে জানে না।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—(সপ্তম অধ্যায়ে) নারদ চৌষট্টি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া, সনৎকুমারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

অনুষ্ঠান-ব্যসন বিষ্ণুপুরাণে নিদাঘের চরিত্রে (বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়াংশ ১৫শ ও ১৬শ অধ্যায়) এবং বাসিষ্ঠ রামায়ণে দাশূরচরিত্রে (স্থিতি প্রকরণ ৪৮শ হইতে—৫১শ অধ্যায়ে) দেখিতে পাওয়া যায়। ঋভু নিদাঘকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইলেও, নিদাঘ কর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধাজড়তা দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করে নাই। দাশূরও অত্যন্ত শ্রদ্ধাজড়তাবশতঃ সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও অনুষ্ঠানের উপযুক্ত শুদ্ধস্থান খুঁজিয়া পাইলেন না। এই কর্ম্মবাসনা পুনর্জন্মের কারণ বলিয়া, ইহা মলিন। অথর্ব্ববেদিগণ, এই মর্ম্মে পাঠ করিয়া থাকেন :—(মুণ্ডক ১।২।৭—১।২।১০)

"প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাভিযন্তি॥" ৭

[এই মন্ত্রে উপাসনাবর্জ্জিত কেবল-কর্ম্মের ফলের ও কর্ম্মকর্ত্তৃগণের নিন্দা করা হইতেছে] :—

এই (অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ) যজ্ঞকর্ত্তৃগণ—হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, প্রতিপ্রস্থাতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, নেষ্টা, আগ্নীধ্র, প্রতিহর্ত্তা, গ্রাবস্তুৎ, নেতা, পোতা ও সুব্রহ্মণ্য—এই ষোল জন এবং যজমান ও যজমানপত্নী, যাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয় এবং যাঁহারা উপাসনাবর্জ্জিত কেবল-কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা ভেলার ন্যায় ক্ষুদ্র নদী উত্তীর্ণ হইবার সাধন হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ভবাব্ধিপারে লইয়া যাইতে সমর্থ নহেন। কেননা, তাঁহারা অদৃঢ় অর্থাৎ স্বল্পমাত্র বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হইয়া স্বর্গপর্য্যন্তও পাওয়াইতে পারেন না। যে অজ্ঞব্যক্তিগণ উপাসনা-রহিত কেবল-কর্ম্মকে মোক্ষসাধন মনে করিয়া হর্ষপ্র

হয়েন, তাঁহারা (কিছুকাল স্বর্গে অবস্থান করিয়া) পুনর্ব্বার জরাসহিত মরণ অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনেব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥" ৮

এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কেবল-কর্ম্মিদিগের নিন্দা করিতেছেন—সেই কেবল-কর্ম্মিগণ মূঢ় অর্থাৎ বিবেকশূন্য এবং অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত কর্ম্মাভিমানী, তাহারা আপনাদিগকে প্রজ্ঞাবান্ ও বিদিততত্ত্ব মনে করিয়া নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরিক্লিষ্ট হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ জরামরণরূপ অনর্থ প্রাপ্ত হয়। যেমন কয়েকটি অন্ধ, অপর এক অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কুপথগামী হয় এবং তাহার ফলে গর্ত্তপতনাদিজন্য নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্ধ গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, কর্ম্মিগণ জরামরণাদি দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাঃ
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥" ৯

সেই আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ অবিদ্যাকার্য্যবিষয়ক বিবিধ প্রকারের অভিমানদ্বারা আক্রান্ত হইয়া, আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু কর্ম্মিগণ কর্ম্মফলেচ্ছা-বশতঃ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না, সেই হেতু, অর্থাৎ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানহেতু দুঃখপ্রাপ্ত ও বিনষ্ট-কর্ম্মফল হইয়া, তাহারা স্বর্গলোক হইতে অধঃপতিত হয়।

"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেনানুভূত্বা
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥" ১০

পুত্রাদিতে প্রসক্তিবশতঃ জ্ঞানহীন সেই কেবল-কর্ম্মিগণ, যাগাদি বৈদিককর্ম্ম এবং বাপীকূপতড়াগাদি নির্ম্মাণরূপ স্মার্ত্তকর্ম্ম, শ্রেয়ঃ সাধন বলিয়া মনে করে এবং অপরটিকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে শ্রেয়ঃ সাধন বলিয়া বুঝে না। তাহারা স্বর্গের উচ্চস্থানে পূর্ণকর্ম্মফল অনুভব করিয়া, এই মনুষ্যলোক কিংবা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট তির্য্যঙ্‌ নরকাদিতে প্রবেশ করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও (ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪২-৪৬ শ্লোকে) বলিয়াছেন:—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

হে পার্থ, স্বল্পবুদ্ধি (অবিবেকী) লোকে (বহু অর্থবাদবিশিষ্ট এবং বহুফল ও বহু সাধনের প্রকাশক) বেদবাক্যসমূহে আসক্ত হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় শোভমান অর্থাৎ শ্রবণরমণীয় যে সকল বাক্য বলিয়া থাকে, (সেই সকল বাক্যের মর্ম্ম এই যে) স্বর্গপশ্বাদি-ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঐ সকল লোক কামস্বভাব, এবং স্বর্গপ্রাপ্তিই তাহাদের পরমপুরুষার্থ; তাহাদের ঐ সকল বাক্য, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ বিশেষ অনেক ক্রিয়াই প্রতিপাদন করিয়া থাকে (সুতরাং)

জন্মরূপ কর্ম্মফল প্রদান করাই ঐ সকল বাক্যের একমাত্র ফল। যাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্ত, তাহাদের চিত্ত পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে, তাহাদের সাংখ্যযোগে বা কর্ম্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অন্তঃকরণে গঠিত হইতেই পারে না।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥"

বেদসমূহ (অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড), ত্রিগুণময় সংসারেরই প্রতিপাদক; হে অর্জ্জুন, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম হও এবং (নিষ্কাম হইবার নিমিত্ত, অগ্রে) শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু এবং অর্জ্জনরক্ষণবিরত হইয়া সর্ব্বদা সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সাবধান হইয়া থাক, (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে প্রশ্রয় দিওনা)।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥"

কূপতড়াগাদি পরিচ্ছিন্ন জলাশয়ে স্নানপানাদি যে সকল প্রয়োজন সংসাধিত হইয়া থাকে, সমুদ্রের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন এক জলাশয়ে, যাহাতে চতুর্দ্দিক্ হইতে জল আসিয়া পড়ে তাহাতেও, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র জলাশয়-নিষ্পাদ্য প্রয়োজন সংসাধিত হইয়া থাকে। কেননা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি বৃহতের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। সেইরূপ বেদোক্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের দ্বারা যে যে প্রয়োজন সংসাধিত হয় তৎসমস্তই পরমার্থতত্ত্বদর্শী, (একমাত্র) বিজ্ঞানের ফলরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ বেদোক্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ফল সমস্তই একমাত্র পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞান ফলের অন্তর্ভূত।

শাস্ত্রবাসনা দর্প উৎপাদন করে বলিয়া, তাহা মলিন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে * পাঠ করা যায় যে, শ্বেতকেতু স্বল্পকাল মধ্যেই

* ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ।

সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া দর্পবশতঃ পিতার সমক্ষেই অবিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর কৌষীতকী * ও বাজসনেয়ী (বৃহদারণ্যক)† উপনিষদে পড়া যায় যে, বালাকি কয়েকটি উপাসনাতত্ত্ব অবগত হইয়া (এত) গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে, উশীনর প্রভৃতি বহুদেশ দিগ্বিজয় করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া (শেষে) এতদূর ধৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, কাশীতে আসিয়া ব্রহ্মবিদ্‌দিগের শিরোমণি অজাতশত্রুকে (ও) উপদেশ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

দেহ-বাসনাও তিন প্রকার; যথা—আত্মত্ব-ভ্রম অর্থাৎ দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা; গুণাধান-ভ্রম অর্থাৎ যে সকল গুণ জনসমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে, সেই সকল গুণ অর্জ্জন করিবার প্রয়াস; এবং দোষাপনয়ন-ভ্রম অর্থাৎ দেহের রোগ অশুচিতা প্রভৃতি অপনয়ন করিবার প্রয়াস। তন্মধ্যে দেহে আত্মবুদ্ধি ভগবান্ ভাষ্যকারকর্ত্তৃক (শারীরক ভাষ্যে ১৷১৷১) বিবৃত হইয়াছে—

"দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ" ‡ ইতি।

চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রই আত্মা, সাধারণ (জ্ঞানচর্চ্চাবিহীন অজ্ঞ) লোকে এবং চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ এইরূপ বুঝিয়াছেন। সাধারণ অজ্ঞ লোকের উক্ত ধারণাটি তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; যথা—ব্রহ্মবল্লী (২৷১৷১)

---

* কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরম্ভ।

† বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ।

‡ "প্রাকৃতা জনাঃ" এইরূপ পাঠও আছে (কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত বেদান্তদর্শন ৫৯ পৃঃ)। বেদান্তবাগীশকৃত টীকা—চার্ব্বাকের মতে দেহাতিরিক্ত চৈতন্য নাই; সুতরাং জীবদ্দেহই আত্মা বা অহমাস্পদ। দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, ইহার উপাদানীভূত ভূতনিবহের গুণ বা ধর্ম্ম।

"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "তস্মাদন্নং তদুচ্যতে" (এই গ্রন্থাংশে)।

"অন্ন হইতে জাত সেই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ শিরঃপাণ্যাদিমান্ স্থূলদেহ, অন্নরসের বিকার।..................সেই হেতু অর্থাৎ ভক্ষ্য ও ভোক্তা বলিয়া, তাহাকে অর্থাৎ সেই ভক্ষ্য এবং ভোক্তৃকর্ত্তৃক ধৃত দেহকে মনীষিগণ অন্ন বলিয়া থাকেন"। আর ছান্দোগ্য-উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে * পাঠ করা যায় যে বিরোচন (স্বয়ং) প্রজাপতিকর্ত্তৃক (ব্রহ্মবিদ্যায়) উপদিষ্ট হইয়াও স্বকীয় চিত্তদোষবশতঃ দেহাত্মবুদ্ধিকে দৃঢ় করিয়া অসুরদিগকে (তদ্রূপ) উপদেশ করিয়াছিলেন।

গুণাধান দুই প্রকারের, যথা—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। উত্তম (কণ্ঠ বা বাদ্যাদি) শব্দ সম্পাদন শিক্ষা লৌকিক গুণাধানের দৃষ্টান্ত। অনেকে কোমলস্বরে গান করিতে বা পাঠ করিতে পারিবে বলিয়া তৈলপান, মরিচ ভক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকে; শরীর কোমলস্পর্শ হইবে বলিয়া অনেকে পুষ্টিকর ঔষধ ও আহার গ্রহণ করিয়া থাকে; লাবণ্যের জন্য লোকে তৈলাদি, সুগন্ধ চূর্ণদ্রব্য, সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে এবং দেহকে সুগন্ধ করিবার নিমিত্ত পুষ্পমাল্য ও আলেপন ধারণ করে।

শাস্ত্রীয় গুণাধানের নিমিত্ত লোকে গঙ্গাস্নান, শালগ্রাম পূজা ও তীর্থদর্শন করিয়া থাকে।

দোষাপনয়ন দুই প্রকার—লৌকিক ও বৈদিক। চিকিৎসকোক্ত ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা মুখাদি প্রক্ষালন দ্বারা লৌকিক; এবং শৌচ, আচমন প্রভৃতি দ্বারা বৈদিক দোষাপনয়ন সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই

* অষ্টমাধ্যায়ের সপ্তম খণ্ড হইতে আরম্ভ।

দেহবাসনার মলিনতা (পরে) বর্ণিত হইবে। দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা—অপ্রামাণিক এবং অশেষ দুঃখের কারণ বলিয়া, দেহাত্মবুদ্ধি-মলিনবাসনা। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই এ বিষয়ে (এই বাসনার মলিনতা বুঝাইতে) সবিশেষ বলপ্রয়োগ করিয়াছেন (অর্থাৎ বহুলপরিমাণে বলবদ্‌যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন)। গুণাধান সম্পাদিত হওয়া প্রায় আমরা দেখিতে পাই না। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেক গায়ক ও পাঠক প্রকৃষ্ট যত্ন করিয়াও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর লাভ করিতে পারে না। শরীরে কোমলস্পর্শতা ও পুষ্টিসম্পাদন অব্যভিচারিভাবে ঘটিতে দেখা যায় না (অর্থাৎ কখনও ঘটে কখনও ঘটে না)। লাবণ্য এবং সৌগন্ধ্য বস্ত্রমাল্যাদিতে থাকে, তাহাদিগকে দেহে থাকিতে দেখা যায় না। এই হেতু বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

"মাংসাসৃক্‌পূযবিন্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ।"

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৬৩) *

কোনও অবিবেকী ব্যক্তি যদি মাংস, রক্ত, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা এবং অস্থির সংঘাতরূপ দেহে প্রীতিযুক্ত হয়েন, তবে তিনি নরকেও সেইরূপ (প্রীতিযুক্ত) হইবেন।

"স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।
বিরাগকারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে॥" (মুক্তিকোপনিষৎ ২।...)

যে পুরুষ স্বদেহের অশুচিগন্ধের দ্বারাই দেহের প্রতি বৈরাগ্য-যুক্ত না হয়েন, তাঁহাকে বৈরাগ্যের জন্য আর কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে?

আর শাস্ত্রে যে গুণাধানের বিধান আছে, তাহা তদপেক্ষা প্রবল...

* নারদ পরিব্রাজকোপনিষদেও ইহা ৪৮ সংখ্যক শ্লোক বা মন্ত্র।

অন্য শাস্ত্রবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়াতে, তাহাকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। যেমন এক শাস্ত্রে আছে—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি," কোন জীবের হিংসা বা বধ করিতে নাই; আবার অন্য শাস্ত্রে আছে—"অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" "যজ্ঞীয় পশু বধ করিবে"। শেষোক্ত শাস্ত্রদ্বারা যেরূপ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের অপবাদ বা নিষেধ হইল, * সেইরূপ এই অন্য প্রবল শাস্ত্র আছে :—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

ভাগবত ১০।৮৪।১৩।

যিনি বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিধাতুনির্ম্মিত—শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে করেন, পত্নী প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া মনে করেন—অর্থাৎ তাহাতে মমতা বুদ্ধি করেন, মৃৎপ্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিকেই পূজার্হ বলিয়া মনে করেন এবং সলিলকেই তীর্থ বলিয়া মনে করেন, (কিন্তু) তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসমূহে সেই সেই বুদ্ধি করেন না, তিনি গবাদির (খাদ্য বহনযোগ্য) গর্দ্দভ অথবা অত্যবিবেকী এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

"অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥" †

দেহ অত্যন্ত মলিন, দেহী (আত্মা) অত্যন্ত নির্ম্মল—এতদুভয়ের এইরূপ প্রভেদ বুঝিলে কাহার শৌচের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? অর্থাৎ—দেহের শৌচ হইতেই পারে না এবং দেহীর শৌচের প্রয়োজন নাই।

* সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে, দ্বিতীয় কারিকার ব্যাখ্যানে বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি দ্রষ্টব্য।
† এই শ্লোকেরও মূল পাই নাই।

যদ্যপি এই শাস্ত্রবাক্য দ্বারা শরীরের দোষোপনয়নেরই নিষেধ করা হইয়াছে, গুণাধানের নহে, তথাপি প্রবল দোষের প্রতিকূলতা থাকিলে, গুণাধান করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া, তাৎপর্য্যদ্বারা গুণাধানেরই নিষেধ করা হইয়াছে (বুঝিতে হইবে)। (বেদের) মৈত্রায়ণী শাখায় এই শরীরের অত্যন্ত মলিনতা সম্বন্ধে এই শ্রুতি আছে :—

"ভগবন্নস্থিচর্ম্মস্নায়ুমজ্জামাংসশুক্রশোণিতশ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাদূষিতে বিণ্মূত্র বাতপিত্তসংঘাতে দুর্গন্ধে নিঃসারেঽস্মিন্ শরীরে কিং কামোপভোগৈঃ" ইতি। (মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ। ১ম প্রপাঠক, ২ কণ্ডিকা।)

হে ভগবন্। এই শরীর, চর্ম্ম, স্নায়ু, মজ্জা, মাংস, শুক্র, শোণিত, শ্লেষ্মা, অশ্রু ও পিচুটী (চক্ষুক্লেদ) দ্বারা দূষিত ; ইহা বিষ্ঠা-মূত্র-বায়ু পিত্তাদির সংঘাতমাত্র—দুর্গন্ধ ও নিঃসার। এইরূপ দেহে আবার কাম্যবস্তূপভোগের প্রয়োজন কি ?

"শরীরমিদং মৈথুনাদেবোদ্ভূতং সম্বিদ্‌ব্যপেতং নিরয় এব মূত্রদ্বারেণ নিষ্ক্রান্তমস্থিভিশ্চিতং মাংসেনানুলিপ্তং চর্ম্মণাববদ্ধং বিণ্মূত্রকফপিত্তমজ্জা-মেদোবসাভিরন্যৈশ্চামরৈর্বহুভিঃ পরিপূর্ণং কোশ ইব বসুনা" (মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৩।৪)।

এই শরীর স্ত্রী-পুং-সংসর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহা সম্বিদ্‌শূন্য অর্থাৎ অচেতন। ইহা (সাক্ষাৎ) নরকস্বরূপ ; ইহা মূত্রদ্বার দিয়া নির্গত হইয়াছে। ইহা অস্থিরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত (গঠিত), মাংস দ্বারা অনুলিপ্ত, চর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ এবং ধনাগার যেরূপ ধনে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ ইহা (এই অন্নময় কোশ) বিষ্ঠা, মূত্র, কফ, পিত্ত, মজ্জা, মেদ, বসা, প্রভৃতি (ধন) দ্বারা এবং বহুপ্রকার রোগ দ্বারা পরিপূর্ণ।

আর চিকিৎসা দ্বারা যে রোগশান্তি হইবেই তাহারও নিশ্চয়তা নাই, আবার নিবৃত্তি হইলেও রোগ কখন কখন দেখা দেয়। যখন নানা

দিয়া নিরন্তর মল নিঃসৃত হইতেছে এবং অসংখ্য লোমকূপ দিয়া প্রস্বেদ নির্গত হইয়া শরীরকে আর্দ্র করিতেছে, তখন কোন্ ব্যক্তি এই দেহকে প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ?* পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন :—

"নবচ্ছিদ্রযুতা দেহাঃ স্রবন্তি ঘটিকা ইব।
বাহ্যশৌচৈর্ন শুধ্যন্তি নান্তঃশৌচং তু বিদ্যতে॥"

ছিদ্রযুক্ত ঘট হইতে (যাহার ভিতর হাত প্রবেশ করে না) জলের ন্যায়, নবছিদ্রযুক্ত দেহসমূহ হইতে (সর্ব্বদাই বালুকাপূর্ণ ঘটিকা যন্ত্র হইতে বালুকার ন্যায়) (মল) পরিস্রুত হইতেছে। বাহ্যশৌচের দ্বারা তাহাদের শুদ্ধি হয় না এবং আভ্যন্তর শৌচের কোন উপায় নাই।

এই হেতু দেহবাসনা একটি মলিন বাসনা। (দেহবাসনার) এই মলিনতাকে লক্ষ্য করিয়াই বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

"আপাদমস্তকমহং মাতাপিতৃবিনির্ম্মিতঃ।
ইত্যেকো নিশ্চয়ো রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ॥"

(বাশিষ্ঠ রামায়ণ উপশমপ্রকরণ ১৭।১৪)

"চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আমি পিতামাতা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছি" এইরূপ মুখ্য ধারণা, হে রাম ! বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে ; কেননা, ইহা অসম্যগ্‌দর্শন বা বিচারবিহীন জ্ঞান (অজ্ঞান) হেতুই হইয়া থাকে।

"সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা।
সাহসিপত্রবনশ্রেণী যা দেহোঽহমিতি স্থিতিঃ॥" †

(বাশিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতি প্রকরণ—৫৬।৪৫-৪৬)

---

* এস্থলে "কো নাম স্বেদেন প্রক্ষালয়িতুং শক্নুয়াৎ" এইরূপ পাঠ সন্দিগ্ধ। 'খেদেন' পাঠ করিলে, 'পরিশ্রম করিয়া প্রক্ষালন করিতে পারে' এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়।

† মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৮৮-৯৩ শ্লোকে যে উত্তরোত্তর উগ্রতাধিক্যানুক্রমে ২১টি

"দেহই আমি" এইরূপ নিশ্চয়, কালসূত্র নামক নরকে পৌঁছিবার পথ; এই নিশ্চয়রূপ ফাঁদে ধৃত হইলেই মহাবীচি নামক নরকে নীত হইতে হয় এবং ইহাই অসিপত্রবন নামক নরকে নামিবার নিঃশ্রেণী বা সোপান স্বরূপ।

"সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেঽপ্যুপস্থিতে।
স্প্রষ্টব্যা সা ন ভব্যেন সশ্বমাংসেব পুক্কসী॥" *
(বাঃ রাঃ, স্থিতি প্রকরণ—৫৬।৪৬)

সেই ধারণাকে, সর্ব্বনাশ ঘটিলেও সর্ব্ব প্রযত্নে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিষাদের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভজাতা নারী যদি কুকুরের মাংস বহন করিয়া লইয়া যায়, সে যেরূপ অস্পৃশ্যা, "আমি দেহ" এইরূপ ধারণাও সেইরূপ সাধুগণের অস্পৃশ্যা।

সেই বাসনাত্রয় অর্থাৎ লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা অবিবেকীদিগের নিকট 'উপাদেয়' বা গ্রহণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বিবিদিষু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের অন্তরায় বলিয়া এবং বিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার বিরোধী বলিয়া বিবেকী ব্যক্তির নিকট হেয়।

নরকের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কালসূত্র নরক ৫ম, মহাবীচি ৮ম ও অসিপত্রবন ২০শ। শ্রেণী শব্দের অর্থ রাজি বা সমূহ হইলেও, 'নিঃশ্রেণী' গ্রহণ করিলেই শ্লোকের স্বরস অর্থ পাওয়া যায়। রাজি অর্থ গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ উক্ত নিশ্চয়কে অনেক অসিপত্রবন নরক বলিলে, রামায়ণ টীকাকার প্রদর্শিত উপায়ে অর্থ বাহির করিতে হয়, অর্থাৎ আয়ুকে ঘৃত বলিলে যেমন অভেদারোপ হেতু সামানাধিকরণ্য ঘটাইতে হয়, এখানেও সেইরূপ করিতে হয়।

* মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়ের ১৮ম শ্লোকে পুক্কসীর লক্ষণ দ্রষ্টব্য। দেহে অহংবুদ্ধি কুকুর মাংসের ন্যায় অশুচি কামাদি উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই হেতু স্মৃতিশাস্ত্রে (সূতসংহিতা, যজ্ঞবৈভবখণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৪ অধ্যায়) উক্ত হইয়াছে :—

"লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥" *

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা বশতঃ লোকের যথোপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না।

আরযে দম্ভ দর্প প্রভৃতিরূপ আসুর সম্পৎস্বরূপ মানস বাসনা আছে তাহা নরকের কারণ বলিয়া, তাহার মলিনতা সর্ব্বজনবিদিত। অতএব যে কোন উপায়ে এই চারিপ্রকার বাসনার বিনাশ সম্পাদন করিতে হইবে।

বাসনার বিনাশ সম্পাদন যেরূপ আবশ্যক, মনের বিনাশও সেইরূপ আবশ্যক। বেদমার্গাবলম্বিগণ (বৈদান্তিকগণ), তার্কিকদিগের ন্যায় মনকে একটি নিত্য ও অণুপরিমাণ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন না; তাহা হইলে মনের বিনাশ সম্পাদন দুঃসাধ্য হইত বটে। তবে মন কি প্রকার বস্তু? মন সাবয়ব অনিত্য বস্তু, সর্ব্বদা জতু, সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় বহুবিধ পরিণামের যোগ্য। বাজসনেয়িগণ (বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১।৫।৩) মনের লক্ষণ ও মনের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ এইরূপে পাঠ করিয়া থাকেন :—

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি-র্হ্রী-র্ধী-র্ভী-রিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি—

কাম—স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধাভিলাষ; সঙ্কল্প—ইহা নীল, ইহা শুক্ল ইত্যাদি প্রকারের বিশেষ বিশেষ নিশ্চয়; বিচিকিৎসা—সংশয় জ্ঞান; শ্রদ্ধা অদৃষ্ট বিষয়ে আস্তিক্য বুদ্ধি; অশ্রদ্ধা—তদ্বিপরীতবুদ্ধি; ধৃতিঃ—ধারণ

* এই গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ দেহাদি অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে উত্তম্ভন করা অর্থাৎ চাগাই তোলা ; অধৃতিঃ—তাহার বিপরীত ; হ্রীঃ—লজ্জা ; ধীঃ—প্রজ্ঞা ; ভীঃ— ভয় ; ইত্যাদি সকল মনই ; কেননা, এইগুলি বৃত্তি হইলেও বৃত্তিমান্ হইতে ভিন্ন নহে। ইহা মনের লক্ষণ। ঘটাদি যেরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ য সেইরূপ কামাদি বৃত্তি ক্রমে উৎপন্ন হইয়া সাক্ষিপ্রত্যক্ষ হইয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এই সকল বৃত্তির যাহা উপাদান, তাহাই ম ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

"অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যে পশ্যতি মনসা শৃণোতি" ইতি (বৃহদা উ ১।৫।৩)

আমি অন্যত্রমনা বা অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম, এই হেতু দেখি নাই আমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম অতএব শুনি নাই ; যেহেতু লোকে (আ সাক্ষিক) মনের দ্বারাই দেখিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শ্রবণ করিয়া থাকে ইহাই মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ। চক্ষুর নিকটবর্ত্তী এবং পূর্ণ দৃ বিষয়ীভূত ঘট এবং কর্ণের সন্নিকৃষ্ট উচ্চৈঃস্বরে পঠিত বেদ, যে স সংযোগ না থাকিলে প্রতীত হয় না এবং যাহার সংযোগ থাকি প্রতীত হয়, সর্ব্ববিধ উপলব্ধির সাধারণ কারণ বলিয়া সেইরূপ এ পদার্থ মন—অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ইহাই উক্ত শ্রু অর্থ। "তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টোমনসা বিজানাতি"—(বৃহদা উ ১।৫। মন বলিয়া যে একটি বস্তু আছে বলিয়াছি, কাহাকেও পৃষ্ঠদেশে (তা চক্ষুর অগোচরে) স্পর্শ করিলে সে মনের দ্বারা তাহা জানিতে পারে— (উক্ত শ্রুতিবাক্যের) এক উদাহরণ। যেহেতু (শ্রুত্যুক্ত) লক্ষ প্রমাণ দ্বারা মন বলিয়া একটি বস্তু আছে ইহা সিদ্ধ হইল, হেতু তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে এইরূপে উদাহরণ দি হইবে। দেবদত্তকে কেহ পৃষ্ঠভাগে (অর্থাৎ তাহার দৃষ্টির অগোচ

স্পর্শ করিলে, দেবদত্ত বিশেষরূপে জানিতে পারে—ইহা হস্তস্পর্শ, ইহা অঙ্গুলিস্পর্শ ইত্যাদি। যেহেতু সে স্থলে দৃষ্টি চলে না (অর্থাৎ চক্ষু হস্তস্পর্শ দেখিতে পায় না) এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের সামর্থ্য কেবল মৃদুতা ও কঠিনতা উপলব্ধি করা পর্য্যন্ত (তদধিক আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না), সেইহেতু পারিশিষ্যের নিয়ম দ্বারা (Law of Elimination) ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মন বলিয়া সেই বস্তুটিই, সেই হস্তস্পর্শ, অঙ্গুলিস্পর্শরূপ বিশেষ জ্ঞানের কারণ। মনন করে বলিয়া তাহাকে মন এবং চিন্তন * করে বলিয়া তাহাকে চিত্ত বলে। সেই চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়; কেননা, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ যাহারা যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য, তাহারা সেই মনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকাশ প্রভৃতি যে (সত্ত্বাদি) গুণের কার্য্য, তাহা ভগবদ্গীতায় (চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে, ২২ শ্লোকে) গুণাতীত লক্ষণ হইতে জানা যায়। কেন না, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।"

সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ। রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্য্য মোহ, হে অর্জ্জুন, ইত্যাদি।

সাংখ্যশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে :—
"প্রকাশপ্রবৃত্তিমোহা নিয়মার্থাঃ"। † (সাংখ্যকারিকা ১২)

সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, রজোগুণ দুঃখস্বরূপ এবং তমোগুণ মোহস্বরূপ।

* চিন্তন শব্দে অনুসন্ধান, প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতি ও অনুভববৃত্তি বুঝাইতে পারে।
† সাংখ্যকারিকার পাঠ (১২ সংখ্যক) কিন্তু এইরূপ—"প্রীত্যপ্রীতিবিষয়াত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ" তদনুসারেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

স্বত্ত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজোগুণের প্রয়োজন প্রবৃত্তি এ তমোগুণের প্রয়োজন নিয়মন, নিরোধ বা অনিয়ত গতির প্রতিরোধ।

এস্থলে প্রকাশ শব্দের অর্থ শুভ্রোজ্জ্বল রূপ নহে কিন্তু জ্ঞান; যেমন ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে :—

"সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥" (গীতা—১৪।১৭)

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে, আর তমো হইতে প্রমাদ মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে।

জ্ঞানের ন্যায়, সুখও সত্ত্বগুণের কার্য্য—তাহাও কথিত হইয়াছে।

"সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥" (গীতা—১৪।৯)

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখের সহিত সংশ্লেষিত করে—অর্থাৎ, শোকাদির কারণ উপস্থিত থাকিলেও দেহীকে সুখাভিমুখ করে। রজো সুখাদির কারণ উপস্থিত থাকিলেও দেহীকে কর্ম্মের সহিত যোজি করে এবং তমোগুণ, মহতের সঙ্গ হইতে সঞ্জাত জ্ঞানকে আচ্ছাদন করি তাঁহাদের উপদেশ সম্বন্ধে অনবধানতায় যোজিত করে ;এবং আলস্যাদি সংযোজিত করে।

উক্ত গুণত্রয় সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত হইতে তন্মধ্যে কোন সময়ে কোনটি প্রবল হয় এবং অপর দুইটি তদ্দ্বারা অভি হয়। তাহাই গীতায় (১৪।১০) কথিত হইয়াছে :—

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥"

হে ভারত, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব যেমন

হয়, তেমনি আবার রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে।

"বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে।" *

সাগরের তরঙ্গসমূহ যেমন পরস্পর বাধ্যবাধকভাবাপন্ন, গুণত্রয়ও সেইরূপ, অর্থাৎ "ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের আবির্ভাবহেতু, পরস্পরই পরস্পরের নিত্যসঙ্গী" †।

তন্মধ্যে তমোগুণের উদ্ভব বা প্রাবল্য হইলে আসুর সম্পদের উদয় হয়; রজোগুণের উদ্ভব হইলে লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা এই বাসনাত্রয় উদিত হয়; সত্ত্বগুণের প্রবলতা হইলে দৈবীসম্পৎ উৎপন্ন হয়। এই অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে :—

"সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥" ইতি (গীতা ১৪।১১)

এই ভোগায়তন শরীরে, শ্রোত্রাদি সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়ে, এবং অন্তঃকরণে, যখন, শব্দাদি নিজ নিজ বিষয়ের আবরণ-বিরোধী পরিণামবিশেষ উৎপন্ন হয়, এবং তদ্দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন, এবং (সমায়ান্তরে সুখাদি চিহ্নের দ্বারাও) বুঝিতে হইবে যে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে।

যদিও অন্তঃকরণ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণের দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি সত্ত্বগুণই মনের মুখ্য উপাদানকারণ। আর

---

* অচ্যুতরায় বলেন এই শ্লোকার্দ্ধ "বৃহদ্ বাসিষ্ঠবচন"; আর বাসিষ্ঠ রামায়ণে এই বচনটি এযাবৎ আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

† অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ"—সাংখ্যকারিকা, ১২।

রজঃ ও তমঃ এই দুইটি গুণ সেই সত্ত্বগুণের উপষ্টম্ভক। যে উপকরণ উপাদানের সহকারিরূপে থাকে, তাহাকে উপষ্টম্ভক বলে *।

এই হেতু যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানীর রজঃ ও তমোগুণ অপনীত হইলে, মনের স্বভাবগত সত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। ইহাই বুঝাইবার জন্য কথিত হইয়াছে :—

"জ্ঞস্য চিত্তমচিত্তং স্যাজ্‌জ্ঞচিত্তং সত্ত্বমুচ্যতে"—জ্ঞানীর চিত্ত চিত্ত নহে, জ্ঞানীর চিত্তকে সত্ত্ব বলে এবং সেই সত্ত্বগুণ, চাঞ্চল্যের হেতু যে রজোগুণ, তদ্বর্জ্জিত হওয়াতে, (সর্ব্বদাই) একাগ্র এবং যে তমো...

---

* গ্রন্থকার সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী অর্থাৎ ত্রয়োদশ সাংখ্যকারিকা হইতে এই 'উপষ্টম্ভক' শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন; তথায় আছে—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ"—ই... এইরূপে বুঝান হইয়াছে :—

"সত্ত্ব লঘুতাপ্রযুক্ত কার্য্যতৎপরতাযুক্ত হইলেও স্বয়ং ক্রিয়াহীন; যেমন বড় বড় এঞ্জিন চালাইয়া দাও খুব চলিবে, কিন্তু না চালাইলে একেবারে জড়। রজোগুণ স্বয়ং ক্রিয়া... এবং প্রবর্ত্তক অর্থাৎ চালক; রজোগুণের চালনে সত্ত্বগুণ পরিচালিত হয়, তখন তা... কার্য্যতৎপরতা প্রকাশ পায়। কিন্তু এই দুইগুণ জগতে শৃঙ্খলা রাখিতে অসমর্থ,—ক্রিয়া... চালক রজোগুণ এবং কার্য্যতৎপর সত্ত্বগুণ উভয়ে মিলিত হইলে, সত্ত্বগুণের সকল কা... একবারেই হইয়া পড়িতে পারে। মনে কর—অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন সত্ত্বগুণের কার্য্য, কিন্তু ঊর্দ্ধজ্বলনের সীমা হয় কেন? দুই হাত দশ হাত পর্য্যন্ত অগ্নি শিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। ... অনন্ত আকাশের উন্মুক্তমার্গে অসীম ঊর্দ্ধজ্বলন না হয় কেন? এই না হওয়ার ... তমোগুণের প্রয়োজন; গুরুত্বযুক্ত তমোগুণ ঐ দুইগুণের কার্য্যকে নিয়মিত করে। ... কার্য্যতৎপরতার প্রতিবন্ধক, ঊর্দ্ধগমনের প্রতিবন্ধক। তমোগুণের বাধাবশতঃই ঊর্দ্ধ... অসীম হয় না। সত্ত্বরজোগুণের সকল কার্য্য সম্বন্ধেই তমোগুণের এইরূপ বাধা ... জানিবে। সত্ত্ব বা রজঃ প্রবল হইলে তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্যই কতকটা ঊর্দ্ধজ্বলন হয়, নতুবা তাহাও হইত না। এদিকে নিষ্ক্রিয় তমো... কার্য্য হইবার পূর্ব্বে রজোগুণ তাহার সহায় হয়। রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়াই ... স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম হয়।"—পঞ্চাননতর্করত্নসম্পাদিত সাংখ্যদর্শন, ১০২ পৃষ্ঠা।

ভ্রান্তিকল্পিত অনাত্মস্বরূপ স্থূল পদার্থাকারের হেতু, তাহা তাহাতে না থাকাতে সেই সত্ত্ব সূক্ষ্ম। এই হেতু সেই সত্ত্বগুণ আত্মদর্শনের যোগ্য।

এই হেতু শ্রুতি আছে (কঠ, উ ৩।১২)—

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" ইতি

সূক্ষ্মদর্শী—অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ,' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত (কঠ, ৩।১০) প্রকারে উত্তরোত্তর সূক্ষ্মবিচার দ্বারা, —সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শনশীল; মহাবাক্যজনিত সূক্ষ্মপদার্থগ্রহণ-সমর্থ বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি দ্বারা, এই আত্মাকে প্রত্যগ্‌রূপে (অর্থাৎ 'আমিই সেই' এইরূপে) সাক্ষাৎকার করা যায়। বায়ু দ্বারা যে প্রদীপ অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে, তাহার সাহায্যে মণিমুক্তাদির লক্ষণসমূহ কখনই নির্দ্ধারণ করা যায় না এবং স্থূল খনিত্রের (খন্তা) দ্বারা, সূচির ন্যায় সূক্ষ্মবস্ত্র সেলাই করাও সম্ভবপর নহে। অতএব এই প্রকার সত্ত্বগুণই যোগীদিগের হৃদয়ে, তমোগুণযুক্ত রজোগুণের সাহায্যে বহুবিধ দ্বৈতবিষয়ক সঙ্কল্প করিয়া চেতয়মান হইয়া বা চিন্তনে নিযুক্ত হইয়া চিত্তরূপ ধারণ করে। তমোগুণের আধিক্য হইলে, সেই চিত্ত আসুরী সম্পদ্ সঞ্চয় করিয়া স্ফীত হয়। সেই কথাই বশিষ্ঠ কহিতেছেন :—

"অনাত্মন্যাত্মভাবেন দেহভাবনয়া তথা।
পুত্রদারৈঃ কুটুম্বৈশ্চ চেতো গচ্ছতি পীনতাম্॥" *

(উপশম প্র, ৫০।৫৭)

অনাত্ম বিষয়ে আত্মভাবনাহেতু এবং 'দেহই আমি' এইরূপ চিন্তা হেতু আর পুত্র, দারা ও কুটুম্বহেতু (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি মমতাবশতঃ) চিত্ত পীন (স্ফীত) ভাব ধারণ করে। (তাহাদের বর্জ্জনেই চিত্ত ক্ষীণ হয়।)

* মূলের পাঠ এইরূপ—"অনাত্মন্যাত্মভাবেন দেহমাত্রাস্থয়ানয়া, পুত্রদারকুটুম্বৈশ্চ চেতো গচ্ছতি পীনতাম্।" (৫৭)

"অহঙ্কারবিকারেণ মমতামললীলয়া * ।
ইদং মমেতিভাবেন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ ॥" (ঐ, ৫৮)

অহঙ্কারের বিকাশ এবং মমতারূপ মলে আসক্তিবশতঃ, 'এই শরীর আমার আত্মা বা ভোগায়তন' এইরূপ ভাবনা দ্বারা চিত্ত স্ফীতঃ ধারণ করে।

"আধিব্যাধিবিলাসেন সমাশ্বাসেন সংস্থতৌ।
হেয়াহেয়বিভাগেন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ † ॥" (ঐ, ৬০

সংসারের রম্যতা ও চিরস্থায়িতাদি বিষয়ে বিশ্বাস, আধিব্যাধির বি ভূমি; ঐ বিশ্বাস এবং 'ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়' এইরূপ বিভাগপূ নিশ্চয়বশতঃ চিত্ত স্ফীত ভাব ধারণ করে।

"স্নেহেন ধনলোভেন লাভেন মণি-যোষিতাম্।
আপাত-রমণীয়েন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ ॥" (ঐ, ৬১)

স্নেহ, ধনলোভ এবং আপাত-রমণীয় কামিনী-কাঞ্চনাদি প্রাপ্তি- সমুদায় কারণে চিত্ত স্ফীতভাব ধারণ করে।

"দুরাশা-ক্ষীর-পানেন ভোগানিলবলেন চ।
আস্থাদানেন চারেণ চিত্তাহির্যাতি পীনতাম্ ॥" (ঐ, ৬২)

চিত্তরূপ সর্প, দুরাশারূপ দুগ্ধপান, বিষয়রূপ বায়ুর ভক্ষণ এবং জগতে আবাসগর্ত্ত সংগ্রহার্থ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দ্বারা (প্রপঞ্চকে বলিয়া মনে করিয়া, তাহার গ্রহণের জন্য গমনাগমন প্রয়াস দ্বা স্ফীতভাব ধারণ করে

* মূলের পাঠ—"হেলয়া"।

† মূলের পাঠ—"সংস্থতে" ও "হেয়াদেয়প্রযত্নেন"।

শ্লোকস্থ 'আস্থা' শব্দে প্রপঞ্চে সত্যত্ব বুদ্ধি বুঝিতে হইবে, তাহার 'আদান' অর্থে অঙ্গীকার বা গ্রহণ বুঝিতে হইবে; তাহাই "চার" বা গমনাগমন ক্রিয়া—তদ্দ্বারা, (এইরূপ অর্থ গ্রন্থকারের অনুমোদিত)।

অতএব যে বাসনা ও মনের বিনাশ সাধন করিতে হইবে, তাহাদের স্বরূপ এইরূপে নিরূপিত হইল।

অনন্তর বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ যথাক্রমে নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে বাসনাক্ষয় কি প্রকার তাহা বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

"বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাস্ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ॥"

(স্থিতি প্রকরণ, ৫৭।১৯)

বাসনার বন্ধনকেই বন্ধন বলে এবং বাসনাক্ষয়কেই মোক্ষ বলে। তুমি বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপ্রার্থীর ভাব অর্থাৎ মোক্ষকামনাও পরিত্যাগ কর।

"মানসবাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়বাসনাঃ।
মৈত্র্যাদি-ভাবনা-নাম্নী গৃহাণামলবাসনাঃ॥" (ঐ, ২০)

প্রথমে "বিষয়-বাসনা" পরিত্যাগ করিয়া, (পরে) "মানস-বাসনা" পরিত্যাগ কর এবং মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার ভাবনা নামক অমল বাসনা গ্রহণ কর।

"তা অপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃ শান্তসমস্নেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ॥" (ঐ, ২১)

উক্ত মৈত্রী প্রভৃতি অমল বাসনা লইয়া বাহ্যতঃ ব্যবহার করিতে থাকিলেও, অন্তরে তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয় হইতে সকল প্রকার আসক্তিকে একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া, কেবলমাত্র চিদ্বাসনা লইয়া থাক।

"তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধিসমন্বিতাম্।
শেষে স্থিরসমাধানো যেন ত্যজসি তং ত্যজ ॥ * (ঐ, ২২)

মন ও বুদ্ধির সহিত সেই চিদ্বাসনাকেও অন্তরে পরিত্যাগ করি অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাতে (অর্থাৎ কেবল চিন্মাত্রে) স্থির (অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে) সমাহিত হইয়া, যাহার দ্বারা (অর্থাৎ অহংকার দ্বারা) ত্যাগ করিতেছিলে, তাহাকেও ত্যাগ কর। ইতি।

এস্থলে (দ্বিতীয় শ্লোকে) যে 'মানসবাসনা' শব্দের প্রয়োগ আছে তদ্দ্বারা, পূর্ব্বোক্ত তিনটি অর্থাৎ লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষয়বাসনা শব্দে দম্ভ, দর্প প্রভৃতি আসুরী সম্পদ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, মানস বাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং বিষয়বাসনা তদপেক্ষা তীব্র। কিংবা বিষয় শব্দে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বুঝা যাইতে পারে; সেই সকল বিষয়কে যখন কামনা করা হইতেছে, সেই অবস্থায় যে

---

* উক্ত চারিটি শ্লোকের মূলের পাঠ এইরূপ :—

বন্ধোহি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্ বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাং ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥ ১৯
তামসীর্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়বাসিতাঃ।
মৈত্র্যাদিভাবনানাম্নীং গৃহাণামলবাসনাম্ ॥ ২০
তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃ শান্তসমস্তেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ২১
তামপ্যথ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধিসমন্বিতাম্।
শেষে স্থিরসমাধানো যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ ॥ ২২

মূল ও টীকার অনুবাদ—

এখানে বন্ধ ও মোক্ষের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া কি কি উপায়পরম্পরা দ্বারা বন্ধ উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন—'যে বাসনার দ্বারা আবদ্ধ, সেই বন্ধ প্রকৃত বন্ধ, বাসনা ক্ষয়কেই মোক্ষ বলে। তুমি বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থি

সংস্কার জন্মে তাহার নাম মানসবাসনা। আর যে অবস্থায় তাহাদের ভোগ চলিতেছে, সেই অবস্থায় যে যে সংস্কার জন্মে, তাহাদিগকে বিষয়বাসনা বলে। এইরূপ অর্থ করিলে প্রথমোক্ত চারিটি বাসনা শেষোক্ত দুইটি বাসনার অন্তর্ভূ্ত হইয়া পড়ে। কেননা, অন্তঃ (অর্থাৎ চিত্তগত) এবং বাহ্য (বহির্বিষয়গত) বাসনা ব্যতিরিক্ত, অপর কোন প্রকারের বাসনা ত' হইতেই পারে না। * এস্থলে এক সংশয় উঠিতেছে :—'আচ্ছা, বাসনার পরিত্যাগ কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? বাসনার ত' মূর্ত্তি নাই যে ঝাঁটার দ্বারা রাশীকৃত করিয়া ধূলিতৃণের ন্যায় হস্তের দ্বারা উঠাইয়া তাহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিব!' সেই সংশয় নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন :—এরূপ সংশয় উঠিতে পারে না। উপবাস ও জাগরণ বিষয়ে যেরূপ ত্যাগ উপপন্ন অর্থাৎ সম্ভবপর হয়, এস্থলেও সেইরূপ হইবে।

ত্যাগ কর।' ১৯। সেই বাসনাক্ষয় বিষয়ে, বৈরাগ্যের দৃঢ়তাই প্রথম সোপান; তাহাই বলিতেছেন—'বিষয়ভোগ দ্বারা চিত্তে নিহিত তমঃপ্রধান বাসনাসমূহকে (অর্থাৎ যে সকল তামসিক বাসনা থাকিলে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মলাভ হয় এবং সেই সঙ্গে যে সকল রাজসিক বাসনা থাকিলে, মনুষ্যাদি জন্মলাভ হয়, তাহাদিগকেও) প্রথমে পরিত্যাগ করিয়া, তুমি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারি প্রকার ভাবনার নির্ম্মল (চিত্তশুদ্ধি সম্পাদক) বাসনা গ্রহণ কর' (নিম্নে ১৫৪ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যাত ১।৩৩ সংখ্যক পাতঞ্জলসূত্র দ্রষ্টব্য)। ২০। অন্তরে কেবলমাত্র চিদ্ব্যতিরেকে মৈত্র্যাদিও নাই, ইহা বুঝিয়া—বাহিরে মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা দ্বারা ব্যবহারপর হইয়াও, অন্তরে সমুদয় কর্ম্মচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র চৈতন্যেরই বাসনা-পরায়ণ হও; অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র চিৎ—ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস দ্বারা সেই সংস্কারকে দৃঢ় কর। ২১। তাহার পর মন ও বুদ্ধির সহিত সেই চিন্মাত্র বাসনাও পরিত্যাগ করিয়া, পরিশিষ্ট একমাত্র আত্মতত্ত্বে স্থির সমাহিত হইয়া, যে অহঙ্কারের সাহায্যে এই সমস্ত ত্যাগ করিলে, তাহাকেও ত্যাগ করিবে। ২২।

* মুনিবর্য্য এই বিংশ শ্লোকের, মূলের উদ্ধৃত পাঠ না পাইয়াই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শরীরের স্বভাবগত ভোজন ক্রিয়া ও নিদ্রা, মুক্তিহীন হইলেও, তদ্বর্জ্জনার্থ উপবাস ও জাগরণের অনুষ্ঠান ত' সকলেই করিয়া থাকে; এস্থলেও সেইরূপ হইবে। "অদ্যস্থিত্বা নিরাহারঃ" (আজ নিরাহার থাকিয়া) ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া সাবধানভাবে থাকিলে যদি তাহা 'ত্যাগ' হয়, তবে এস্থলেও ত' সেইরূপ ত্যাগের অনুষ্ঠানকে বাধা দিবার নিমিত্ত কেহ লাঠী হাতে করিয়া খাড়া নাই। কেননা, প্রৈষ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া সাবধান হইয়া থাকা ত' অসাধ্য নয়। যাঁহাদিগের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার নাই, তাঁহাদের পক্ষে নিজের মাতৃভাষাতেই সঙ্কল্প হইতে পারে। যদি প্রথমোক্তস্থলে, অন্ন, ব্যঞ্জন, স্থূপ প্রভৃতির সম্পর্ক ত্যাগ করা চলে, তাহা হইলে এস্থলেও সুগন্ধিমাল্য চন্দন, বনিতা প্রভৃতির সম্পর্কত্যাগ কেন না চলিবে? আর যদি প্রথমোক্তস্থলে ক্ষুধা, নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতিকে ভুলাইবার জন্য পুরাণশ্রবণ, দেবপূজা, নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতির দ্বারা চিত্তকে উপলালন করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলে এস্থলেও ত' মৈত্রী প্রভৃতির দ্বারা সেইরূপ চিত্তের উপলালন করিবার ব্যবস্থা আছে। মৈত্রী প্রভৃতি পতঞ্জলি ঋষি স্বকৃত যোগসূত্রে এইরূপ বুঝাইয়াছেন :—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাত-শ্চিত্তপ্রসাদনম্" ইতি। (পাতঞ্জল দর্শন, ১।৩৩)

সুখিতের প্রতি মৈত্রী (সৌহার্দ্দ), দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যাত্মার প্রতি মুদিতা (হর্ষ) এবং অপুণ্যাত্মার প্রতি উপেক্ষা (ঔদাসীন্য) ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় (এবং একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে)।

চিত্তকে রাগ, দ্বেষ, পুণ্য ও পাপই কলুষিত করিয়া থাকে। রাগ ও দ্বেষও পতঞ্জলি ঋষি যোগসূত্রে এইরূপে বুঝাইয়াছেন :—

"সুখানুশয়ী রাগঃ ॥" "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥" (পাতঞ্জলসূত্র ২।৭—৮)

বুদ্ধির এক প্রকার বৃত্তি, যাহা সুখ অনুভব করিলে, তাহার প্রতি আসক্তিবশতঃ অত্যন্ত আকৃষ্ট হয় এবং 'আমার যেন এই সমস্ত সুখই হয়,' (এইরূপ আকার ধারণ করে, তাহাকে "রাগ" বলে) এবং সেই সমস্ত সুখ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সুখ-সামগ্রীর (তদুপকরণের) অভাববশতঃ সম্পাদন করা অসাধ্য বলিয়া, সেই রাগ, চিত্তকে কলুষিত করে। যখন কেহ সুখী লোকদিগকে দেখিলে, 'এই সুখিগণ সকলেই আমার (আত্মীয়)' এইরূপে মৈত্রী ভাবনা করে, তখন সেই সুখ তাহার নিজেরই ঘটিয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সুখবিষয়ে তাহার রাগ (আসক্তি) নিবৃত্ত হয়। যেমন কাহারও নিজের রাজ্য না থাকিলেও নিজের পুত্র প্রভৃতির রাজ্যকে স্বকীয় রাজ্য বলিয়া মনে করে, সেইরূপ; এবং রাগ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাপগমে শরৎকালীন নদীর ন্যায় চিত্ত প্রসন্ন (নির্ম্মল) হয়।

সেইরূপ, কোন প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি, দুঃখের অনুশায়িনী হয়, অর্থাৎ 'এইরূপ দুঃখ যেন আমার কোন প্রকারে না ঘটে', (এইরূপ আকার ধারণ করে)—তাহার নাম দ্বেষ। সেই দ্বেষ শত্রু, ব্যাঘ্র প্রভৃতি থাকিতে কোনও প্রকারে নিবারণ করা যায় না। আর দুঃখের সকল হেতুকেই নির্ম্মূল করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই হেতু, সেই দ্বেষ সর্ব্বদা হৃদয়কে দগ্ধ করে। 'দুঃখ আমার নিকট যেরূপ হেয়, অপর সকলের নিকটেও সেইরূপ হেয়, তাহা যেন তাহাদিগের না ঘটে'—যখন এইরূপে দুঃখী জীবের প্রতি করুণা ভাবনা করা যায়, তখন বৈরাদি-দোষের নিবৃত্তি হওয়ায় চিত্ত প্রসন্ন হয়। এই হেতু স্মৃতিশাস্ত্রে আছে :—

"প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥" (মহাভারত।)

আমার প্রাণ যেরূপ আমার নিকট প্রিয়, সর্ব্বজীবের প্রাণও

তাহাদিগের নিকট সেইরূপ প্রিয়। বিচারশীল ব্যক্তিগণ, এইরূ আপনার সহিত তুলনা করিয়া জীবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকে কি প্রকারে তাহা করিতে হয়, সাধুগণ তাহা দেখাইতেছেন, যথা,—

"সর্ব্বেহত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥"

এই সংসারে সকলেই সুখী হউক, সকলেই নীরোগ হউক, সকলে নিজ নিজ শ্রেয়ঃ উপলব্ধি করুক, (এবং তদ্দ্বারা পুণ্যকর্ম্মে রত হউক কেহ যেন দুঃখ না পায়।

কেননা দেখ, লোকে স্বভাবতঃ পুণ্যের অনুষ্ঠান করে না বটে, কি পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কথিত আছে :—

"পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥" *

লোকে পুণ্যফল পাইবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু পুণ্যানুষ্ঠান করিতে ই করে না; এদিকে লোকে পাপের ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু যত্নপূর্ব্বক পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আর পুণ্যপাপ পশ্চাত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রুতি (তৈত্তি ব্রহ্মবল্লী, ৯।১) সেইরূপ পশ্চাত্তাপকারীর বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন:

"কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি।" (তৈ, উ, ২।

কি হেতু আমি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই? কি আমি পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম?

যদি সেই ব্যক্তি পুণ্যবান্ লোকদিগকে দেখিয়া তাঁহাদিগের "মুদিতা" ভাবনা করে, তাহা হইলে, তাঁহাদের সেই পুণ্যের (সংস্কার) দেখিয়া, নিজেও সাবধান হইয়া পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত

* এই শ্লোকের ও পরবর্ত্তী শ্লোকের মূল পাই নাই।

সেইরূপ, পাপী লোকদিগের প্রতি "উপেক্ষা" ভাবনা করিয়া নিজেও পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে।—এই কারণে পশ্চাত্তাপ না থাকায়, চিত্তপ্রসন্ন হয়। সুখী লোকদিগকে দেখিয়া মৈত্রী ভাবনা করিলে যে কেবল আসক্তির নিবৃত্তি হয়, তাহা নহে; কিন্তু অসূয়া এবং ঈর্ষাও নিবৃত্ত হয়। অপরের গুণ সহ্য করিতে না পারার নাম ঈর্ষা এবং অপরের গুণসমূহে দোষাবিষ্করণের নাম অসূয়া। যখন মৈত্রীবশতঃ অপরের সুখ নিজের বলিয়া অনুভূত হয়, তখন পরের গুণ দর্শন করিয়া কি প্রকারে তাহাতে অসূয়া প্রভৃতি জন্মিতে পারে? এই প্রকারে অপরাপর দোষের নিবৃত্তি ঘটিতে পারে; তাহা যথাযোগ্যরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। যে দ্বেষবশতঃ লোকে শত্রুবধাদিতে প্রবৃত্ত হয়, দুঃখীদিগের প্রতি করুণা ভাবনা করিলে সেই দ্বেষ যেমন তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ যে সুখাবস্থা ঘটিলে তদ্বিরুদ্ধ দুঃখাবস্থা আসিতেই পারে না, সেই সুখাবস্থা প্রাপ্ত হইলে (সাধারণতঃ) সুখিভাব হইতে যে দর্প উৎপন্ন হয়, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে আসুর সম্পদের বর্ণনাকালে অহঙ্কারের কথা বলিতে গিয়া সেই দর্পের বর্ণনা করা হইয়াছে।

"ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।"
"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।"

(গীতা ১৬।১৪-১৫)

আমি কর্ত্তা, আমি ভোগী, আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্ কুলীন—আমার তুল্য আর কে আছে?

(শঙ্কা)—আচ্ছা, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রতি মুদিতা ভাবনা করিলে, তাহার ফলরূপে পুণ্যপ্রবৃত্তি জন্মে এই কথা বলা হইল। সেই পুণ্যপ্রবৃত্তি ত' যোগীর উপযোগী নহে; কেননা, পূর্ব্বেই সেই পুণ্যকে মলিন শাস্ত্রবাসনার অন্তর্ভূত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। যে যে কাম্য ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম, যাহা পুনর্জ্জন্ম উৎপাদন করে, তাহা মলিন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে যোগাভ্যাসবশতঃ যে সকল পুণ্যকর্ম্ম অশুক্ল, অকৃষ্ণ * হইয়া যাওয়াতে যোগীদিগের পুনর্জন্ম উৎপাদন করে না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সেই কথা বলা হইয়াছে। কর্ম্মের এই অশুক্লাকৃষ্ণত্ব পতঞ্জলি নিম্নলিখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্"।

(কৈবল্যপাদ, ৭ম সূ।)

যোগীদিগের চিত্তের ন্যায়, যোগীদিগের কর্ম্মও অনন্যসাধারণ, এই কথাই উক্ত সূত্রে বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

তপঃস্বাধ্যায়শীল ব্যক্তিগণের শুক্লকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য এবং কেবল সুখপ্রদ। কেবল দুঃখপ্রদ কৃষ্ণকর্ম্ম, দুরাত্মাদিগের; সুখদুঃখ-মিশ্রফলপ্রদ বহিঃসাধনসাধ্য শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম, সোমযাগাদিনিরত ব্যক্তিদিগের; কেননা—সোমযাগাদিতে (এক পক্ষে যেমন) ব্রীহি প্রভৃতির বিনাশ দ্বারা পিপীলিকাদির পরিপীড়ন করিতে হয়, (তেমনি অপর পক্ষে) দক্ষিণাপ্রদান প্রভৃতি পরানুগ্রহেরও সংযোগ রহিয়াছে। এই (শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ) ত্রিবিধ কর্ম্ম অযোগীদিগের। কিন্তু যোগিগণ বাহ্য সাধনসাধ্য-কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া, তাঁহাদের শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম নাই; তাঁহারা ক্ষীণক্লেশ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণকর্ম্ম নাই এবং যোগজধর্ম্ম, ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরে অর্পিত হওয়ায় তাঁহাদের শুক্লকর্ম্মও নাই। এই হেতু যে অশুক্লাকৃষ্ণকর্ম্ম, চিত্তশুদ্ধি, বিবেকখ্যাতি

* এস্থলে, আনন্দাশ্রমের উভয় সংস্করণেই পাঠের ভুল।

উৎপাদন করিয়া কেবলমাত্র মোক্ষফল প্রদান করে, সেই কর্ম্মই যোগীদিগের।" (যোগমণিপ্রভাবৃত্তি)।

কাম্যকর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত বলিয়া শুক্ল; নিষিদ্ধ কর্ম্ম, কৃষ্ণ; মিশ্রকর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ। এই তিন প্রকার কর্ম্ম অপর অর্থাৎ যোগিভিন্ন ব্যক্তিগণের জন্মে। সেই তিন প্রকার কর্ম্ম তিন প্রকার জন্ম প্রদান করে। বিশ্বরূপাচার্য্য (সুরেশ্বরাচার্য্য) সেই কথা বলিতেছেন :—

"শুভৈরাপ্নোতি দেবত্বং নিষিদ্ধৈ নারকীং গতিম্।
উভাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং মানুষ্যং লভতেঽবশঃ॥" *

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ ১।৪১)

শুভকর্ম্মের দ্বারা লোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, নিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা নারকী গতি লাভ করে এবং পুণ্য ও পাপ এই উভয়ের দ্বারা জীব অবশ হইয়া (অর্থাৎ কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যার অধীন হইয়া) মনুষ্যের জন্ম লাভ করে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যোগ ত' শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই, সেই হেতু অকৃষ্ণ (কর্ম্ম), এবং শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়া শুক্ল (কর্ম্ম)। তবে যোগকে অশুক্লাকৃষ্ণ কেন বলা হইল ?

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা ঘটিতে পারে না; যেহেতু যোগ (যোগীর নিকট) অকাম্য (ফলাভিসন্ধিরহিত) কর্ম্ম। সেই

* নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি-টীকাকার জ্ঞানোত্তম বলেন—এই শ্লোকে গ্রন্থকার "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং জয়তি (নয়তি ?), পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্" (উদান বায়ু জীবকে পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর পাপবশতঃ পাপলোক—নরকে—লইয়া যায় এবং উভয় দ্বারা অর্থাৎ তুল্যবল পুণ্য ও পাপ দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায়)—প্রশ্ন উপ, ৩।৭—এই শ্রুতি বাক্যেরই অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন। অবশ—কামকর্ম্মাদিপরতন্ত্র।

অকাম্যতাকেই লক্ষ্য করিয়া (যোগকে) অশুক্ল বলা হইয়াছে। এ হেতু (সুখদুঃখমিশ্রফলপ্রদ সোমযাগাদি রূপ) শুক্লকৃষ্ণ পুণ্য প্রবৃত্তিকে যোগী উপেক্ষা করিয়া থাকেন। *

শঙ্কা)—আচ্ছা, এই যুক্তি অনুসারেই যোগিগণও, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রতি যথোচিতভাবে মুদিতা ভাবনা করিয়া, পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ত' ?

(সমাধান)—(যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি—) তাঁহারা প্রবৃত্ত হউন না কেন। যাঁহারা মৈত্র্যাদির দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করেন তাঁহারাই ত' যোগী।

মৈত্র্যাদি চতুষ্টয় উপলক্ষণমাত্র। (অর্থাৎ তজ্জাতীয় আরও অনেক বস্তুর বোধক)। সেই চারিটি, গীতার (ষোড়শাধ্যায়োক্ত) অভয় সত্ত্বসংশুদ্ধি প্রভৃতি দৈবীসম্পদকে এবং (ত্রয়োদশাধ্যায়োক্ত) অমানিত্ব অদম্ভিত্ব, প্রভৃতি জ্ঞানের সাধনসমূহকে, এবং জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ প্রভৃতি অবস্থার নির্ণায়ক প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে যে সকল ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিকে অন্তর্ভূত করিয়া সূচনা করিতেছে ; কেননা, ইহাদিগের দ্বারা (শাস্ত্রবিহিত শুভফলদায়ক কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ) শুভবাসনা এবং (শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ ফলদায়ক কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ) অশুভ বাসনা, যে সকল বাসনাকে মলিন বলা হইয়াছে সকলই বিদূরিত হয়।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, শুভ বাসনা ত' অনন্ত, এক ব্যক্তির দ্বারা তাহাদিগের সকলগুলির অভ্যাস করা অসম্ভব। সেই হেতু সেই সমস্ত শুভ বাসনা অভ্যাস করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা ত' নিরর্থক।

* উদ্ধৃত "যোগমণিপ্রভাবৃত্তি" দ্রষ্টব্য।

(সমাধান)—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, উক্ত শুভ বাসনাসমূহ যে সকল অশুভ বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে, তাহাও অনন্ত এবং তাহাদের সকলগুলি একই মনুষ্যে থাকা অসম্ভব। যথা, আয়ুর্ব্বেদে যত প্রকার ঔষধের নামোল্লেখ আছে, তাহাদের সকলগুলিই ত' একই মনুষ্যের পক্ষে সেবন করা সম্ভবপর হয় না। আর সেই সকল ঔষধ দ্বারা যে সকল রোগ বিনষ্ট হয়, তাহা একই ব্যক্তির দেহে থাকিতেও পারে না। তাহা হইলে, প্রথমে নিজের চিত্তকে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে, যখন যতগুলি মলিনবাসনা পরিলক্ষিত হইবে, তখন, তাহাদের বিরোধী (উচ্ছেদক) ততগুলি শুভবাসনার অভ্যাস করিতে হইবে। যেমন কেহ, পুত্র, মিত্র কলত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, তাহাদের প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ, সেই পীড়ার ঔষধ স্বরূপ, সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সেইরূপ, বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলাচারমদ প্রভৃতি মলিন বাসনার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া লোকে তাহাদের উচ্ছেদক,—বিবেক অভ্যাস করিবে। জনক সেই বিবেক বর্ণনা করিয়াছেন :—(বাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপশম প্রকরণ, ৯ম অধ্যায়)

"অদ্য যে মহতাং মূর্দ্ধ্নি তে দিনৈ র্নিপতন্ত্যধঃ।
হন্ত চিত্ত মহত্তায়াঃ কৈষা বিশ্বস্ততা তব॥"* ১৫

আজ যাহাদিগের স্থান, মহদ্ব্যক্তিদিগের মস্তকের উপর, কয়েকদিন মধ্যেই তাহাদের অধঃপতন হইবে। হায় চিত্ত, মহত্তার (রাজ্যাদি বৈভবোৎকর্ষের) প্রতি তোমার এই বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকার?

"ক্ব ধনানি মহীপানাং ব্রহ্মণঃ ক্ব জগন্তি বা।
প্রাক্তনানি প্রযাতানি, কেয়ং বিশ্বস্ততা তব †॥" ২২

* মূলের পাঠ এইরূপ—"হতচিত্ত মহত্তায়াং কৈষা বিশ্বস্ততা বত"—রে পোড়া মন, রাজ্যাদিবৈভবোৎকর্ষে, হায় তোর (এইরূপ) বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকার?

† মূলের পাঠ—'তব' স্থলে 'মম'।

মহীপতিদিগের ধন (-রাশি আজ) কোথায়? ব্রহ্মার যে জগদ্বৃন্দ পূর্বে ছিল, তাহারাই বা কোথায় গিয়াছে? (হে চিত্ত) তোমার এ বিশ্বস্ততা কি প্রকার?

('ব্রহ্মার'—পূর্ব্ববর্ত্তী হিরণ্যগর্ভের। তোমার এ বিশ্বস্ততা—'আমি মরিব না' এইরূপ বিশ্বাস।)

"কোটয়ো ব্রহ্মণো যাতা গতাঃ সর্গপরম্পরাঃ।
প্রযাতাঃ পাংসুবদ্ভূপাঃ কা ধৃতির্মম জীবিতে॥" * ২৪

কোটি কোটি ব্রহ্মা চলিয়া গিয়াছে, কত সৃষ্টিরাজি চলিয়া গিয়াছে, কত মহীপাল ধূলির ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। আমার এই জীবনের উপর আস্থা কি প্রকার?

"যেষাং নিমেষণোন্মেষৌ জগতাং প্রলয়োদয়ৌ।
তাদৃশাঃ পুরুষা নষ্টা মাদৃশাং গণনৈব কা॥" † ৪৪

[মূলের পাঠানুসারে অর্থ এই প্রকার—

(আভাস) আচ্ছা জনক, তুমি ত' রাজা, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি সকলকেই স্ববশে রাখিতে পার, তোমার এ প্রকার অবিশ্বাসের কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যাহাদের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হয়, সেইরূপ পুরুষগণ থাকিতে আমার ন্যায় (ক্ষুদ্র জীব) গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না।]

যাঁহাদের চক্ষুর উন্মীলনে জগৎসমূহের প্রলয় ও উদয় (সৃষ্টি) হয়, সেইরূপ পুরুষগণও বিলুপ্ত হইয়াছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের আর গণনা কি? ইতি।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, এইরূপ বিবেক ত' তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্ব্বে

* মূলের পাঠ—"ব্রহ্মণাং কোটয়ো"।
† মূলের পাঠ—"যেষাং নিমেষণোন্মেষৈঃ", ও "তাদৃশাঃ পুরুষাঃ সন্তি"।

উদিত হয়; কেননা, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধন ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আর আপনার এই গ্রন্থে যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, তাঁহারই পক্ষে জীবন্মুক্তি লাভের জন্য বাসনাক্ষয় প্রভৃতি সাধনের বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। অতএব অকস্মাৎ এই নৃত্যের কারণ কি? (অর্থাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপনের হেতু কি?)

(সমাধান)—ইহাতে দোষ হয় না। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার পরেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ—এই সুপ্রসিদ্ধ রাজপথেই জনসাধারণে চলিয়া থাকে; আর জনকের যে অকস্মাৎ সিদ্ধগীতা * শ্রবণমাত্রেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা প্রভূত পুণ্যফলে আকাশ হইতে ফলপতনের ন্যায়। তাহার পর চিত্তের বিশ্রামলাভের জন্য (জনক) এইরূপ বিবেকাভ্যাস করিলেন। সুতরাং অকস্মাৎ অনবসর-নৃত্য হয় নাই, উপযুক্ত সময়েই হইয়াছে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা এইরূপ হইলেও, এই বিবেক ত' জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। তখন মলিনবাসনার অনুক্রম বা প্রবাহ নিবৃত্ত হওয়ায়, শুদ্ধ বাসনাভ্যাসেরও ত' প্রয়োজন নাই।

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, জনকে সেই মলিনবাসনার প্রবাহ বা অনুক্রম নিবৃত্ত হইলেও, যাজ্ঞবল্ক্য, ভগীরথ প্রভৃতিতে সেই মলিন-বাসনার প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার প্রতিবাদী উষস্ত, কহোল † প্রভৃতির প্রভূত বিদ্যামদ রহিয়াছে, (দেখা যায়), কেননা, তাঁহারা সকলেই (পরস্পরকে তর্কে) পরাজয় করিবার

---

*বাসিষ্ঠ রামায়ণের উপশম প্রকরণে, ৮ম অধ্যায়ের ৯ হইতে ১৮ সংখ্যক শ্লোক সিদ্ধগীতা নামে অভিহিত হয়।

† বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম ব্রাহ্মণ।

নিমিত্ত কথায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদি বল তাঁহাদের যে বিদ্যা ছিল তাহা ব্রহ্মবিদ্যা নহে, তাহা অন্য কোনও বিদ্যা ;—তবে বলি, তাহা বলিতে পার না ; কেননা, কথাপ্রসঙ্গে যে সকল প্রশ্ন ও উত্তর করা হইয়াছিল তৎসমুদয়ই ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বল তাঁহাদের প্রশ্নোত্তর ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক হইলেও, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান বাহ্যতঃ ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র ; তাহা সম্যগ্ জ্ঞান নহে ; তবে তদুত্তরে বলি, এরূপ বলিতে পারা যায় না, কেননা, তাহা হইলে তাঁহাদের বাক্য হইতে আমাদিগের (ইদানীন্তনদিগেরও) যে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তাহাকেও অসম্যগ্ জ্ঞান বলিতে হয়। যদি বল, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সম্যগ্ জ্ঞান হইলেও তাহা পরোক্ষজ্ঞান মাত্র ; তদুত্তরে বলি, তাহা বলিতে পার না ; কেননা দেখা যাইতেছে যে, মুখ্য অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়েই বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হইয়াছে যথা :—(বৃহদা উপ ৩৪।১) (যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ) "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্ব ইতি" তিনি সম্বোধনপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর, সর্ব্বদেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা, তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট ব্যাখ্যা কর।

যদি বল পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য আত্মজ্ঞানীর বিদ্যামদ থাকে, এরূপ স্বীকার করেন না ; কেননা, তাঁহার "উপদেশ সাহস্রী" নামক গ্রন্থে আছে :—(প্রকাশ প্রকরণ, ১৩)

"ব্রহ্মবিত্ত্বং তথা মুক্ত্বা স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ *।"

---

* এই শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ—"যোবেদালুপ্তদৃষ্টিত্বমাত্মনোঽকর্তৃতাং তথা"। রামতীর্থ পদযোজনিকা ব্যাখ্যায়, এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যিনি, "আমি ব্রহ্মবিৎ" এইরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, আপনাকে কেবল কেবলমাত্র আত্মাকে চেতনরূপে দ্রষ্টা বলিয়া এবং অকর্ত্তা বলিয়া জানেন, তিনি

এবং "আমি ব্রহ্মবিৎ" এইরূপ অভিমান যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আত্মজ্ঞ, অন্য কেহ নহে।

আর, (উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যান স্বরূপ, সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত) 'নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিতে'ও আছে—

"ন চাধ্যাত্মাভিমানোঽপি বিদুষোঽস্ত্যাসুরত্বতঃ।
বিদুষোঽপ্যাসুরশ্চেৎ স্যান্নিষ্ফলং ব্রহ্মদর্শনম্॥"* (প্রথমাধ্যায়, ৭৫ শ্লোক)

তত্ত্বজ্ঞানীর অধ্যাত্মাভিমানও (তত্ত্বজ্ঞানজনিত অভিমানও) নাই; কেননা, তাহা অসুরযোগ্যমোহজনিত, (গীতায় বর্ণিত আসুরী সম্পদের অর্থাৎ দর্প ও অভিমানেরই অন্তর্ভূত)। তত্ত্বজ্ঞানীরও যদি আসুরভাব থাকে, তবে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল বলিতে হয়।

তদুত্তরে আমরা বলি,—না, ইহা দোষ নহে; কেননা, উদ্ধৃত স্থলে, যে

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ। যিনি 'আমি ব্রহ্মবিৎ' বলিয়া অভিমানের লেশমাত্র রাখিয়াছেন তিনি ব্রহ্মবিৎ নহেন।

* এই শ্লোকের অবতরণিকায় সুরেশ্বরাচার্য্য বলিতেছেন—"স্যাদ্বিধিরধ্যাত্মাভিমানাদিতি চেন্নৈবম্ যস্মাৎ।" টীকাকার জ্ঞানোত্তম ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—"আচ্ছা, জীব, ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইলেও, 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি ক্ষত্রিয়' এইরূপে জাতি প্রভৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ স্থূলদেহের অভিমান হইতে ত' ভেদের (ভেদজ্ঞানের) সম্ভাবনা হইতে পারে এবং তাহা হইলে (সেই ভেদজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য) অধিকারিব্যবস্থানুসারে কর্ম্মব্যবস্থাও করিতে হয়"—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"না, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না; কেননা, বিদ্বানের অর্থাৎ তত্ত্ববিদের অধ্যাত্মাভিমান অর্থাৎ শরীরাদির অভিমান নাই; কেননা, তাহা অসুরোচিতমোহজনিত বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং দেহাদিবিষয়ক অভিমানের নিবৃত্তির জন্য অধিকার-ব্যবস্থার কথা ত' দূরের কথা।" তাহা হইলে, দেহাদিবিষয়ক অভিমান সিদ্ধির জন্য জ্ঞানীতেও মোহ থাকে, একথা স্বীকার করিতে হয়। এই হেতু বলিতেছেন—"তাহা হইলে বলিতে হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানকে বিদূরিত করিতে পারে না; অতএব ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তত্ত্বজ্ঞানীতে মোহ থাকিতে পারেনা।" সুতরাং বিদ্যামদ

তত্ত্বজ্ঞান (পরিপাক লাভ করিবার পর) জীবন্মুক্তি প্রদান করে, এ
তাহাতেই পর্য্যবসিত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল ক
বলা হইয়াছে। আর আমরাও জীবন্মুক্ত পুরুষে বিদ্যামদ থাকে, এ
স্বীকার করি না।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যাহারা অপরকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা ক
তাহাদের ত' আত্মজ্ঞানও নাই; কেননা, তাহাদের আত্মজ্ঞান পূজ্যপা
আচার্য্য (সুরেশ্বর) অস্বীকার করিতেছেন—

"রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু
কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরে তরোঃ।" *

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ৪।৬৭)

চিত্ত, ব্যায়ামের জন্য (অনুশীলনাদির উদ্দেশ্যে) শব্দাদি যে সক
বিষয়ে (তর্কাদি শাস্ত্রে) প্রবেশ করে, সেই সকল বিষয়ের প্রতি আসক্তি
অজ্ঞানেরই লক্ষণ। যে বৃক্ষের কোটরে অগ্নি রহিয়াছে, তাহাতে হরিদ্
কি প্রকারে সম্ভবে?

(সমাধান)—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কেননা, যে
আচার্য্যপাদ সুরেশ্বরই, (জ্ঞানীর আসক্তি প্রভৃতি থাকে একথা) এ
স্থলে স্বীকার করিতেছেন :—

প্রসঙ্গে এই প্রমাণটি এস্থলে কিঞ্চিৎ অসংলগ্ন হওয়াতে, বোধ হয়, মুনিবর বিদ্যারণ্য
ইহা সংযোজিত হয় নাই। কেননা, সুরেশ্বর 'স্থূলদেহের অভিমান অর্থে'ই অধ্যাস
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

জ্ঞানোত্তম কৃত টীকানুবাদ—যেহেতু সিদ্ধের এবং সাধকের আসক্তি ও
বশতঃই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, সেই হেতু প্রবৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া যদি
অনুমিত হয়, তবে তাহা অজ্ঞানের লক্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এই বলিয়া উপ
করিতেছেন—'চিত্তব্যায়ামভূমিষু'—স্বাভাবিক সুখানুভববশতঃ চিত্ত, শব্দাদি যে স
আলম্বনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে যে "রাগ" আসক্তি, তাহা অজ্ঞানেরই চিহ্ন। দৃ
দৃষ্টান্ত—যেমন, যে বৃক্ষে অগ্নি রহিয়াছে তাহাতে হরিদ্বর্ণ সম্ভবে না, সেইরূপ যে স্থলে অ
আছে সে স্থলে জ্ঞান সম্ভবে না।

"রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তদ্ভাবোঽপরাধ্যতি।"

(বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ১৫৩৯ শ্লোক শেষার্দ্ধ।)

"উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতি॥" *

(বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ১৭৪৬ শ্লোক প্রথমার্দ্ধ।)

---

* [নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি প্রণেতা] সুরেশ্বরাচার্য্যের বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক হইতে মুনিবর বিদ্যারণ্য এই প্রমাণটি, দুইটি বিভিন্ন শ্লোক হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১৫৩৯ সংখ্যক শ্লোক "শাস্ত্রার্থস্য সমাপ্তত্বান্মুক্তিঃ স্যাৎ তাবতা মিতেঃ। রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তদ্ভাবোঽপরাধ্যতি"। উক্ত ব্রাহ্মণের ১৭৪৬ সংখ্যক শ্লোক—"উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতি। বিদ্যমানাপি বিধ্বস্ততীব্রানর্থপরম্পরা॥" টীকাকার আনন্দগিরি প্রথম শ্লোকটি এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন:—তাহা হইলে মুক্তি কি প্রকারে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে তাহার নাম "মিতি"; তাহা হইতে মুক্তি হয়, কেননা, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন (মুণ্ডক ৩।২।৯)। এই শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ জানিবামাত্রই মুক্তি হয়, ইহাই উপনিষদ্বিচারের চরম ফল, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কিছু ফল নাই)। এই হেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্য ধারণা করিতে পারিলেই মুক্তি: —ইহাই ভাবার্থ। এস্থলে যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, সেইরূপ জ্ঞান হইবার পরেও যদি আসক্তি প্রভৃতি দেখা যায়, তাহা হইলে ত' বুঝিতে হইবে, তাঁহার জ্ঞান হয় নাই—তদুত্তরে বলিতেছেন যে সেইরূপ আসক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেই তাহাদিগকে যে জ্ঞানের বিরোধী বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে; কেননা, জ্ঞান দ্বারা তাহাদের বীজ দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে, ঐ সকল 'আসক্তি' আসক্তি প্রভৃতির আভাসমাত্র। এই হেতু বলিতেছেন,—আসক্তি প্রভৃতি থাকে, থাকুক ইত্যাদি। ২য় শ্লোকটির ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিতেছেন—'অবিদ্যা থাকিয়া গেলে সংসার রচনা করিবেই, এই হেতু যাহাতে তাহার বিধ্বংস ঘটে, তাহা ত' করিতে হইবেই? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অবিদ্যা যে উৎকট অনর্থরাজি প্রসব করে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে, উৎপাটিতদন্ত সর্পের ন্যায় অবিদ্যা (থাকিয়া গেলেও) কি করিতে পারে?

[জীবন্মুক্তি-বিবেকের আনন্দাশ্রম-সংগৃহীত তিনখানি প্রতিলিপিতে উক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধ ("উৎখাত...করিষ্যতি") নাই। ইহ'তে মনে হয়, অন্য কেহ স্বকীয় স্মৃতি হইতে উহার সংযোজন করিয়া থাকিবেন।]

আসক্তি প্রভৃতি থাকে থাকুক। তাহারা থাকিলেই দোষ ঘটায় না; যে সর্পের দন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই সর্পের স্থায়, অবিদ্যা কি করিতে পারে? (অর্থাৎ কোনও হানি ঘটায় না)।

আর একথা বলিতে পার না যে, আচার্য্যপাদের উক্ত বাক্যদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, কেন না, স্থিতপ্রজ্ঞ ও কেবলজ্ঞানী এই দুই প্রকার (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) সম্বন্ধে উক্ত বাক্যদ্বয়ের (যথাক্রমে) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (অর্থাৎ উক্ত দুইটি বচন যথাক্রমে উক্ত দুই প্রকার পুরুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যদি 'জ্ঞানীতে আসক্তি প্রভৃতি থাকিতে পারে' একথা স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে ত' সেই আসক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া জন্মান্তর ঘটাইতে পারে?

(সমাধান)—না, এরূপ হইতে পারে না। যে বীজ ভাজা হয় নাই, তাহারই যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ, অবিদ্যা প্রযুক্ত যে আসক্তি প্রভৃতি জন্মে, তাহারাই মুখ্য আসক্তি ইত্যাদি বলিয়া, তাহারাই পুনর্জ্জন্মের কারণ হইতে পারে। জ্ঞানীর কিন্তু যে আসক্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ভাজা বীজের ন্যায় আভাসমাত্র। এই অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে:—

উৎপদ্যমানা রাগাদ্যা বিবেকজ্ঞানবহ্নিনা।
তদা তদৈব দহ্যন্তে কুতস্তেষাং প্ররোহণম্॥ *

(বরাহোপনিষৎ ৩।২৪—২৫)

* পাঠান্তর—'যদাতদৈব'। পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ধৃত অনেকগুলি শ্লোকই বরাহোপনিষদে একই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে সেই শ্লোকগুলি প্রসঙ্গ নিবদ্ধ, কিন্তু উক্ত উপনিষদে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন; অথবা কষ্টকল্পিতভাবে তাহাদের সম্বন্ধ ঘটাইতে হয়। ইহাতে মনে হয় উক্ত উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টার হৃদয়ে "জীবন্মুক্তি-বিবেকের" সংস্কার থাকা অসম্ভব নহে।

আসক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হইবামাত্রই, বিবেকরূপ জ্ঞানাগ্নি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে। তাহারা আবার অঙ্কুরোৎপাদনপূর্ব্বক নূতন শাখাপত্র ধারণ করিবে কি প্রকারে ?

(শঙ্কা)—আচ্ছা, তাহা হইলে স্থিতপ্রজ্ঞেরও কেন সেইগুলি থাকুক না ?

(সমাধান)—না, এইরূপ বলিতে পার না। কেননা, সেই সময়ে মুখ্য আসক্তি প্রভৃতির ন্যায় তাহাদের আভাসও স্থিতপ্রজ্ঞতার বাধক হয়। (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, সেই) রজ্জুসর্পও তৎকালে প্রকৃত সর্পের ন্যায়ই ভীতি উৎপাদন করে, দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। *

(শঙ্কা)—আচ্ছা, (সেই আসক্তি প্রভৃতির) আভাসকে যদি আভাস বলিয়া স্মরণ রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে ত' কোনও বাধা ঘটিতে পারে না।

(সমাধান)—দীর্ঘজীবী হও। ইহারই নাম জীবন্মুক্তি, ইহাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু যে সময়ে বিচারে জয়লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এইরূপ ছিলেন না; কেননা, চিত্তের বিশ্রান্তিলাভের জন্য বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিতে তখনও তাঁহার বাকী ছিল। তখন যে তাঁহার কেবল বিচারে জয়লাভ করিবারই ইচ্ছা ছিল, তাহা নহে; প্রবল ধনতৃষ্ণাও জন্মিয়াছিল; কেননা, বহুসংখ্যক ব্রহ্মবিদ্‌দিগের সমক্ষে স্থাপিত

---

* অর্থাৎ পরে না হয়, সর্পভ্রম অপসারিত হইলে সেই সর্পকে রজ্জু বলিয়া জানা গেল; কিন্তু প্রথম দর্শনকালে ত' তাহা প্রকৃত সর্পের ন্যায় ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। সেইরূপ অস্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যেন প্রজ্ঞাবলে পরিশেষে আসক্তি প্রভৃতিকে তিরোহিত করিলেন, কিন্তু প্রথম আবির্ভাব কালে তাঁহাকে ত' জ্ঞানহীনের ন্যায় বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

সহস্র সালঙ্কারা ধেনু বিনানুমতিতে গ্রহণ করিয়া তিনি নি
বলিতেছেন :—

"নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্ম, গোকামা এব বয়ং স্মঃ ইতি"
(বৃহদা উ, ৩।১।২

আমরা (উপস্থিত) ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষকে প্রণাম করিতেছি। (যদি য
তবে তাঁহার প্রাপ্য ধেনুগুলিকে কেন স্বগৃহে লইয়া যাইতেছ?
বলি) আমরা হইতেছি কেবল গোকাম (গোপ্রার্থী)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, ইহা ত' হইতে পারে যে অপর ব্রহ্মবিদদিগকে অব
করিবার উদ্দেশ্যে, ইহা এক প্রকার বাক্যের ভঙ্গীমাত্র।

(উত্তর)—তাহা হইলে, ইহা আর একটি দোষ। আর অপর ব্র
বিদ্‌গণ আপনাদের প্রাপ্য ধন যাজ্ঞবল্ক্য অপহরণ করিতেছেন মনে করি
ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিই আবার ক্রোধপরবশ হইয়া শাপ দিয়া শাকল্যে
মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন।* কেহ যেন এরূপ মনে না করেন, যে ইনি ব্রহ্মহ
করিয়াছিলেন বলিয়া মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কেননা, কৌ
তকীগণ পাঠ করেন (কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩।১) :—

"নাস্য কেনাপি (কেন চ) কর্ম্মণা লোকো হীয়তে (মীয়তে)
মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন, ন স্তেয়েন, ন ভ্রূণহত্যয়া ইতি।" †

কোনও কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটে
মাতৃবধের দ্বারাও নহে, পিতৃবধের দ্বারাও নহে, চৌর্য্যের দ্বারাও
ভ্রূণহত্যার দ্বারাও নহে।

---

* বৃহদা উপ, ৩।৯।২৬ দ্রষ্টব্য।

† মূলে কিন্তু "কেনাপি" স্থলে "কেন চ" এবং "হীয়তে"র স্থলে "মী
এইরূপ পাঠ আছে।

শেষাচার্য্য,* তাঁহার প্রণীত "আর্য্যাপঞ্চাশীতি" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—(পরমার্থসার ৭৭ শ্লোক)

"হয়মেধশতসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাতলক্ষাণি।
পরমার্থবিন্ন পুণ্যৈর্ন চ পাপৈঃ স্পৃশ্যতে বিমলঃ॥" *

পরমার্থবিৎ, যদি সহস্র সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তথাপি তাঁহাকে পুণ্যস্পর্শ করে না; আর যদি লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মহত্যা করেন তথাপি তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না; (কারণ) তিনি বিমল অর্থাৎ অবিদ্যামল শূন্য হইয়াছেন।

সেই হেতু অধিক বিচারে প্রয়োজন কি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্দিগের মলিন বাসনার অবশেষ ছিলই বটে। আর বশিষ্ঠদেবও (স্বকৃত রামায়ণে যে ভগীরথ-বৃত্তান্ত) বর্ণনা করিয়াছেন (তাহাতে দেখা যায়) যে ভগীরথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও রাজ্যপালন করিতে করিতে মলিনবাসনাবশতঃ চিত্তের বিশ্রান্তিলাভ করিতে না পারায় (রাজ্যাদি) পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। † অতএব কোনও মলিনবাসনা আপনাতে অবশিষ্ট রহিয়াছে দেখিলে, তাহাকে পরকীয় দোষের ন্যায় সম্যক্ প্রকারে লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহার

---

* রাঘবানন্দ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—তত্ত্ববিৎ শুভ, অশুভ যাহা কিছুই করুন না, তদ্দ্বারা তাঁহার কর্ম্মলেপ ঘটে না; কেননা, তিনি বিমল অর্থাৎ তাঁহার অবিদ্যামল তিরোহিত হইয়াছে, এই হেতু তিনি সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন অথবা লক্ষ ব্রহ্মহত্যাই করুন, তজ্জনিত পুণ্য বা পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শেষাচার্য্য প্রণীত 'পরমার্থসার'ই আর্য্যাপঞ্চাশীতি নামে প্রসিদ্ধ; কেননা, এই গ্রন্থখানিতে আর্য্যাচ্ছন্দে বিরচিত ৮৫টি মাত্র শ্লোক আছে। ট্রিভেণ্ড্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর দ্বাদশ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত।

† নির্ব্বাণ প্রকরণ পূর্ব্বভাগ, ৭৫ সর্গ।

অজাতশত্রু তাঁহাকে ভৎ´সনা করাতে, তিনি দর্প পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। * উষস্ত † কহোল ‡ প্রভৃতি বিদ্যামদবশতঃ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। যখন সেই বিদ্যামদ অপর লোকে থাকা হেতু সে তোমাকে আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবে, তখন তুমি মনে করিবে সেই অপর ব্যক্তি (বিদ্যামদে) মত্ত হইয়াছে, সে আমাকে নিন্দা করুক বা অপমান করুক তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। এই হেতু কথিত হইয়াছে :—

"আত্মানং যদি নিন্দন্তি স্বাত্মানং স্বয়মেব হি।
শরীরং যদি নিন্দন্তি সহায়াস্তে জনা মম॥"

তাহারা যদি আমার 'আত্মাকে' নিন্দা করে তবে তাহারা নিজেই আপনাদের 'আত্মাকে' নিন্দা করিতেছে (কারণ আত্মা এক বই দুই নহে)। যদি তাহারা আমার শরীরকে নিন্দা করে, তবে তাহারা ত' আমার অনুকূল ব্যক্তি।

"নিন্দাবমানাবত্যন্তং ভূষণং যস্য যোগিনঃ।
ধীবিক্ষেপঃ কথং তস্য বাচাটৈঃ ক্রিয়তামিহ॥" ¶

নিন্দা এবং অপমান যে যোগীর ভূষণস্বরূপ, এই সংসারে বাচাল লোকে কি প্রকারে তাঁহার বুদ্ধির বিক্ষেপ ঘটাইতে পারে? (অর্থাৎ 'আমি নিন্দাপমানের অতীত নিরঞ্জন আত্মা' এইরূপ সংস্কারের বিলোপ ঘটাইতে পারে?)

* কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২য় অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ।

† বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

‡ ঐ ৫ম ব্রাহ্মণ।

¶ এই দুইটি শ্লোকের মূল অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই।

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে আছে :—

"সপরিবারে বর্চ্চস্কে * দোষতশ্চাবধারিতে।
যদি দোষং বদেত্তস্মৈ কিং তত্রোচ্চরিতুর্ভবেৎ॥"

(২য় অধ্যায় ১৬ শ্লোক)

যখন বিষ্ঠা ও তদানুষঙ্গিক বস্তুসকল, দুষ্ট (এবং সেই হেতু) পরিত্যাজ্য বলিয়া অবধারিত হইল, তখন যদি কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দা করে, তাহা হইলে মলত্যাগকারীর তাহাতে কি হইবে ?

[পাঠান্তরের অর্থ—যে বিষ্ঠা সম্যক্ প্রকারে পরিত্যক্ত হইয়া ইত্যাদি]

তদ্বৎ স্থূলে তথা সূক্ষ্মে † দেহে ত্যক্তে বিবেকতঃ।
যদি দোষং বদেত্তাভ্যাং কিং তত্র বিদুষো ভবেৎ॥"

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক)

সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ বিচারপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইলে, (অর্থাৎ দেহদ্বয়ে অভিমান পরিত্যক্ত হইলে), যদি কেহ তাহাদিগের উদ্দেশ্যে নিন্দা করে, তাহা হইলে জ্ঞানীর তাহাতে কি হইবে ?

"শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-স্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্মমৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ॥" ‡

---

* মূলের পাঠ—"বর্চ্চস্কে সম্পরিত্যক্তে"। এই শ্লোকের অবতরণিকার ব্যাখ্যায় টীকাকার জ্ঞানোত্তম বলিতেছেন—"এইরূপ আত্মাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিলে, সেই জ্ঞানের দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ফল, সকল অনর্থের বীজভূত রাগাদির নিবৃত্তি হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন।"

† মূলের পাঠ—"তদ্বৎ সূক্ষ্মে তথা স্থূলে।"

‡ এই শ্লোকের মূল পাই নাই।

অহঙ্কারেরই শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা প্রভৃতি এবং জন্ম মৃত্যু ঘটে, তাহারা আত্মার নহে।

জ্ঞানাঙ্কুশ * নামক গ্রন্থে নিন্দা যে ভূষণস্বরূপ হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। যথা—

"মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি
নন্বপ্রযত্নজনিতোঽয়মনুগ্রহো মে।
শ্রেয়োঽর্থিনো হি পুরুষাঃ পরতুষ্টিহেতো
র্দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥"

যদি কোনও ব্যক্তি আমার নিন্দা করিয়া সন্তোষলাভ করে, তাহা হইলে, আমি যে তাহার প্রতি, (তাহার সন্তোষবিধানরূপ) অনুগ্রহ করিলাম, তাহা করিতে আমাকে নিশ্চয়ই কোনও আয়াস ব্যয় করিতে হইল না। আর (দেখ) কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ, অন্যের সন্তোষবিধানের জন্য কষ্টে উপার্জ্জিত ধনও ব্যয় করিয়া থাকে।

"সততসুলভদৈন্যে নিঃসুখে জীবলোকে,
যদি মম পরিবাদাৎ প্রীতিমাপ্নোতি কশ্চিৎ।
পরিবদতু যথেষ্টং মৎসমক্ষং তিরো বা
জগতি হি বহুদুঃখে দুর্লভঃ প্রীতিযোগঃ॥"

এই সংসারে সুখ ত' দেখাই যায় না; কিন্তু দুঃখ, সকল সময়েই সুলভ। এইরূপ সংসারে যদি কেহ আমার নিন্দা করিয়া প্রীতিলাভ করে, তাহা হইলে সে আমার সমক্ষেই হউক, বা আমার অসাক্ষাতেই হউক যত ইচ্ছা নিন্দা করুক, কেননা, দুঃখবহুল এই সংসারে আনন্দলাভ অতি দুর্ঘট।

* অনুসন্ধানে জানা গেল, এই অত্যুপাদেয় প্রাচীন গ্রন্থখানি বিলুপ্ত প্রায়: ইহার একখানি অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি তঞ্জোর পুস্তকালয়ে আছে। তাহার সংখ্যা ৯৭৪৮।

অবমান যে ভূষণস্বরূপ হইতে পারে, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। যথা—

"তথা চরেত বৈ যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্॥" *

(নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ ৫।৩০

যোগী, সাধুগণের ধর্ম্ম দূষিত না করিয়া (অর্থাৎ মিথ্যাচরণাদি না করিয়া) এইরূপ আচরণ করিবেন, যাহাতে লোকে তাঁহার অবমাননা করে এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিতে না আইসে।

যাজ্ঞবল্ক্য, উষস্ত প্রভৃতির যে অপর সম্বন্ধে নিজ নিজ এবং নিজ নিজ সম্বন্ধে অপরের, এই দুই প্রকারের বিদ্যামদ ছিল, সেই দুই প্রকার বিদ্যামদের প্রতীকার যেরূপ বিবেক দ্বারা করিতে হয়, ধনাভিলাষ ও ক্রোধ এই দুয়ের প্রতিকারও সেইরূপ, বিবেক দ্বারা করিতে হইবে, এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

ধন সম্বন্ধে বিচার এইরূপে করিতে হইবে :—

"অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিপালনে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥"

(মহাভারত ?) পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপ ১৫

অর্থের উপার্জ্জনে ক্লেশ আছে, রক্ষণেও সেইরূপ। অর্থ বিনষ্ট হইলে দুঃখ, ব্যয়িত হইয়া যাইলেও দুঃখ। অতএব (সর্ব্বথা) ক্লেশদায়ক অর্থকে ধিক্।

ক্রোধও দুই প্রকার যথা নিজের ক্রোধ অপরের উপর এবং অপরের

* ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্রোধ নিজের উপর। তন্মধ্যে (অপরের উপর) নিজের ক্রোধ সম্বন্ধে এইরূপ বিচার উপদিষ্ট হইয়াছে :—

"অপকারিণি কোপশ্চেৎ কোপে কোপঃ কথং ন তে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রসহ্য পরিপন্থিনি॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২০)।

অপকারীর উপরেই যদি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে (স্বয়ং) ক্রোধের উপরেই তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না কেন? ক্রোধ ত' (তোমার) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সাধন বিষয়ে, প্রধান বিঘ্ন ঘটাইয়া (তোমার অপকার করে)।

"ফলান্বিতো ধর্ম্ম-যশোহর্থনাশনঃ
স চেদপার্থঃ স্বশরীর-তাপনঃ।
ন চেহ নামুত্র হিতায় যঃ সতাং
মনাংসি কোপঃ সমুপাশ্রয়েৎ কথম্॥"

ক্রোধ সফল হইলেও, (অর্থাৎ অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিলেও) ক্রুদ্ধব্যক্তির, ধর্ম্ম, যশ এবং অর্থের বিনাশ করিয়া থাকে। ক্রোধ নিষ্ফল হইলে, (অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে না পারিলে) কেবল ক্রুদ্ধব্যক্তির শরীরকেই সন্তাপ দিয়া থাকে। যে ক্রোধ ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্থানেই হিতকর নহে, সেই ক্রোধ কেন সাধুদিগের মনকে আশ্রয় করিতে পায়?

নিজের প্রতি অপরের ক্রোধ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :—

"ন মেহপরাধঃ কিমকারণে নৃণাং, মদভ্যসূয়েত্যপি নৈব চিন্তয়েৎ।
ন যৎ কৃতা প্রাগ্‌ভব-বন্ধনিঃসৃতি, স্ততোহপরাধঃ পরমো নু চিন্ত্যতাম্॥"

"আমি ত' কোনও অপরাধ করি নাই, অকারণে লোকের আমার

প্রতি অসূয়া (অপরের গুণে দোষাবিষ্করণ, এস্থলে "ক্রোধ") কেন হয়? এইরূপ চিন্তাকেও কখন মনে স্থান দিতে নাই। তুমি যে পূ... জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে আপনার উদ্ধারসাধন কর নাই, এই হে... তোমার বিষম অপরাধ হইয়াছে—ইহাই চিন্তা কর। *

"নমোঽস্তু কোপদেবায় স্বাশ্রয়জ্বালিনে ভৃশম্।
কোপ্যস্য মম বৈরাগ্যদায়িনে দোষবোধিনে॥" ইতি

(যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২১।)

যে কোপদেব নিজের আশ্রয়দাতাকে প্রবলভাবে দগ্ধ করেন এ... আমি কাহারও কোপার্হ (কোপের পাত্র) হইলে, আমাকে (তা... মুখদিয়া স্বকীয়) দোষ বুঝাইয়া দিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করেন, সে... কোপদেবতাকে প্রণাম।

ধনাভিলাষ ও ক্রোধকে যেরূপ বিবেক দ্বারা অপনীত করিতে হ... স্ত্রীপুত্রাভিলাষকেও সেইরূপ বিবেক দ্বারা বিদূরিত করিতে হয়; তন্ম... বশিষ্ঠ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বিচার এইরূপে দেখাইয়াছেন :—(বৈরাগ্যপ্রক... ২১ অঃ)

"মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে।
স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্॥" ১

শিরাকঙ্কাল-গ্রন্থিশালিনী মাংসপুত্তলী রমণীর, (শকটাদি)—য... চঞ্চল অঙ্গসমষ্টিরূপ শরীরে, প্রকৃতপক্ষে শোভার বস্তু কি আছে?

"ত্বঙ্‌মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্‌কৃত্বা বিলোচনে।
সমালোকয় রম্যঞ্চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি॥" ২

* শরীর ধারণ করিলেই কাহারও না কাহারও কোপে পড়া অনিবার্য্য।

রমণীর লোচনদ্বয়, ত্বক্, মাংস, রক্ত, ও অশ্রুজল বিশ্লেষ করিয়া দেখ, তাহা মনোরম কি না। তবে কেন বৃথা মুগ্ধ হও ?

"মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসিগঙ্গাজল-রয়োপমা
দৃষ্টা যস্মিন্ স্তনে মুক্তাহারস্যোল্লাসশালিতা ॥" ৫
"শ্মশানেষু দিগন্তেষু স এব ললনাস্তনঃ।
শ্বভিরাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ড ইবান্ধসঃ ॥" ৬

যে রমণীপয়োধরে সুমেরু-শিখরভূমি-সঞ্চারিণী মন্দাকিনীজলধারার ন্যায় মুক্তাহারের অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হইয়া থাকে, কালে সারমেয়গণ তাহাই (পল্লীসমূহের) প্রান্তভাগে অবস্থিত শ্মশানে, ক্ষুদ্র অন্নপিণ্ডের ন্যায় রুচিপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া থাকে।

"কেশকজ্জলধারিণ্যো দুঃস্পর্শা লোচনপ্রিয়াঃ।
দুষ্কৃতাগ্নিশিখা নার্য্যো দহন্তি তৃণবন্নরান্ ॥" ১১

নারীগণ দুষ্কৃতিরূপ বহ্নির শিখাস্বরূপ। বহ্নি যেমন শিরোদেশে কজ্জল ধারণ করে, ইহারাও সেইরূপ শিরোদেশে কেশ ধারণ করে। ইহারাও বহ্নির ন্যায় দুঃস্পর্শা ও লোচনপ্রিয়া ; আর দেখ, বহ্নি যেমন তৃণকে, ইহারাও তদ্রূপ পুরুষদিগকে, দগ্ধ করিয়া থাকে।

"জ্বলতামতিদূরেঽপি সরসা অপি নীরসাঃ।
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনং চারু দারুণম্ ॥" ১২

দূরে প্রজ্বলিত বহ্নির * ইন্ধনভূত দীর্ঘ কাষ্ঠ যেরূপ নিকটপ্রান্তে রসক্ষরণ হেতু সরস দেখায়, কিন্তু দূরপ্রান্তে (অগ্নিসংযুক্ত প্রান্তে) একেবারে নীরস, দূরবর্ত্তী নরকাগ্নির ইন্ধনরূপিণী নারীও সেইরূপ সম্মুখে (আপাততঃ) মনোরম এবং অন্তে (পরিণামে) দারুণ (অর্থাৎ সংসার যন্ত্রণার কারণ)।

---

* এস্থলে ঈষদার্দ্র ইন্ধন বুঝিতে হইবে। রামায়ণের টীকাকার ইন্ধনে সরসতার সম্ভাবনা

"কামনাম্না কিরাতেন বিকীর্ণা মুগ্ধচেতসাম্।
নার্য্যো নরবিহঙ্গানামঙ্গ-বন্ধনবাগুরাঃ॥" ১৮

মদন-নামক কিরাত, রমণীদিগকে, মূঢ়বুদ্ধি পুরুষ-বিহঙ্গের, অঙ্গবন্ধ বাগুরারূপে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

"জন্মপল্বল-মৎস্যানাং চিত্তকর্দ্দমচারিণাম্।
পুংসাং দুর্ব্বাসনারজ্জুর্নারী বড়িশ-পিণ্ডিকা॥" ২০

পুরুষগণ সংসারপল্বলের মৎস্য, চিত্তরূপ কর্দ্দম তাহাদের বিচরণের দুষ্ট বাসনা সেই মৎস্য ধরিবার বড়িশ সূত্র, এবং রমণীগণ সেই বড়িশ পিণ্ড (মাংস বা অন্নের টোপ)।

"সর্ব্বেষাং দোষরত্নানাং সুসমুদ্গিকয়ানয়া।
দুঃখশৃঙ্খলয়া নিত্যমলমস্তু মম স্ত্রিয়া॥" ২৩

রমণী সর্ব্ববিধ দোষরত্ননিচয়ের উৎকৃষ্ট সমুদ্গিকা (কৌটা) এ দুঃখপালের বন্ধন শৃঙ্খল। এ হেন রমণীতে আমার প্রয়োজন নাই।

"ইতো মাংসমিতো রক্তমিতোঽস্থীনীতি বাসরৈঃ।
ব্রহ্মন্ কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রী বিশরারুতাম্॥"* ২৫

হে ব্রহ্মন্, (বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া রামের উক্তি) কামিনী কতিপয় দিবসের মধ্যেই এখানে মাংস, ঐখানে রক্ত, স্থানান্তরে অস্থি এইরূপ বিশীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কোনও প্রকারে ঘটাইতে না পারিয়া, বলিয়াছেন "লোচনপ্রিয়" অগ্নিরূপ কার্য্য ইন্ধনকে সরস এবং দহনরূপ কারণের (ফলের বা পরিণামের) নীরসতা দেখিয়া নীরস বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়।

* এস্থলে মূলের "বিশরারুতাং" (বিশীর্ণতান) এই পাঠানুসারেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ২য় সংস্করণের "বিরচারুতাম্" পাঠ দুষ্ট।

"যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগত্ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥" ৩৫

যাহার স্ত্রী আছে, তাহারই ভোগ কামনা আছে; স্ত্রীবিহীন ব্যক্তির ভোগের বাসনা কোথায়? রমণী পরিত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়, এবং জগৎ পরিত্যাগ করিলেই সুখী হওয়া যায়।

পুত্র সম্বন্ধে বিচার, ব্রহ্মানন্দ * গ্রন্থে (পঞ্চদশী ১২।৬৫) এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে:—

"অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্।
লব্ধোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে॥"

পিতামাতা পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইবার পর, যদি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পুত্র না জন্মিলেন, তবে তিনি (না জন্মিয়াই) পিতামাতাকে মনঃক্লেশ দিতে, আরম্ভ করিলেন। আর যদি গর্ভে তাঁহাকে পাওয়া গেল, তবে গর্ভপাত ঘটাইয়া অথবা প্রসববেদনা দিয়া তিনি পীড়া দেন।

"জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মূর্খতা।
উপনীতেঽপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে॥" ৬৬

যদি জন্মিলেন, তবে শৈশবে 'পেঁচোয় পাওয়া' প্রভৃতি রোগের ভয়, কৌমারে বুদ্ধিহীন হইবার ভয়, উপনয়ন হইবার পর গুরুগৃহে অবস্থানকালে বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী হইবার ভয়, বিদ্যালাভ হইবার পর পণ্ডিত হইলে (উপযুক্ত) পত্নী না যুটিবার ভয়।

"যূনশ্চ পরদারাদির্দারিদ্র্যং চ কুটুম্বিনঃ।
পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো ধনী চেন্ম্রিয়তে তদা॥" ৬৭

যৌবনে পরদারাসক্ত হইবার ভয়, এবং স্ত্রীপুত্রাদিপরিবার বেষ্টিত

---

* পঞ্চদশী গ্রন্থের শেষ ৫ অধ্যায় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল এবং ব্রহ্মানন্দ বলিয়া পরিচিত ছিল। ভূমিকায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

হইলে দারিদ্র অর্থাৎ তাহাদিগের পালনে অসমর্থ হইবার ভয়; আ
যদি ধনী হইলেন, তবে মরিয়া যাইবার ভয় : অতএব পিতামাতার দুঃ
অন্ত নাই।

বিদ্যা, ধন, ক্রোধ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি বিষয়ক মলিনবাসনার, যে
বিবেক (বিচার) দ্বারা প্রতীকার করিতে হয়, সেইরূপ অন্যান্য ম
বাসনারও, যথোপযুক্ত শাস্ত্রের সাহায্যে ও নিজের যুক্তি দ্বারা তাহা
দোষ বিচার করিয়া, প্রতীকার করিতে হইবে। এইরূপ প্রতী
করিলেই জীবন্মুক্তিরূপ পরমপদ লাভ করা যায়। বশিষ্ঠদেব সেই ক
বলিয়াছেন; যথা :—

"বাসনা সম্পরিত্যাগে যদি যত্নং করোষ্যলম্। *
তাস্তে শিথিলতাং যান্তি সর্ব্বাধিব্যাধয়ঃ ক্ষণাৎ॥"
(উপশম প্রকরণ ৯২।

বাসনাসমূহকে সম্যক্প্রকারে পরিত্যাগ করিতে যদি তুমি যথোপ
যত্ন কর, তাহা হইলে, তোমার শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার রো
মুহূর্ত্তমধ্যে শিথিল হইয়া যায়।

"পৌরুষেণ প্রযত্নেন বলাৎ সন্ত্যজ্য বাসনাঃ।
স্থিতিং বধ্নাসি চেত্তর্হি পদমাসাদয়স্যলম্॥"
(উপশম প্রকরণ ৯২।৬।

* মূলের পাঠ ২য় চরণে "করোষি চ"; ৩য় চরণে 'তাস্তে' স্থলে "তত্ত্বে"। র
টীকাকার বলেন,—উক্ত 'চ'কার দ্বারা "এবং মনোনাশে" এবং 'তৎ' শব্দ দ্বারা "তাহা
এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

† এই শ্লোকটি উক্ত অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের শেষ দুই চরণ ও ৪র্থ শ্লোকের প্রথম
চরণ লইয়া গঠিত হইয়াছে। কিন্তু মূলের পাঠ "বাসনাঃ" স্থলে 'বাসনাম্', "চেত্তর্হি"
"তত্ত্বজ্ঞ"।

পুরুষকার নামক প্রযত্নের দ্বারা বলপূর্ব্বক বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া যদি স্থৈর্য্যলাভ করিতে পার, * তবেই তুমি সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলে।

এস্থলে 'পুরুষকার নামক প্রযত্ন' এই শব্দগুলির দ্বারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত বিষয়দোষ বিচারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এই প্রযত্নের প্রয়োগ করিলেও, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সমূহের প্রবল বেগ দ্বারা, ইহা অভিভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন :—

"যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥"—(গীতা ২।৬০)

হে কৌন্তেয়, যেহেতু, বিবেকশীল পুরুষ প্রযত্ন করিতে থাকিলেও (অর্থাৎ তত্ত্বের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিচারপ্রবণ মনে অবস্থান করিলেও) বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু ইত্যাদি (৬২ শ্লোক)।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥"—(গীতা ২।৬৭)।

(অযোগযুক্ত ব্যক্তির কেন জ্ঞান হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—) যে মন, স্ববিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তাহা সেই অযোগ-যুক্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করিয়া থাকে ; বায়ু যেরূপ জলমধ্যস্থিত নৌকাকে গন্তব্য পথ হইতে বিতাড়িত করিয়া অন্য পথে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ। তাহা হইলে, এই কারণে, বিবেক উৎপন্ন হইবার পর

* মূলের পাঠানুসারে টীকাকারের ব্যাখ্যা—'তৎপদার্থের শোধন দ্বারা তাহার চরমাবস্থায় যে অখণ্ডৈকরস অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত শোধিত "ত্বম্" পদার্থের একতা সম্পাদনপূর্ব্বক যদি চিত্তের নিশ্চলতা ঘটাইতে পার।

তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধ করিতে হইবে তাহাই তৎপরবর্ত্তী দুই শ্লোক দ্বারা বুঝাইতেছেন :—

"তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"—(গীতা ২।৬১)

(সেই হেতু) সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া, সাধক সমাহিত হইয়া অবস্থান করিবেন এবং 'আমি বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি,' এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিবেন। এইরূপে অভ্যাস দ্বারা যে যতির ইন্দ্রিয় বশে আসিয়াছে, তাঁহারই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥" ৬৮

সেইহেতু হে মহাবাহো! যিনি শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে [ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞত্ববিষয়ক সাধনের উপসংহার]।

অন্য স্মৃতিশাস্ত্রে আছে :—

"ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো যতিঃ।
ন চ বাক্‌চপলশ্চৈবমিতি শিষ্টস্য লক্ষণম্॥"

যাঁহার হস্তপদ চঞ্চল, তিনি যতি নহেন, যাঁহার দৃষ্টি চঞ্চল, তিনিও যতি নহেন; যিনি বাক্যপ্রয়োগে অসংযত, তিনিও যতি নহেন। এইরূপে (অর্থাৎ হস্তপদাদির স্থৈর্য্য এবং বাক্‌সংযম দেখিয়া) শিষ্ট ব্যক্তি চিনিতে হয়।

এই কথাই স্থানান্তরে * স্বল্পকথায় বিবরণ সহ স্পষ্ট করিয়া হইয়াছে :—

* এই কয়েকটি শ্লোক গ্রন্থকার মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, পরাশর সংহিতার কাণ্ডে, দ্বিতীয়াধ্যায়ে (বোম্বাই সংস্করণের ১৮৫ পৃষ্ঠায়) মেধাতিথি বিরচিত বলিয়া

"অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড়্‌ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ॥"

যে ভিক্ষু জিহ্বাশূন্য, পুরুষত্ববিহীন, পঙ্গু, অন্ধ, বধির এবং বুদ্ধিহীন, তিনিই, এই ছয়টি গুণের দ্বারাই, মুক্ত হয়েন; তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

"ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতে।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে॥"

যিনি ভোজন করিয়াও—'এই বস্তু আমার অভিলষিত, ইহা আমার অভিলষিত নহে' এইরূপে কোনও ভোজ্য বস্তুতে আসক্ত (বা তাহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত) হয়েন না, এবং যিনি হিতবাদী, সত্যবাদী ও মিতভাষী তাঁহাকেই জিহ্বাশূন্য কহে।

"অদ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ॥"

যিনি সদ্যোজাতা নারী, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী এবং শতবর্ষবয়স্কা বৃদ্ধাকে তুল্যভাবে দর্শন করিয়া নির্ব্বিকার থাকেন, তাঁহাকে ষণ্ডক বা পুরুষত্ব-বিহীন বলে।

"ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্নপরং যাতি সর্ব্বথা পঙ্গুরেব সঃ॥"

যিনি কেবল ভিক্ষালাভের জন্য কিংবা মলমূত্র পরিত্যাগের জন্য ভ্রমণ করেন এবং চারিক্রোশের অধিক দূর গমন করেন না, তিনিই সর্ব্বপ্রকারে পঙ্গু।

হইয়াছে কিন্তু এই মেধাতিথি মনুসংহিতার টীকাকার কি না, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উক্ত টীকাকারের কোনও পদ্যময় গ্রন্থের উল্লেখ এযাবৎ কোথাও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু এই শ্লোকগুলি নারদ পরিব্রাজকোপনিষদে (৩।৬২-৬৮) দৃষ্ট হয়।

"তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগাং ভুবং ত্যক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে॥"

স্থির হইয়া থাকিবার কালে, অথবা (পথে) গমন করিবার কালে, যে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ষোল হাত পরিমিত সম্মুখস্থ ভূমি ত্যাগ করিয়া দূরে গমন করে না, তাঁহাকে অন্ধ বলে।

"হিতং মিতং মনোরমং বচঃ শোকাপহং চ যৎ।
শ্রুত্বা যো ন শৃণোতীব বধিরঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

যিনি হিতকর, পরিমিত, চিত্তের প্রীতিজনক এবং শোকবিনাশক বাক্য শুনিয়াও যেন শুনেন না, তাঁহাকে বধির বলে।

"সান্নিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবৎ বর্ত্ততে নিত্যং ভিক্ষুর্মুগ্ধঃ স উচ্যতে॥"

যে ভিক্ষু অবিকলেন্দ্রিয় ও ভোগে সমর্থ হইয়া ভোগ্যবস্তুর সন্নিধানে সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তাঁহাকে মুগ্ধ বা বুদ্ধিহীন বলে। *

"ন নিন্দাং ন স্তুতিং কুর্য্যান্ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ।
নাতিবাদী ভবেৎ তদ্বৎ সর্ব্বত্রৈব সমো ভবেৎ॥"

ভিক্ষু কাহারও নিন্দা করিবেন না, কাহারও স্তুতি করিবেন না, কাহারও মর্ম্মে আঘাত করিবেন না এবং কখনও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং সর্ব্বাবস্থায় সমভাবাপন্ন হইয়া থাকিবেন।

"ন সম্ভাষেৎ স্ত্রিয়ং কাঞ্চিৎ পূর্ব্বদৃষ্টাং চ ন স্মরেৎ।
কথাং চ বর্জ্জয়েৎ তাসাং ন পশ্যেল্লিখিতামপি॥"

কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না, পূর্ব্বে দেখিয়াছেন

* এই পর্য্যন্ত নারদ-পরিব্রাজকোপনিষদে দৃষ্ট হয়।

এরূপ কোন স্ত্রীলোককে স্মরণ করিবেন না, তাহাদিগের কথাও পরিত্যাগ করিবেন এবং চিত্রে লিখিত স্ত্রীলোককেও দেখিবেন না।

যেমন কোনও ব্রতধারী ব্যক্তি একবারমাত্র রাত্রিকালে ভক্ষণ, অথবা উপবাস, অথবা মৌন, কিংবা অন্য কোনও ব্রতধারণের সঙ্কল্প করিয়া, যাহাতে ব্রত হইতে স্খলন না ঘটে, এইরূপ সাবধান হইয়া সেই ব্রত, সম্যগ্‌রূপে পালন করেন, সেইরূপ (মুমুক্ষু ব্যক্তি) অজিহ্বত্বাদি ব্রত ধারণ করিয়া বিবেক পালন করিবেন অর্থাৎ বিচার করিতে থাকিবেন। এইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর, আদরপূর্ব্বক বিবেক ও ইন্দ্রিয়-নিরোধের অভ্যাস দ্বারা মৈত্রাদি ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হইলে, আসুর সম্পদ্‌রূপ মলিন বাসনা-সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাহার পর, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অথবা নিমেষ উন্মেষ যেরূপ লোকের প্রযত্নবিনাই আপনা আপনি চলিতে থাকে, সেইরূপ মৈত্র্যাদির সংস্কার আপনা আপনি চলিতে থাকিলে, তদ্দ্বারা সংসারের ব্যবহার পালন করিয়াও এবং সেই ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারিলাম কিনা অথবা অসম্পূর্ণ হইল, এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া, এবং নিদ্রা, তন্দ্রা অথবা বৃথাকল্পনা (মনোরাজ্য)-রূপ সমস্ত চেষ্টা হইতে যত্নপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়া, কেবল চিন্মাত্রবাসনা অভ্যাস করিতে হইবে।

এই জগৎ স্বভাবতঃই চিৎ ও জড় এই উভয় স্বরূপেই প্রকাশিত হয়; যদ্যপি শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি জড় বস্তুসমূহের প্রকাশের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, কেননা, শ্রুতিতে আছে (কঠ-৪।১):—

"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ।"

পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্য শব্দাদিবিষয়প্রকাশনে সমর্থ করিয়া, তাহাদিগকে হিংসা বা হনন করিয়াছেন;—তথাপি চৈতন্য, জড়ের উপাদান বলিয়া এবং সেই হেতু চৈতন্যকে বর্জ্জন করা যায় না

বলিয়া, চৈতন্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়াই জড় প্রকাশিত হয়। শ্রুতি আছে (কঠ ৫।১৬, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতা ৬।১৪):—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। আনন্দস্বরূপ আত্মা দীপ্যমান্ থাকাতেই, সূর্য্যাদি সকলেই তাঁহার প্রকা পর তাঁহার অনুগতভাবে প্রকাশ পাইতেছে, এই সূর্য্যাদি পদার্থ তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হয়। তাহা হইলে প্রথমপ্রকাশমান চৈতন্যদ্বারা পরবর্ত্তিপ্রকাশমান জড়ের, বাস্তবরূপ-এইরূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক জড়কে উ করিয়া কেবল চৈতন্যের সংস্কারই চিত্তে স্থাপন করিতে হইবে।

এই কথা, বলির প্রশ্ন ও শুক্রের উত্তর দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়:—

"কিমিহাস্তীহ কিংমাত্রমিদং কিময়মেব চ।
কস্ত্বং কোঽহং ক এতে বা লোকা ইতি বদাশু মে॥" *
(উপশম প্র ২৬

এই সংসারে আছে কি? এই সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি, স্বরূপতঃ কি? এবং ইহা কোন্ উপাদানে গঠিত? আপনিই বা আমিই বা কি? এই লোকসকলই বা কি? ইহা আমাকে শীঘ্র বল

* মূলের পাঠ এইরূপ—"কিয়ন্মাত্রমিদং ভোগজালং কিন্ময়মেব বা। কোঽহং কিমেতে বা লোকা ইতি বদাশু মে॥" ৯, রামায়ণের টীকানুযায়ী অনুবাদ—এই ভো বা বিষয়সুখের মাত্রা বা উৎকর্ষের অবধি কি পর্য্যন্ত? ইহার স্বভাব কি প্রকার?— দুইটি ভোগতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন)। আমি বা কে? আপনিই বা কে? (এই দুইটি ভো বিষয়ক প্রশ্ন)। এই সকল লোক বা ভোগ্যজাত কি? (এইটি ভোগ্যতত্ত্ব বি প্রশ্ন)। যাহা লোকিত, দৃষ্ট অর্থাৎ ভুক্ত হয়, তাহাই লোক, এইরূপ ব্যুৎপত্তি লোক শব্দে ভোগ্যজাত অর্থ পাওয়া গেল। বলি কেবল ভোগ সম্বন্ধেই এই উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু শুক্র ইহার উত্তর দিবার উপলক্ষে, সময়াভাববশতঃ নি সার্ব্বভৌম উত্তর প্রদান করিলেন। মুনিবর বিদ্যারণ্য হয়ত তদনুসারেই প্রশ্নের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

"চিদিহাস্তীহ চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ ॥" *

(উপশম প্র ২৬।১১)

এই জগতে যে একমাত্র চিৎ-ই বিদ্যমান, ইহা আর বলিতে হইবে না; সেই চিৎ-ই এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চসমূহের চরমোৎকর্ষের শেষ সীমা; সেই চিতেই তাহাদের ভেদবৈচিত্র্য অধ্যস্ত হওয়াতে, তাহারা চিৎ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—তুমিও চিৎ, আমিও চিৎ, এই লোকসকলও চিৎ, ইহাই সংক্ষেপে সকল তত্ত্ব।

যেমন কোন স্বর্ণকার স্বর্ণের বলয় ক্রয় করিবার কালে সেই বলয়ের গঠনের গুণ দোষ না দেখিয়া, কেবল তাহার ওজন ও বর্ণের প্রতি মনঃসংযোগ করে, সেইরূপ কেবল চিতেই মনঃসংযোগ করিতে হইবে। জড়কে একেবারে উপেক্ষা করিয়া, যে পর্য্যন্ত না কেবল চিতে মনঃসংযোগ,

* মূলের পাঠ 'হ' স্থলে—'হি'। টীকাকারের ব্যাখ্যা—এই জগতে চিৎ-ই আছেন। 'হি' শব্দের অর্থ এই যে—এই কথা এতই প্রসিদ্ধ যে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই (ইহা স্বানুভবসিদ্ধ)। এই হেতু ইহা চিৎ অর্থাৎ যাহা কিছু দৃশ্য, তাহাতে চৈতন্য আছে বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ভোগ্যসমূহ চিন্মাত্র অর্থাৎ চৈতন্যই তাহাদের মাত্রা, উৎকর্ষের অবধি। কেননা, তৈত্তিরীয় শ্রুতি (২।৪।১— "যাহা হইতে বাক্য সকল ফিরিয়া আইসে"—) হইতে জানা যায় যে পূর্ণ চিৎ-ই সকল আনন্দের উৎকর্ষের অবধি। চৈতন্যেই ভেদ-বৈচিত্র্য অধ্যস্ত হওয়াতে (এই দৃশ্যজাত) চিন্ময়। কেননা, বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন (৪।৩।৩২) "অবিদ্যাবশতঃ পৃথগ্‌রূপে অবস্থিত এই প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে"। এবং তত্ত্বমসি * * * প্রভৃতি শত শত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে তুমি আমি ইত্যাদি ভোক্তৃগণের যাহা তত্ত্ব; তাহা চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এই জন্যই বলিতেছেন তুমিও চিৎ ইত্যাদি। এবং যাহা কিছু ভোগ্য, তাহা পরমার্থতঃ চৈতন্যই; কেননা, তাহাদের সত্ত্বা ও স্ফূর্ত্তি, চৈতন্যেরই অধীন। আর শ্রুতি (মুণ্ডক ২।২।১২) বলিতেছেন "এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই বটে"; এই হেতু বলিতেছেন "এই লোক সকল" ইত্যাদি।

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হয়, সেই পর্য্যন্ত কাল 'কেবল চিত্তের' সংস্কার রক্ষা করিতে প্রযত্ন করিতে হইবে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, 'কেবল চিত্তের' বাসনা বা সংস্কার দ্বারা যখন অন্য বাসনার নিবৃত্তি হয়, তখন প্রথম হইতেই কেন কেবল-চিত্তের বাসনা উৎপাদনের চেষ্টা হউক না? নিরর্থক মৈত্র্যাদির অভ্যাসের প্রয়োজন কি?

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে সেই (কেবল-চিত্তের) বাসনা অপ্রতিষ্ঠিত বা ভিত্তিহীন হইবে। যেরূপ গৃহের ভিত্তিমূলকে দৃঢ়ভাবে নির্ম্মাণ না করিয়া স্তম্ভ দেওয়াল দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে থাকিলে, সেই গৃহ টিকে না; অথবা যেরূপ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শরীর হইতে প্রবল দোষ না দূর করিয়া, রোগের ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তাহা আরোগ্য প্রদান করে না, সেইরূপ।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (১৫২ পৃষ্ঠায় ১ম পংক্তি) "তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য," ইহাদ্বারা "কেবল-চিত্তের" বাসনাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে, এইরূপ বুঝা যায়। তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, কেবল-চিত্তের বাসনাকে পরিত্যাগ করিলে, ধরিয়া থাকিবার একটা কিছু ত' থাকে না।

(সমাধান)—না, এইরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। 'কেবল-চিত্তের' বাসনা দুই প্রকার—মনোবুদ্ধিসমন্বিত এবং মনোবুদ্ধিরহিত। মন হইল করণ, এবং 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ উপাধি যাহার, তাহাই বুদ্ধি। তাহা হইলে "তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য" এই বাক্যাংশের এইরূপ অর্থ হইবে যে—'আমি সাবধান হইয়া একাগ্রমনের সাহায্যে কেবল-চিত্তের অভ্যাস করিব' এইরূপ কর্ত্তা ও করণ স্মরণপূর্ব্বক যে প্রাথমিক 'কেবল-চিত্তের' বাসনা, অর্থাৎ 'ধ্যান' বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু অভ্যাসের দৃঢ়তাবশতঃ কর্ত্তা করণের অনুসন্ধান

বর্জ্জিত, সাবধানতা-শূন্য যে কেবল-চিত্তের বাসনা, অর্থাৎ 'সমাধি' বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাকে রাখিতে হইবে। ধ্যান ও সমাধির লক্ষণ পতঞ্জলি এইরূপে সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"। (বিভূতিপাদ, ৩ সূ)

[নাভিচক্র প্রভৃতি দেশে, বা কোন বাহ্য বিষয়ে (যে স্থানে ধারণাভ্যাস করিতে হয়) তথায় ধ্যেয়বিষয়ক প্রত্যয়ের যে একতানতা বা প্রত্যয়ান্তর দ্বারা অবিচ্ছিন্নতা, তাহাকেই ধ্যান বলে।] (ব্যাসভাষ্য)। *

তদেবার্থমাত্র-নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। (বিভূতিপাদ, ৪ সূ)

["তাহা (অর্থাৎ অতি স্বচ্ছচিত্তবৃত্তিপ্রবাহরূপ ধ্যান), যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে। সূত্রস্থ মাত্রচ্ প্রত্যয়ের অর্থ ই, "স্বরূপশূন্য," এই শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতেছে অর্থাৎ ধ্যান যখন ধ্যানস্বরূপজ্ঞানশূন্য হয় তখন তাহাই সমাধি। 'ইব' অর্থে ন্যায় ; 'ইব' শব্দের দ্বারা ধ্যান বিলুপ্ত হইবে না, অর্থাৎ থাকিবে, ইহাই সূচিত হইতেছে। যেরূপ স্বচ্ছস্ফটিকমণি, জবাকুসুমরূপে প্রতিভাত হয় নিজের রূপে নহে, সেইরূপ। বিজাতীয় বৃত্তির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহাকে ধারণা বলে ; অবিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে, আর ধ্যেয়, ধ্যান, ধ্যাতা এই তিনটির স্ফূর্ত্তির মধ্যে যখন কেবল ধ্যেয় মাত্রের স্ফূর্ত্তি অবশিষ্ট থাকে তখনই তাহাকে সমাধি বলে। সেই সমাধিই যখন দীর্ঘকালব্যাপী হয় তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত নামক যোগ বলে, আর

---

* "ধারণাভ্যাস করিতে করিতে ধ্যানাভ্যাস জন্মে। ধারণার প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি অভীষ্টদেশে আবদ্ধ থাকে এবং সেই দেশ মধ্যেই খণ্ড খণ্ড রূপে ধারাবাহিক ক্রমে চলিতে থাকে। যখন তাহা অখণ্ডধারার মত হয়, তখন তাহাকে ধ্যান বলে। ধারণার প্রত্যয় বিন্দু বিন্দু জলের ধারার ন্যায়, ধ্যানের প্রত্যয় তৈল বা মধুর ধারার ন্যায়, একতান। একতান প্রত্যয়ে যেন একই বৃত্তি উদিত রহিয়াছে বোধ হয়।

ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তি শূন্য হইলে তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে—এ
প্রভেদ।—(যোগমণিপ্রভা টীকা)]। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর আ
সহিত সেই সমাধি অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাতে স্থৈর্য্যলাভ হয়।
স্থৈর্য্যলাভ হইলে, তাহার পর কর্ত্তা ও করণের অনুসন্ধান পরি
করিবার নিমিত্ত যে প্রযত্ন, তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে হ
ইহাই "তামপাস্তঃ পরিত্যজ্য" এই বাক্যাংশের অর্থ। শঙ্কা—
তাহা হইলে "সেই ত্যাগের প্রযত্নকেও ত্যাগ করিতে হইবে (
শেষোক্ত ত্যাগে আবার প্রযত্নের আবশ্যকতা আছে,) (এই
পরম্পর প্রযত্ন চলিতে থাকিলে) তাহাতে ত' অনবস্থা দোষ ঘটে (
কোথাও প্রযত্নের বিরাম ঘটিবে না)? (সমাধান।) না, এরূপ
পারে না। নির্ম্মলীবীজের রেণুর ন্যায় তাহা নিজের ও অপরের
সাধক। যেরূপ ঘোলা জলে নির্ম্মলী বীজের রেণু প্রক্ষেপ করিলে
রেণু জলের মৃত্তিকাদি বিদূরিত করিয়া তৎসহ আপনিও বিনি
সেইরূপ "প্রযত্ন" ত্যাগের জন্য প্রযত্ন, কর্ত্তা ও করণের অনুস
নিবৃত্তি করিয়া আপনাকেও নিবৃত্ত করিবে এবং তাহা নিবৃত্ত
মলিন বাসনার ন্যায় শুদ্ধ বাসনাও ক্ষীণ হওয়াতে, মন বাসনাশূ
অবস্থান করে। এই অভিপ্রায়েই বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

"তস্মাদ্বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্ব্বাসনং মনঃ।
রাম নির্ব্বাসনীভাবমাহরাশু * বিবেকতঃ॥".

(স্থিতি প্রকরণ ৩

সেই হেতু † বাসনার দ্বারাই মন বদ্ধ হয়, এবং বাসনাশূন্য মনই
হে রাম, তুমি বিচার দ্বারা মনের সেই বাসনাশূন্য ভাব, শীঘ্র আনয়ন

* মূলের পাঠ "আহরস্ব"।

† ভীমভাসদৃঢ়ের উপাখ্যান দ্বারা দেখাইলেন যে বাসনাই গতির কারণ, সেই হে

"সম্যগালোচনাৎ * সত্যাদ্বাসনা প্রবিলীয়তে।
বাসনাবিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ॥" ২৮

যথাভূতার্থগোচর সম্যগ্‌ বিচারের ফলে বাসনাসমূহ প্রবিলুপ্ত হইয়া যায়। বাসনাসমূহ প্রবিলুপ্ত হইলে, চিত্ত দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

"যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥" † ইতি চ।

(উৎপত্তি প্রকরণ, ৯।৭)

যিনি সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ যাঁহার মন বৃত্তিশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ গোলকে অবস্থান করিতে থাকে এবং যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়োপলব্ধি করেন না বলিয়া যাঁহার জাগ্রৎ নাই এবং যাহার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের অভিমানশূন্য ও ভোগের সংস্কার বর্জ্জিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে।

---

* মূলের পাঠ "আলোকনাৎ"। টীকা—সেই বাসনাশূন্যভাব আনিবার উপায় কি? শ্লোকান্তরে বলিতেছেন—সত্য অর্থাৎ যথাভূতার্থগোচর সমালোকন দ্বারা অর্থাৎ রজ্জুর স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের ন্যায়, দীর্ঘকালব্যাপী বিচার প্রণিধানজনিত সাক্ষাৎকার দ্বারা, বাসনাসমূহ বিলুপ্ত হয় ইত্যাদি।

† এই গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তথায় ইহার গ্রন্থকারকৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যাইবে। মূলের পাঠ "সুষুপ্তস্থ", তদনুসারে টীকাকারের ব্যাখ্যা এইরূপ:— যিনি নির্ব্বিকার স্বকীয় আত্মায় সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন বলিয়া 'সুষুপ্তস্থ' এবং সেইরূপ হইলেও তাঁহার অবিদ্যারূপ নিদ্রাক্ষয় হওয়াতে, তিনি স্বকীয় আত্মায় জাগ্রৎ থাকেন, এবং যাহার দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান পরিত্যক্ত হওয়াতে, তাঁহার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণরূপ জাগ্রৎ নাই। তাঁহার বোধ নির্ব্বাসন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার সংস্কারজনিত স্বপ্নও নাই—ইহাই ভাবার্থ।"

"সুষুপ্তিবৎপ্রশমিতভাববৃত্তিনা, স্থিতং সদা জাগ্রতি যেন চেতসা।
কলান্বিতো বিধুরিব যঃ সদা বুধৈর্নিষেব্যতে মুক্ত ইতীহ স স্মৃতঃ॥"*
(উপশম প্রকরণ ১৬।

সুষুপ্তিকালে, চিত্তে যেমন কোন প্রকার পদার্থবিষয়িনী বৃত্তির উ
হয় না, জাগ্রৎকালেও, সেইরূপ চিত্ত লইয়া, যিনি সর্ব্বদা অব
করেন, এবং যিনি কলার আধার বা বিদ্যাবান বলিয়া, যাঁহার
পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গের ন্যায় বিচারশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সেবন করেন, তাঁ
এই সংসারে লোক মুক্ত বলিয়া থাকে।

"হৃদয়াৎ সম্পরিত্যজ্য সর্ব্বমেব মহামতিঃ।
যস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বরঃ॥"† (স্থিতিপ্রকরণ ।

যে মহাবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হৃদয় হইতে সকল (বাসনাদি) বিদূরিত ক
ব্যগ্রতাপরিশূন্যচিত্তে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পরমেশ্বর।

"সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাশো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥" (ঐ, ২৬)‡

---

* মূলের পাঠ প্রথম চরণে 'সুষুপ্তবৎ,' তৃতীয় চরণে 'সদামুদা' ও চতুর্থ চরণে "
স্মৃতঃ"। রামায়ণ টীকাকারের ব্যাখ্যা এইরূপ—সুষুপ্ত ব্যক্তির চিত্তে যেমন কোন
স্থানলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ চিত্ত লইয়া যিনি জাগ্রৎ কালেও অবস্থান করে
পূর্ণচন্দ্র যেমন প্রসন্নতার আশ্রয় হন, সেইরূপ যিনি সর্ব্বদাই চিত্ত প্রসাদের আশ্রয় হ
তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

† রামায়ণ টীকাকারের ব্যাখ্যা—যিনি পূর্ণস্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়াছেন, তিনি
পূজনীয়, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। 'গতব্যগ্রঃ' শব্দের অ
সর্ব্ব বিক্ষেপের নিদানভূত অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

‡ মূলের পাঠ 'সর্ব্বাস্থো'। টীকাকারের ব্যাখ্যা—এইরূপে অভ্যাসের পরিপা
যিনি সপ্তমী ভূমিকায় আরোহণ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন তাঁহার আর কোন
অবশিষ্ট নাই, ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ। "হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাস্থো" পাঠে হৃদয় হইতে অ
সর্ব্ব আস্থা,—পূর্ব্বোক্ত অভিমানাধ্যাস যাঁহার দ্বারা—তিনি ;—এইরূপ অর্থ করিতে

যাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত আশা অস্তমিত হইয়াছে, তিনি সমাধি ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, সেই মহাশয় ব্যক্তি যে মুক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

"নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ॥" (ঐ, ২৭)

যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগেরও প্রয়োজন নাই, কর্ম্মানুষ্ঠানেরও অপেক্ষা নাই। তাঁহার সমাধি এবং জপানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নাই।

"বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্গ্রাহিতং মিথঃ।
সংত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্॥" (ঐ, ২৮) *

আমি যথেষ্ট শাস্ত্রবিচার করিয়াছি, দীর্ঘকাল ধরিয়া সুধীগণের নিকট স্বসিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপিত করিয়াছি, (পরিশেষে এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি) যে, সকল বাসনার সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হইলে যে মুনিভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই, অর্থাৎ তাহাই পরমপদ।

এস্থলে কেহ যেন এরূপ আশঙ্কা না করেন যে, মন সম্পূর্ণরূপে বাসনা-শূন্য হইলে, যে সকল ব্যবহার, জীবন ধারণের কারণ, তাহা বিলুপ্ত হইয়া

* রামায়ণ টীকাকার বলেন—কিছুকাল ধরিয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাভ্যাস দ্বারা, বাসনাক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই, 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি', এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া কেহ পাছে পরমশ্রেয়োলাভ হইতে নিবৃত্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে ঋষি বলিতেছেন—"আমি ইত্যাদি"। আমি বহু পরিশ্রমে পণ্ডিতগণের সহিত কথোপকথন করিয়া দৃঢ়ভাবে উপস্থাপনযোগ্য এই সিদ্ধান্তটিকে সকলের সম্মতিক্রমে, মোক্ষশাস্ত্ররহস্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি, যে শ্রবণ ও মননের পরিপাকজনিত নির্ব্বিকল্প অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাক হইলে যে মুনিভাব লাভ করা যায়, তদ্ব্যতীত, পরমপদ অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ" নামক পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বজ্ঞান, অন্য কিছুই হইতে পারে না। টীকাকার বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৩৷৫৷১ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যাইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার বিলুপ্ত হইবে এইরূপ আশঙ্কা অথবা মনের ব্যবহার বিলুপ্ত হইবে, এইরূপ আশঙ্কা ?—তন্মধ্যে প্রথমের আশঙ্কা, উদ্দালক, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন যে :—

"বাসনাহীনমপ্যেতচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ং * স্বতঃ।
প্রবর্ত্ততে বহিঃস্বার্থে বাসনা নাত্র কারণম্ ॥"

(উপশম প্রকরণ, ৫২।১

বাসনাহীন হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শরীর-রক্ষক বাহ্যকর্ম্মে স্বতঃপ্র হয়, ইহাতে বাসনা কারণ নহে।

দ্বিতীয় আশঙ্কার পরিহার বশিষ্ঠদেব এই প্রকারে করিতেছেন :—

"অযত্নোপনতেষ্বক্ষিদিগ্ দ্রব্যেষু যথা পুনঃ।
নীরাগমেব পততি তদ্বৎকার্য্যেষু ধীরধীঃ ॥" † ইতি

(স্থিতি প্রকরণ ২৭।৪

এবং যদৃচ্ছাক্রমে সম্মিলিত দিকৃস্থিত পদার্থসমূহে চক্ষু যেরূপ অনাস ভাবে পতিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও সেইরূপে, ব্যবহারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ বুদ্ধির দ্বারা যে প্রারব্ধ ভোগ করা চলে, বশিষ্ঠদেবই এইরূপে বুঝাইতেছেন :—

---

* মূলের পাঠ—"চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ৈঃ"। রামায়ণের টীকা—আচ্ছা, বাসনা না থাকিলে, বাহ্য প্রবৃত্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইবে, তাহা হইলে সেই লোকের ধারণ করা ত' হইবে না—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, এই শরীর বা হইলেও জীবনধারণের উপযোগী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। দেহাভিমানশূন্য কটের যুদ্ধে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

† মূলের পাঠ—"অযত্নোপনতেপ্যক্ষি পদার্থেষু" ইত্যাদি। টীকাকারের ব্যা কোনও পথিক পথে যাইতে যাইতে, পর্ব্বত, বন, পুষ্করিণী প্রভৃতি পদার্থ যত্নপূর্ব্বক চক্ষু সমক্ষে আনয়ন করেন না এবং তাহাতে যে তরু, গুল্ম, পদ্ম প্রভৃতি পদার্থ তাহাতে তাঁহার মমতাভিমান না থাকাতে, তাহাদিগকে কেহ ছিন্ন ভিন্ন ও করিলেও তাঁহার কোনও দুঃখ হয় না,—তত্ত্বজ্ঞের বুদ্ধিও স্বকীয় স্ত্রী পুত্রাদির ব্যবহার কার্য্যে সেইরূপ অনাসক্তভাবে পতিত হয়।

"পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রীমেতি ন চৌরতাম্ ॥" *

(স্থিতি প্রকরণ, ২৩।৪১)

কাহাকেও চোর বলিয়া চিনিয়া, তাহার সঙ্গ করিলে সে যেরূপ আশঙ্কার কারণ হয় না, বরং মিত্রতা করে, সেইরূপ ভোগকে (মোহোৎপাদক বলিয়া) চিনিয়া ভোগ করিলে, (তাহা আশঙ্কার কারণ না হইয়া) বরং প্রীতিরই কারণ হয়।

"অশঙ্কিতোপসংপ্রাপ্তা গ্রামযাত্রা যথাধ্বগৈঃ।
প্রেক্ষ্যতে তদ্বদেব জ্ঞৈর্ভোগশ্রীরবলোক্যতে ॥" †

(স্থিতি প্রকরণ, ২৩।৪৩)

পথিকগণ যেরূপ পথে চলিতে চলিতে অচিন্তিতপূর্ব্ব কোনও গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীদিগের লোকযাত্রা-নির্ব্বাহ প্রণালী দর্শন করে, জ্ঞানিগণ সেইরূপ (প্রারব্ধোপনীত) ভোগের বিচিত্রতাদর্শন করিয়া প্রীত হয়েন।

ভোগকালেও বাসনাযুক্ত ব্যক্তি ও বাসনাহীন ব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাও বশিষ্ঠদেব বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

"নাপদি গ্লানিমায়াতি হেমপদ্মং যথা নিশি।
নেহন্তে প্রকৃতাদন্যদ্রমন্তে শিষ্টবর্ত্মনি ॥" ‡

(স্থিতি প্রকরণ ৬১।২—৩)

---

* মূলের পাঠ "পরিজ্ঞাতোপভুক্তো হি, ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে। বিজ্ঞায় সেবিতো মৈত্রীমেতি চৌরো ন শত্রুতাম্" ॥ ৪১ ॥ টীকাকারের ব্যাখ্যা—বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাদিগকে উপভোগ করিলে (তাহারা মোহাদির কারণ না হইয়া) প্রত্যুত সুখেরই কারণ হয়।

† মূলের পাঠ—"প্রেক্ষ্যন্তে তদ্বদেব জ্ঞৈর্ব্যবহারময়াঃ ক্রিয়াঃ"। ২৪ শ্লোকের শেষ চরণ "ভোগশ্রীরবলোক্যতে"। টীকাকার তাহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন "পুত্রধনাদি শ্রী"।

‡ মূলের পাঠ :—৬১তম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ দুই চরণ "নাপদা গ্লানিমায়াস্তি

স্বর্ণনির্ম্মিত পদ্ম যেরূপ রাত্রিকালেও ম্লান হইয়া যায় না, সেই (বাসনাহীন ব্যক্তি) * আপৎকালেও বিষণ্ণচিত্ত হন না, এবং উপস্থিত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে রত হন না (অর্থাৎ তাৎকালিক কর্ত্তব্য বি হ'ন না) এবং প্রীতিপূর্ব্বক শিষ্টদিগের পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকেন।

"নিত্যামাপূর্ণতামন্তরক্ষুব্ধামিন্দুসুন্দরীম্।
আপৎস্বপি ন মুঞ্চন্তি শশিনঃ শীততামিব ॥" †

(স্থিতি প্রকরণ ৬১।৪-।

রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইলেও, কোনও গ্রহণকালে চন্দ্র যেরূপ কর্পূরে এবং অভ্যন্তরে অচঞ্চল স্বকীয় মণ্ডলের পূর্ণতা এবং শীতলতা পরি করেন না, বাসনাশূন্য ব্যক্তিও সেইরূপ কোনও বিপদে হৃদয়ের স্ব সমুজ্জ্বল অক্ষুব্ধতা, অক্ষুদ্রতা ও শীতলতা (শান্তি) পরিত্যাগ করেন না

"অব্ধিবদ্ধৃতমর্য্যাদা ভবন্তি বিগতাশয়াঃ ‡।

(স্থিতি প্রকরণ, ৬১।৭ প্রথম

নিয়তিং ন বিমুঞ্চন্তি মহান্তো ভাস্করা ইব ॥"

(স্থিতি প্রকরণ, ৪৬।২৮ শে

সমুদ্র যেরূপ কোন অবস্থাতেই আপনার বেলা (জলোচ্ছাসের সী লঙ্ঘন করেন না, সেইরূপ যাঁহারা সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও কোনও অবস্থাতে শিষ্ট ব্যবহারের নিয়ম পরিত্যাগ করে

নিশি হেমাম্বুজং যথা"। তৃতীয় শ্লোকের প্রথম দুই চরণ—"নেহন্তে প্রকৃতাদন্যৎ স্থাবরো যথা," তৃতীয় চরণ "রমন্তে স্বসদাচারৈঃ।"

* মূলানুসারে কিন্তু একথা রাজসসাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মোপাসনাবশতঃ জাত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। স্থিতি প্রকরণ ৬১ সর্গ ১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† মূলের পাঠ—৪র্থ শ্লোকের প্রথম চরণ "নিত্যামপূর্য্যতাং যান্তি সু সুন্দরীম্"। ৫ম শ্লোকের প্রথম দুই চরণ "আপৎস্বপি ন মুঞ্চন্তি শশিবচ্ছীততামিব"।

‡ মূলের পাঠ—দ্বিতীয় চরণ—"ভবন্তি ভবতা সমাঃ"।

এবং সূর্য্য যেমন রাহু দ্বারা বিপন্ন হইলেও, নিয়তি অর্থাৎ যথা সময়ে উদয়ের ও অস্তগমনের নিয়ম পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাত্মগণ প্রারব্ধভোগ পরিহারের ইচ্ছাও করেন না (অথবা যথাপ্রাপ্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করেন না) ; রাজা জনক সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া এইরূপ ব্যবহারই করিয়াছিলেন—একথা (উপশম প্রকরণের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে) দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"তূষ্ণীমথ চিরং স্থিত্বা জনকো জনজীবিতম্। *
ব্যুত্থিতশ্চিন্তয়ামাস মনসা শমশালিনা ॥" ১০ম সর্গ, ২০

অনন্তর রাজা জনক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর, ব্যুত্থিত হইয়া শমগুণযুক্তচিত্তে, যিনি প্রাণিগণের জীবনধারণের মূলকারণ, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"কিমুপাদেয়মস্তীহ যত্নাৎ সংসাধয়ামি কিম্। † (১০।২১ পূর্ব্বার্দ্ধ)
স্বতঃস্থিতস্য শুদ্ধস্য চিতঃ কা মেঽস্তি কল্পনা ॥" (১০।২৩ শেষার্দ্ধ)

এই সংসারে গ্রহণযোগ্য বস্তু কি আছে ? অর্থাৎ কোন বস্তুই নাই। চেষ্টা করিয়া আমি কোন্ বস্তু লাভ করিব ? অর্থাৎ কিছুই নহে। স্বরূপে অবস্থিত শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আমাতে কল্পিত কি আছে ? অর্থাৎ কিছুই নাই।

"নাভিবাঞ্ছাম্যসংপ্রাপ্তং সংপ্রাপ্তং ন ত্যজাম্যহম্।
স্বস্থ আত্মনি তিষ্ঠামি যন্মমাস্তি তদস্তু মে ॥" ২৪

আমি অপ্রাপ্তবস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করি না, এবং প্রাপ্ত বস্তুকেও

---

* মূলের পাঠ—"ক্ষণং স্থিত্বা" "পুনঃ সঞ্চিন্তয়ামাস"। টীকাকার মূলের "জনজীবিতম্" ব্যাখ্যা কালে, তৈত্তিরীয় শ্রুতি "যেন জাতানি জীবন্তি" উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† মূলের পাঠ (২১ পূর্ব্বার্দ্ধ) "সংসাধয়াম্যহম্," ও ২৩ শেষার্দ্ধ—"সমস্থিতস্য শুদ্ধস্য চিতঃ কা নামা মে ক্ষতিঃ ?" টীকাকার 'সমস্থিতস্য' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—দেহের চলন ও অচলন উভয় অবস্থাতেই তুল্যরূপে অবহিত। 'চিতঃ'—চিন্মাত্র স্বভাব আমার।

পরিত্যাগ করি না। আমি অক্ষুব্ধ আত্মভাবে অবস্থিত আছি। যাহা আমার জন্য প্রারব্ধোপনীত হইবে, আমার তাহাই হউক। অথবা আমার যে নিরতিশয়ানন্দরূপ আভ্যন্তর স্বরূপ, তাহাই আমার থাকুক, বাহ্য কিছুরই প্রয়োজন নাই।

"ইতি সঞ্চিন্ত্য জনকো যথাপ্রাপ্তক্রিয়ামসৌ।
অসক্তঃ * কর্ত্তুমুত্তস্থৌ দিনং দিনপতির্যথা ॥" ১১শ অধ্যায়, ১

রাজা জনকও এইরূপ চিন্তা করিয়া সূর্য্য যেরূপ অনাসক্তভাবে জগতের দিবস সম্পাদন করিতে উত্থিত হয়েন, সেইরূপ অনাসক্তভাবে উপস্থিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন।

"ভবিষ্যন্নানুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ।
বর্ত্তমাননিমেষন্তু হসন্নেবানুবর্ত্ততে ॥" † ১২শ অধ্যায়, ১৪

(রাজা জনক) ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার অনুসন্ধান করেন না এবং যাহা অতীত হইয়াছে তাহারাও স্মরণ করেন না। যেন হাসিতে হাসিতে অর্থাৎ কেবল সানন্দচিত্তে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেরই অনুসরণ করেন।

অতএব এই প্রকারে বাসনাক্ষয় করিলে পূর্ব্ববর্ণিত জীবন্মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল।

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যপ্রণীত জীবন্মুক্তিবিবেকে বাসনাক্ষয়নিরূপণ নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

---

* 'অসক্ত' শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিতেছেন—"কর্ত্তৃত্বাভিমান-ভোক্তৃত্বাভিমান আসক্তিরহিত।"

† টীকাকারের ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে বাসনাক্ষয়ের ফল উক্ত হইয়াছে—বাসনা সংস্কারবশতঃই লোকে অতীত-ভবিষ্যতের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সেই হেতু অতীতে যাহারা অনিষ্ট করিয়াছে, তাহাদের প্রতি দ্বেষ এবং ভবিষ্যতে যাহা হইতে আনুকূল্য পাওয়া যাইবে তাহার প্রতি আসক্তি, জন্মে এবং তাহা হইতে প্রবৃত্তি জন্মে, এইরূপে অনর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে। কেবলমাত্র বর্ত্তমানের দর্শন বলিলে অপ্রিয়ের অনুসন্ধান বুঝায় না—কেবল বর্ত্তমান (দর্শক) দুঃখকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। এইরূপে সহজানন্দের অনুবৃত্তিবশতঃ 'যেন হাসিতে হাসিতে'।

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যমুনি-বিরচিত

জীবন্মুক্তি বিবেক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অথ মনোনাশ-নামক তৃতীয় প্রকরণ।

অতঃপর আমরা মনোনাশ নামক জীবন্মুক্তির উপায় বর্ণনা করিতেছি। যদিও সকল প্রকার বাসনার ক্ষয় হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে মনেরও নাশ ঘটিয়া থাকে, তথাপি স্বতন্ত্রভাবে মনোনাশের সম্যগ্ অভ্যাস হইলে বাসনাক্ষয় বজায় থাকে অর্থাৎ তাহাকে বিলুপ্ত হইতে দেয় না। অজিহ্বত্ব, ষণ্ডকত্ব প্রভৃতির অভ্যাস দ্বারাই বাসনাক্ষয়ের রক্ষণ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, একথা বলা চলে না; কেননা, মনের নাশ হইলে সেই সঙ্গে (অবান্তর ভাবে) অজিহ্বত্বাদি সিদ্ধ হইয়া গেলে, তাহাদের অভ্যাসের জন্য আর চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না। (অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া আর তাহাদিগকে বজায় রাখিতে হইবে না)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, অজিহ্বত্বাদির অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মনোনাশেরও ত' অভ্যাস হইয়া যায়; (সমাধান)—(তদুত্তরে বলি) হয় হউক। অজিহ্বত্বাদির অভ্যাসে মনোনাশের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, মনোনাশ ব্যতিরেকে অজিহ্বত্বাদির অভ্যাস করিলেও, তাহারা স্থির থাকে না, অর্থাৎ কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এহেতু, মনকে বিনষ্ট করিতে হইবে, এই কথা জনক বলিতেছেন (বাশিষ্ঠরামায়ণ, উপশম প্রকরণ ৯।৫৫):—

"সহস্রাঙ্কুরশাখাত্মফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনোমূলমিতিস্থিতম্॥" *

* পাঠান্তর—"ইতিস্থিতম্" স্থলে "মহাঙ্কুর"। রা, টী—'অঙ্কুর'—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবকিষলয় অর্থাৎ সঙ্কল্প। 'শাখা'—দেহ, ভুবন প্রভৃতি। 'আত্মা'—উক্ত শাখা বা দেহভুবনাদি যাঁহার অবয়ব সেই বিরাট্। 'ফল'—সুখ দুঃখ। 'পল্লব'—আসক্তি, লোভ। 'শালী'—শোভমান।

মনই এই সহস্র সহস্র অঙ্কুর শাখাদি দেহবিশিষ্ট, ফলপল্লবশো[illegible] সংসার বৃক্ষের মূল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

"সঙ্কল্পমেব তন্মন্যে সঙ্কল্পোপশমেন তৎ।
শোষয়ামি যথা শোষমেতি সংসারপাদপঃ॥" ৫৬

সেই মনকে, আমি সঙ্কল্পই (অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মক) বলিয়া মনে ক[illegible] আমি সঙ্কল্পসমূহের বিনাশ করিয়া, মনকে বিশুষ্ক করিব, তাহা হ[illegible] সংসার-বৃক্ষও বিশুষ্ক হইবে।

"প্রবুদ্ধোঽস্মি প্রবুদ্ধোঽস্মি দুষ্টশ্চৌরো ময়াত্মনঃ।
মনো নাম নিহন্ম্যেনং মনসাস্মি চিরং হৃতঃ॥" * ইতি, ৬০

আমি জাগিয়াছি, (আমি বুঝিতে পারিয়াছি), আত্মাপহারী চো[illegible] দেখিতে পাইয়াছি, ইহার নাম মন; আমি ইহাকে বধ করিব, এই [illegible] চিরদিন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

বশিষ্ঠও বলিতেছেন (স্থিতি প্রকরণ):—

"অস্য সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িনঃ
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ॥" ৩৫।২

সকল প্রকার উপদ্রবের মূল এই সংসার-বৃক্ষকে বিনষ্ট ক[illegible] একমাত্র উপায় আছে। (যিনি উপদ্রুত হয়েন, তাঁহার পক্ষে) [illegible] মনকে নিগ্রহ করাই সেই উপায়।

"মনসোঽভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ।
জ্ঞমনো নাশমভ্যেতি মনোঽজ্ঞস্য হি শৃঙ্খলা॥" ৩৫।১৮

মনের বিনাশই অভ্যুদয়স্বরূপ, মনের বিনাশে অশেষ মঙ্গল [illegible]

---

* মূলের পাঠ—"প্রবুদ্ধোঽস্মি, প্রহৃষ্টোঽস্মি দুষ্টশ্চোরোঽয়মাত্মনঃ"।

হয় ; তত্ত্বজ্ঞানীরই মন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানহীন মনুষ্যের মন তাহার পক্ষে শৃঙ্খলের ন্যায় বন্ধনের হেতু। *

"তাবন্নিশীথবেতালা বল্গন্তি হৃদি বাসনাঃ।
একতত্ত্বদৃঢ়াভ্যাসাত্তাবন্ন বিজিতং মনঃ॥" ২৪।৯—১০

সংসারে একমাত্র তত্ত্বই বিদ্যমান—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়াভ্যাস দ্বারা যে পর্য্যন্ত না মনকে পরাজিত করা যায়, সেই পর্য্যন্ত বাসনাসমূহ নিশাচর বেতালগণের ন্যায় হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে।

"প্রক্ষীণচিত্তদর্পস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়দ্বিষঃ।
পদ্মিন্য ইব হেমন্তে ক্ষীয়ন্তে ভোগবাসনাঃ॥" ২৪।৯

যিনি মনকে স্ববশে আনিয়া মনের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতে পারিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসমূহকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারই ভোগবাসনা-সমূহ হেমন্তকালে পদ্মপুষ্পসমূহের ন্যায় বিনষ্ট হয়।

"হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ।
অঙ্গান্যঙ্গৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ॥" ২৩।৫৮

হস্তের দ্বারা হস্তকে মর্দ্দিত করিয়া, দন্তের দ্বারা দন্ত বিচূর্ণ করিয়া

---

* মূলের পাঠ—"হি শৃঙ্খলা" স্থলে—বিবর্দ্ধতে। রা. টী.—নিজের বিনাশ তাহারও অভ্যুদয়স্বরূপ নহে, প্রত্যুত অনর্থস্বরূপ। সেইহেতু মন স্বতন্ত্রভাবে নিজের বিনাশ ইচ্ছা করে না কিন্তু আত্মভূত হইয়া তাহা ইচ্ছা করে। কেননা, আত্মার পক্ষে মনের স্থিতিই অনর্থ এবং তাহার নাশেই সর্ব্বানর্থ নিবৃত্ত হয় ও আত্মা নিরতিশয়ানন্দ-রূপে অবস্থান করে বলিয়া, মনের নাশ আত্মার অভ্যুদয়। (মন যে লিঙ্গদেহের অবয়ব, ...ই) লিঙ্গদেহে অহঙ্কার ত্যাগ করিলেই সেই অভ্যুদয় সিদ্ধ হয় না, কেননা, অজ্ঞানরূপ ... থাকিয়া গেলে, মন আবার অঙ্কুরিত হয়। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানেই সেই অজ্ঞানরূপ ... নির্মূল হয়।

অঙ্গের দ্বারা অঙ্গকে সম্যক্‌প্রকারে আক্রমণ করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রযত্ন প্রয়োগ দ্বারা) অগ্রে নিজের মনকে জয় করিতে হয় *।

"এতাবতি ধরণীতলে সুভগাস্তে সাধুচেতনাঃ পুরুষাঃ।
পুরুষকথাসু চ গণ্যা ন জিতা যে চেতসা স্বেন ॥"

এই বিশাল ধরণীতলে সেই সৌভাগ্যবান্ সাধুচিত্ত পুরুষগণই পৌরুষশালী মনুষ্যের ইতিবৃত্তে অগ্রগণ্য, যাঁহারা নিজ নিজ চিত্তের দ্বারা পরাভূত হয়েন নাই। †

"হৃদয়বিলে কৃতকুণ্ডল উল্বনকলনাবিষো মনোভুজগঃ
যস্যোপশান্তিমগমচ্চন্দ্রবদুদিতং তমব্যয়ং বন্দে ॥" ইতি, ২৩।৬১

যাঁহার হৃদয়গর্ত্তে, কুণ্ডলাকারে অবস্থিত, প্রচণ্ড সঙ্কল্প বিষধর মনঃসর্প বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই চন্দ্রের ন্যায় শান্তিসুধাপ্রদ, অব্যয় পুরুষকে আমি পূজা করি। ‡

"চিত্তং নাভিঃ কিলাস্যেদং মায়াচক্রস্য সর্ব্বতঃ।
স্থীয়তে চেত্তদাক্রম্য তন্ন কিঞ্চিৎ প্রবাধতে ॥" §

---

* মূলের পাঠ—"ইবাক্রম্য জয়েচ্চেন্দ্রিয়শাত্রবান্"। রা, টী—চিরনিগ্রহ ও জ্ঞান এতদুভয় দ্বারা সমূলে মনকে জয় করিতে হইলে, প্রথমে সর্ব্বপ্রযত্নে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করাই বিধেয় ইহাই তাৎপর্য্য।

† মূলে 'কথাসু'র স্থলে 'কলাসু' পঠিত হওয়াতে টীকাকার অর্থ করিয়াছেন "স্ববন্ধমোক্ষকৌশলেষু"।

‡ বঙ্গদেশীয় পাঠ—"কলনাবিবশো মনোমহাভুজগঃ" ও "আগতম্" ও "অলমুদিতং সুনির্ম্মলম্"—মুনিধৃত পাঠ অপেক্ষা অপকৃষ্ট।

§ এই শ্লোকটির মূল পাই নাই. তবে নির্ব্বাণ প্রকরণে (পূর্ব্বভাগে) ২৯ সর্গে ৫ম ও ৭ম শ্লোকে অনুরূপ ভাব প্রকটিত আছে।

চতুর্দ্দিকে সংসাররূপ যে এই মায়াচক্র ঘুরিতেছে, এই মনই সেই মায়াচক্রের নাভি। যদি কেহ সেই মনোরূপ নাভিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারেন, তবে এই সংসারের কোন বস্তুই তাঁহাকে পীড়া দিতে পারে না। পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্যও বলিয়াছেন :—

"মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ব্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ॥"

(মাণ্ডুক্যকারিকা ৩।৪০)

(যাঁহারা রজ্জুসর্পের ন্যায় ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিতে পারেন নাই) তাঁহাদের পক্ষে, ভয়নিবৃত্তি, দুঃখনাশ, আত্মজ্ঞান এবং অক্ষয় শান্তি অর্থাৎ মুক্তি এই সমস্তই মনোনিগ্রহের অধীন অর্থাৎ মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই তবে এইগুলি লাভ করিতে পারেন। * অর্জ্জুন বলিয়াছেন (গীতা ৬।৩৪) :—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

হে ভক্তজন পাপাদিকর্ষণ কৃষ্ণ, যেহেতু মন চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপক (অর্থাৎ তাহাদিগকে পরায়ত্ত করিয়া থাকে), বিচার দ্বারাও অজেয় (দুর্দ্দমনীয়), এবং (বরুণপাশ নামক জলচর জীবের ন্যায়) অচ্ছেদ্য, সেইহেতু এইরূপ মনের নিগ্রহ, কুম্ভাদিতে বায়ু নিগ্রহের ন্যায় অত্যন্ত দুষ্কর মনে করি।

---

* শাঙ্করভাষ্যাবলম্বনেই এই কারিকার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ভাষ্যকার বলিয়াছেন সন্মার্গগামী হীনদৃষ্টি ও মধ্যমদৃষ্টি যোগিগণের পক্ষেই মনোনিগ্রহের ব্যবস্থা। [টীকাকার আনন্দগিরি বলিয়াছেন] যাঁহারা উত্তমদৃষ্টি, তাঁহাদের পক্ষে মনোনিগ্রহ অদ্বৈত দৃষ্টির ফল, অর্থাৎ স্বভাবতঃ সিদ্ধ।

অর্জ্জুন যে মনোনিরোধের দুস্করতার কথা বলিতেছেন তাহা হঠযোগ বিষয়ক, অর্থাৎ কেবল হঠযোগের দ্বারা মনোনিগ্রহ সুদুষ্কর। এই হেতু বশিষ্ঠ বলিতেছেন ('উপশম প্রকরণ, ৯২ সর্গ) :—

"উপবিশ্যোপবিশ্যৈকচিত্তকেন মুহুর্মুহুঃ। ৩৩ (পূর্ব্বার্দ্ধ)।
ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্॥" ৩৪ (শেষার্দ্ধ)

(গুরু ও শাস্ত্রপ্রদিষ্ট) অনিন্দিত যুক্তি ব্যতিরেকে, একাগ্রচিত্তে পুনঃ পুনঃ উপবেশন করিয়া এবং বার বার মনকে একাগ্র করিয়া মনকে জয় করিতে পারা যায় না। *

অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্টমতঙ্গজঃ। ৩৫ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
বিজেতুং শক্যতে নৈব তথা যুক্ত্যা বিনা মনঃ॥"

যেরূপ মত্ত ও দুষ্ট হস্তীকে অঙ্কুশের সাহায্য বিনা বশে আনিতে পারা যায় না, সেইরূপ যুক্তি ব্যতিরেকে মনকেও বশে আনিতে পারা যায় না। †

"মনোবিলয়হেতূনাং যুক্তীনাং সমাগীরণম্।
বশিষ্ঠেন কৃতং ভাবত্তস্মিষ্ঠস্য বশে মনঃ॥"

---

* রা, টী—যুক্তি অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যা ও সাধুসঙ্গ সহিত প্রদর্শিত দুই প্রকার যোগ।

† এই শ্লোকের শেষার্দ্ধ বিদ্যারণ্যমুনি বিরচিত; রামায়ণে নাই। পরবর্ত্তী সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়ও তাঁহার বিরচিত। বশিষ্ঠ বিরচিত হইলে, তন্মধ্যে "বশিষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন" এরূপ উক্তি অসঙ্গত হয়। এই অসঙ্গতি দেখিয়া অচ্যুতরায় এই অংশকে অপপাঠ বলিয়াছেন। বিদ্যারণ্যমুনি বিরচিত বলিয়া গৃহীত হইলে, অসঙ্গতির সম্ভাবনা থাকে না প্রত্যুত ইহা সুসঙ্গত হয়। মুনিবর পদ্যে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন। পরে গদ্যাবলম্বনেই চলিতেছেন। এস্থলে রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত বাক্যদ্বয়ের সংযোজন তদনুরূপ ছন্দেই হওয়া আবশ্যক বোধে হয়ত এইরূপ করিয়া থাকিবেন।

যে যে যোগের সাহায্যে মনের বিলয় সাধন করিতে পারা যায়, বশিষ্ঠদেব সেই সেই যোগের সম্যগ্ বর্ণনা করিয়াছেন। যিনি সেই সেই যুক্তির অভ্যাসপরায়ণ হইয়াছেন, মন তাঁহারই বশে আসিয়াছে।

"হঠতো যুক্তিতশ্চাপি দ্বিবিধো নিগ্রহো মতঃ।
নিগ্রহো ধীক্রিয়াক্ষাণাং হঠো গোলকনিগ্রহাৎ॥
কদাচিজ্জায়তে কশ্চিন্মনস্তেন বিলীয়তে।"

হঠযোগের সাহায্যে এবং যুক্তির সাহায্যে, এই দুই প্রকারে মনকে বশে আনিতে পারা যায়। চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গোলকসমূহকে বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করিলে, কখন কখন উক্ত ইন্দ্রিয়গণের এক প্রকার নিগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তদ্বারা মনেরও বিলয় ঘটিয়া থাকে।

"অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ। ৩৫ (শেষার্দ্ধ)।
বাসনাসম্পরিত্যাগঃ, প্রাণস্পন্দনিরোধনম্।
এতাস্তা যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥" ৩৬

অধ্যাত্মবিদ্যার অর্জ্জন, সাধুসঙ্গ, সম্যক্ প্রকারে বাসনা ত্যাগ এবং প্রাণের স্পন্দন নিরোধ—এইগুলিই মনকে জয় করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

"সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়মযন্তি যে। ৩৭ (শেষার্দ্ধ)
চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ॥" ৩৮ (পূর্ব্বার্দ্ধ)

এই সকল উপায় থাকিতে, যাহারা হঠযোগের সাহায্যে চিত্তনিগ্রহ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের সেই চেষ্টা অন্ধকার দূর করিবার জন্য দীপের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া, চক্ষুতে (তন্ত্রাদিশাস্ত্রোক্ত) অঞ্জন প্রয়োগের তুল্য। *

* রা, টী—যদ্যপি প্রাণসংরোধন দুর্দ্দান্তমনোপায় বলিয়া হঠ মধ্যে পরিগণনীয়,

"বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্যুক্তা যে হঠাচ্চেতসো জয়ম্।
তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্রমুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ॥" ইতি, ৩৮-৩৯

হঠযোগের সাহায্যে যে মূর্খগণ মনোজয় করিতে উদ্যোগী হয়, তাহারা (যেন) মৃণালসূত্রের দ্বারা উন্মত্ত গজরাজকে বন্ধন করে।

মনের নিগ্রহ দুই প্রকারে হইতে পারে, এক হঠনিগ্রহ, দ্বিতীয় ক্রমনিগ্রহ। তন্মধ্যে চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে এবং বাক্পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে নিজ নিজ গোলকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে তাহাদের হঠনিগ্রহ হয় বটে এবং সেই দৃষ্টান্তে মূর্খ লোকে মনে করে এই এই প্রকারে মনেরও নিগ্রহ করিতে পারিব কিন্তু তাহা ভুল; তদ্দ্বারা মনের নিগ্রহ হয় না, কেননা, মনের গোলক যে হৃদয়কমল, তাহাকে নিরোধ করা অসম্ভব। এইহেতু ক্রমনিগ্রহই শ্রেয়ঃ। অধ্যাত্মবিদ্যার্জ্জনাদিই ক্রমনিগ্রহের উপায়। সেই অধ্যাত্মবিদ্যা ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে, যাহা কিছু দৃশ্য তাহাই মিথ্যা, আর যিনি দ্রষ্টা তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু। অধ্যাত্মবিদ্যার সাহায্যে তাহাই বুঝিলে মন স্বকীয় বিষয়সমূহে—যাবতীয় দৃশ্যবস্তুতে,—কোনই প্রয়োজন নাই, তাহা বুঝিতে পারে, এবং ইহাও বুঝে যে, যে বস্তুতে তাহার প্রয়োজন আছে সেই দ্রষ্টা তাহার অগোচর। এই বুঝিয়া মন ইন্ধনশূন্য অগ্নির ন্যায় আপনিই উপশান্ত হয়। সেই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন (মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্ ৪।৪।১):—

যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি।
তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনাবুপশাম্যতি॥

তথাপি কেবলমাত্র, সচ্ছাস্ত্র গুরূপদিষ্টমার্গরহিত অন্যান্য দুঃসাহসিক উপায়—যথা, উপবেশন, শয়ন, কায়শোষণ, মন্ত্র, যন্ত্র, শ্মশানসাধনাদি উপায়—এস্থলে নিন্দিত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

ইন্ধনহীন হইলে অগ্নি যেরূপ স্বকীয় উৎপত্তি কারণেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ চিত্ত বৃত্তিপরিশূন্য হইলে স্বকীয় উৎপত্তি কারণে বিলীন হয়। *

চিত্তের উৎপত্তিকারণ—আত্মা। বুঝাইয়া দিলেও যিনি সেই সত্যবস্তুর স্বরূপ সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারেন না, এবং যিনি বুঝিলেও তাহা বিস্মৃত হইয়া যান, এই উভয় প্রকার লোকের পক্ষে সাধুসঙ্গই অবলম্বনীয় উপায়। সাধুগণই পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দেন এবং স্মরণ করাইয়া দেন। যিনি বিদ্যামদ প্রভৃতি দুষ্ট বাসনা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া সাধুগণের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিচারের সাহায্যে বাসনা পরিত্যাগ করাই উপায়। অতিপ্রবলতা হেতু, যদি বাসনাসমূহকে পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, তবে প্রাণস্পন্দননিরোধই উপায়। প্রাণস্পন্দন ও বাসনা এই দুইটিই চিত্তের প্রেরক (চিত্তবৃত্তির উৎপাদক) বলিয়া, তাহাদিগের নিরোধ করিতে পারিলেই মনের বিনাশ ঘটে। ইহারা কি প্রকারে চিত্তের প্রেরণা করে, বসিষ্ঠ তাহা বর্ণনা করিতেছেন (উপশম প্রকরণ—৯১ সর্গ):—

---

* যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখায় শাকায়ণ্য ঋষি শিষ্যরূপে সমুপাগত রাজর্ষি বৃহদ্রথকে, সমাধিকথনপূর্ব্বক যে ব্রহ্মানন্দ লাভের উপদেশ করেন, তৎপ্রসঙ্গে এই পরম্পরাগত শ্লোকটি পাঠ করেন। পঞ্চদশী টীকাকার রামকৃষ্ণ (পঞ্চদশী ১১।১১১) কিন্তু ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—সমস্ত কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গেলে পর অগ্নি যেরূপ স্বকীয় কারণ—তেজোমাত্রে উপশান্ত হয় অর্থাৎ শিখাদি বিশেষাকার পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তেজোরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ নিরোধ সমাধির অভ্যাসবশতঃ চিত্তের বৃত্তিসকল বিনষ্ট হইলে, চিত্ত স্বকীয় কারণ সত্ত্বমাত্রে উপশান্ত হয় অর্থাৎ সত্ত্বমাত্ররূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

"দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য বৃত্তিব্রততিধারিণঃ।
একং প্রাণপরিস্পন্দো দ্বিতীয়ং দৃঢ়বাসনা ॥" * ১৪

বৃত্তিরূপ লতাপরিবেষ্টিত মনোবৃক্ষের দুইটি বীজ, এক—প্রাণের পরিস্পন্দন, অপরটি—দৃঢ়বাসনা।

"সতী সর্ব্বগতা সম্বিৎ প্রাণস্পন্দেন বোধ্যতে। ২০ পূর্ব্বার্দ্ধ)।
সংবেদনাদনন্তানি ততো দুঃখানি চেতসঃ ॥" ২২ (শেষার্দ্ধ)।

যে নিত্যজ্ঞান সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, প্রাণের স্পন্দন তাহাকে জাগাইয়া তুলে অর্থাৎ দেহে সংজ্ঞারূপে বা চিত্তবৃত্তিরূপে প্রতীত করায়। সেই সংজ্ঞালাভ হইতেই চিত্তের অনন্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়।

কামারেরা দুইটি জাঁতার দ্বারা যে প্রকার ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকে জাগাইয়া তুলে এবং সেইস্থানে জাঁতার দ্বারা যে বায়ু উৎপন্ন হয়, তাহারই সাহায্যে অগ্নি জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ, (উক্ত দৃষ্টান্তের) কাষ্ঠস্থানীয় যে অজ্ঞান, যাহা চিত্তের উপাদান, সেই অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত নিত্যজ্ঞান, প্রাণস্পন্দনের সাহায্যে জাগরিত হইয়া চিত্তবৃত্তিরূপে জ্বলিতে থাকে। সেই সম্বিতের (নিত্যজ্ঞানের) শিখাস্বরূপ সম্বেদনকেই চিত্তবৃত্তি বলে; সেই সম্বেদন হইতেই দুঃখসমূহ উৎপন্ন হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণস্পন্দনজনিত চিত্তের উৎপত্তি। অপরটিরও (দৃঢ় বাসনার) তিনি এই প্রকার বর্ণনা করিতেছেন :—

"ভাবসম্বিৎপ্রকটিতামনুভূতাঞ্চ রাঘব।
চিত্তস্যোৎপত্তিমপরাং বাসনাজনিতাং শৃণু ॥" † ২৮

---

* মূলের পাঠ—"দৃঢ়ভাবনা"।

† মূলের পাঠ—"জ্ঞানবস্তিঃ প্রকটিতাম্"। আনন্দাশ্রমের উভয় সংস্করণের পাঠ দুষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

হে রাঘব, (জ্ঞানিগণের) আত্মবিষয়ক জ্ঞান, (তাঁহাদের নিকট) যাহা প্রকটিত করিয়াছে এবং তাঁহারাও স্বয়ং যাহা অনুভব করিয়াছেন, সেই বাসনারূপ বীজ হইতে চিত্তের অপর প্রকার উৎপত্তি শ্রবণ কর।

"দৃঢ়াভ্যস্তপদার্থৈকভাবনাদতিচঞ্চলম্।
চিত্তং সঞ্জায়তে জন্মজরামরণকারণম॥" * ইতি, ৩৫

দৃঢ়ভাবে (অভ্যস্ত পদার্থের) নিরন্তর ভাবনাবশতঃই, অতি চঞ্চল মন উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই মনই জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ স্বরূপ।

প্রাণস্পন্দন ও বাসনা এই দুইটি যে কেবল চিত্তের প্রেরক বা উৎপাদক তাহা নহে, ইহারা পরস্পরেরও প্রেরক বটে। বশিষ্ঠ তাহা এইরূপে বলিতেছেন :—

"বাসনাবশতঃ প্রাণস্পন্দস্তেন চ বাসনা।
ক্রিয়তে চিত্তবীজস্য, তেন বীজাঙ্কুরক্রমঃ॥" ৫৩।৫৪

বাসনাবশতঃই প্রাণের স্পন্দন হয়, এবং প্রাণের স্পন্দন হইতেই বাসনা উৎপাদিত হয়। এই দুইটি পরস্পরাপেক্ষ বলিয়া চিত্তবীজের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই দুইটির মধ্যে বীজাঙ্কুরের ন্যায় (অনাদি) ক্রম রহিয়াছে।

অতএব এই দুইটির মধ্যে একটি বিনষ্ট হইলেই, দুইটির নাশ হয়, এই কথাও বলিতেছেন :—

"দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে।
একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥" ৪৮

প্রাণস্পন্দন ও বাসনা এই দুইটি চিত্তরূপ বৃক্ষের বীজ। এই দুইটির মধ্যে একটি বিনষ্ট হইলে, দুইটিই শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

সেই দুইটিকে বিনাশ করিবার উপায় এবং সেই বিনাশের ফল কি তাহা বলিতেছেন :—

* মূলের পাঠ—"দৃঢ়াভ্যাস" ইত্যাদি।

"প্রাণায়ামদৃঢ়াভ্যাসৈর্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া।
আসনাশনযোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥" * ৯২।২৭

স্বস্তিকাদি আসন এবং পরিমিত ভোজনের সাহায্যে, গুরূপদিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া দৃঢ়ভাবে প্রাণায়ামের অভ্যাস করিলে, প্রাণের স্পন্দন নিরোধ করিতে পারা যায়।

"নিঃসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্ভবভাবনবর্জ্জনাৎ।
শরীরনাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন প্রবর্ত্ততে॥" † ২৯

অনাসক্তভাবে ব্যবহারকার্য্য সম্পাদন করিলে, ও সাংসারিক ভাবনা পরিত্যাগ করিলে এবং শরীরের নশ্বরত্ব চিন্তা করিলে, বাসনা প্রবলভাবে উদ্রিক্ত হয় না।

"বাসনাসম্পরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্।
প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥" ২৬

সম্যক্ প্রকারে বাসনা পরিত্যাগ করিলে এবং প্রাণের স্পন্দননিরোধ করিলে, চিত্ত অচিত্ত হইয়া অর্থাৎ স্বরূপশূন্য হইয়া যায়। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ কর।

"এতাবন্মাত্রকং মন্যে রূপং চিত্তস্য রাঘব।
যদ্ভাবনং বস্তুনোঽন্তর্বস্তুত্বেন রসেন চ॥" ৯১।৪০

হে রাঘব! অন্তরে কোন বস্তুকে বস্তুরূপে এবং অনুরাগপূর্ব্বক যে চিন্তা করা, তাহাকেই মাত্র চিত্তের স্বরূপ বলিয়া বুঝি।

---

* মূলের পাঠ—'দৃঢ়' স্থলে 'চির'।

† আনন্দাশ্রমের 'বর্ত্তি' স্থলে মূলের 'দর্শি' পাঠই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল। রা, টী—বহির্মুখ জনের সঙ্গ ও সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারশীল হইলে, এবং সাংসারিক মনোরথ পরিত্যাগ করিলে ইত্যাদি।

"যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিদ্ধেয়োপাদেয়রূপি যৎ।
স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে॥" * ৯১।৩৬

হেয়রূপ অথবা প্রিয়রূপ এই উভয় প্রকারের বস্তুর চিন্তা হইতে বিরত হইয়া সকল (কর্ম্মাদি) পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিতে পারিলে তখন আর চিত্ত জন্মিতে পারে না।

"অবাসনত্বাৎ সততং যদা ন মনুতে মনঃ।
অমনস্তা তদোদেতি পরমোপশমপ্রদা॥" ৯১।৩৭

সর্ব্বদা বাসনাশূন্য হইয়া থাকা হেতু মন যখন আর মনন ক্রিয়া করে না, তখন যে চিত্তশূন্যতা ভাবের উদয় হয়, তাহা পরম শান্তিপ্রদ।

চিত্তশূন্যতা ভাবের উদয় না হইলে শান্তিলাভ হয় না—তাহাই বলিতেছেন (নির্ব্বাণপ্রকরণ, উত্তর ভাগ ২৯।৬৮):—

"চিত্তযক্ষদৃঢ়াক্রান্তং ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ। †
শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং গুরবো ন চ মানবাঃ॥" ইতি

চিত্তযক্ষ যাহাকে দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে কি মিত্র কি বান্ধব কি গুরু কি মনুষ্য, কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না।

পূর্ব্বোক্ত (২৭ সংখ্যক) শ্লোকে যে স্বস্তিকাদি আসন ও পরিমিত ভোজনের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে আসনের লক্ষণ, উপায় ও ফল পতঞ্জলি তিনটি সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্থিরসুখমাসনম্। ৪৬। প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্। ৪৭। ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ। ৪৮। (সাধনপাদঃ)

---

* মূলের পাঠ—'ভাব্যতে' স্থলে 'বাস্তবে'; উভয়েরই অর্থ 'সত্তাং প্রাপ্যতে'।

† মূলের পাঠ—'মিত্রাণি' স্থলে 'শাস্ত্রাণি'; 'মানবাঃ' স্থলে 'মানবম্'।

যে আসন নিশ্চল ও সুখাবহ, তাহাই যোগাঙ্গ। ৪৬। স্বাভাবিক দেহচেষ্টা বন্ধ করিলে, এবং আপনাকে ধরণীধর সর্পরাজ অনন্ত বলিয়া চিন্তা করিলে, আসনের স্থিরতা লাভ হয়। ৪৭। সেই আসন সিদ্ধিলাভ করিলে, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বদ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। ৪৮। (সাধন পাদ।) দেহ স্থাপন প্রকারের নাম আসন, যথা—পদ্মক, স্বস্তিক প্রভৃতি। যে পুরুষের যে প্রকারে দেহ স্থাপন করিলে দেহে বেদনা উৎপন্ন হয় না এবং দেহ চঞ্চল না হইয়া স্থিরভাবে থাকে, তাহাই তাঁহার পক্ষে মুখ্য আসন। প্রযত্নশৈথিল্য, সেই আসনস্থৈর্য্যলাভের লৌকিক উপায় অর্থাৎ গমন, গৃহকার্য্য, তীর্থযাত্রা, স্নান, যাগ, হোম প্রভৃতি বিষয়ে যে প্রযত্ন বা মানসিক উৎসাহ তাহাকে শিথিল করিতে হইবে, তাহা না করিলে, সেই উৎসাহ বলপূর্ব্বক দেহকে উঠাইয়া যে কোন স্থানে লইয়া যাইবে। অনন্তসমাপত্তি তাহার অলৌকিক উপায়—অর্থাৎ যে অনন্ত সহস্রফণা দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন, আমিই সেই অনন্ত—এইরূপ ধ্যান করাকে চিত্তের অনন্তে সমাপত্তি বলে। সেই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত আসনস্থৈর্য্যসম্পাদক এক প্রকার অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়। আসন সিদ্ধ হইলে শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, মান অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দ্বারা আর পূর্ব্বের ন্যায় অভিভূত হইতে হয় না। সেই প্রকার আসন সম্বন্ধে উপযুক্ত স্থান ও শ্রুতি এই প্রকারে বর্ণনা করিতেছেন :—

"বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ ॥" ইতি—

(কৈবল্য উপ, ৪)

'বিবিক্তদেশে' অর্থাৎ একান্ত প্রদেশে এবং (চ শব্দের দ্বারায়) অব্যাকুল সময়ে 'সুখাসনস্থঃ' অর্থাৎ অনুদ্বেগকর দর্ভাদিনির্ম্মিত আসনে সুখে উপবেশন করিয়া, 'শুচিঃ' অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচবিশিষ্ট হইয়া 'সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ', ঋজুকায় হইয়া অর্থাৎ পদ্মস্বস্তিকাদি আসনস্থ হইয়া।

"সমে শুচৌ শর্করবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশয়াদিভিঃ।
মনোনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥"
(শ্বেতাশ্বতর উপ ২।১০)

যে স্থান সমতল ও পবিত্র, যে স্থানে কাঁকর বালুকা বা অগ্নির উপদ্রব নাই, যে স্থানে শব্দ আসে না বা যে স্থানের অতি নিকটে জলাশয় নাই, * এবং যে স্থান মনোজ্ঞ অর্থাৎ চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, এবং যে স্থানে বায়ু প্রভৃতির উপদ্রবশূন্য গুহা আছে, এইরূপ স্থানে অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস করিবে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত (২৭ সংখ্যক শ্লোকে) আসন যোগ।

অশনযোগ শব্দে পরিমিতাহার বুঝিতে হইবে। কেননা, শ্রুতিতে (অমৃতবিন্দু, উ-২৭) আছে "অত্যাহারমনাহারং নিত্যযোগী বিবর্জ্জয়েৎ" যোগী, গুরুভোজন এবং অনাহার এই দুইই পরিত্যাগ করিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় (৬।১৬) বলিয়াছেন :—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥"

হে অর্জ্জুন! যিনি অতিভোজন করেন বা একেবারে অনাহারে থাকেন তাঁহার যোগে সিদ্ধিলাভ হয় না, যিনি অতি নিদ্রাশীল বা একেবারেই নিদ্রাত্যাগ করেন, তাঁহারও সমাধি লাভ হয় না!

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥" ১৭

* ভাষ্যকার (?) বলেন—সর্ব্বপ্রাণ্যুপভোগ্য জল নিকটে থাকিলে, প্রাণীর উপদ্রব হইবে, টীকাকার নারায়ণ বলেন তাহাতে পতনের সম্ভাবনা, টীকাকার বিজ্ঞান ভগবান বলেন কুম্ভীরের ভয়! বেদের মর্ম্ম এতই বিচিত্র!

যাঁহার আহার ও বিহার পরিমিত, যাঁহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়মিত এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ, যথোপযুক্ত কাল ব্যাপিয়া ও যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে হইয়া থাকে, তাঁহারই যোগানুষ্ঠান সংসারদুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়।

আসনসিদ্ধিলাভের পর প্রাণায়াম দ্বারা মনের বিনাশ সাধন করিতে হইবে, শ্বেতাশ্বতর বেদপাঠিগণ সেই কথা এইরূপে পাঠ করিয়া থাকেন :—

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥" (২।৮)

বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক এই তিনটিকে উন্নত করিয়া, শরীরকে ঋজুভাবে রাখিয়া, মনের সাহায্যে (প্রণব ধ্যান করিতে করিতে) হৃদয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রবেশ করাইয়া, প্রণব-স্বরূপ ভেলা দ্বারা, জ্ঞানী অবিদ্যাকামকর্ম্ম-জনিত ভয়ঙ্করফলপ্রদ সংসার নদীসমূহ উত্তীর্ণ হইবেন।

"প্রাণান্ প্রপীড্যেহ স যুক্তচেষ্টঃ, ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োঃ শ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর, ২।৯)

আহারাদি সকল বিষয়ে সংযতস্বভাব হইয়া, এই শরীরে প্রাণায়ামাভ্যাস করিতে করিতে, প্রাণ ক্ষীণ হইয়া আসিলে, যোগী (মুখের ভিতর দিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া) নাসাপুটের দ্বারাই শ্বাস গ্রহণ করিবেন ; এবং এই উপায়ে, সারথী যেমন দুষ্টাশ্বযুক্ত রথকে সাবধান হইয়া ধরিয়া থাকেন, সেইরূপ, সাবধান হইয়া, বুদ্ধিমান্ যোগী মনকে ধরিয়া রাখিবেন।

যোগিগণ দুই শ্রেণীর হইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর যোগীর বিদ্যামদাদি আসুরী সম্পদ থাকে না, অপর শ্রেণীর তাহা থাকে। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যোগীর ব্রহ্মধ্যান দ্বারা মন নিরুদ্ধ হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণনিরোধ ঘটিয়া থাকে ; কেননা, মন নিরোধ ও প্রাণ নিরোধ এই

দুইটির মধ্যে একটিকে ছাড়িয়া অপরটি হয় না। সেইরূপ যোগীর জন্যই প্রথমোক্ত অর্থাৎ "ত্রিরুন্নত" ইত্যাদি মন্ত্রটি পঠিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগীর পক্ষে প্রাণায়ামাভ্যাস দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের নিরোধ ঘটিয়া থাকে ; কেননা, একটিকে ছাড়িয়া অপরটি হয় না। সেই শ্রেণীর যোগীর জন্য "প্রাণান্ প্রপীড্য" ইত্যাদি মন্ত্রটি হইয়াছে। কি প্রকারে প্রাণপীড়ন বা প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা পরে বলা হইবে। সেই প্রাণপীড়নের ফলে, যোগী যুক্তচেষ্ট (ব্যবহারিক সকল কর্ম্মে শিথিলপ্রয়াস) হয়েন ; মনের চেষ্টা বিদ্যামদ প্রভৃতি নিরুদ্ধ হয়। প্রাণ-নিরোধের দ্বারা কি প্রকারে চিত্তদোষ নিরুদ্ধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বেদে অন্যত্র (অমৃতনাদোপনিষৎ ৭) বর্ণিত আছে :—

> "যথা পর্ব্বতধাতূনাং দহ্যন্তে দহনাম্মলাঃ।
> তথেন্দ্রিয়কৃতা দোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ ॥" *

যেরূপ পার্ব্বতীয় ধাতুসমূহের মলসকল অগ্নিতে দহন বা ধমন ক্রিয়া দ্বারা বিদূরিত হয়, সেইরূপ প্রাণের নিগ্রহ বা প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ঘটিত দোষসমূহ দগ্ধ হইয়া যায়।

বশিষ্ঠদেব এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন (উপশম প্র, ৯২) :—

> "যঃ প্রাণপবনস্পন্দশ্চিত্তস্পন্দঃ স এব হি। ৩১ (শেষার্দ্ধ)
> প্রাণস্পন্দক্ষয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যো ধীমতোচ্চকৈঃ ॥" ৩২ (শেষার্দ্ধ)

প্রাণবায়ুস্পন্দনেরই নামান্তর চিত্তের স্পন্দন। ধীমান্ ব্যক্তিগণ প্রাণস্পন্দনিরোধে যত্ন করিবেন।

মন, বাক্য, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণ ব্রত ধারণ করিলেন (এই সঙ্কল্প করিয়া যে) আমরা নিরন্তর স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিব।

* পাঠান্তর—'দহনাৎ'—স্থলে 'ধমনাৎ'। এই শ্লোকটী অত্রিসংহিতায় ৩।৩ (পুণ্যস্মরণ)—দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় প্রাণায়ামের সবিস্তর বর্ণনা আছে।

তাহার ফলে, শ্রান্তিরূপ মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিলেন। সেই মৃত্যু প্রাণকে আক্রমণ করিতে পারিলেন না। সেই হেতু প্রাণ নিরন্তর উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিয়াও পরিশ্রান্ত হয়েন না। তদনন্তর বিচার করিয়া দেবতাগণ প্রাণরূপ ধারণ করিলেন, (প্রাণকে আত্মরূপে গ্রহণ করিলেন)। এই কথা বাজসনেয়িগণ এইরূপে পাঠ করিয়া থাকেন (বৃহদা, উ ১।৫।২১):—

"অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতে, যো ন রিষ্যতি, হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি। এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি"।

(সেই ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে জানিবার জন্য মনোনিবেশ করিল, তাহারা বুঝিল যে,) ইনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ—যিনি কার্য্য করুন বা নাই করুন, কিছুতেই শ্রান্ত হন না, যিনি বিনষ্ট হন না। অহো, আমরা সকলে ইহারই রূপ ধারণ করি। সকলে তাঁহার স্বরূপই হইল (অর্থাৎ প্রাণের রূপকেই, আত্মরূপে, গ্রহণ করিল)। সেই হেতুই এই ইন্দ্রিয়গণ ইহার নামে অর্থাৎ প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই হেতু ইন্দ্রিয়গণ প্রাণরূপ বলিলে এই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার প্রাণব্যাপারের অধীন। এই কথা বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণের সূত্রাত্মপ্রস্তাবে (৩।৭।২) বর্ণিত আছে:—

"বায়ু র্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি। তস্মাদ্বৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহর্ব্যস্রংসিষতাস্যাঙ্গানীতি। বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সন্দৃব্ধানি ভবন্তি।"

হে গৌতম, সূক্ষ্ম বায়ুই তোমার সেই (জিজ্ঞাসিত) সূত্র। হে গৌতম, বায়ুরূপ সূত্রদ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং ভূতগণ সমস্তই গ্রথিত

বলিয়াছে। হে গৌতম, এই জন্যই লোকে মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিয়া থাকে যে, ইহার অঙ্গসমূহ বিস্রংসিত (শিথিলীভূত) হইয়াছে। কেননা, বায়ুরূপ সূত্রদ্বারাই অঙ্গসমূহ বিধৃত হইয়া থাকে। এইহেতু প্রাণ ও মন একসঙ্গেই স্পন্দিত হয় বলিয়া, প্রাণের সংযমে মনেরও সংযম হইয়া থাকে।

(শঙ্কা)। আচ্ছা 'মন ও প্রাণ এক সঙ্গেই স্পন্দিত হয়' এই যে কথা বলা হইল, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? (দেখা যায়) সুষুপ্তিতে প্রাণের ব্যাপার চলিতেছে, (তখন) মনের ব্যাপার নাই।

(সমাধান)। একথা অসঙ্গত নহে, কেননা, তখন মন বিলীন হইয়া থাকে বলিয়া মনের (এক প্রকার) অভাবই হয়, বুঝিতে হইবে।

(শঙ্কা)। আচ্ছা "ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োঃ শ্বসীত" প্রাণ ক্ষীণ হইলে, যোগী নাসাপুটের দ্বারাই শ্বাস গ্রহণ করিবেন, এই যে (শ্বেতাশ্বতর) শ্রুতি, ইহার ত' ব্যাঘাত হইতেছে। কেননা, আমরা কোথাও ক্ষীণপ্রাণ বা মৃতব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস দেখি না, আর নিঃশ্বাস ফেলিতেছে ও জীবিত রহিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিরও প্রাণক্ষয় বা বিনাশ দেখি না।

(সমাধান)। এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। কেননা, এখানে ক্ষীণ শব্দের দ্বারা অপ্রবলতা বুঝানই উদ্দেশ্য। যেমন, যে ব্যক্তি (ভূমি) খনন, কিংবা (বৃক্ষাদি) ছেদন করিতেছে, কিংবা পর্ব্বতারোহন করিতেছে, কিংবা দৌড়িতেছে, তাহার শ্বাসের বেগ যে পরিমাণ হয়, যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে অথবা বসিয়া আছে, তাহার শ্বাসের বেগ, সেই পরিমাণ হয় না; সেইরূপ, যে ব্যক্তি প্রাণায়ামে পটুতা লাভ করিয়াছে, তাহার শ্বাস অল্প হয়। এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন :—

"ভূত্বা তত্রায়তপ্রাণঃ শনৈরেব সমুচ্ছ্বসেৎ"। (ক্ষুরিকোপনিষৎ ৫,) সেই হৃদয়ে আয়তপ্রাণ হইয়া অর্থাৎ প্রাণকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে।

যে রথে দুষ্ট অশ্ব সংযোজিত করা হইয়াছে, সেই রথ যেরূপ পথভ্রষ্ট হইয়া, যে কোনও স্থানে সমানীত হয় এবং সারথি যেরূপ রজ্জুদ্বারা অশ্বকে আকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে পথে আনিয়া, ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়গণ ও বাসনা সমূহ মনকে নিতান্ত বিচলিত করিলে, প্রাণরূপ রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, মনও আয়ত্ত থাকে।

পূর্ব্বোক্ত "প্রাণান্ প্রপীড্য" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে যে প্রাণায়ামাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে প্রকারে করিতে হইবে, তাহা বেদে অন্যত্র (অমৃতনাদোপনিষৎ, ১১) বর্ণিত হইয়াছে :—

"সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥"

পূরক, কুম্ভক ও রেচকের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাণকে বশে রাখিয়া প্রণবের সহিত, (সপ্ত) ব্যাহৃতির সহিত এবং (গায়ত্রী) শিরের সহিত তিনবার গায়ত্রী পাঠ করিবে, তাহাকে প্রাণায়াম বলে। *

"প্রাণায়ামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা রেচ-পূরক-কুম্ভকাঃ। (১০ শেষার্দ্ধ)
উৎক্ষিপ্য বায়ুমাকাশং শূন্যং কৃত্বা নিরাত্মকম্।
শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াদ্রেচকস্যেতি লক্ষণম্ ॥" † ১২

রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিনটি প্রাণায়াম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর উৎক্ষেপণ দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশকে শূন্য ও নিরাত্মক‡ করিয়া, তাহাকে শূন্যভাবেই রাখিতে হইবে, ইহাই রেচকের লক্ষণ।

---

* সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগে যেরূপে গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিতে হয়, সেইরূপ।

† পাঠান্তর—"শূন্যভাবে নিযুঞ্জীয়া"।

‡ আকাশ সর্ব্বত্রই বায়ুপূর্ণ। এস্থলে তাহা সম্পূর্ণ বায়ুবর্জ্জিত হইলে, নিরাত্মক বা (একরূপ) স্বরূপবর্জ্জিত হইবে।

"বক্ত্রেণোৎপলনালেন তোয়মাকর্ষয়েন্নরঃ।
এবং বায়ুর্গ্রহীতব্যঃ পূরকস্যেতি লক্ষণম্॥" ১৩

লোকে পদ্মনালযোগে মুখের দ্বারা যেরূপ জল টানিয়া লয়, সেইরূপে বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকেই পূরক কহে।

"নোচ্ছ্বসেন্নিঃশ্বসেন্নৈব নৈব গাত্রাণি চালয়েৎ।
এবং তাবন্নিযুঞ্জীত কুম্ভকস্যেতি লক্ষণম্॥" ইতি ১৪

শ্বাস পরিত্যাগ করিবে না, শ্বাস গ্রহণও করিবে না, কিম্বা গাত্র-সঞ্চালন করিবে না, (শরীরকে) এই ভাবেই নিযুক্ত রাখিবে; ইহাকে কুম্ভক বলে। এই (রেচকাভ্যাসকালে) শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত উৎক্ষেপণ করিয়া শরীর-মধ্যবর্ত্তী আকাশকে শূন্য নিরাত্মক অর্থাৎ বায়ুরহিত করিয়া, যাহাতে স্বল্প বায়ুও প্রবেশ করিতে না পারে, এইরূপ শূন্যভাবে রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই, এই রেচক হয়। কুম্ভক দুই প্রকার; আন্তর ও বাহ্য। এই দুই প্রকারই বশিষ্ঠ বর্ণনা করিতেছেন (নির্ব্বাণ, পূর্ব্ব প্র, ২৫।৯):—

"অপানেঽস্তংগতে প্রাণো যাবন্নাভ্যুদিতো হৃদি।
তাবৎ সা কুম্ভকাবস্থা যোগিভির্যানুভূয়তে॥" *

অপানে প্রশমিত হইয়া প্রাণ যে পর্য্যন্ত না হৃদয়ে উত্থিত হয়, তাবৎকাল কুম্ভকাবস্থা; ইহা যোগীদিগের অনুভবনীয়।

"বহিরস্তংগতে প্রাণে যাবন্নাপান উদ্গতঃ।
তাবৎ পূর্ণাং সমাবস্থাং বহিষ্ঠং কুম্ভকং বিদুঃ॥" ১৬।১৭

প্রাণ শরীরের বাহিরে প্রশমিত হইলে, যে পর্য্যন্ত না অপান বায়ু

* রা, টী:—প্রাণের এবং অপানের গতিতে রেচকাদি কল্পনা না করিলেও, সাধারণতঃ যে অন্তঃকুম্ভক হইয়া থাকে তাহাই বর্ণনা করা এই শ্লোকের লক্ষ্য। মূলের পাঠ—"অস্তং গতে"—(প্রশান্তে সতি), স্থলে "স্তম্ভিতঃ"।

উদ্গত হয়, সেই পর্য্যন্ত সেই পূর্ণ সমাবস্থা বাহ্যকুম্ভক নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে উচ্ছ্বাস (শ্বাস ত্যাগ) আন্তর কুম্ভকের বিরোধী। নিঃশ্বাস বাহ্যকুম্ভকের বিরোধী; গাত্র সঞ্চালন উভয়ের বিরোধী; কেননা, গাত্র-সঞ্চালন ঘটিলে, নিঃশ্বাস অথবা উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটি না একটি অবশ্যই ঘটিবে। পতঞ্জলি আসন বর্ণনা করিবার পর তদনন্তরানুষ্ঠেয় প্রাণায়াম, সূত্রের দ্বারা এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"তস্মিন্ সতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" ইতি (সাধনপাদ ৪৯)*

আসনস্থৈর্য্য লাভ হইলে পর বাহ্যবায়ুর অভ্যন্তরে গমনের এবং কোষ্ঠা বায়ুর বহির্গমনের বিচ্ছেদকে প্রাণায়াম বলে।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, কুম্ভকরূপ প্রাণায়ামে শ্বাসের গতি না থাকিলেও রেচক ও পূরকে উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসের গতি তো থাকেই।

(সমাধান)। না, এরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে না—কেননা, অধিক মাত্রায় অভ্যাস করিলে প্রাণের যে স্বাভাবিক সমগতি, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। †

---

* পাঠান্তর—"শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ"।

† পতঞ্জলিকৃত প্রাণায়ামের উক্ত লক্ষণ পূরকে ও রেচকে খাটাইবার জন্য বাচস্পতি মিশ্র বলেন—বায়ু টানিয়া ভিতরে ধরিয়া রাখিলে যে পূরক হয়, তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ হয়। কোষ্ঠ্য বায়ু বাহির করিয়া ধরিয়া রাখিলে যে রেচক হয়, তাহাতেও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ হয়; কুম্ভকেও সেইরূপ, ইহাই ব্যাসভাষ্যের অভিপ্রায়। ইহার ভাবার্থ এই—যদ্যপি কুম্ভকেই শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয় পূরকে নহে; কেননা, পূরকে শ্বাস থাকে; এবং রেচকেও নহে, কেননা, রেচকে প্রশ্বাস থাকে; তাহা হইলেও স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসরূপবিশিষ্ট যে অভাব, তাহা সর্ব্বত্র (তিনেই) আছে বলিয়া, সামান্য লক্ষণ রেচকপূরকেও উপপন্ন হয়।—বালরাম। কিন্তু বিদ্যারণ্য মুনি বলিতেছেন—যে সেই গতিবিচ্ছেদ রেচক-পূরকের স্বভাবগত নহে, অধিক মাত্রায় অভ্যাসের ফলে জন্মিয়া থাকে।

"বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্ম ইতি"

(সাধনপাদ, ৫০)

রেচক দ্বারা প্রাণবায়ুকে শরীরের বাহিরে ধরিয়া রাখা, বাহ্য বৃত্তি ; পূরকের দ্বারা তাহাকে শরীর মধ্যে ধরিয়া রাখা, আভ্যন্তর বৃত্তি এবং কেবল বিধারক প্রযত্নের দ্বারা তাহার গতি বিচ্ছেদ, স্তম্ভবৃত্তি। এই তিন প্রকার প্রাণায়াম, দেশ, কাল ও সংখ্যার আধিক্যানুসারে দীর্ঘ এবং সূক্ষ্মরূপে পরিদৃষ্ট হয়।—রেচক বাহ্যবৃত্তি, পূরক অন্তর্বৃত্তি, কুম্ভক স্তম্ভবৃত্তি। এই তিনটির মধ্যে এক একটিকে দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহা এইরূপ :—স্বভাবসিদ্ধ রেচকে শ্বাস, হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া, নাসিকার সম্মুখে দ্বাদশাঙ্গুলি পর্যান্ত গিয়া সমাপ্ত হয়। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা ক্রমে, নাভির আধার হইতে বায়ু নির্গত হইতে থাকে এবং চব্বিশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কিংবা ছত্রিশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যাইয়া সমাপ্ত হয়। এই রেচকে অধিক প্রযত্ন করিলে, নাভি প্রভৃতি প্রদেশে এক প্রকার ক্ষোভের দ্বারা (বায়ু যে তথা হইতে উঠিতেছে তাহা) ভিতরে নিশ্চয় করিতে পারা যায়। আর বাহিরে সূক্ষ্ম তুলা ধরিয়া রাখিলে, তাহার যে সঞ্চালন হয়, তাহার দ্বারা (শ্বাসের দৈর্ঘ্য) নির্ণয় করিতে হয়। তাহাকেই দেশ পরীক্ষা বলে। রেচকের কালে, প্রণবের দশ, বিশ, ত্রিশ ইত্যাদি বার উচ্চারণের দ্বারা কাল পরীক্ষা হইয়া থাকে। এইমাসে প্রতিদিন দশ রেচক, আগামী মাসে প্রতিদিন বিশ রেচক, এবং পরবর্ত্তী মাসে প্রতিদিন ত্রিশ রেচক, এই প্রকারে কাল পরীক্ষা দ্বারা সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেশকাল-বিশিষ্ট প্রাণায়াম একদিনে দশ, বিশ, ত্রিশ ইত্যাদির দ্বারা সংখ্যা পরীক্ষা করা হয়। পূরক সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রয়োগ করিতে হইবে। যত্তপি কুম্ভকে দেশব্যাপ্তিপ্রকার জানা যায় না (দেশব্যাপ্তির

পরীক্ষা খাটে না), তথাপি কাল ও সংখ্যা ব্যাপ্তি জানা যায়। যেরূপ এক ঘনীভূত তুলাপিণ্ডকে প্রসারিত করিলে, তাহা দীর্ঘ ও বিরল হইয়া সূক্ষ্মাকার ধারণ করে, সেই প্রকার দেশ, কাল ও সংখ্যার বৃদ্ধি করিতে অভ্যাস করিলে প্রাণও দীর্ঘ হয় এবং দুর্লক্ষ্য হইয়া সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। রেচক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার প্রাণায়াম হইতে ভিন্ন অন্য প্রকার প্রাণায়াম এই সূত্রে বর্ণনা করিতেছেন :—

"বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়ানপেক্ষী চতুর্থ" ইতি। (সাধন পাদ, ৫১)

যে প্রাণায়াম বাহ্যদেশ এবং হৃদয় নাভিচক্রাদি আভ্যন্তর দেশের অপেক্ষা রাখে না, তাহা চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম। সমস্ত বায়ুকে যথাশক্তি বিনির্গত করিয়া তদনন্তর যে কুম্ভক করা হয়, তাহার নাম বহিঃকুম্ভক। বায়ুকে যথাশক্তি অভ্যন্তরে পুরিয়া তদনন্তর যে কুম্ভক করা যায়, তাহার নাম অন্তঃকুম্ভক। রেচক ও পূরকের অনুষ্ঠান না করিয়া যদি কেবল কুম্ভকের অভ্যাস করা হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত তিনটিকে ধরিয়া চতুর্থ স্থানীয় হয়। যাঁহারা নিদ্রা, তন্দ্রা প্রভৃতি প্রবল দোষাক্রান্ত, তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত রেচক প্রভৃতি তিনটির ব্যবস্থা, আর যাঁহাদের ঐরূপ কোন দোষ নাই, তাঁহাদের পক্ষে চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ কেবল কুম্ভক (অনুষ্ঠেয়)। এইরূপ পার্থক্য বুঝিতে হইবে।

প্রাণায়ামের ফল সূত্রের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন :—

"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।" (সাধনপাদ, ৫২) ইতি।

প্রাণায়ামাভ্যাসের ফলে সত্ত্বগুণের আবরণ—যে তমোগুণ, যাহা নিদ্রালস্যাদির কারণ, তাহার ক্ষয় হয়। অন্যফল সূত্রনিবদ্ধ করিতেছেন :—

"ধারণাসু যোগ্যতা মনস" ইতি (সাধনপাদ, ৫৩)

(প্রাণায়ামের দ্বারা আবরণ ক্ষয় হইলে,) ধারণাবিষয়ে মনের যোগ্যতা জন্মে। আধার (মূলাধার বা লিঙ্গের উপরিস্থ চক্র ?) নাভি চক্র,

হৃদয়, ভ্রূমধ্য, ব্রহ্মরন্ধ্র প্রভৃতি দেশবিশেষে চিত্তের স্থাপনের নাম ধারণা; কেননা, (এই) যোগ সূত্রেই আছে :— "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা (বিভূতি-পাদ ১) স্থানবিশেষে চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা। আর শ্রুতিতে আছে (অমৃতনাদোপনিষৎ, ১৬)

"মনঃ সঙ্কল্পকং ধ্যাত্বা সংক্ষিপ্যাত্মনি বুদ্ধিমান্।
ধারয়িত্বা তথাত্মানং ধারণা পরিকীর্ত্তিতা ॥"

বুদ্ধিমান্ সাধক সঙ্কল্পকর্ত্তা মনকে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া ধরিয়া, আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে বা প্রাণে, স্থাপন করিয়া সেই বুদ্ধিকে বা প্রাণকে স্থির করিয়া অবস্থান করিতে পারিলে, তাহাকে ধারণা কহে। *

প্রাণায়াম দ্বারা রজোগুণজনিত চাঞ্চল্য এবং তমোগুণজনিত আলস্য মন হইতে বিদূরিত হইলে, মন ধারণায় সক্ষম হয়।

"প্রাণায়াম-দৃঢ়াভ্যাসৈ র্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া"—(বাশিষ্ঠ রামায়ণ উপশম প্র, ৯২।২৭)

ইত্যাদি বাক্যে (২১২ পৃষ্ঠা দেখুন), "এবং গুরূপদিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া দৃঢ়ভাবে প্রাণায়ামের অভ্যাস করিলে" (প্রাণের স্পন্দন নিরোধ করিতে পারা যায়)। এই স্থলে "যুক্তি" (উপায়) শব্দের দ্বারা যোগীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ, শিরোরূপ মেরুচালন, জিহ্বাগ্রের দ্বারা ঘণ্টিকাকে (তালুমূলে লম্বমান মাংস) আক্রমণ, নাভিচক্রে জ্যোতির্ধ্যান এবং যে

---

* নারায়ণকৃত দীপিকানাম্নী টীকানুসারে উক্ত মন্ত্রের অনুবাদ করা হইল। উহা প্রাণ বা বুদ্ধির উপর ধারণাভ্যাসের আদেশ।

উপনিষদ্ব্রহ্মযোগিবিরচিত টীকা—পৃ ১৭

ধারণালক্ষণমাহ—মন ইতি। বুদ্ধিমান্ যোগী সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ তদ্বৃত্তিজাতং সংক্ষিপ্য এব নিঃসঙ্কল্পকং ধ্যাত্বা আত্মনি নির্ব্বিকল্পকে প্রত্যগ্‌ভাবপরিণতে মনসি তথাবিধং স্বরাত্মানং ধারয়িত্বা যা প্রত্যক্পরৈক্যস্থিতিঃ, সেয়ং ধারণেতি পরিকীর্ত্তিতা। বুদ্ধিমান্ যোগী সঙ্কল্পাত্মক মনকে অর্থাৎ মনের বৃত্তিসমূহকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ইত্যাদি।

সকল ঔষধ সেবন করিলে বিস্মৃতি জন্মে, সেই সকল ঔষধ সেবন ইত্যাদি প্রকার উপায় বুঝিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত অধ্যাত্মবিদ্যানুশীলন, সাধুসঙ্গ, বাসনাক্ষয় ও প্রাণনিরোধ, এই গুলিই মনোনাশের উপায় স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার অন্য) উপায়—সমাধির কথা বলিব।

পঞ্চভূমিবিশিষ্ট চিত্তের প্রথম তিন ভূমি পরিত্যাগ করিলে যে দুই ভূমি অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম সমাধি। যোগভাষ্যকার (ব্যাস) সেই পাঁচটি ভূমির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

(পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ, সূ ১ ভাষ্য) ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ ইতি। চিত্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্ত যখন আসুর সম্পদে (গীতা ষোড়শাধ্যায় দ্রষ্টব্য) লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনায় প্রবৃত্ত থাকে, তখন চিত্তের সেই অবস্থার নাম ক্ষিপ্ত। নিদ্রাতন্দ্রাদিগ্রস্ত হইলে চিত্তের অবস্থার নাম মূঢ়। চিত্ত কখন কখন ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে, সেই অবস্থা ক্ষিপ্তাবস্থার এক বিশিষ্ট প্রকার বলিয়া তাহার নাম বিক্ষিপ্ত। তন্মধ্যে ক্ষিপ্তাবস্থা ও মূঢ়াবস্থায় সমাধির কোন সম্ভাবনাই নাই। "বিক্ষিপ্তে তু চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্যোগপক্ষে ন বর্ত্ততে" (ব্যাসভাষ্য)। বিক্ষিপ্ত চিত্তে যে (সময়ে সময়ে সৎস্বরূপে একাগ্রতারূপ) সমাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে যোগ বলিয়া গণনা করা যায় না; কেননা, তাহা বিক্ষেপের অধীন। অগ্নিমধ্যে অবস্থিত বীজের ন্যায় সেই সমাধি বিক্ষেপ-পরিবেষ্টিত অর্থাৎ বিক্ষেপ দ্বারা অভিভূত বলিয়া, তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। "যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্‌ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে।" (ব্যাসভাষ্য) কিন্তু যাহা একাগ্রচিত্তে পরমার্থভূত ধ্যেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার

করাইয়া দেয়, অবিদ্যাস্মিতাদি ক্লেশসমূহের উচ্ছেদসাধন করে, বন্ধের কারণভূত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসমূহকে অদৃষ্টোৎপাদনে অক্ষম করিয়া দেয়, ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নিকটবর্ত্তী করে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে।—সকল প্রকার বৃত্তির নিরোধ হইলেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি যে একাগ্রতানামক ভূমিতে (চিত্তাবস্থায়) উৎপন্ন হয়, সেই ভূমিকে সূত্রের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা :—

"শান্তোদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা পরিণাম" ইতি

(বিভূতিপাদ, ১২)

বিগত ও বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তি একরূপ হইলে, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে। শান্ত অতীত, উদিত বর্ত্তমান, প্রত্যয় চিত্তবৃত্তি ; অতীত চিত্তবৃত্তি যে পদার্থকে গ্রহণ করে, বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তি যদি সেই পদার্থকেই গ্রহণ করে, তাহা হইলেই উভয়ে তুল্যরূপ হয়। চিত্তের সেইরূপ পরিণামকে একাগ্রতা বলে। একাগ্রতার সম্যক্ পরিবর্দ্ধিতাবস্থাই সমাধি ; তাহা এই সূত্রের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধি পরিণাম" ইতি

(বিভূতিপাদ, ১১)

[চিত্তের নানার্থপ্রকারতা, অর্থাৎ বিক্ষিপ্ততা এবং একাগ্রতা এই উভয়ের যথাক্রমে তিরোভাব ও প্রাদুর্ভাবকেই চিত্তের সমাধিপরিণাম বলে। অভ্যাস দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ দূরীভূত হইলে, চিত্তের একাগ্রতা স্থৈর্য্যলাভ করে ; তাহাই সমাধি—ইহাই সূত্রের অভিপ্রায়।] রজোগুণের দ্বারা বিচালিত হইলে চিত্ত ক্রমে ক্রমে সকল পদার্থই গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই রজোগুণকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য যোগিগণ যে এক বিশিষ্ট প্রকার প্রযত্ন করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা চিত্তের নানাবস্তুগ্রহণস্বভাব ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। চিত্তের সেইরূপ পরিণামকেই সমাধি বলে। সেই সমাধি লাভের জন্য যে অষ্টাঙ্গসাধন উপদিষ্ট হয়,

তন্মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটিই বহিরঙ্গ সাধন। তন্মধ্যে যম বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা সূত্রে নিবদ্ধ করিতেছেন,

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমা" ইতি (সাধনপাদ, ৩০)

[অহিংসা—সর্ব্বপ্রকারে, সকল সময়ে, সর্ব্বভূতের প্রতি, দ্রোহাচরণে বিরতি। সত্য—বাক্য ও মনের একবস্তুপরতা। অস্তেয়—অশাস্ত্রীয়ভাবে অপরের নিকট হইতে, কোনও দ্রব্য গ্রহণ না করা এবং তাহাতে অস্পৃহা। ব্রহ্মচর্য্য—গুপ্তেন্দ্রিয় উপস্থের সংযম। অপরিগ্রহ—বিষয়ের অর্জ্জনে রক্ষণে ও ক্ষয়ে, ক্লেশ ও দুশ্চিন্তা এবং বিষয় থাকিলে তাহাতে আসক্তি ও হিংসাদি দোষ জন্মে; এইরূপ বিচার করিয়া বিষয়গ্রহণে বিরতি। ইহাদিগের নাম যম।] হিংসা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে ইহারা যোগীকে সংযত করিয়া রাখে; এই হেতু ইহাদিগকে যম বলে। নিয়ম বলিলে যাহা যাহা বুঝায়, তাহা সূত্রনিবদ্ধ করিতেছেন:—

"শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

(সাধনপাদ, ৩২)

[শৌচ—মৃত্তিকা, জল, গোময় প্রভৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয়। গোময়, গোমূত্র যাবক প্রভৃতি মেধ্যবস্তুর পানভোজন দ্বারা বাহ্য শৌচ এবং মদ, মান অসূয়া প্রভৃতি চিত্তমলসমূহের ক্ষালনের দ্বারা আভ্যন্তর শৌচ নিষ্পন্ন হয়। সন্তোষ—সন্নিহিত প্রাণযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্যাদির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি গ্রহণে অনিচ্ছা। তপঃ—দ্বন্দ্বসহন। দ্বন্দ্ব—ক্ষুধা পিপাসা, শীতগ্রীষ্ম, দণ্ডায়মান থাকা বা উপবেশন প্রভৃতি; তাহা সহ্য করা এবং মৌন, কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণ, সান্তপন প্রভৃতি ব্রত ধারণ করা। স্বাধ্যায় —মোক্ষ শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন কিংবা প্রণব জপ। ঈশ্বরপ্রণিধান—পরম গুরু ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। ইহাদিগকে নিয়ম বলে।] জন্মান্তর গ্রহণের হেতুস্বরূপ কাম্যকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া, মোক্ষলাভের হেতুভূত নিষ্কাম কর্ম্মের দিকে নিয়মিত বা প্রেরিত করে বলিয়া, ইহাদিগকে নিয়ম বলে।

যম ও নিয়মের অনুষ্ঠান বিষয়ে যে পার্থক্য আছে, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥"

(মনুসংহিতা ৪।২০৪)।

সর্ব্বদা যমেরই অনুষ্ঠান করিবে, নিয়মের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা না করিলেও চলে। যমের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল নিয়মের অনুষ্ঠান লইয়া থাকিলে, পতিত হইতে হয়। *

"পততি নিয়মবান্ যমেষসক্তো নতু যমবান্নিয়মালসোঽবসীদেৎ।
ইতি যমনিয়মৌ সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা যমবহুলেষনুসন্দধীত বুদ্ধিম্॥" †

যমের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া, কেবল নিয়মানুষ্ঠানে রত থাকিলে, পতিত হইতে হয় ; কিন্তু যদি কেহ যমানুষ্ঠানে রত থাকিয়া নিয়মানুষ্ঠানে শিথিল হয়েন, তবে, তাঁহাকে (শ্রেয়োলাভে) হতাশ হইতে হয় না। এইরূপে যম ও নিয়ম এই উভয়ের অনুষ্ঠানের তারতম্য বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া অধিক পরিমাণে যমের অনুষ্ঠানেই বুদ্ধিকে প্রবৃত্ত করিতে হইবে।

যম ও নিয়মের ফল নিম্নলিখিত সূত্রসমূহে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং) তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" (সাধনপাদ, ৩৫)

[যে যোগীর অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে, অশ্ব ও মহিষ, মূষিক ও মার্জ্জার, সর্প ও নকুল প্রভৃতি যে সকল জন্তুর

---

* কুল্লূক ভট্ট বলেন—নিয়মের অপেক্ষা যমানুষ্ঠানের গৌরব বুঝানই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য ; নিয়মানুষ্ঠানের নিষেধের নিমিত্ত নহে ; কেননা, তদুভয়েই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য রহিয়াছে। * * * যিনি যম ও নিয়মের অর্থ বুঝিয়াছেন, তিনি সমস্ত স্নানাদি নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াও অহিংসাদিরূপ যমের অনুষ্ঠান করিবেন। মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ বলেন—হিংসাদির প্রতিষেধ করাই যমসমূহের লক্ষ্য ; নিয়মসমূহ অনুষ্ঠেয়রূপ।

† "পততি নিয়মবান্" ইত্যাদি স্মৃতিবচনের মূল পাই নাই।

মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে, তাহারা সেই যোগিচিত্তের অনুকরণে বৈরত্যাগ করিয়া থাকে।]

"(সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং) ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।" (সাধনপাদ, ৩৬)

[যে যোগীর সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার বাক্য, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ক্রিয়ার স্বর্গনরকাদিরূপ ফলপ্রদানে সমর্থ হয়। তিনি যদি কাহাকেও বলেন, তুমি ধার্ম্মিক হইবে, তবে সে ধার্ম্মিক হয়; যদি বলেন স্বর্গলাভ করিবে, তবে সে স্বর্গলাভ করে, অর্থাৎ তাঁহার বাক্য অমোঘ হয়।]

"(অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং) সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।" (সাধনপাদ, ৩৭)

[যে যোগীর অস্তেয়-প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই দিব্যরত্নসমূহের প্রাপ্তি ঘটে।]

"(ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং) বীর্য্যলাভঃ।" (সাধনপাদ, ৩৮)

[যে যোগীর বীর্য্যনিরোধরূপ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছে, তাঁহার বীর্য্যলাভ অর্থাৎ অণিমাদিগুণের প্রাপ্তি ঘটে এবং তিনি সিদ্ধ হইলে পর, শিষ্যের প্রতি তাঁহার যোগ ও যোগাঙ্গের উপদেশ অব্যর্থ হয়।]

"(অপরিগ্রহ-স্থৈর্য্যে) জন্মকথন্তাসম্বোধঃ।" (সাধনপাদ, ৩৯)

[যোগীর অপরিগ্রহশীলতা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবিজন্মসম্বন্ধে কথন্তা-সম্বোধ, অর্থাৎ 'তাহা কি প্রকার?'—এইরূপ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক সম্যক্‌জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ সেই জন্ম কি প্রকার? তাহার হেতু কি? তাহার ফল কি? তাহার অবসান কিরূপে?—এই সকল শরীরপরিগ্রহবিরোধী প্রশ্ন উৎপন্ন হয় এবং গুরু ও শাস্ত্র হইতে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লাভ করিয়া তিনি অপরিগ্রহের পরাকাষ্ঠা বিদেহতা লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে জন্মমরণাদির ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।]

"শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।" (সাধনপাদ, ৪০)

[যিনি বাহ্যশৌচে সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি বুঝিতে পারেন যে শরীর কোনও কালে শুচি হইতেই পারে না। সেইরূপ বুঝিলে তাঁহার আত্মশরীরের প্রতি গ্লানি জন্মে এবং তিনি অবধারণ করেন যে এই শরীর যখন স্বভাবতঃই অশুদ্ধ, তখন ইহাতে অহঙ্কার করা উচিত নহে। আর শৌচপর ব্যক্তি যখন বুঝেন যে তিনি নিজে শৌচের নিয়ম পালন করিলেও যখন তাঁহার শরীর শুদ্ধ হইতেছে না, তখন যাহারা সেই নিয়ম পালনের কথা মনেই আনে না, তাহাদের শরীরের কথা আর কি বলা যাইবে? তখন এইরূপ দোষ দর্শন করিয়া, তিনি অপরের শরীরের সহিত সংসর্গই করেন না।]

"সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।"

(সাধনপাদ, ৪১)

[অন্তঃশৌচে সিদ্ধিলাভ হইলে, চিত্তসত্ত্ব অমল হয়, অর্থাৎ রজস্তমোমল ঈর্ষ্যাদির ধ্বংস হয়; তদ্দ্বারা চিত্তের স্বচ্ছতা হয়; চিত্ত স্বচ্ছ হইলে একাগ্র হয়। তদনন্তর মনের অধীন ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয় এবং তাহা হইতে আত্মদর্শনের যোগ্যতালাভ হয়।]

"সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।" (সাধনপাদ, ৪২)

[তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত সন্তোষ সিদ্ধ হইলে, নিষ্কাম ব্যক্তি নিরতিশয় সুখানুভব করিয়া থাকেন।] *

"কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।" (সাধনপাদ, ৪৩)

[স্বধর্ম্ম কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা "ক্লেশ" ও পাপের ক্ষয়

* এই সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র যযাতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্যতি জীর্য্যতাম্।
তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥"

হইলে, কায়সিদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ এবং ইন্দ্রিয়সিদ্ধি অর্থাৎ অতি দূরস্থ ও অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের দর্শন শ্রবণাদিসামর্থ্যলাভ হয়।]

"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রযোগঃ।" (সাধনপাদ, ৪৪)

[ইষ্টমন্ত্রাদিজপ হইতে স্বকীয় ইষ্টদেবতাকর্ত্তৃক সম্ভাষণাদিরূপ সিদ্ধি ঘটে।]

"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর-প্রণিধানাৎ।" ইতি (সাধনপাদ, ৪৫)

[ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরে সর্ব্বভাব সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তি দ্বারা, সমাধিসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যমনিয়মাদি সপ্ত অঙ্গের দ্বারা কিম্বা এক ভক্তির দ্বারাই সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে।] *

আসন ও প্রাণায়াম পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (এক্ষণে) প্রত্যাহার বর্ণনা করিয়া সূত্র করিতেছেন :—

"স্ববিষয়াসম্প্রযোগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহার" ইতি (সাধনপাদ, ৫৪)

[ইন্দ্রিয়গণ যখন নিজ নিজ বিষয়ের উপলব্ধি না করিয়া চিত্তস্বরূপের অনুকরণের মত করিয়া অবস্থান করে, তখন তাহাদের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায়।] শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহাদিগকেই বিষয় বলে ; সেই

---

* ভক্তি দ্বারাই সমাধিসিদ্ধি হইতে পারে বলিয়া সাতটি অঙ্গ ব্যর্থ নহে ; কেননা, উক্ত সাত অঙ্গ ভক্তিরও অঙ্গ বা সাধন হইতে পারে, অর্থাৎ যেমন দধি, নিত্যকর্ম্ম অগ্নিহোত্রের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়পটুতাকামীর কাম্যকর্ম্মেরও অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে বলিয়া উভয় অর্থেরই সাধন, সেইরূপ উক্ত সপ্তাঙ্গ, ভক্তি এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উভয়েরই সাধন। আবার সপ্তাঙ্গের দ্বারা সমাধিসিদ্ধি হয় বলিয়া ভক্তি নিরর্থক নহে ; কেননা, উক্ত সাতটি অঙ্গ যদি ভক্তিহীন হয়, তবে যোগসিদ্ধি দুঃসাধ্য বা দীর্ঘকাল সাধ্য হয় ; কিন্তু ভক্তিযুক্ত হইলে, তাহারা যোগসিদ্ধিকে আসন্নতম করিয়া দেয়। (মণিপ্রভা)

বিষয় সকল হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, চিত্তের স্বরূপের অনুকরণের মত করিয়া অবস্থান করে। এবিষয়ে শ্রুতিও আছে যথা :—

"শব্দাদি-বিষয়ান্ পঞ্চ মনশ্চৈবাতিচঞ্চলম্।
চিন্তয়েদাত্মনো রশ্মীন্ প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥"

(অমৃতনাদোপনিষৎ, ৫)

শব্দাদি পাঁচটি যে শ্রোত্রাদির বিষয়, সেই শ্রোত্রাদি পাঁচটি, তাহাদের সহিত মনকে লইয়া, এই ছয়টিকে, আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ যে শব্দাদি, তাহাদিগের হইতে নিবৃত্ত করাকেই তাহাদের আত্মরশ্মিরূপে চিন্তন বলে। তাহাই প্রত্যাহার; ইহাই শ্রুতির অর্থ। * প্রত্যাহারের ফল সূত্রনিবদ্ধ করিতেছেন :—

"ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।" (সাধনপাদ, ৫৫)

[প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গণের সর্ব্বোত্তম বশ্যতা হয়। যত প্রকার ইন্দ্রিয়-বিজয় আছে, তন্মধ্যে প্রত্যাহারের দ্বারা যে ইন্দ্রিয়-বিজয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কেননা, প্রত্যাহার অভ্যস্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায়।] †

---

* এই মন্ত্রের দীপিকা নাম্নী টীকা—শব্দাদি পাঁচটি বিষয়, এবং তদ্দ্বারা উপলক্ষিত পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং অতি চঞ্চল সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপী মন,—সূর্য্যরূপ আত্মার রশ্মি, এইরূপ চিন্তা করা অর্থাৎ আত্মার সহিত তাহাদের একত্ব সম্পাদন—ইহাই প্রত্যাহার। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিতেছেন :—

"যদ্যৎ পশ্যতি তৎ সর্ব্বং পশ্যেদাত্মানমাত্মনি।
প্রত্যাহারঃ স চ প্রোক্তো যোগবিদ্ভি র্মহাত্মভিঃ॥"

† কেহ কেহ বলেন শব্দাদিবিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলেই ইন্দ্রিয়জয় হইল। অপর কেহ বলেন, অনিষিদ্ধ শব্দাদিবিষয়ের সেবন এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে অপ্রবৃত্তিই ইন্দ্রিয়জয়। অপর কেহ বলেন, ভোগ্য বিষয়ে স্বতন্ত্রতা, অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ের বশীভূত না হওয়াই ইন্দ্রিয়জয়। অপর কেহ বলেন, রাগদ্বেষ না থাকা হেতু সুখদুঃখশূন্যভাবে যে শব্দাদির

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি সূত্রের দ্বারা যথাক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন :—

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" (বিভূতিপাদ, ১)

[সম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধির নিমিত্ত নাভিচক্র, হৃদয়, নাসাগ্র প্রভৃতি স্থানে চিত্তের যে বৃত্তিমাত্রের দ্বারা বন্ধ বা স্থিরীকরণ, তাহাকে ধারণা বলে।]

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (বিভূতিপাদ, ২)

[যে ধারণায়, ধারণার বিজাতীয় বৃত্তিপরিহারের নিমিত্ত যত্নের প্রয়োজন আছে, সেই ধারণায় জ্ঞানবৃত্তিসমূহের যে একতানতাসম্পাদন অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তিসমূহ জলবিন্দুধারার ন্যায় সদৃশ না থাকিয়া, তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে।]

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।" (বিভূতিপাদ, ৩)

[ধ্যান নামক অতি স্বচ্ছ চিত্ত-বৃত্তি-প্রবাহ কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে সমাধি বলে। 'স্বরূপ শূন্যের ন্যায়'—সূত্রস্থিত এই কথাগুলি, 'মাত্র' শব্দের ব্যাখ্যামাত্র, অর্থাৎ ধ্যানে, ধ্যান করিতেছি বলিয়া জ্ঞান থাকিবে না। 'ন্যায়' এই শব্দের দ্বারা বুঝান হইতেছে যে ধ্যান নিজে বিলুপ্ত হইবে না। রক্তবর্ণ জবাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিকমণি যেরূপ জবাকুসুমের রূপেই প্রকাশিত হয়, নিজের স্ফটিকরূপে নহে, সেইরূপ।

ধারণা, বিজাতীয় বৃত্তির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়, ধ্যান অবিচ্ছিন্ন থাকে। ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা এই তিনটির প্রকাশের মধ্যে যখন কেবল ধ্যেয়মাত্র

জ্ঞান তাহার নাম ইন্দ্রিয়জয়। কিন্তু জৈগীষব্য ও পতঞ্জলি বলেন, ইন্দ্রিয়ের সহিত চিত্ত একাগ্র হইলে, শব্দাদিবিষয়ে যে অপ্রবৃত্তি তাহাই ইন্দ্রিয় জয়। এই প্রকার ইন্দ্রিয়জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যেহেতু যোগীর চিত্তনিরোধ হইলে, অপর ইন্দ্রিয়সকল আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং তজ্জন্য যোগীর প্রযত্নান্তরের অপেক্ষা থাকে না।

প্রকাশিত থাকে, তখন তাহাকে সমাধি বলে। তাহা দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। আর যখন ধ্যেয় বস্তুরও প্রকাশ থাকে না, তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।] (মণিপ্রভা)। *

পূর্ব্বে মূলাধার প্রভৃতি, ধারণার স্থান (দেশ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে; শ্রুতিতে অন্য দেশের কথাও উক্ত হইয়াছে (অমৃতনাদোপনিষৎ, ১৬):—

"মনঃ সঙ্কল্পকং ধ্যাত্বা সংক্ষিপ্যাত্মনি বুদ্ধিমান্।
ধারয়িত্বা তথাত্মানং ধারণা পরিকীর্ত্তিতা॥ ইতি

বুদ্ধিমান্ সাধক সঙ্কল্পকর্ত্তা মনকে ধ্যানের দ্বারা আত্মাতে সম্যক্ প্রকারে নিক্ষেপ করিয়া, আত্মাকে সেই অবস্থায় ধরিয়া থাকিলে, তাহাকে ধারণা বলে।

যে মন সর্ব্ববস্তুরই সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহা আত্মাকেই সঙ্কল্প করুক, অন্য কাহাকেও নহে,—এইরূপ প্রযত্নের নাম আত্মাতে সংক্ষেপ করা। † প্রত্যয়ের একতানতা শব্দে বৃত্তিসমূহের একমাত্র তত্ত্ববিষয়ক প্রবাহ। তাহা দুই প্রকার—এক প্রকার বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মে, আর এক প্রকার সন্তত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে। সেই উভয় প্রকারকে যথাক্রমে ধ্যান

---

* ১৯১ পৃষ্ঠায় এই দুই পাতঞ্জল সূত্রের উক্ত ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে। স্মরণসৌকর্য্যার্থে পুনরাবৃত্তি।

† পূর্ব্বে ২২৫ পৃষ্ঠায় এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নারায়ণকৃত দীপিকা টীকানুসারে। তাহার সহিত বিদ্যারণ্যমুনিকৃত এ ব্যাখ্যার প্রভেদ লক্ষিত হইবে। নারায়ণ, বুদ্ধি বা প্রাণকে ধারণার আধার বলেন; বিদ্যারণ্য আত্মাকেই সেই আধার বলেন। আত্মায় ধারণাভ্যাস প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে অতি কঠিন বলিয়া আমরা দেখিলে, নারায়ণকৃত ব্যাখ্যাই অবলম্বন করিয়াছি। উভয়েই, প্রাণ, বুদ্ধি, আত্মা প্রভৃতি অধ্যাত্ম বস্তুর বাহিরে ধারণাভ্যাসকে এক প্রকার বিক্ষেপ বুঝিয়া অধ্যাত্ম বস্তুতে ধারণাভ্যাসকে মনের সংক্ষেপকরণ বলিয়া বুঝিয়াছেন।

ও সমাধি বলে। * সর্ব্বানুভবযোগী † উভয়কেই এইভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"চিত্তৈকাগ্র্যাদ্‌যতো জ্ঞানমুক্তং সমুপজায়তে।
তৎসাধনমতো ধ্যানং যথাবদুপদিশ্যতে ॥"

যেহেতু, পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞান, চিত্তের একাগ্রতা হইতেই সম্যক্ প্রকারে জন্মে, সেই হেতু, সেই জ্ঞানের সাধনভূত ধ্যানের যথারীতি উপদেশ করিতেছি।

"বিলাপ্য বিকৃতিং কৃৎস্নাং সম্ভব-ব্যত্যয়ক্রমাৎ।
পরিশিষ্টং চ সন্মাত্রং চিদানন্দং বিচিন্তয়েৎ ॥"

উৎপত্তির বিপরীতক্রমে অর্থাৎ বিলোমক্রমে ‡ সমস্ত বিকৃতির প্রবিলাপন করিয়া অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়সমূহকে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়সমূহকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে, ইত্যাদিরূপে প্রবিলাপন করিয়া, অবশিষ্ট চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র সদ্বস্তুকে চিন্তা করিবে।

"ব্রহ্মাকার-মনোবৃত্তি-প্রবাহোঽহংকৃতিং বিনা।
সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাদ্ধ্যানাভ্যাস-প্রকর্ষতঃ ॥" ইতি

---

* বিদ্যারণ্য মুনিপ্রদর্শিত ধ্যান ও সমাধির এইরূপ প্রভেদ, পূর্ব্বোক্ত 'মণিপ্রভা'-প্রদর্শিত প্রভেদ হইতে কিছু ভিন্ন হইলেও, মণিপ্রভায়, উক্ত প্রভেদ অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—(৩।১২) একাগ্রতা পরিণাম সূত্রে—"এই একাগ্রতা দ্বাদশ গুণ হইলে ধারণা হয়; ধারণা দ্বাদশ গুণ হইলে ধ্যান, ধ্যান দ্বাদশগুণ হইলে সমাধি, এবং সমাধি দ্বাদশ গুণ হইলে সম্প্রজ্ঞাতাখ্য যোগ।" এইজন্য আমরা মণিপ্রভার পঙ্‌ক্তি; বিশেষতঃ মুনিবর উক্ত ভেদকে "অবান্তর ভেদ" বলিয়াছেন বলিয়া, আমরা 'মণিপ্রভাকে' মুনিবিরচিত গ্রন্থমধ্যে বন্ধনীর ভিতর স্থান দিতে সাহসী হইয়াছি।

† এই সর্ব্বানুভব যোগীর অথবা তাঁহার বিরচিত কোনও গ্রন্থের এযাবৎ কোনও সন্ধান পাই নাই।

‡ ১১০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রদত্ত রাঘবানন্দ প্রদর্শিত 'বিলোমক্রম' দ্রষ্টব্য।

ধ্যানের অভ্যাস উৎকর্ষলাভ করিলে, যখন মনোবৃত্তিসমূহ ব্রহ্মাকার গ্রহণ করিয়া প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকিবে, অথচ তাহাতে অহঙ্কার অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি—এইরূপ বোধ থাকিবে না, তখন তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

পূজনীয় ভগবান্ (শঙ্করাচার্য্য) "উপদেশ-সাহস্রী" গ্রন্থে তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (দৃশিস্বরূপ পরমার্থদর্শনপ্রকরণ ১০):—

"দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম্।
অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্ত ওঁম্॥"*১

যিনি দ্রষ্টৃস্বরূপ ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বাতিশায়ী, যিনি একবারমাত্র বিস্ফুরিত হইয়াছেন (অর্থাৎ সদাই স্পষ্টভাসমান), যিনি জন্মহীন, সমরস নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন (কর্ম্মাদিলেপশূন্য), সর্ব্বগত ও অদ্বিতীয়, আমি চিরদিনই সেই বস্তু। সেই হেতু বিমুক্ত। হাঁ তাহাই বটে।

"দৃশিস্তু শুদ্ধোঽহমবিক্রিয়াত্মকো ন মেঽস্তি কশ্চিদ্বিষয়ঃ স্বভাবতঃ।
পুরস্তিরশ্চোর্দ্ধমধশ্চ সর্ব্বতঃ সম্পূর্ণভূমা ত্বজ আত্মনি স্থিতঃ॥" ২

আমি জ্ঞানস্বরূপ, এইহেতু পরমার্থতঃ শুদ্ধ, নির্ব্বিকারস্বভাব, যেহেতু আমার স্বরূপতঃ কোন বিষয়সংসর্গ নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে,

* পদযোজনিকা নাম্নী টীকায় রামতীর্থ এই প্রকরণের এইরূপ অবতরণিকা করিয়াছেন:—নির্ব্বিষয় জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, ইহা পূর্ব্ব প্রকরণে যুক্তিদ্বারা অবধারিত হইয়াছে। এক্ষণে আচার্য্যপাদ নিজের অনুভব অভিনয় দ্বারা প্রকাশ করিয়া সেই আত্ম-স্বরূপ প্রকটন করিতেছেন, কেননা, তদ্দ্বারা (শিষ্যের এইরূপ) দৃঢ়বুদ্ধি হইবে যে (মনকে) নির্ব্বিষয় করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান হয়। সেই উদ্দেশ্যে এই প্রকরণের আরম্ভ।

এই প্রথম শ্লোকের টীকায় রামতীর্থ বলিতেছেন—উক্ত, আত্মস্বরূপ, ওঁকার দ্বারাই মুমুক্ষুর বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য, (বাঢ়ম ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া) ওঁম্ শব্দ প্রয়োগ করিলেন। ইহার অর্থ অভ্যনুজ্ঞা।

উর্দ্ধদিকে, অধোদেশে, সর্ব্বত্রই আমি সম্পূর্ণ ভূমা, আমি আবির্ভাববর্জ্জিত, যেহেতু আমি আপনার মহিমাতেই অবস্থিত রহিয়াছি অর্থাৎ অনন্যাধীন। *

"অজোঽহমমরশ্চৈব তথাজরোঽমৃতঃ স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽহমদ্বয়ঃ।
ন কারণং কার্য্যমতীবনির্ম্মলঃ সদৈব তৃপ্তশ্চ ততো বিমুক্ত ওঁম্‌॥"† ৩

আমি সদাই অজ ও অমর, অজর ও অমৃত, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বগত ও অদ্বয়; আমি কারণও নহি কার্য্যও নহি; আমি অতীব নির্ম্মল ও সদাই তৃপ্ত; সেইহেতু বিমুক্ত, হাঁ আমি তাহাই বটে (শিষ্যোক্তি)।

---

* এই শ্লোকের অবতরণিকা—'আচ্ছা, সেই দ্রষ্টা আকাশের ন্যায় অলেপকস্বভাব একথা বলা ত' সঙ্গত হয় না, কেননা, দৃশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হেতু তাহাতে অশুদ্ধি, বিকার প্রভৃতি দোষ সম্ভবপর হইতে পারে'—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—সেই দ্রষ্টাই আত্মার স্বরূপ বলিয়া তাহা নিত্যশুদ্ধ ইত্যাদি, শ্রুতিই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; এই অভিপ্রায়েই শ্রুতিসিদ্ধ অর্থ প্রকটন করিতেছেন।

ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যায় রামতীর্থ বলিতেছেন—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।২৩, ২৪, ২৫) বর্ণিত আছে, নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?' তদুত্তরে তিনি বলেন—'নিজের মহিমায় অথবা নিজের মহিমায়ও নহে'—এইরূপে তিনি ভূমার স্বরূপাবস্থান অনন্যাধীন বলিয়া, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিলেন, 'ইদং' 'ইহা' বলিলে যাহা কিছু বুঝায় অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বাদি দিগ্বিভাগক্রমে এবং অধর, উত্তর আদি দিগ্বিভেদক্রমে অনুভূত হয়, তৎসমুদায়ই ভূমা। তদনন্তর বলিলেন, 'অহং' বলিতে যাহা কিছু বুঝায় অর্থাৎ দেহাদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত, সমস্তই, ভূমা। এইরূপে ইদং শব্দবাচ্য এবং তদ্ব্যতীত যাহা কিছু, তৎসমস্তই ভূমা হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া, কোনও ভেদক না থাকাতে প্রত্যগাত্মাই ভূমা;—এইরূপে, 'আমি সম্পূর্ণ ভূমা'।

† এই শ্লোকের আভাস—আত্মা জন্মজরাদিবিকারশূন্য বলিয়া, কূটস্থস্বভাব ও অদ্বয়স্বভাব। যে সকল শ্রুতিবাক্যে এই তথ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ পঠিত হইয়াছে। পাঠান্তর—'অদ্বয়ঃ' স্থলে 'অদ্বয়ম্'। 'সদৈব তৃপ্তঃ' স্থলে 'সদৈকতৃপ্তঃ' (একের দ্বারাই অর্থাৎ নিজানন্দের দ্বারাই তৃপ্ত)। 'ওঁম্' শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিতেছেন—'আচার্য্য আমার স্বরূপ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সেইরূপই বটে', শিষ্য ওঁম্ এই পদদ্বারা এইরূপে নিজ সম্মতি জানাইতেছেন।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, [যোগের অষ্টাঙ্গ বলিলে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই কয়েকটিকে বুঝায় ; ইহারা অঙ্গ এবং যোগ বা] সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অঙ্গী। তবে কেন ধ্যানের পরই সমাধিস্থানে অষ্টম অঙ্গরূপে সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই উক্ত হইয়াছে ?

(সমাধান)—ইহাতে দোষ হয় না। কেননা, উহাদের মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত ভেদ নাই। যেমন, বালক প্রথমে বেদ পড়িতে আরম্ভ করিয়া পদে পদে ভুল করে, এবং তাহা পুনঃ পুনঃ সংশোধন করিয়া পড়িতে থাকে ; যিনি বেদাভ্যাস করিয়াছেন, তিনি সাবধান হইয়া পড়েন বলিয়া ভুল করেন না ; আর যিনি অধ্যাপক, বার বার অপরকে বেদাভ্যাস করাইয়াছেন, তিনি অন্যমনস্ক, এমন কি তন্দ্রাযুক্ত হইলেও বেদ পাঠে ভুল করেন না,—সেইরূপ, ধ্যান, সমাধি ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয়টি একই বলিয়া, পরিপাকের তারতম্যানুসারে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর অবান্তর ভেদ কল্পিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এক মনই, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনের বিষয় বলিয়া, এই তিনটি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন ; আর যম প্রভৃতি পাঁচটি, তাহার বহিরঙ্গ সাধন। এই কথাই এইরূপে সূত্রনিবদ্ধ হইয়াছে।—"ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ"। (বিভূতি পাদ, ৭)

[দেহ, মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের মল, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। যম প্রভৃতি পাঁচটির দ্বারা সেই মল বিদূরিত হয় বলিয়া তাহারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন। কিন্তু ধারণা প্রভৃতি তিনটি অঙ্গ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ অঙ্গীর সহিত সমানবিষয়ক বলিয়া তাহারা সাক্ষাৎস্বরূপে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপকারক। সেই হেতু উক্ত তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন।]

সেইহেতু, যদি কোনও পুণ্যফলে, প্রথমেই অন্তরঙ্গ সাধনের লাভ হয়, তবে বহিরঙ্গ সাধন লাভের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রযত্ন করিবার আবশ্যক নাই। পতঞ্জলি, ভৌতিকপদার্থ, ভূততন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার প্রভৃতির সাক্ষাৎকার

বা জ্ঞানলাভের উপায়ভূত বহু প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সবিকল্প সমাধির সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সকল সমাধির দ্বারা অন্তর্ধানাদিসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে মাত্র ; তাহারা, যে সমাধির দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সেই সমাধির পরিপন্থী। সেই কারণে আমরা তাহাদের আদর করিতেছি না। সেই কথাই, সূত্রাকারে বলিতেছেন :—

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।" (বিভূতি পাদ, ৩৭)

[সেই প্রাতিভ নামক সর্ব্ববিষয়কজ্ঞান প্রভৃতি, মোক্ষফলকামী যোগীর পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। সেই হেতু, তাঁহারা এই সকলকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আত্মপ্রবোধ বিনা কোটি কোটি সিদ্ধিলাভ করিলেও কেহ কৃতকৃত্য হইতে পারে না। তবে উক্ত প্রাতিভ জ্ঞান প্রভৃতিকে যে সিদ্ধি বলা হইয়া থাকে, তাহা ব্যুত্থিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রদত্ত নাম, তাহারা আদরপূর্ব্বক উক্ত নাম দিয়া থাকে]। (মণিপ্রভা)

"স্থান্যুপমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।" (বিভূতিপাদ, ৫১)

স্থানী অর্থাৎ ইন্দ্রাদিপদবীসমারূঢ় দেবগণ উপনিমন্ত্রণ করিলে, তাহাতে আসক্তি, এবং স্ময় (অহো আমি ধন্য ইত্যাদি গর্ব্ব) করা উচিত নহে; কেননা, তাহাতে পুনশ্চ দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে।

["মধুভূমিকনামক দ্বিতীয়পদবীসমারূঢ় যোগিগণকে, স্থানিগণ অর্থাৎ ইন্দ্রাদিপদে সমারূঢ় দেবগণ, এই প্রকারে উপনিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, যথা :—'অহো আপনি এই স্বর্গাদি স্থানে উপবেশন করুন, আপনি এই কমনীয় কন্যার সহিত ক্রীড়া করুন, এই দিব্য ভোগ উপভোগ করুন, জরামৃত্যুনিবারক এই রসায়ন সেবন করুন। এই রথ, আপনার ভোগের জন্য ; আপনার ইচ্ছামাত্রে ইহার গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইবে, ইত্যাদি।' দেবতাদিগের এইরূপ প্রার্থনায় আসক্তি প্রকাশ করা উচিত নহে; কিম্বা 'অহো আমার এতদূর যোগপ্রভাব' এই প্রকার গর্ব্ব করাও উচিত

নহে। বরং তাহাতে এই প্রকারে দোষ চিন্তা করা উচিত যে, 'আমি অবিচ্ছিন্ন জন্মমরণচক্রে সমারূঢ় হইয়া, এই ঘোর সংসারানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছি। আমি বহু সাধনার ফলে এই ক্লেশ-কর্ম্মান্ধকারবিধ্বংসী যোগ-প্রদীপ পাইয়াছি। এই তৃষ্ণাজনক বিষয়-বায়ুসকল তাহাকে নিবাইতে চেষ্টা করিতেছে। আমি যোগের আলোক লাভ করিয়া কেন এই মৃগতৃষ্ণাদ্বারা বঞ্চিত হইব এবং আপনাকে এই প্রজ্বলিত সংসারানলের ইন্ধনস্বরূপ করিব? হে স্বপ্নোপম কৃপণপ্রার্থনীয় ভোগ্য বস্তুসমূহ! তোমাদের মঙ্গল হউক (আমাকে বিদায় দাও)।' এই প্রকারে দৃঢ়চিত্তে সমাধি ভাবনা করা উচিত। সেই সকল ভোগের প্রতি আসক্তি হইলে, পতিত হইতে হয় এবং তাহাতে গর্ব্ব উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি এইরূপ ভাবিলে, আর যোগে সিদ্ধিলাভ ঘটে না।" (মণিপ্রভা)]

উদ্দালককে দেবগণ এই প্রকারে আমন্ত্রণ করিলে (বাশিষ্ঠ রামায়ণ উপশম প্র, ৫৪ সর্গ ৬৩—৬৬) তিনি দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইরূপ উপাখ্যান আছে। আর শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের উত্তর হইতেও ইহা জানা যায় (উপশমপ্রকরণ):—

শ্রীরামঃ। "জীবন্মুক্তশরীরাণাং কথমাত্মবিদাংবর।
শক্তয়ো নেহ দৃশ্যন্তে আকাশগমনাদিকাঃ॥" ৮৯।৯

হে আত্মজ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ! এই সংসারে জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের শরীরে * আকাশগমনাদি শক্তিসমূহ কেন দেখিতে পাওয়া যায় না?

বশিষ্ঠঃ। "অনাত্মবিদমুক্তোঽপি নভোবিহরণাদিকম্। ১২ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনাং সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি॥"† ২৩ (৪র্থ চরণ)

* রা, টী—'শরীরে' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, প্রারব্ধ থাকিলে, বীতহব্যের বিহারাদি ভোগের ন্যায় মানসী সিদ্ধিরও সম্ভাবনা আছে।

† "অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনাম্"—এই কথাগুলি মূলে নাই।

যে ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ অবগত নহে এবং মুক্তিলাভ করে নাই, সে-ই আকাশ-বিচরণ, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি: প্রভৃতি :সিদ্ধিসমূহের কামনা করিয়া থাকে।

"দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকালযুক্ত্যাপ্নোত্যেব রাঘব। ১২, (শেষার্দ্ধ)
নাত্মজ্ঞস্যৈষ বিষয় আত্মজ্ঞোহ্যাত্মমাত্রদৃক্॥" * ১৩ (পূর্ব্বার্দ্ধ)

হে রাঘব, সেই ব্যক্তি দ্রব্য, মন্ত্র, ক্রিয়া, কাল এবং যুক্তির সাহায্যে তাহা লাভ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এইগুলি গ্রহণীয় বিষয় নহে; কেননা, তাঁহার দৃষ্টি কেবলমাত্র আত্মাতেই অবস্থিত থাকে।

"আত্মনাত্মনি সংতৃপ্তো নাবিদ্যামনুধাবতি। ১৩ (শেষার্দ্ধ)
যে কেচন জগদ্ভাবাস্তানবিদ্যাময়ান্ বিদুঃ।
কথং তেষু কিলাত্মজ্ঞস্ত্যক্তাবিদ্যো নিমজ্জতি॥" ১৪

তিনি (নির্ম্মল) বুদ্ধির সাহায্যে আত্মাতেই সম্যক্ প্রকারে তৃপ্ত থাকিয়া, অবিদ্যামূলক তুচ্ছ ফলের অনুধাবন করেন না। তিনি (তাঁহার) সকল জাগতিক ভাবকেই অবিদ্যাময় বলিয়া জানেন। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কেন সেই জাগতিক ভাবে মগ্ন হইবেন?

"দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকালশক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ।
পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন॥" ৩১

---

* মূলের পাঠ—'যুক্ত্যাপ্নোত্যেব'র স্থলে 'শক্ত্যা প্রাপ্নোতি রাঘব'। 'মাত্রদৃক্' স্থলে 'বান্ স্বয়ম্'। রা, টী—মণি, ঔষধ প্রভৃতি দ্রব্যের শক্তি দ্বারা, মন্ত্রের শক্তি দ্বারা, যোগাভ্যাসাদি ক্রিয়ার শক্তি দ্বারা, এবং তাহার পরিপাককালশক্তি দ্বারা কদাচিৎ পাইয়া থাকে। কিন্তু কাল শব্দ দৃষ্টান্ত দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন, পিপীলিকা গ্রীষ্মান্তকাল শক্তি দ্বারা পক্ষোদ্গম হইলে, আকাশগতি লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ। যুক্তি—মেরুচালন, ঘটিকাক্রম ইত্যাদি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত।

দ্রব্য, মন্ত্র, ক্রিয়া ও কালের শক্তি, উৎকৃষ্ট সিদ্ধিসকল প্রদান করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের কোনটির শক্তিই পরমাত্মপদপ্রাপ্তিবিষয়ে সাহায্য করে না। *

"সর্ব্বেচ্ছাজালসংশান্তাবাত্মলাভোদয়ো হি যঃ। ৩৩ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
স কথং সিদ্ধিবাঞ্ছায়াং মগ্নচিত্তেন লভ্যতে।"

সর্ব্বপ্রকারের সকল ইচ্ছা সম্যক্ প্রকারে বিনষ্ট হইলে, যে আত্মলাভ সম্ভবপর হয়, যাহাদের চিত্ত সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন হইয়াছে, তাহারা কি প্রকারে সেই আত্মলাভ করিতে পারে ? †

"ন কেচন জগদ্ভাবাস্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী। (স্থিতি প্র, ৫৭।৫৬)
নাগরং নাগরীকান্তং কুগ্রামললনা ইব॥" ‡

জাগতিক কোন বস্তুই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। গ্রামবাসিনী কুরূপা নারী, যেরূপ নগরবাসিনী (মার্জ্জিতরুচি) রমণীর নগরবাসী পতিকে প্রীত করিতে পারে না, সেইরূপ।

"অপি শীতরুচাবর্কে সুতীক্ষ্ণে চেন্দুমণ্ডলে।
অপ্যধঃ প্রসরত্যগ্নৌ জীবন্মুক্তো ন বিস্ময়ী॥" § (উপশম প্র, ৭৭।২৯)

* মূলের পাঠ :—"যুক্তয়ঃ সাধুসম্বিদঃ"। ব্যা, টী—ক্রিয়ার ফললাভে যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগিতা নাই, সেইরূপ জ্ঞানের ফলে, দ্রব্য দেশ এবং ক্রিয়াদিরও উপযোগিতা নাই।

† "স কথম্" ইত্যাদি চরণদ্বয় মূলে নাই। বোধ হয় মুনিবিরচিত।

‡ প্রথম চরণদ্বয় স্থিতিপ্রকরণের ৫৭ সর্গে ৫৫, ৫৬ এবং ৫৭ শ্লোকে পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ চরণদ্বয় বোধ হয় বিদ্যারণ্যমুনি রচনা করিয়া থাকিবেন এবং তাহাও—"মর্কটা ইব নৃত্যন্তো গৌরীলাস্যার্থিনং হরম্" গৌরীনৃত্যদর্শনাভিলাষী হরকে, যেমন মর্কটগণ নৃত্য করিয়া তৃপ্ত করিতে পারে না—ইহারই অনুকরণে। 'জাগতিক কোন বস্তু'—লোকপাল-ভোগ্য ত্রৈলোক্যরাজ্যাদিও।

§ মূলের পাঠ—'সুতীক্ষ্ণে চ' স্থলে 'সুতপ্তেঽপি'। "জীবন্মুক্তো ন বিস্ময়ী" স্থলে "বিস্ময়োঽস্য ন জায়তে"।

সূর্য্যের কিরণ যদি শীতলও হইয়া যায়, চন্দ্রমণ্ডল যদি দুঃস্পর্শকিরণময়ও হয়, আর অগ্নিশিখা যদি অধোমুখেও বিস্তৃত হইতে থাকে, তাহা হইলেও জীবন্মুক্ত ব্যক্তি তাহাতে বিস্ময় প্রাপ্ত হন না।

"চিদাত্মন ইমা ইত্থং প্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ।
ইত্যস্যাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতূহলম্ ॥" ৩০

এই সকল মায়া, চিদাত্মা হইতেই এই প্রকারে বিনির্গত হইয়া থাকে, এইরূপ ভাবনাহেতু, (জীবন্মুক্ত ব্যক্তির) বিস্ময়কর পদার্থসমূহে কৌতূহল জন্মে না।

"যস্তু বাভাবিতাত্মাপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি।
স সিদ্ধিসাধকৈর্দ্রব্যৈস্তানি সাধয়তি ক্রমাৎ ॥" ৮৯।২৩

কিন্তু আত্মজ্ঞানলেশশূন্যব্যক্তিও যদি সিদ্ধিসমূহের কামনা করে, সে সিদ্ধির সাধক দ্রব্যসমূহের সাহায্যে ক্রমান্বয়ে সেইসকল সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। *

আত্মবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, বাসনাক্ষয় ও নিরোধ সমাধির কারণ; সেইহেতু আমরা ইহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিলাম (সবিস্তর বর্ণনা করিলাম)। †

অতঃপর আমরা যোগীর পঞ্চম ভূমিকারূপ নিরোধ-সমাধি নিরূপণ করিতেছি। সেই নিরোধ পতঞ্জলি এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন: যথা :—

"ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধলক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।" (বিভূতিপাদ, ৯)

---

* রামায়ণ টীকাকার 'অভাবিতাত্মা' এইরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া অর্থ নির্দেশ 'আত্মজ্ঞানলেশশূন্যোঽপি'।

† বিদ্যারণ্য মুনি এই পর্য্যন্ত যোগদর্শনের উপযোগিতা স্বীকার করেন।

ব্যুত্থান সংস্কারের (অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের) অভিভব এবং নিরোধ সংস্কারের প্রাতুর্ভাব, এইরূপ পরিণাম যাহা নিরোধক্ষণরূপে চিত্তে অন্বিত থাকে, তাহাকে নিরোধ পরিণাম বলে।

[ব্যুত্থানসংস্কার শব্দে এস্থলে সম্প্রজ্ঞাত যোগের সংস্কারকেই বুঝিতে হইবে। তাহা যাহার দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, সেই পর বৈরাগ্যকেই নিরোধ বলে। তাহা হইলে, যখন ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব এবং নিরোধ সংস্কারের প্রাতুর্ভাব হয়, তখন চিত্ত, নিরোধ সংস্কারের অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের যে ক্ষণ বা সময়, তাহার সহিত অন্বিত হয়। সংস্কারসমূহ চিত্তের ধর্ম্ম, আর চিত্ত ধর্ম্মী; চিত্ত ত্রিগুণাত্মক বলিয়া চলস্বভাব, অর্থাৎ সর্ব্বদাই পরিণামশীল। সেই অভিভূত ও প্রাতুর্ভূত সংস্কারনামক ধর্ম্মের সহিত, নিরোধক্ষণবিশিষ্ট চিত্তনামক ধর্ম্মীর যে অন্বয় বা সম্বন্ধ, তাহাকেই নিরোধ পরিণাম বলে। পরবৈরাগ্যনামক বৃত্তির দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তির এবং তাহার সংস্কারের অভিভব হইলে পরবৈরাগ্যের সংস্কারই অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নির্বীজনিরোধ পরিণাম বলে। (মণিপ্রভা)]

ব্যুত্থান সংস্কারসমূহ সমাধির অন্তরায়। উদ্দালকের সমাধিবর্ণন প্রসঙ্গে এই সকল বর্ণিত হইয়াছে (উপশম প্র, ৫১ সর্গ):—

"কদাহং ত্যক্তমননে পদে পরমপাবনে।
চিরং বিশ্রান্তিমেষ্যামি মেরুশৃঙ্গ ইবাম্বুদঃ॥" ১৮

সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে মেঘ যেমন বিশ্রাম করে, সেইরূপ আমি কবে মনোব্যাপাররহিত পরম পবিত্র পদে চিরবিশ্রাম লাভ করিব?

"ইতি চিন্তাপরবশো বলাদুদ্দালকো দ্বিজঃ।
পুনঃপুনস্তু পবিশ্য ধ্যানাভ্যাসং চকার হ॥" * ৩৮

* মূলের পাঠ—'বলাৎ' স্থানে 'বনে'। 'উপবিশ্য' স্থলে 'উপবিশন্'।

এই প্রকার চিন্তায় অভিভূত হইয়া উদ্দালক ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া বলপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ ধ্যানের অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

"বিষয়ৈর্নীয়মানে তু চিত্তে মর্কটচঞ্চলে,
ন স লেভে সমাধানপ্রতিষ্ঠাং প্রীতিদায়িনীম্ ॥" ৩৯

কিন্তু রূপরসাদি বিষয়সমূহ, মর্কটের ন্যায় চঞ্চল চিত্তকে বিচলিত করিতে থাকিলে, তিনি সুখদায়িনী সমাধিপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না।

"কদাচিৎ বাহ্যসংস্পর্শপরিত্যাগাদনন্তরম্।
তস্যাগচ্ছচ্চিত্তকপি রান্তরস্পর্শসঞ্চয়ান্ ॥" * ৪০

কোন কোন সময়ে তাঁহার চিত্তমর্কট বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার পর, আভ্যন্তরীণ সমাধিসুখস্পর্শ লাভ করিতে লাগিল।

"কদাচিদান্তরস্পর্শাদ্বাহ্যং বিষয়মাদদে। † ৪১ (১ম, চ)
তস্মোড্ডীয় মনো যাতি কদাচিৎ ত্রস্তপক্ষিবৎ ॥" ৪৩ (শেষার্দ্ধ)

কখন কখন বা আভ্যন্তর সমাধিসুখস্পর্শসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আবার বাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করিতে লাগিল। কখন বা তাঁহার মন, ভীত পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যাইতে থাকে।

"কদাচিদুদিতার্কাভং তেজঃ পশ্যতি বিস্তৃতম্। ৪২, (১ম, চ)
কদাচিৎ কেবলং ব্যোম কদাচিন্নিবিড়ং তমঃ ॥" ‡

---

* মূলের পাঠ—'আন্তরস্পর্শসঞ্চয়ান্' স্থলে "প্রোদ্বেগং সত্ত্বসংস্থিতৌ"। রা, টী— প্রত্যাহার দ্বারা বাহ্য বিষয় সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবার পর, সত্ত্বগুণপ্রধান সমাধিসংস্থিতি, সম্ভাবিত হইলে, রজোগুণের দ্বারা বিচালিত হইয়া, ভয়, অরতি, আলস্যাদিরূপ প্রোদ্বেগ প্রাপ্ত হইল। অথবা সাত্ত্বিক দেহাদিভোগ্য বিষয়ে বা সাত্ত্বিকবৃত্তিসুখাস্বাদের মনোরথ দ্বারা বিচলন প্রাপ্ত হইল।

† মূলের পাঠ—"স্পর্শান্ পরিত্যজ্য মনঃকপিঃ।"

‡ মূলের পাঠ—'পশ্যতি বিস্তৃতম্' স্থলে "দৃষ্ট্বান্তরে মনঃ"। মূলে কেবলব্যোম দর্শনের কথা নাই, কিন্তু ৪৪ শ্লোকে তমো দর্শনের কথা আছে। তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২।১১)

কখন বা উদীয়মান সূর্য্যের জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতিঃ দর্শন করেন কখন বা শূন্য আকাশ, কখন বা নিবিড় অন্ধকার দেখিতে পান।

"আগচ্ছতো যথাকামং প্রতিভাসান্ পুনঃ পুনঃ।
অচ্ছিনন্মনসা শূরঃ খড়্গেনেব রণে রিপূন্॥" ৪২ (৫৪ সর্গ,)

বীরপুরুষ যেমন সংগ্রামে অসি দ্বারা শত্রু নিধন করে, সেইরূপ তিনি যদৃচ্ছাক্রমে চিত্তমধ্যে উপস্থিত রূপরসাদি বিষয়সমূহের প্রতিবিম্বকে মনে মনে ছেদন করিতে লাগিলেন।

"বিকল্পৌঘে সমালূনে সোঽপশ্যদ্ধৃদয়াম্বরে।
তমশ্ছন্নবিবেকার্কং লোলকজ্জলমেচকম্॥" * ৪৩, ঐ

বিকল্পসমূহ (চিত্ত হইতে) বিচ্ছিন্ন হইলে পর, তিনি হৃদয়াকাশে তমোগুণের উদ্রেক হেতু দেখিলেন, তাঁহার বিবেকভাস্কর, তদ্দ্বারা সমাবৃত হওয়াতে কম্পমান কজ্জলশ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

"তমপুৎসাদয়ামাস সম্যগ্জ্ঞানবিবস্বতা। † ঐ ৪৪, (পূর্ব্বার্দ্ধ)
তমস্যপরতে স্বান্তে তেজঃপুঞ্জং দদর্শ সঃ॥" ৫৪।৪৫ (পূর্ব্বার্দ্ধ)।

তিনি তত্ত্বজ্ঞানরূপ সূর্য্যের দ্বারা সেই অন্ধকারকেও বিনাশ করিলেন। সেই তমোগুণ প্রশান্ত হইলে, তিনি স্বকীয় হৃদয় মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দর্শন করিলেন।

যে নীহার, ধূম, অর্ক, অনল, অনিল, খদ্যোত, বিদ্যুৎ ও স্ফটিক শশীর রূপ দর্শনের কথা আছে, তথায় অনিলের রূপ না থাকাতে তদ্দ্বারা 'কেবলব্যোম' বুঝা যাইতে পারে অর্থাৎ সর্ববস্তুর অদর্শন।

* মূলের পাঠ—"সমালূনে"—স্থলে "পরালূনে"।

† মূলের পাঠ—'উৎসাদয়ামাস' স্থলে 'উন্মার্জ্জয়ামাস', 'জ্ঞান' স্থলে 'স্বান্ত', 'স্বান্তে' স্থলে 'কান্তম্'। রা. টী—সত্ত্বগুণের উদ্ভাবন দ্বারা প্রদীপ্ত সম্যগ্জ্ঞান হেতু উদিত মনোরূপ সূর্য্যের দ্বারা। 'তেজঃপুঞ্জদর্শন করিলেন'—সত্ত্বগুণের উদ্ভাবনে ব্যগ্র হইলে, তাঁহার সেইরূপ তেজঃপুঞ্জের ভ্রম হইল।

"তল্লুলাব স্থলাজানাং বনং বাল ইব দ্বিপঃ। ৪৬ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
তেজস্যুপরতে তস্য ঘূর্ণমানং মনো মুনেঃ। ৪৭ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
নিশাজবদগান্নিদ্রাং তামপ্যাশু লুলাব সঃ॥" (৪৭,৩য়,৪৮, ৪র্থ চরণ)

হস্তিশাবক যেমন স্থলপদ্মের বন ভগ্ন করে, সেইরূপ তিনি সেই তেজঃপুঞ্জকে উচ্ছিন্ন করিলেন। সেই তেজঃপুঞ্জ প্রশান্ত হইলে, সে মুনির মন বিঘূর্ণিত হইয়া (ক্রমে) নিশাকালীন পদ্মের ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তখন তিনি সেই নিদ্রাকেও বিদূরিত করিলেন। *

"নিদ্রাব্যপগমে তস্য ব্যোম সংবিৎ সমুত্থযৌ। ৪৯ (১ম চরণ)
ব্যোম সংবিদি নষ্টায়াং মূঢ়ং তস্যাভবন্মনঃ॥" ৫১ (পূর্ব্বার্দ্ধ)

নিদ্রা বিদূরিত হইলে তাঁহার মন আকাশের রূপ ভাবনা করিতে লাগিল। † সেই আকাশজ্ঞান নষ্ট হইলে, তাঁহার মন মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

"মোহমপ্যেষ মনসস্তং মমার্জ্জ মহাশয়ঃ।" ৫২ (পূর্ব্বার্দ্ধ)

সেই উদরাশয় উদ্দালক মনের সেই মোহও অপনীত করিলেন।

"ততস্তেজস্তমোনিদ্রামোহাদিপরিবর্জ্জিতাম্।
কামপ্যবস্থামাসাদ্য বিশশ্রাম মনঃ ক্ষণম্॥" ৫৩

তাঁহার মন, তদনন্তর, তেজঃ, তমঃ নিদ্রা ও মোহাদি পরিশূন্য হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় (নির্ব্বিকল্পসমাধির) অবস্থা লাভ করতঃ অল্পকাল বিশ্রাম লাভ করিল।

বৃত্তি নিরোধের নিমিত্ত যোগিগণ যে প্রযত্ন করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা ব্যুত্থান সংস্কারসমূহ প্রতিদিন প্রতিক্ষণ অভিভূত হইতে থাকে এবং উক্ত সংস্কারের বিরোধী নিরোধ সংস্কারসমূহ প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। তাহা

* বিবেককে জাগাইয়া নিদ্রা দূর করিলেন।

† মন, নানা বাসনা দ্বারা পরিকল্পিত রূপবিশিষ্ট আকাশ ভাবনা করিতে লাগিল।

হইলে, কোন কোন সময়ে নিরোধ চিত্তের অনুগত হয়। এইরূপ হইলেই চিত্তের নিরোধ পরিণাম হয়।

(শঙ্কা)।—আচ্ছা "প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি (সর্ব্বে) ভাবা ঋতে চিতিশক্তেঃ।" (পঞ্চম সাংখ্য কারিকায়, বাচস্পতি মিশ্রবিরচিত তত্ত্বকৌমুদী)

(চিতিশক্তি ভিন্ন সকল পদার্থেরই প্রতিক্ষণ পরিণাম হইতেছে) এই নিয়মানুসারে অবশ্যই বলিতে হইবে যে চিত্তেরও পরিণামপ্রবাহ সর্ব্বদাই চলিতেছে। বেশ কথা। তন্মধ্যে ব্যুত্থিতাবস্থায় চিত্তের বৃত্তিপ্রবাহ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু নিরুদ্ধ চিত্তে তাহা কি প্রকারে সম্ভবে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর সূত্রনিবদ্ধ করিতেছেন :—

(সমাধান)। "ততঃ প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ।" (বিভূতি পাদ, ১০)

নিরোধের সংস্কার হইতে নিরোধাবস্থার প্রশান্তবাহিতা হয় অর্থাৎ সম্যক্ নিরোধের সংস্কার প্রবাহ চলিতে থাকে। যেরূপ অগ্নিতে ইন্ধন রাশিহুতি প্রক্ষিপ্ত হইলে, অগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, প্রজ্বলিত হইতে থাকে; তদনন্তর, ইন্ধনাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, অগ্নি প্রথমক্ষণে কিছু শান্ত হয় এবং উত্তরক্ষণে সেই শান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইরূপ নিরুদ্ধচিত্তেরও উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে প্রশান্তির প্রবাহ চলিতে থাকে। সেইস্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশান্তিজনিত সংস্কারই, উত্তরোত্তর প্রশান্তির কারণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই প্রশান্তির প্রবাহ সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন।

"যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥" (গীতা ৬।১৮).

যখন চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই নিশ্চলরূপে অবস্থান করে, তখন সর্ব্বকাম্যবস্তু হইতে নিস্পৃহ ব্যক্তি, যুক্ত (নির্ব্বিকল্পক) বলিয়া অভিহিত হন। *

* এই ছয়টি শ্লোকে নির্ব্বাণপরম শান্তিপ্রাপ্ত যোগীর লক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে :—

"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥" ৬।১৯

নিবাতস্থানে অবস্থিত প্রদীপের (প্রতিক্ষণ পরিণামিনী) শিখা যেরূপ বিচলিত হয় না, আত্মবিষয়ে যোগানুষ্ঠানে নিরত সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের তাহাই উপমা।

"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥" ৬।২০

যে অবস্থায়, যোগাভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত বিলীন হইয়া যায় এবং যে অবস্থায় বিশুদ্ধ মনের দ্বারা নির্ব্বিকল্পক আত্মাকে দেখিতে দেখিতে আত্মাতেই * পরিতোষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, (তাহাই যোগশব্দ-বাচ্য জানিও)।

"সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥" ৬।২১

যে অবস্থায় (যোগী) সেই অনির্ব্বচনীয়, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের অতীত বুদ্ধিগ্রাহ্য নিত্যসুখ উপভোগ করেন, এবং যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না (তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে)।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" ৬।২২

'বিশেষ রূপে'—অর্থাৎ কেবল ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমি হইতে নহে, একাগ্রতা ভূমি হইতেও নিরুদ্ধ, অর্থাৎ যখন তুল্যরূপ অতীত ও বর্ত্তমান প্রত্যয়সমূহও বদ্ধ হইয়া যায়। 'অবস্থান করে'—অর্থাৎ অস্মিতাদি রূপ ধরিয়াও উঠে না। 'সর্ব্বকাম্য বস্তু হইতে'—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সবীজ সমাধিতে যে সকল কাম্য বস্তু উপস্থিত হয়, তাহা পাইয়াও তাহাতে অভিলাষশূন্য, যেন না, তিনি সর্ব্বাত্মতা লাভ করিয়াছেন।

* আত্মাতেই—অর্থাৎ কোনও বাহ্য বিষয়ে নহে।

যাহা পাইলে অপর লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং যে অবস্থায় থাকিয়া (শস্ত্রপাতাদি) মহাদুঃখেও অভিভূত হন না, (তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে)।

"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥" ৬।২৩

এই প্রকার অবস্থাবিশেষকে সুখদুঃখসম্পর্কশূন্য যোগশব্দবাচ্য জানিবে। নির্ব্বেদশূন্য চিত্তদ্বারা অর্থাৎ শীঘ্র সিদ্ধিলাভ না হইলেও প্রযত্নের শিথিলতা না করিয়া, গুরুবেদবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক অর্থাৎ আমার অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, সেই যোগের অভ্যাস করিবে। নিরোধ সমাধির সাধন এই সূত্রে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন :—

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বকঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।" (সমাধিপাদ, ১৮)

বিরাম বা বৃত্তিশূন্যতার কারণ যে পুরুষপ্রযত্ন, * তাহার অভ্যাস হইতে (চিত্তের) সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট যে সমাধি হয়, তাহা অন্য অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত। বিরাম শব্দের অর্থ বৃত্তিশূন্যতা ; তাহার প্রত্যয় বা কারণ যে বৃত্তিরন্ধ করিবার জন্য পুরুষপ্রযত্ন, তাহার অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ সম্পাদন হইতে যে সমাধি জন্মে, তাহা অন্য অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত ; কেন না, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সহিত সম্বন্ধ ধরিয়াই এস্থলে "অন্য"শব্দে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বুঝা যাইতেছে। সেই সমাধিতে চিত্ত একেবারে বৃত্তিশূন্য হয় বলিয়া চিত্তের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না, সুতরাং চিত্ত সেই অবস্থায় সংস্কাররূপেই অবশিষ্ট থাকে। চিত্তের বৃত্তিশূন্যতা হইতে যে সেই সমাধি জন্মে, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলিতেছেন :—

* কিন্তু ব্যাসভাষ্যে এবং অন্যত্র, পরবৈরাগ্যকেই এই বৃত্তিশূন্যতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ গীতা ৬।২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥" ৬।২৫

যোগের প্রতিকূল, সংকল্পসম্ভূত কামনাসমুদয়কে বাসনার সহিত নিঃশেষরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক, (বিষয়দোষদর্শী) মন দ্বারাই সকল দিক্ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়া, প্রযত্নবিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে ধারণপূর্ব্বক অল্পে অল্পে উপরত হইবে। তখন আর অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ৬:২৬

মন যে যে বিষয়ে যায়, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে (বৈরাগ্য-ভাবনাদ্বারা) ফিরাইয়া, আত্মাতে স্থির করিয়া রাখিবে।

পুষ্পমাল্য, চন্দন, রমণী, পুত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি যে সকল বস্তু লোকে স্বভাবতঃ কামনা করিয়া থাকে, তাহাতে যে বিবিধপ্রকার দোষ আছে, তাহা মোক্ষশাস্ত্রবিৎ বিচারনিপুণ পণ্ডিতদিগের নিকট সুবিদিত। তথাপি ঐ সকল বস্তু অনাদিকালের অবিদ্যাবশতঃ স্ব স্ব দোষসমূহকে আচ্ছাদিত রাখিয়া, (অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট) সম্যক্ বাঞ্ছনীয়রূপে প্রতিভাত হয়। লোকে তাহাদিগকে সেইরূপ বুঝে বলিয়া, লোকের মনে "এই বস্তুটি আমার হউক" এইরূপ কামনা জন্মিতে থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে সেইকথা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—

"সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসংভবাঃ।" * (মনুসংহিতা ২।৩)
সংকল্পই কামনার মূল। সংকল্প হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি।

* ইহার টীকায় কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন—'এই কর্ম্মের দ্বারা এই দৃষ্টফল সাধিত

"কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলস্ত্বং বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥"

হে কাম, তোমার মূল কোথায় তাহা আমি বুঝিয়াছি। তুমি সংকল্প হইতেই উৎপন্ন হও। আমি তোমার সংকল্পই করিব না,—তাহা হইলে তুমি সমূলে বিনষ্ট হইবে।

সেই সেই স্থলে বিচারপূর্ব্বক বিষয়সমূহে দোষের উপলব্ধি করিতে পারিলে, কামনাসমূহ পরিত্যক্ত হয়। পায়স উপাদেয় বস্তু হইলেও যদি কুক্কুরে তাহা বমি করিয়া থাকে, তাহাতে যেমন কাহারও স্পৃহা হয় না, সেইরূপ। উদ্ধৃত গীতার শ্লোকে (৬।২৪) "সর্ব্বান্" এই শব্দটি ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় এই যে, পুষ্পমাল্যচন্দনাদিতে যেরূপ কামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেইরূপ ব্রহ্মলোকাদিতে এবং অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যেও কামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। "অশেষতঃ" এই পদটি প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন কেহ মাসব্যাপী উপবাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকিলে, সেই মাসে, অন্নবর্জ্জিত হইলেও তাহার প্রতি পুনঃ পুনঃ কামনা জন্মিয়া থাকে, (এইস্থলেও) সেইরূপ যেন না হয়। "মনসা" এই শব্দটি প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় এই যে, দৃঢ়সংকল্পপূর্ব্বক কামনা পরিত্যাগ করা হেতু প্রবৃত্তি না থাকিলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি বিষয়ে স্বভাববশতঃই ধাবিত হইয়া থাকে; প্রযত্নবিশিষ্ট মনের দ্বারা সেইরূপ ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকেও সংযত করিয়া রাখিতে হইবে। "সমন্ততঃ" শব্দটির প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, যাহাতে দেবতা-দর্শনাদিতে প্রবৃত্তি না থাবিত হয়। "শনৈঃ শনৈঃ" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এক একটি ভূমিকা জয় করিয়া, চিত্তের (পূর্ব্বোক্ত) উপরতি লাভ করিতে হইবে।

হয়, এইরূপ বুদ্ধিকেই সঙ্কল্প বলে। তাহার পর তাহাকে ইষ্টসাধনরূপ বুঝিলে, তাহাতে ইচ্ছা হয়, তাহার জন্য প্রযত্ন করে। ব্রত, নিয়ম ধর্ম্ম সকলই এই সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হয়।

সেই চারিটি ভূমিকা কঠোপনিষদে (৩।১৩) এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে :—

"যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞানাবাত্মনি।
জ্ঞানং মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্তাবাত্মনি॥"

বিবেকশীল ব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন; সেই মনকে (জ্ঞানশব্দ বাচ্য) অহঙ্কাররূপ আত্মাতে সংযত করিবেন; সেই অহঙ্কারকেও আবার (হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ) মহত্তত্ত্বে সামান্যাহঙ্কারে নিয়মিত রাখিবেন এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন।

বাগিন্দ্রিয়ের ব্যবহার দুই প্রকার—লৌকিক ও বৈদিক। তন্মধ্যে জল্প (বিতণ্ডা) ইত্যাদি, লৌকিক ব্যবহার এবং জপাদি, বৈদিক ব্যবহার। বাগিন্দ্রিয়ের লৌকিক ব্যবহার বহু বিক্ষেপের কারণ বলিয়া, যোগী ব্যুত্থান কালেও তাহা পরিত্যাগ করিবেন। এইহেতু স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন :—

"মৌনং যোগাসনং যোগস্তিতিক্ষৈকান্তশীলতা।
নিস্পৃহত্বং সমত্বং চ সপ্তৈতান্যেকদণ্ডিনঃ॥" *

(নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ ৪।২৫)

একদণ্ডধর যতিগণের পক্ষে মৌন, যোগাসনে উপবেশন, যোগ, তিতিক্ষা, নির্জ্জনস্থানে অবস্থিতি, নিস্পৃহতা ও সমত্ব এই সাতটি বিধেয়।

নিরোধ সমাধির অভ্যাসকালে জপাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাই প্রথম বাগ্ভূমিকা। কেবল অভ্যাসের দ্বারা, কয়েক দিনে, কয়েক মাসে, অথবা কয়েক বৎসরে, সেই বাগ্ভূমি দৃঢ়ভাবে জয় করিয়া, পরে মনোভূমিকানামক দ্বিতীয় ভূমিতে অভ্যাস আরম্ভ করিবে। তাহা না হইলে, একেবারে অনেক ভূমিকায় অভ্যাস আরম্ভ করিলে, প্রথম ভূমিকা বিনষ্ট হইয়া, উর্দ্ধতন ভূমিকাসকলও বিনষ্ট হইতে পারে।

* স্মৃতিতে এই বচনটীর মূল পাই নাই।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও নিরোধ করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বাগ্‌ভূমিকার অথবা মনোভূমিকার অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, 'বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত অর্থাৎ নিয়মিত করিবে'—এই উপদেশ কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এক ইন্দ্রিয়কে ত' অপর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করান যায় না।

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কেননা, 'প্রবেশ করাইতে হইবে' এইরূপ বুঝান এখানে অভিপ্রেত নহে। বাগিন্দ্রিয় ও মন উভয়েই অনেক বিক্ষেপের কারণ বলিয়া, তন্মধ্যে প্রথমে বাগিন্দ্রিয়ের ব্যবহার সংযত করিয়া, মনের ব্যবহারমাত্রকে অবশিষ্ট রাখিতে হইবে এইমাত্র বুঝানই এখানে উদ্দেশ্য। গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুর বাগিন্দ্রিয়ের সংযম যেমন স্বভাবগত, যোগীরও সেইরূপ হইলে, তদনন্তর তিনি জ্ঞানাত্মাতে মনকে সংযত করিবেন। আত্মা তিন প্রকার—জ্ঞানাত্মা, মহাত্মা ও শান্তাত্মা। 'তিনি জানিতেছেন' এই জ্ঞান-ক্রিয়ায় যে আত্মা অবস্থিত অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বোপাধিবিশিষ্ট যে অহঙ্কার, তাহাকেই এই স্থলে জ্ঞানশব্দের দ্বারা বুঝান উদ্দেশ্য; কেননা, সেই জ্ঞান-ক্রিয়ার করণ যে মন, তাহাকে সংযত করিতে হইবে বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। অহঙ্কার দুই প্রকার, বিশেষাকার ও সামান্যাকার। "এই আমি অমুকের পুত্র"—এইরূপ অভিমানে যে অহঙ্কার পরিস্ফুট হয়, তাহাই বিশেষাকার অহঙ্কার; আর যে অহঙ্কার "আমি আছি" এইমাত্রই অভিমান করে, তাহা সামান্যাকার অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার সর্ব্বজীবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া, তাহাকেই মহান্ বলা হইতেছে। সেই দুই প্রকার অহঙ্কার (যথাক্রমে) দুই প্রকার আত্মার উপাধিভূত। যে আত্মা সর্ব্বোপাধি-পরিশূন্য, তাহাই শান্তাত্মা। এই কারণগুলিই পরস্পর আন্তর ও বাহ্যভাবে অবস্থিত অর্থাৎ শান্তাত্মা

সকলগুলির মধ্যে আন্তরতম, তাহা একরস চিন্মাত্র। জড়শক্তিরূপ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি সেই শান্তাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। সেই মূলপ্রকৃতি, প্রথমে সামান্যাকার অহঙ্কারের রূপে মহৎতত্ত্ব এই নাম ধরিয়া ব্যক্ত হয়; তাহার বাহিরে, বিশেষাকার অহঙ্কাররূপে; তাহার বাহিরে, মনোরূপে এবং তাহার বাহিরে, বাগিন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই, শ্রুতি তাহাদের উত্তরোত্তর আন্তরত্ব এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥" (কঠ উ, ৩।১০)

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা, অর্থ (স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দাদি বিষয়সমূহ) শ্রেষ্ঠ, (তন্মধ্যে স্থূল শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক বলিয়া, আর সূক্ষ্ম শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের কারণ বা উৎপাদক বলিয়া, শ্রেষ্ঠ); শব্দাদি বিষয় অপেক্ষা মন অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ, শ্রেষ্ঠ; কারণ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ মনের অধীন। মন অপেক্ষা (বুদ্ধ্যুপহিত অহঙ্কার) শ্রেষ্ঠ; কারণ বিষয়ভোগ কার্য্যটি বুদ্ধিকৃত নিশ্চয়েরই অধীন। মহান্ (ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর আত্মা বা সামান্যাহঙ্কার) বুদ্ধ্যুপহিত অহঙ্কার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কারণ আত্মার জন্যই বুদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে।

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" (কঠ উ ৩।১১)

সর্ব্ব জগতের বীজভূত অব্যক্ত (প্রকৃতি), পূর্ব্বোক্ত মহৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত হইতেও পুরুষ (পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পুরুষাপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; তিনিই কাষ্ঠা অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও আত্মভাবের চরমসীমা এবং সেই পুরুষই (জীবের) সর্ব্বোত্তমা গতি বা গন্তব্য স্থান।

তাহা হইলে এ স্থলে নানাবিধ সংকল্পবিকল্পোৎপাদনের করণ যে মন,

তাহাকে অহঙ্কারে সংযত করিতে হইবে অর্থাৎ যাবতীয় মানসিক ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া কেবল অহঙ্কারকেই অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। এ স্থলে বলিতে পার না যে এইরূপ করা অসাধ্য ; কেননা, অর্জ্জুন যখন বলিলেন :—

"তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।" (গীতা ৬।৩৪)

তাহার (মনের) নিরোধ আমি বায়ুর নিরোধের ন্যায় অসাধ্য মনে করিতেছি,—তখন ভগবান্ উত্তর করিলেন :—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥" (গীতা ৬।৩৫)

হে মহাবাহো ! মন যে দুর্নিরোধ ও অস্থির তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাসের দ্বারা এবং বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যাইতে পারে।

"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥" (গীতা ৩।৩৬)

যাহার চিত্ত বশীভূত নহে, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমি মনে করি ; কিন্তু (অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা) বশীকৃতচিত্ত এবং উপায় দ্বারা প্রযত্নশীল ব্যক্তি যোগ পাইতে পারেন।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য, পতঞ্জলিকৃত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া পরে ব্যাখ্যা করা যাইবে। অসংযতাত্মা শব্দে, যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিতে দৃঢ়তা লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। যিনি তাহা পারিয়াছেন, তিনি বশ্যাত্মা। উপায় প্রয়োগে কি প্রকারে যোগপ্রাপ্তি হয় তাহা গৌড়পাদাচার্য্য দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ ॥" (মাণ্ডুক্যকারিকা। ৩।৪১)

কুশের অগ্রভাগের দ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া জলসেচন দ্বারা,

সমুদ্রশোষণ প্রয়াস যেরূপ (আত্মপ্রত্যয়ব্যঞ্জক), যোগানুষ্ঠানে সেইরূপ প্রয়াসে, যাঁহাদের অন্তঃকরণ অবসন্ন বা নিরুৎসাহ হয় না, তাঁহারাই মনোনিগ্রহে সমর্থ হয়েন।

"বহুভির্ন বিরোদ্ধব্যমেকেনাপি বলীয়সা।
স পরাভবমাপ্নোতি সমুদ্র ইব টিট্টিভাৎ॥"

মন অতিশয় বলশালী হইলেও সে একাকী। সে যোগীর বহু প্রযত্নের বিরোধী হইয়া টিকে না। সমুদ্র যেমন টিট্টিভ পক্ষীর নিকট পরাভূত হইয়াছিল, মনও সেইরূপ পরাভূত হইয়া যায়।

এতদ্বিষয়ে, এক গুরুশিষ্যপরম্পরাগত আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। কোন পক্ষী সমুদ্রতীরে ডিম পাড়িয়াছিল; সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে তাহা অপহৃত হয়। 'আমি সমুদ্রকে শোষণ করিব' এইরূপ সংকল্প করিয়া সেই পক্ষী চঞ্চুর দ্বারা এক এক বিন্দু জল সমুদ্রের বাহিরে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহার বন্ধুবর্গ অনেক পক্ষী তাহাকে নিষেধ করিলেও, সে বিরত হইল না; বরং তাহাদিগকেও আপনার সহকারিত্বে বরণ করিয়া লইল। তাহারা সকলেই আসিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে উঠিতেছে এবং এইরূপে বহুপ্রকারে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া নারদ দয়াপরবশ হইয়া গরুড়কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর গরুড় পক্ষসঞ্চারিত বায়ুর দ্বারা সমুদ্র শোষণে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদ্র ভীত হইয়া সেই পক্ষীর অণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন।

মনোনিরোধ পরম ধর্ম্ম। যোগীও নিরুদ্যম না হইয়া এইরূপে তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে, ঈশ্বর তাহাকে অনুগ্রহ করেন। মনোনিরোধের প্রয়াসের সহিত তদনুকূল ব্যাপার মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করিলে, উদ্যমকে অশিথিল করিয়া রাখা যায়। যেমন কেহ ভাত খাইতে খাইতে এক এক গ্রাসের পর চোষ্য, লেহ্য প্রভৃতি দ্রব্য আস্বাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ।

এই অভিপ্রায়েই বশিষ্ঠ উপদেশ দিয়াছেন। (উপশম প্র; ২৪ সর্গ):—

"চিত্তস্য ভোগৈর্দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রেণৈকং প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া ভাগমব্যুৎপন্নস্য সংক্রমঃ॥" ৪৫

যোগে অনিপুণ অর্থাৎ প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে—চিত্তের দুইভাগ (অর্দ্ধেক) ভোগের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে এবং এক ভাগ শাস্ত্র চর্চ্চার দ্বারা এবং অবশিষ্ট ভাগ গুরুশুশ্রূষার দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। *

"কিঞ্চিদ্ব্যুৎপত্তিযুক্তস্য ভাগং ভোগৈঃ প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া ভাগৌ ভাগং শাস্ত্রার্থচিন্তয়া।" ৪৬

কিঞ্চিৎ নিপুণতালাভ করিলে, এক ভাগ ভোগের দ্বারা পূর্ণ করিবে, দুই ভাগ গুরুশুশ্রূষার দ্বারা এবং অবশিষ্ট ভাগ শাস্ত্রার্থচিন্তার দ্বারা পূর্ণ করিবে। †

---

* রা, টী,—চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিপাকানুসারে যে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পরিকল্পিত হইয়া থাকে তাহাই বর্ণনা করিবার জন্য প্রথম ভূমিকা বর্ণনা করিতেছেন। ভোগের দ্বারা—দেহ ধারণমাত্রোপযোগী বিষয় ভোগদ্বারা। চিত্তের দুই ভাগ—দিনের দুই ভাগ। মূলের পাঠ—'সৎক্রমে'—সৎপথে প্রবৃত্ত হইলে।

† রা, টী—প্রথম ভূমিকা জিত হইলে তাহার পরবর্ত্তী ভূমিকার কথা বলিতেছেন; 'কিঞ্চিৎ নিপুণতা লাভ করিলে' অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিলে; সেই হেতু ভোগে অনাস্থা জন্মিলে, বিষয়ভোগকালের একভাগ কমিয়া যাইবে এবং গুরুশুশ্রূষাকাল, একভাগ বৃদ্ধি পাইবে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গুরুসন্নিকটে থাকিতে পারিলে, সুযোগ পাইলে, গুরুদিগকে নিজ নিজ সন্দেহবিষয়ে প্রশ্ন করা চলিতে পারে এই জন্য কালবৃদ্ধি।

"ব্যুৎপত্তিমনুযাতস্তু পূরয়েচ্চেতসোঽন্বহম্।
দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রবৈরাগ্যৈ দ্বৌ ধ্যানগুরুপূজয়া॥" ৪০

তদনন্তর নিপুণতা লাভ করিলে, প্রতিদিন চিত্তের দুইভাগ শাস্ত্রার্থ চিন্তা ও বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা এবং অবশিষ্ট দুইভাগ ধ্যান ও গুরুপূজার দ্বারা পূর্ণ করিবে। *

এ স্থলে 'ভোগ' শব্দ জীবনধারণ নিমিত্ত ভিক্ষাটনাদি কার্য্য ও বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্যপালন বুঝাইতেছে। ঘটিকামাত্র (২৪ মিনিট) অথবা মুহূর্ত্তমাত্র (৪৮ মিনিট) যথাশক্তি যোগাভ্যাস করিয়া তদনন্তর গুরুর সন্নিকটে গমন করিয়া শাস্ত্রশ্রবণ অথবা তাঁহার পরিচর্য্যা, (তদনন্তর) মুহূর্ত্তকাল নিজ দেহের (জন্য আবশ্যকীয় বিশ্রাম, শৌচ, মার্জ্জনাদি) কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, মুহূর্ত্তকাল যোগশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিবে, (তদনন্তর) আবার মুহূর্ত্তকাল যোগাভ্যাস করিবে। এইরূপে, যোগাভ্যাসকে প্রাধান্য দিয়া তাহাকে অপরাপর (অনুকূল) কার্য্যের সহিত মিলিত করিতে হইবে, এবং সেই সকল কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া, শয়নকালে দিনের মধ্যে কতটুকু সময় যোগাভ্যাসে প্রদত্ত হইল, তাহা গণনা করিতে হইবে। তদনন্তর পর দিন, পরপক্ষে অথবা পরমাসে, যোগাভ্যাসের সময় বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইরূপে এক একটি মুহূর্ত্তে এক এক ক্ষণ † মাত্র বাড়াইয়া দিলেই, এক বৎসরেই যোগাভ্যাসের কাল সুদীর্ঘ হয়। এই স্থলে কেহ যেন এইরূপ আশঙ্কা না করেন যে,—এইরূপে যোগাভ্যাসকে প্রধান

---

* সেই ভূমি জিত হইলে পরবর্ত্তী ভূমিকার কথা বলিতেছেন। যেমন রত্ন পরীক্ষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পর, তবে রত্নের স্বরূপাবধারণে ব্যুৎপত্তি হয়, সেইরূপ ব্যুৎপত্তি হইলে। শাস্ত্র চিন্তা ও বৈরাগ্যাভ্যাস এক সঙ্গেই চলিবে কিন্তু ধ্যান ও গুরু পূজা একের পর অপরটি।

† একক্ষণ এক সেকেণ্ডের পঞ্চমাংশের চতুর্থাংশ।

অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিলে, অন্যান্য কার্য্য ত' বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—কেননা, যাঁহার অন্য সকল কার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারই যোগাভ্যাসের অধিকার। এই হেতু বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন। তাহা হইলে, যিনি একনিষ্ঠ হইয়া যোগাভ্যাস করেন, তিনি পাঠাভ্যাসীদিগের ন্যায় অথবা বণিকদিগের ন্যায় ক্রমে, যোগারূঢ় হয়েন। যেমন পাঠাভ্যাসী বালক কোন ঋগ্‌মন্ত্রের এক পাদের একাংশ অথবা এক পাদ অথবা অর্দ্ধঋক্ অথবা একটি পূর্ণঋক্ বা দুই ঋক্ কিংবা ঋগ্বর্গ ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া দ্বাদশ বৎসর মধ্যে অধ্যাপক হইয়া পড়েন, অথবা যেমন কোন বণিক বাণিজ্য করিয়া একমুদ্রা, দুইমুদ্রা করিয়া ক্রমে লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি হয়েন; সেইরূপ, সেই পাঠাভ্যাসী অথবা বণিকের সঙ্গেই আরম্ভ করিয়া প্রতিযোগিতাপরবশ হইয়াই যেন, যোগাভ্যাস করিতে থাকিলে, তাহাদের সহিত এককালেই যোগারূঢ় হইতে না পারিবেন কেন? সেই হেতু পুনঃ পুনঃ সংকল্প বিকল্প উপস্থিত হইলেও উদ্দালকের ন্যায় পুরুষপ্রযত্ন দ্বারা তাহা দূরীভূত করিয়া অহঙ্কাররূপ জ্ঞানাত্মাতে মনকে সংযত করিবে। ইহাই সেই পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ভূমিকা। সেই ভূমিকা জয় করিবার পর নির্ম্মনস্কভাব, শিশু ও মূকের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গেলে, তদনন্তর বিশেষাহঙ্কাররূপ পরিস্ফুট জ্ঞানাত্মাকে, অস্পষ্ট সামান্যাহংকাররূপ মহত্তত্ত্বে সংযত করিতে হইবে। যেমন, যাঁহার অল্পমাত্র তন্দ্রা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার বিশেষাহঙ্কার আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সেইরূপ তন্দ্রাবিনাই বিস্মৃতি উৎপাদনের জন্য প্রযত্ন করিলে, অহঙ্কার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বজনবিদিত তন্দ্রার এবং নৈয়ায়িকদিগের অভিমত নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের সদৃশ। সেই অবস্থায় মহত্তত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে—তাহাই তৃতীয় ভূমিকা। পটুতর অভ্যাস দ্বারা সেই ভূমিকা বশীকৃত হইলে, পূর্ব্ববর্ণিত এই সামান্যাহঙ্কাররূপ মহানাত্মাকে, সর্ব্বোপাধিপরিশূন্যতা

হেতু যে আত্মা শান্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, চিদেকরস স্বভাব সেই আত্মাতে সংযত করিতে হইবে।

"মহত্তত্ত্বং তিরস্কৃত্য চিন্মাত্রং পরিশেষয়েৎ।"

মহত্তত্ত্বকে বিতাড়িত করিয়া কেবলমাত্র চিৎস্বরূপ আত্মাকে অবশিষ্ট রাখিতে হইবে।

এ স্থলেও পূর্ব্ব কথিত বিস্মৃতি উৎপাদন করিবার প্রযত্নের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপযোগিতা আছে। যেমন কোন ব্যক্তি শাস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে যত দিন না তাহার ব্যুৎপত্তি লাভ (পড়িবামাত্রই অর্থ প্রতীতি) হয়, ততদিন তাহাকে শাস্ত্রের প্রত্যেক বাক্য ব্যাখ্যা করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু যিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার নিকট পরবর্ত্তী বাক্যসমূহের অর্থ আপনা হইতেই প্রতিভাত হয়,—সেইরূপ, যে যোগী পূর্ব্বভূমিকা সম্যগ্রূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট পরবর্ত্তী ভূমিকা আয়ত্ত করিবার উপায় আপনা হইতেই প্রতিভাত হয়। যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব তাহা এইরূপে বলিয়াছেন (বিভূতিপাদ, ৬ষ্ঠ সূত্রের ভাষ্য।):—

"যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে।
যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগী রমতে চিরম্॥ *

(সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষৎ ২।১)

যোগের দ্বারাই যোগের পরবর্ত্তী ভূমিকা জানা যায়। যোগাভ্যাস হইতেই যোগ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। যিনি অবহিত-চিত্তে যোগানুষ্ঠান করেন (অর্থাৎ সিদ্ধিলুব্ধ নহেন) সেই যোগী, পূর্ব্ব ভূমিকা (আয়ত্ত করিয়া) তাহার সহিত উত্তর ভূমিকার সংযোগ করিয়া চিরন্তন আনন্দলাভ করেন।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, মহত্তত্ত্ব ও শান্তাত্মা এতদুভয়ের মধ্যে অব্যক্ত নামক এক তত্ত্বের কথা শ্রুতি বলিয়াছেন ; তাহা মহত্তত্ত্বের উপাদান বলিয়া

* উক্ত উপনিষদ্গত এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিবার অবতরণিকায়, ব্যাসদেব লিখিয়াছেন— "এই ভূমির পর এই ভূমি, এ বিষয়ে যোগই গুরু, কেননা, এরূপ কথিত আছে"—।

কথিত হইয়াছে। সেই অব্যক্তরূপ তত্ত্বে সংযম অভ্যাস করিবার কথা কেন বলা হইল না ?

(সমাধান)—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না ; কেন ? বলিতেছি, তাহা হইলে লয়ের সম্ভাবনা আছে। যেমন একটি ঘট জলে ডুবাইয়া ধরিলে জল সেই ঘটের উপাদান নহে বলিয়া, ঘট জলে লীন হইয়া যায় না ; কিন্তু মৃত্তিকা তাহার উপাদান বলিয়া ঘট তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় ; সেইরূপ মহত্তত্ত্ব আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু অব্যক্তে লীন হইয়া যায়। আর স্বরূপের লয় করা ত' পুরুষার্থ নহে ; কেননা, তাহা আত্মদর্শনের অনুপযোগী। যেহেতু :—

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" (কঠ, উ ৩।১২)

পরম সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী পুরুষ একাগ্রতাযুক্ত ও সূক্ষ্ম (যোগাদি সাধন দ্বারা পরিশোধিত) বুদ্ধির সাহায্যে তাহা দেখিতে পান, (অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে)। কঠশ্রুতির এই বাক্যের পূর্ব্ববাক্যে আত্মদর্শনের কথার প্রস্তাব করিয়া বুদ্ধির সূক্ষ্মতা সিদ্ধির জন্য নিরোধের উপদেশ করিতেছেন বলিয়া, তাহা বুঝা যাইতেছে। আর প্রতিদিন সুষুপ্তিতে আপনা হইতেই বুদ্ধির লয় হইয়া যায় বলিয়া তদ্বিষয়ে কোন প্রযত্নের অপেক্ষা নাই।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা বৃত্তির একাগ্রতারূপ যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন করিতে হয়, তাহাই ত' দর্শনের হেতু ; তাহা হইলে শান্তাত্মায় নিরুদ্ধ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিপ্রাপ্ত চিত্ত, সুষুপ্তিকালীন চিত্তের ন্যায় বৃত্তিরহিত হওয়াতে তাহা ত' দর্শনের হেতু হইতে পারে না।

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ, (এ স্থলে) দর্শন স্বতঃসিদ্ধ, কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারে না। এই হেতু শ্রেয়োমার্গ * নামক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে :—

* ৫০ পৃষ্ঠায় এই দুর্লভ শ্রেয়োমার্গ গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

"আত্মানাত্মাকারং স্বভাবতোঽবস্থিতং সদা চিত্তম্।
আত্মৈকাকারতয়া তিরস্কৃতানাত্মদৃষ্টি বিদধীত ॥"

চিত্ত সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ, হয় অনাত্মাকারে, না হয় আত্মাকারে অবস্থিত থাকে। চিত্তের অনাত্মাকারতা বিতাড়িত করিয়া, তাহাকে আত্মাকারে রাখিতে হইবে। (অর্থাৎ চিত্তের অনাত্মাকারতা বন্ধ করিতে পারিলেই আত্মাকারতা অনিবার্য্য।)

যেমন ঘট, উৎপন্ন হইতে হইতে আপনা হইতেই আকাশ দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে এবং উৎপন্ন হইবার পর, লোকে প্রযত্ন দ্বারা তাহাকে জল তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকে; এবং তাহার সেই জলাদি নিষ্কাষণ করিলেও যেমন সেই ঘট হইতে আকাশকে নিষ্কাষণ করা যায় না, আর ঘটের মুখ আচ্ছাদন করিয়া দিলেও আকাশ যেমন তাহার ভিতরে থাকিয়াই যায়, সেইরূপ চিত্তও উৎপন্ন হইতে হইতে আত্মচৈতন্যের দ্বারা পূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হয়। যেমন গলিত তাম্রধাতু মুষীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া মুষীর আকার ধারণ করে, সেইরূপ চিত্ত উৎপন্ন হইবার পর ভোগোৎপাদক ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবশতঃ, ঘট, পট, রূপ, রস, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বৃত্তির রূপ ধারণ করে। সেই চিত্তে রূপরসাদি অনাত্ম বস্তুর আকার দূরীভূত হইলেও, অহেতুক (স্বভাবজাত) চিদাকারকে বিনাশ করা যায় না। তদনন্তর নিরোধসমাধির দ্বারা বৃত্তিশূন্য হইয়া চিত্ত সংস্কার-মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়াতে অতি সূক্ষ্ম হয় বলিয়া এবং কেবলমাত্র চিদাত্মাভিমুখ থাকা হেতু একাগ্র হয় বলিয়া, তদ্দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে আত্মানুভব করা যায়। এই অভিপ্রায়েই বার্ত্তিককার, এবং সর্ব্বানুভবযোগী * উভয়েই বলিয়াছেন :—

* ২৬৬ পৃষ্ঠায় সর্ব্বানুভব যোগীর উল্লেখ হইয়াছে।

সুখদুঃখাদিরূপিত্বং ধিয়ো ধর্ম্মাদিহেতুতঃ।
নির্হেতুত্বাত্মসংবোধরূপত্বং বস্তুবৃত্তিতঃ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবশতঃ বুদ্ধির সুখদুঃখাদিরূপতা ঘটে, কিন্তু বুদ্ধির আত্ম-জ্ঞানরূপতা অহেতুক, তাহা বস্তুর (বুদ্ধির ও আত্মার) স্বভাববশতঃই ঘটিয়া থাকে।

প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দদীপকম্।
অসম্প্রজ্ঞাতনামায়ং সমাধির্যোগিনাং প্রিয়ঃ॥ (মুক্তিকোপনিষৎ ২।৫৪)

চিত্তের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি প্রশমিত হইয়া যাইলে, চিত্ত পরমানন্দকে প্রকটিত করিয়া থাকে; তাহাকেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে; তাহাই যোগীদিগের অভীষ্ট। *

আত্মদর্শন স্বতঃসিদ্ধ হইলেও অনাত্মদর্শননিবারণের জন্য চিত্তনিরোধের অভ্যাস করিতে হয়। এই হেতু ভগবান্ বলিয়াছেন :—

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। (গীতা ৬।২৫)

মনকে পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে স্থাপনপূর্ব্বক অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। †

যোগশাস্ত্র কেবলমাত্র চিত্তব্যাধিবিনাশক সমাধির প্রতিপাদনে ব্যাপৃত; সেই হেতু নিরোধ সমাধিতে যে আত্মদর্শন হয়, তাহা যোগশাস্ত্রে সাক্ষাদ্ভাবে কথিত হয় নাই কিন্তু তাহা এক প্রকার বচনভঙ্গীর দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে, কেন না পতঞ্জলি :—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। ‡ (সমাধিপাদ ১।২)

---

* সর্ব্বানুভবযোগিবিরচিত (এই শ্লোকটি এবং) ২৩৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত অপর তিনটি শ্লোক, মুক্তিকোপনিষদে পাওয়া যায়। তাহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ২।৪৯, ৫০, ৫৩।

† অর্থাৎ ধ্যাতৃ, ধ্যান ও ধ্যেয় বিভাগও স্মরণ করিবে না, কিন্তু অখণ্ডৈকরসসম্বিৎ-স্বরূপ সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিবে।

‡ সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ অথবা অভীষ্ট বৃত্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত বৃত্তির নিরোধ,

'চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলা যায়'—এইরূপ সূত্র করিয়া, পরে বলিতেছেন :—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। (সমাধিপাদ ১।৩)

সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, (এইরূপ বলা যায়)। *

যদ্যপি দ্রষ্টা নির্ব্বিকার বলিয়া সর্ব্বদা স্বরূপেই অবস্থিত আছেন, তথাপি বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকিলে এবং তাহাতে চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতে থাকিলে, তদুভয়কে পৃথক্ করিতে না পারিয়া, দ্রষ্টা যেন অস্বস্থ হইয়া পড়েন। এ কথাও পতঞ্জলি পরবর্ত্তী সূত্রে বলিয়াছেন :—

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র † (সমাধিপাদ ১।৪)

এতদুভয়কেই যোগ বলে। ২২৬ পৃষ্ঠায় চিত্তের যে পাঁচ ভূমিকা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই ভূমিকাতেই সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই দুই প্রকার যোগ সম্ভবপর হয়।

* যেমন বলা যায় সূর্য্য মেঘমুক্ত হইলেন, সেইরূপ। বস্তুতঃ যেমন সূর্য্য মেঘের দ্বারা আবৃত হন না, আমাদের দৃষ্টিই আবৃত হয়, সেইরূপ দ্রষ্টাকে বুদ্ধির মলিনতা হেতু মনে করি যে তিনি বৃত্তিনিরোধে স্বরূপস্থ হইলেন।

† ৩ ও ৪ সংখ্যক পাতঞ্জল সূত্রের মণিপ্রভা বৃত্তি :—যখন চিত্তের শান্ত অর্থাৎ সাত্ত্বিক, ঘোর অর্থাৎ রাজসিক, এবং মূঢ় অর্থাৎ তামসিক, সকল বৃত্তিরই নিরোধ ঘটে, তখন দ্রষ্টার অর্থাৎ চিদাত্মার স্বাভাবিকরূপে স্থিতি ঘটে। স্ফটিকের সন্নিহিত জবাকুসুমকে সরাইয়া লইলে, স্ফটিকের যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ। চৈতন্যমাত্রই পুরুষের স্বরূপ, বৃত্তিগুলি পুরুষের স্বরূপ নহে। ৩।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, তাহা হইলে ত' ব্যুত্থানকালে পুরুষের নিজরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটে—(সমাধান)—না, অন্য সময়ে অর্থাৎ নিরোধের অবসানে ব্যুত্থানাবস্থা ঘটিলে, শান্ত প্রভৃতি চিত্তের যে সকল বৃত্তি আছে, তাহার সহিত পুরুষের সমানরূপতা হয় অর্থাৎ বৃত্তিবিশিষ্ট বুদ্ধিকে পৃথক্ করিয়া না জানা হেতু, পুরুষের 'আমিই শান্ত, দুঃখী ও মূঢ়' এইরূপে বৃত্তির সহিত একরূপতা ভ্রম ঘটে। এই হেতু পুরুষের স্বরূপাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি ঘটে না। নিকটে জবাফুল থাকা হেতু যখন স্ফটিককে লোহিত বলিয়া মনে হয় তখন তাহার প্রকৃত শুভ্র স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটে না। চিত্তের নিরোধে মুক্তি এবং ব্যুত্থানে বন্ধ, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য।

অন্তাবস্থায় অর্থাৎ বৃত্তি উদিত থাকিলে, দ্রষ্টার সহিত বৃত্তির একাকারতা প্রতীত হয়। স্থানান্তরে আবার সূত্র করিয়াছেন ঃ—

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থত্বাৎ (স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্)। (বিভূতিপাদ, ৩৫)

বুদ্ধি ও পুরুষ অত্যন্ত পৃথক্। তাহাদের যে অবিশেষ-প্রত্যয় অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া মনে করা, তাহাই ভোগ। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের জন্য [কিন্তু সেই ভোগে, যে পুরুষের প্রতিবিম্ব থাকে, তাহা স্বার্থ অর্থাৎ কাহারও ভোগের নিমিত্ত নহে। তাহাতে সংযম করিলে পুরুষ সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা হয়।] * এবং

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্। (কৈবল্যপাদ ৪।২৩)

---

* মণিপ্রভা টীকা—বুদ্ধি ভোগ্য, আত্মা ভোক্তা। এইরূপে তাহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। তাহারা অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও, তাহাদের অভেদ প্রত্যয় হয়। সেই প্রত্যয় বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ। সেই বুদ্ধির পরিণাম, সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রত্যয়ের স্বরূপ। তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বযুক্ত সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ প্রত্যয়ের সহিত পুরুষের যে অবিশেষ, সারূপ্য বা একরূপতা, তাহাতে,—প্রতিবিম্ব দ্বারা পুরুষে সুখ-দুঃখাদির আরোপ হইয়া থাকে; তাহাই ভোগ, তাহা বুদ্ধিতে অবস্থান করে। তাহা দৃশ্য বলিয়া পরার্থ অর্থাৎ ভোক্তা পুরুষের ভোগোপকরণ স্বরূপ। সেই পরার্থ ভোগ একপ্রকার প্রত্যয়। তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব গৌণভাবে থাকে। তাহা জড় বলিয়া, চিৎস্বভাব প্রতিবিম্ব তাহা হইতে অত্যন্ত বা ভিন্ন। সেই প্রতিবিম্বই স্বার্থ অর্থাৎ তাহা অপর কাহারও ভোগোপকরণ স্বরূপ নহে। তাহাতে সংযম করিলে পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। তাহাও স্বপ্রকাশ পুরুষের দৃশ্য এবং তাহা বুদ্ধিতে অবস্থান করে বলিয়া, তাহা পুরুষকে আপনার বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অনাত্মাকার ভাব থাকে না বলিয়া এবং তাহা কেবলমাত্র আত্মার প্রতিরূপ গ্রহণ করে বলিয়া তাহাকে পুরুষবিষয়ক জ্ঞান বলা যায়। সেই হেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহদা, উ, ২।৪।১৪ অথবা ৪।৫।১৫) [যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার কি দিয়া জানিবে]। ৩৫ ॥

চিতিশক্তি প্রতিসঙ্ক্রমশূন্যা, কিন্তু তাহা বুদ্ধির মত প্রতীত হয়; তাহাতেই স্ববুদ্ধির সংবেদন হয়। *

('তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অন্তর্গত) ত্বম্ পদার্থকে নিরোধসমাধির দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া, তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও, তাহাই যে ব্রহ্ম, ইহা উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত অন্য এক বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা মহাবাক্য হইতে জন্মে এবং তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলে। শুদ্ধ 'ত্বম্' পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে গেলে, নিরোধসমাধিই একমাত্র উপায় নহে, কিন্তু বিচারের দ্বারা চিৎ ও জড় এই দুইটিকে পৃথক্ করিতে পারিলেও সেই 'ত্বম্'পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে। এই হেতু বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

মুনিবর্য্য উক্ত সূত্রের "পরার্থত্বাৎ" বা পাঠান্তরে, "পারার্থ্যাৎ" শব্দ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন, কেন না অবশিষ্টাংশে যে সংযমের উপদেশ আছে, তাহাতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। সেই জন্য ঐ অংশ বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল।

* মণিপ্রভা টীকা—(শঙ্কা)—আচ্ছা, সাক্ষী কূটস্থ (নিষ্ক্রিয়) ; চিত্তের সহিত তাহার ক্রিয়াপূর্ব্বক সম্বন্ধ ঘটে না, তবে চিত্ত কি প্রকারে সাক্ষীর সংবেদ্য বা জ্ঞেয় হয় ?

(সমাধান)—যেমন বুদ্ধির, ক্রিয়া দ্বারা ঘটাদির সহিত সংশ্লেষ বা প্রতিসংক্রম হয়, যে হেতু বুদ্ধি পরিণামিনী,—সেইরূপ বুদ্ধিতে চিতি শক্তির প্রতিসংক্রম হয় না, কেন না, চিতি শক্তি অপরিণামিনী। কিন্তু যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ বুদ্ধিতে চিতি শক্তির প্রতিবিম্ব পড়িলে বুদ্ধি, চিতিশক্তির আকার প্রাপ্ত হয়। তখন চিতিশক্তির স্বভোগ্য বুদ্ধির সম্বেদন হয়। চিতিশক্তির ছায়ার গ্রাহ্যস্বরূপ সম্বন্ধের দ্বারাই, চিতিশক্তি দ্বারা উপরক্ত চিত্ত, চিতিশক্তির বেদ্য হয়। সূত্রের শব্দযোজনা এইরূপে হইবে—অপ্রতিসংক্রমায়াঃ চিতেঃ স্ববুদ্ধিসংবেদনং (ভবতি) তদাকারাপত্তৌ (সত্যাম্)। যোজনানুরূপ শব্দার্থ—প্রতিসঙ্ক্রমশূন্যা চিতিশক্তির নিজভোগ্য বুদ্ধির সম্বেদন হয়, (সান্নিধ্য হেতু) সেই চিতি শক্তির আকার বা ছায়ার প্রাপ্তি হইলে (বুদ্ধির)।

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং চ রাঘব।
যোগস্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥ (উপশম, প্র, ৭৮।৮)

হে রাঘব, চিত্তনাশের দুইটি উপায় আছে, যোগ এবং জ্ঞান। চিত্তের বৃত্তি নিরোধকে যোগ বলে এবং সম্যগ্দর্শনের নাম জ্ঞান।

অসাধ্যঃ কস্যচিদ্যোগঃ কস্যচিজ্জ্ঞাননিশ্চয়ঃ। (নির্ব্বাণ, পূ, প্র ১৩।৮ পূর্ব্বার্দ্ধ)
প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমেশ্বরঃ॥ *

কাহারও পক্ষে যোগ অসাধ্য, অন্য কাহারও পক্ষে বিচারের দ্বারা তত্ত্বাবধারণ করা অসাধ্য। সেই হেতু ভগবান্ পরমেশ্বর উভয় উপায়ই উপদেশ করিয়াছেন।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, বিচারও ত' পরিশেষে যোগে পর্য্যবসিত হয়, কেন না, আত্মদর্শনকালে যে একাগ্রবৃত্তির দ্বারা কেবলমাত্র আত্মার উপলব্ধি হয়, তাহাও ক্ষণকালের জন্য সম্প্রজ্ঞাতরূপ ধারণ করে। (সমাধান)—তাহা সত্য বটে, তথাপি, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই উভয় প্রকার যোগের স্বরূপ ও সাধন বিচার করিতে গেলে, তদুভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য দেখা যায়। তাহারা যে স্বরূপতঃ বিভিন্ন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কেন না, একটিতে বৃত্তি থাকে, অপরটিতে বৃত্তি থাকে না। আর, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটি সম্প্রজ্ঞাত যোগের সজাতীয় বলিয়া, তাহারা সম্প্রজ্ঞাতযোগের অন্তরঙ্গ সাধন। তাহারা সর্ব্ববৃত্তিপরিশূন্য অসম্প্রজ্ঞাত-যোগের বিজাতীয় বলিয়া, তাহার বহিরঙ্গ সাধন। সূত্রেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে :—

* এই শ্লোকের প্রথম দুই চরণ ঐ-সর্গের অষ্টম শ্লোক হইতে গৃহীত হইয়াছে ; তৃতীয় ও চতুর্থ মুনিবিরচিত। 'ভগবান্ পরমেশ্বরঃ'—শ্রীকৃষ্ণ ; 'উপদেশ করিয়াছেন'—গীতায়।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ। (বিভূতিপাদ, ৭)
তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য। (ঐ, ৮)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটির অপেক্ষা, (অষ্টাঙ্গসাধনের) শেষোক্ত তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—সম্প্রজ্ঞাতযোগের অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু তাহারা আবার নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাতযোগের বহিরঙ্গ সাধন।*

ধারণাদি তিনটিকে অসম্প্রজ্ঞাতযোগের বহিরঙ্গ সাধন বলায়, কোন আপত্তি হইতে পারে না, কেন না, উক্ত সাধনত্রয় অসম্প্রজ্ঞাতযোগের বিজাতীয় হইলেও, অনেক প্রকার অনাত্মবৃত্তি নিবারণ করে বলিয়া অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উপকারই করিয়া থাকে। তাহাদের উপকারকতা বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি সূত্র করিতেছেন :—

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্। (সমাধিপাদ, ২০)

---

* মণিপ্রভা টীকা—চিত্ত, কায়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়। যমাদি পাঁচটি অঙ্গ সেই মলের নিবৃত্তি করে বলিয়া তাহারা যোগের বহিরঙ্গ; কিন্তু ধারণাদি তিনটি অঙ্গ, অঙ্গীর অর্থাৎ যোগের সহিত তুল্যবিষয়ক বলিয়া এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার উপকার করে বলিয়া, অন্তরঙ্গ নামে অভিহিত। কিন্তু সেই তিনটিও নির্ব্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ, অর্থাৎ ধারণা প্রভৃতি তিনটি অঙ্গও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ; তাহার কারণ এই যে অঙ্গী বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সর্ব্ববিষয়পরিশূন্য, আর ধারণাদি তিনটি অঙ্গে কিছু না কিছু, বিষয়রূপে থাকে। সুতরাং উক্ত তিন অঙ্গের সহিত অঙ্গীর বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের তুল্যবিষয়তা নাই। সেই হেতু উক্ত তিনটি অঙ্গকে এক প্রকার ব্যুত্থান বলা যাইতে পারে। সম্প্রজ্ঞাত যোগের পরিপাক দ্বারা প্রজ্ঞার নির্ম্মলতা বা পরবৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা উক্ত ধারণাদি তিনটি ব্যুত্থানের নিরোধ হয়। তাহা হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগও নিরুদ্ধ হওয়াতে সমাধি নির্ব্বীজ হয়। এইরূপে ধারণাদি তিনটি পরম্পরাক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উপকারক হওয়াতে, তাহার বহিরঙ্গ।

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অপরযোগীদিগের অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের কৈবল্য সিদ্ধি হয়।*

পূর্ব্বসূত্রে দেবতাদি কয়েক প্রকার জীবের, [ভূত অথবা ইন্দ্রিয়ের ভাবনার দ্বারা তত্তদ্রূপে (দেবতাদিরূপে) জন্মলাভ দ্বারা] সমাধিলাভের কথা বলিয়া মনুষ্য সম্বন্ধে উক্ত সূত্র বলিয়াছেন। শ্রদ্ধা শব্দে, এই যোগই আমার পরমপুরুষার্থ লাভের উপায় স্বরূপ—এইরূপ নিশ্চয়, বুঝিতে হইবে। গুণশ্রবণ হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রে (গীতায় ৬।৪৬) যোগের গুণ এইরূপে কথিত হইয়াছে :—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ †

যোগী, তপঃ-পরায়ণগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান্‌দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মপরায়ণগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার অভিমত। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যোগ উত্তমলোকপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বলিয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি অপেক্ষা, এবং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যোগ, জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনরূপে চিত্তবিশ্রান্তিলাভের হেতু বলিয়া জ্ঞানাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এইরূপে জানিলে যোগে শ্রদ্ধা জন্মে। সেই শ্রদ্ধা সংস্কাররূপে স্থিতিশীল হইলে, বীর্য্য—অর্থাৎ আমি যে কোন প্রকারেই যোগ সম্পাদন করিব—

* মণিপ্রভা টীকা :—শ্রদ্ধা—পুরুষবিষয়ক সাত্ত্বিক বৃত্তিবিশেষ। তাহা হইতে বীর্য্য বা প্রযত্ন জন্মে। তদ্দ্বারা যম নিয়মাদির অভ্যাস হইতে ক্রমে স্মৃতি বা ধ্যান জন্মে। তাহা হইতে সমাধি হয়। সেই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষবিষয়ক খ্যাতি বা জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। তাহা হইতে পরবৈরাগ্য দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অপর প্রকার যোগীর অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের জন্মে।

† এস্থলে 'জ্ঞানী' বা 'জ্ঞানবান্' শব্দের অর্থ 'যাহার কেবল শাস্ত্রপাণ্ডিত্য আছে।' —টীকাকৃৎ।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ। (বিভূতিপাদ, ৭)
তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য। (ঐ, ৮)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটির অপেক্ষা, (অষ্টাঙ্গসাধনের) শেষোক্ত তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—সম্প্রজ্ঞাতযোগের অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু তাহারা আবার নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাতযোগের বহিরঙ্গ সাধন।*

ধারণাদি তিনটিকে অসম্প্রজ্ঞাতযোগের বহিরঙ্গ সাধন বলায়, কোন আপত্তি হইতে পারে না, কেন না, উক্ত সাধনত্রয় অসম্প্রজ্ঞাতযোগের বিজাতীয় হইলেও, অনেক প্রকার অনাত্মবৃত্তি নিবারণ করে বলিয়া অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উপকারই করিয়া থাকে। তাহাদের উপকারকতা বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি সূত্র করিতেছেন :—

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্। (সমাধিপাদ, ২০)

---

* মণিপ্রভা টীকা—চিত্ত, কায়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়। যমাদি পাঁচটি অঙ্গ সেই মলের নিবৃত্তি করে বলিয়া তাহারা যোগের বহিরঙ্গ; কিন্তু ধারণাদি তিনটি অঙ্গ, অঙ্গীর অর্থাৎ যোগের সহিত তুল্যবিষয়ক বলিয়া এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার উপকার করে বলিয়া, অন্তরঙ্গ নামে অভিহিত। কিন্তু সেই তিনটিও নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ, অর্থাৎ ধারণা প্রভৃতি তিনটি অঙ্গও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ; তাহার কারণ এই যে অঙ্গী বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সর্ব্ববিষয়পরিশূন্য, আর ধারণাদি তিনটি অঙ্গে কিছু না কিছু, বিষয়রূপে থাকে। সুতরাং উক্ত তিন অঙ্গের সহিত অঙ্গীর বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের তুল্যবিষয়তা নাই। সেই হেতু উক্ত তিনটি অঙ্গকে এক-প্রকার ব্যুত্থান বলা যাইতে পারে। সম্প্রজ্ঞাত যোগের পরিপাক দ্বারা প্রজ্ঞার নির্ম্মলতা বা পরবৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা উক্ত ধারণাদি তিনটি ব্যুত্থানের নিরোধ হয়। তাহা হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগও নিরুদ্ধ হওয়াতে সমাধি নির্ব্বীজ হয়। এইরূপে ধারণাদি তিনটি পরম্পরাক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উপকারক হওয়াতে, তাহার বহিরঙ্গ।

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অপরযোগীদিগের অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের কৈবল্য সিদ্ধি হয়।*

পূর্ব্বসূত্রে দেবতাদি কয়েক প্রকার জীবের, [ভূত অথবা ইন্দ্রিয়ের ভাবনার দ্বারা তত্তদ্রূপে (দেবতাদিরূপে) জন্মলাভ দ্বারা] সমাধিলাভের কথা বলিয়া মনুষ্য সম্বন্ধে উক্ত সূত্র বলিয়াছেন। শ্রদ্ধা শব্দে, এই যোগই আমার পরমপুরুষার্থ লাভের উপায় স্বরূপ—এইরূপ নিশ্চয়, বুঝিতে হইবে। গুণশ্রবণ হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রে (গীতায় ৬।৪৬) যোগের গুণ এইরূপে কথিত হইয়াছে :—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ †

যোগী, তপঃ-পরায়ণগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান্‌দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মপরায়ণগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; ইহাই আমার অভিমত। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যোগ উত্তমলোকপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বলিয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি অপেক্ষা, এবং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যোগ, জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনরূপে চিত্তবিশ্রান্তিলাভের হেতু বলিয়া জ্ঞানাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এইরূপে জানিলে যোগে শ্রদ্ধা জন্মে। সেই শ্রদ্ধা সংস্কাররূপে স্থিতিশীল হইলে, বীর্য্য—অর্থাৎ আমি যে কোন প্রকারেই যোগ সম্পাদন করিব—

---

* মণিপ্রভা টীকা :—শ্রদ্ধা—পুরুষবিষয়ক সাত্ত্বিক বৃত্তিবিশেষ। তাহা হইতে বীর্য্য বা প্রযত্ন জন্মে। তদ্দ্বারা যম নিয়মাদির অভ্যাস হইতে ক্রমে স্মৃতি বা ধ্যান জন্মে। ধ্যান হইতে সমাধি হয়। সেই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষবিষয়ক খ্যাতি বা জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। তাহা হইতে পরবৈরাগ্য দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অপর প্রকার যোগীর অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের জন্মে।

† এস্থলে 'জ্ঞানী' বা 'জ্ঞানবান্' শব্দের অর্থ 'যাহার কেবল শাস্ত্রপাণ্ডিত্য আছে।' বৈকুণ্ঠ।

এইরূপ উৎসাহ, জন্মে। তখন তিনি আপনার অনুষ্ঠেয় যোগাঙ্গসমূহ স্মরণ করিতে থাকেন। সেইরূপ স্মৃতিবশতঃ সম্যক্‌প্রকারে সমাধির অনুষ্ঠান করিলে অধ্যাত্মপ্রসাদ অর্থাৎ বুদ্ধির অত্যন্ত নির্ম্মলতা জন্মে। তদনন্তর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হয়। অপর জীবের অর্থাৎ যাঁহারা দেবতাদির অধস্তন, তাঁহাদিগের অর্থাৎ মনুষ্যদিগের, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সেই প্রজ্ঞাকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া অর্থাৎ সেই প্রজ্ঞারূপ কারণ হইতে জন্মে। সেই প্রজ্ঞা এই সূত্রে বর্ণনা করিতেছেন :—

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা। (সমাধিপাদ, ৪৮)

সেই অধ্যাত্মপ্রসাদ হইলে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহাকেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলে।

'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য, বস্তুযাথাত্ম্য বা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ; ভৃধাতুর অর্থ ধারণ করা, এ স্থলে, প্রকাশ করা। বস্তুযাথাত্ম্য প্রকাশ করে বলিয়া তাহার নাম ঋতম্ভরা। পূর্ব্বোক্ত সমাধিতে উৎকর্ষলাভ করিলে যে অধ্যাত্মপ্রসাদ জন্মে, তদনন্তর,—ইহাই সূত্রোক্ত 'তত্র' শব্দের অর্থ। ঋতম্ভরা এইরূপ নামকরণের যুক্তি এই সূত্রে দেখাইতেছেন :—

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ। * (সমাধিপাদ, ৪৯)

---

* (মণিপ্রভা)—গো প্রভৃতি শব্দে গোত্ব প্রভৃতি সামান্য (জাতিবাচক) পদার্থ বুঝাইবার শক্তি আছে, কিন্তু গো প্রভৃতিতে ব্যক্তিবিশেষকে (তোমাদের কালাক্ষী, মঙ্গলা প্রভৃতিকে) বুঝাইবার শক্তি নাই, কেননা, ব্যক্তি অনন্ত বলিয়া, গো প্রভৃতি শব্দসমূহ তাহাদের সকলকেই বুঝাইতে পারে না। এইরূপে (অনুমান প্রমাণের লিঙ্গের) ব্যাপ্তি (যেমন যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানেই বহ্নি), কেবল বহ্নিত্ব প্রভৃতি সামান্য পদার্থকেই বুঝাইতে পারে। এই হেতু আগম ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা যে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহা কেবল সামান্যবিষয়ক। দেখ, সংসারের লোকে শব্দজ্ঞান বা লিঙ্গজ্ঞান মাত্র করিবার পর, কেবলমাত্র গো, বহ্নি এইরূপ সামান্য বস্তু মাত্র বুঝে, কালাক্ষী বা মঙ্গলা

আগম ও অনুমান হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে, সেই প্রজ্ঞার বিষয় হইতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিষয় ভিন্ন; কেন না, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষ

নামী গো বিশেষকে কিম্বা চৈত্র বা মৈত্রের অগ্নিকে বুঝে না, কেননা সেই সেই গো-ব্যক্তি বা বহ্নি-ব্যক্তিকে বুঝিতে হইলে, তাহাদিগকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করা চাই। ইন্দ্রিয়কৃত প্রত্যক্ষের দ্বারা গো, পট প্রভৃতির ব্যক্তিবিষয়ক জ্ঞান জন্মে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্ত্তী বস্তুবিশেষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। তাহারা সমাধি-প্রজ্ঞার অসাধারণ বিষয়, অর্থাৎ সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা তাহাদেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়। (শঙ্কা) আচ্ছা, আগম ও অনুমান প্রমাণ, ঐ সূক্ষ্ম প্রভৃতি বিষয়কে পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়া দিলে, তাহার পর যখন সমাধি প্রজ্ঞা, তাহাদিগকে আপনার বিষয় করে, তখন সমাধিপ্রজ্ঞার মূলীভূত উক্ত আগম ও অনুমান প্রমাণ, যে বিশেষ বস্তুকে জানিতে পারে নাই, তাহাকে উক্ত সমাধিপ্রজ্ঞা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? (সমাধান) এরূপ আপত্তি করিতে পার না, কেননা বুদ্ধি স্বভাবতঃ সকল বস্তুই বুঝিতে সক্ষম। বুদ্ধিসত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ করা। তাহা সর্ব্বপ্রকার বস্তু বুঝিতে সমর্থ হইলেও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, আগম অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অতি অল্প বস্তুকেই জানিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন সমাধির অভ্যাস বশতঃ বুদ্ধির চক্ষু হইতে তমোগুণের ছানি কাটিয়া যায়, তাহার দৃষ্টিশক্তি চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে, এবং বুদ্ধি সকল প্রমাণের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তখন বুদ্ধির প্রকাশ করিবার শক্তি অনন্ত হইয়া পড়িল, কোন্ বস্তু তাহার অগোচর থাকিতে পারে? সেই হেতু সমাধি প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষ বস্তু জানিতে পারা যায় বলিয়া অন্য প্রমাণের বিষয় হইতে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় ভিন্ন। ইহাই সূত্রার্থ। তাহাই এইরূপে কথিত হইয়াছে; 'প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য হ্যশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞো হ্যনুপশ্যতি।' পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া যেমন কেহ ভূতলে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে দেখেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞযোগী প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া (আনন্দময় পদ প্রাপ্ত হইয়া) স্বয়ং অশোচ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, শোকাকুল জনসাধারণকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েন। কেননা, জনসাধারণ সমাধির আস্বাদ না পাইয়া প্রমাণেরই অধীন হইয়া থাকে।

বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, (শব্দ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা কেবল সামান্য বিষয়ক জ্ঞান জন্মে)।

যাঁহারা যোগী নহেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। তাঁহারা আগম ও অনুমানের সাহায্যে সেই সেই বস্তুর জ্ঞান লাভ করেন। সেই আগমজনিত প্রজ্ঞা ও অনুমান-জনিত প্রজ্ঞা কেবলমাত্র বস্তুসামান্যের (জাতির) জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয়; কিন্তু যোগীদিগের প্রত্যক্ষ, বিশেষবস্তুর জ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া তাহা স্বতন্ত্র। সেই যোগীর প্রত্যক্ষ (জ্ঞান), অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য, তাহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির যে উপকার করিয়া থাকে, তাহা এই সূত্রে বর্ণনা করিতেছেন :—

৮

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী। (সমাধিপাদ, ৫০)

সেই (নির্ব্বিচার) সমাধি হইতে যে সমাধিপ্রজ্ঞা জন্মে, তাহার সংস্কার ব্যুত্থান সংস্কারের বিরোধী অর্থাৎ ক্ষয়কারী। * (এইরূপে) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন বর্ণনা করিয়া, সেই সাধনের নিরোধপ্রবৃত্তই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন,—এই কথাই এই সূত্রে বলিতেছেন :—

---

* (মণিপ্রভা)। (শঙ্কা)—আচ্ছা, অনাদিকালের শব্দাদিবিষয়ভোগজনিত সংস্কার অতিশয় বলবান্, তাহা সমাধিপ্রজ্ঞাকে ত' বাধা দেয়, সুতরাং সমাধিপ্রজ্ঞা কি প্রকারে স্থিতি লাভ করে? ইহার সমাধানের জন্য উক্ত সূত্রের অবতারণা। নির্ব্বিচার সমাধির (সাধনপাদ, ৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য) প্রজ্ঞা হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহা ব্যুত্থান সংস্কারের প্রতিবন্ধী বা বাধক। ব্যুত্থান সংস্কার অনাদিকালের হইলেও তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না; বলিয়া, যে প্রজ্ঞা তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা উক্ত ব্যুত্থান সংস্কারের বাধক হয় অর্থাৎ তাহা হইতে ব্যুত্থান সংস্কারসমূহ বাধা পাইতে পাইতে পরিশেষে আর উঠে না, কিন্তু সমাধি-প্রজ্ঞা স্থিতিলাভ করিতে থাকে। তদনন্তর সমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কার পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকে বলিয়া, তাহা প্রবলতা লাভ করে এবং তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে (অবিদ্যাদি পঞ্চ) ক্লেশের

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজসমাধিঃ। (সমাধিপাদ, ৫১)

সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধ হয়। তাহা হইলেই সমাধি নির্বীজ হয়। *

এই যে সমাধির কথা বলা হইল, তাহা সুষুপ্তির সদৃশ; সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। সেই সমাধিতে কোন বুদ্ধিবৃত্তি

বিনাশ হয়। তখন চিত্ত ভোগে আসক্তিশূন্য হইয়া পুরুষাভিমুখ হয় এবং বিবেকখ্যাতি সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া লীন হইয়া যায়। এই বিবেকখ্যাতি করিতে পারিলেই চিত্তের সকল চেষ্টার অবসান হয়, কারণ এই স্থলেই তাহার অধিকার পরিসমাপ্ত হয়।

* (শঙ্কা)—আচ্ছা, চিত্তে যখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন উপর্য্যুপরি সেইরূপ প্রজ্ঞালাভ করিতে থাকিলে, চিত্ত কি প্রকারে নির্বীজ সমাধি করিতে পারিবে? (সমাধান)—পূর্ব্বোক্ত সূত্র। টীকা—পুরুষ-খ্যাতির পর পরবৈরাগ্যের সংস্কার বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া, সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-প্রজ্ঞা-সংস্কারের এবং তাহার সহিত সেই প্রজ্ঞারও নিরোধ হইলে, সকলেরই নিরোধ হয়, অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও তজ্জনিত সংস্কার প্রবাহের নিরোধ হয়। তখন চিত্তের কার্য্যকাল পরিসমাপ্ত হয়। তখন চিত্তের কোনও কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া "নিমিত্ত দূর হইলে নৈমিত্তিকও নিবৃত্তি হয়" এই নিয়মানুসারে নির্ব্বীজ সমাধি উপস্থিত হয়। এই কথাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে:—আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥ শ্রবণ, মনন ও ধর্ম্মমেঘ নামক পুরুষমাত্র ধ্যানের অভ্যাস হইতে যে রস অর্থাৎ পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং প্রজ্ঞার নির্ম্মলতা জন্মে, এই তিন উপায়ে পুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে নির্ব্বীজ যোগ সিদ্ধ হয়। ইহাই শ্লোকের অর্থ। কালক্রমে নির্ব্বীজনিরোধের সংস্কার বৃদ্ধি পাইলে চিত্তের আর থাকিবার কারণ না থাকাতে তাহা স্বকীয় উৎপত্তি কারণে লীন হইয়া যায়। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম যতদিন না পরিসমাপ্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তের থাকিবার প্রয়োজন আছে। ভোগ ও বিবেকখ্যাতি পরিসমাপ্ত হইলে, চিত্তের কর্ত্তব্য নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই হেতু চিত্ত বিলীন হইয়া যাইলে, পুরুষ স্বরূপমাত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া "কেবল" অর্থাৎ মুক্ত হয়।

থাকে না বলিয়া, তাহাকে সুষুপ্তি বলিয়া শঙ্কা উঠিতে পারে না ; কেন না, (সুষুপ্তিতে) মনের স্বরূপতা থাকে, নির্বীজ সমাধিতে তাহা থাকে না—উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ। গৌড়পাদাচার্য্য সেই কথা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

নিগৃহীতস্য মনসো নির্বিকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তেঽন্যো ন তৎসমঃ॥ (মাণ্ডূক্যকারিকা,৩।৩৪)

নিরোধাবস্থাপন্ন, বিকল্পশূন্য ও বিবেকসম্পন্ন মনের যে প্রচার, তাহাই (যোগিগণের) বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য ; সুষুপ্ত্যবস্থায় যে প্রচার বা বৃত্তি, তাহা কিন্তু অন্যপ্রকার—অবিদ্যামোহ সমন্বিত ; অতএব ইহা নিরুদ্ধাবস্থার সমান নহে। *

লীয়তে হি সুষুপ্তৌ তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে।
তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ। (মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।৩৫)

যেহেতু, সুষুপ্তিদশায় মন অবিদ্যায় বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন মন তাহাতে বিলীন হয় না। তখন সেই মনই অভয় ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানপ্রকাশসম্পন্ন ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। †

---

* ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য লিখিতেছেন :—সুষুপ্তিকালে মন অবিদ্যা মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে এবং তাহার অভ্যন্তরে অনেকানেক অনর্থোৎপত্তির বীজবাসনাও লীন হইয়া থাকে। তাহার ব্যাপার এক প্রকার, আর, সত্য আত্মার উপলব্ধিরূপ হুতাশন দ্বারা যাহার অনর্থপ্রবৃত্তির বীজভূত অবিদ্যাদি দোষরাশি বিশেষরূপে দগ্ধ হইয়াছে এবং যাহার ক্লেশনিদান রজোগুণ প্রশমিত হইয়াছে, নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন সেই মনের প্রচার বা ব্যাপার অন্যপ্রকার ; অতএব ঐ উভয় প্রচার সমান নহে, সেইহেতু নিরুদ্ধ মনের ব্যাপার জানিবার যোগ্য।

† শাঙ্করভাষ্য। উক্ত উভয় প্রচার কেন ভিন্ন, তাহার হেতু বলিতেছেন :—যেহেতু সুষুপ্তি দশায়, মন, অবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত প্রতীতির বীজস্বরূপ বাসনার সহিত তমোগুণরূপ বীজভাব প্রাপ্ত হয়, এই বীজভাব বা কারণশরীর সকলের পক্ষেই সমান ; কিন্তু সেই মন

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্যে ন বিদ্যতে॥ (মাণ্ডুক্যকারিকা, ১।১৩)

প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় উভয়ের পক্ষেই দ্বৈত বিজ্ঞানের অভাব তুল্য। (কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে) প্রাজ্ঞ আত্মা অবিদ্যাবীজরূপ নিদ্রাযুক্ত; আর তুরীয়ে সেই নিদ্রার অভাব। *

স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ॥ (মাণ্ডুক্যকারিকা, ১।১৪)

প্রথমোক্ত বিশ্ব ও তৈজস, স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত; প্রাজ্ঞ কিন্তু স্বপ্নরহিত

বিবেকবিজ্ঞান দ্বারা নিগৃহীত হইয়া নিরুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর লীন হয় না অর্থাৎ সেই বীজভাব প্রাপ্ত হয় না। সেই হেতু সুষুপ্ত মনের ও সমাহিত মনের প্রচার (ব্যাপার) ভিন্ন, ইহা যুক্তিযুক্ত। মন যে গ্রাহ্য ও গ্রাহকভাবে পরিণত হয়, অবিদ্যাই তাহার কারণ; যখন মন, সেই দ্বিবিধ মলবর্জ্জিত হয়, তখন তাহা অদ্বৈত ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হয়, এই কারণে তাহাই নির্ভয়াবস্থা, কেননা ভয়ের কারণ যে দ্বৈতবিজ্ঞান, তখন তাহা থাকে না। ব্রহ্মই শান্ত ও অভয়স্বরূপ, তাঁহাকে জানিলে জীবকে কোন কিছু হইতে ভীত হইতে হয় না। তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে—জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞপ্তি বা বোধ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ চৈতন্য, সেই জ্ঞানই যাঁহার আলোক বা প্রকাশস্বরূপ তাহাই জ্ঞানালোক অর্থাৎ একমাত্র বিজ্ঞানরসঘন। সমন্ততঃ শব্দের অর্থ—চারিদিকে, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় ব্যাপকভাবে।

* সুষুপ্তিকালে মন অবিদ্যায় বা কারণশরীরে লীন হইলে, আত্মাকে প্রাজ্ঞ বলা হয়। আর, মন প্রভৃতি সকল প্রকার বিকার বর্জ্জিত হইলে, আত্মাকে তুরীয় বলা হয়। এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতেছে যে দ্বৈতজগতের অপ্রতীতি যখন উভয় অবস্থাতেই তুল্য, তখন কেবল প্রাজ্ঞেরই কারণ-বন্ধন হয়, তুরীয়ের হয় না কেন? উক্ত শ্লোকে এই আশঙ্কারই সমাধান হইতেছে। যেহেতু প্রাজ্ঞ 'বীজনিদ্রাযুক্ত'; বস্তুতত্ত্ব না জানাকেই নিদ্রা বলে; সেই বোধের অভাবই বস্তুবিষয়ক বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ বা কারণ; আর তুরীয় সর্ব্বদাই সর্ব্বদৃক্‌স্বভাব (অর্থাৎ তত্ত্ববোধের অভাবাত্মক বীজনিদ্রা তাহাতে নাই) সেই কারণেই তুরীয়ে উক্ত কারণবন্ধের সম্ভব হয় না। (ভাষ্য হইতে সঙ্কলিত)

কেবলই নিদ্রাযুক্ত। স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্গণ তুরীয়ে নিদ্রা ও স্বপ্ন কখনই দর্শন করেন না। *

অন্যথা গৃহ্ণতঃ স্বপ্নো নিদ্রাতত্ত্বমজানতঃ।
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে। (মাণ্ডুক্যকারিকা, ১।১৫)

এক বস্তুকে অন্যরূপে গ্রহণকারীর অবস্থার নাম স্বপ্ন, আর বস্তু বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকার নাম নিদ্রা। তাহাদের উক্ত প্রকার বিপর্য্যয়-বোধ, ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে (জীব) তুরীয় পদ (ব্রহ্মভাব) উপলব্ধি করে। †

---

* রজ্জুকে সর্প বলিয়া গ্রহণ করার ন্যায়, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া গ্রহণ করার নাম 'স্বপ্ন'। নিদ্রা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—তত্ত্বোপলব্ধির অভাবরূপ অজ্ঞানের নাম নিদ্রা। উক্তপ্রকার স্বপ্ন ও নিদ্রা উভয়ই বিশ্বে, (জাগ্রৎকালীন প্রপঞ্চের দ্রষ্টা ব্যষ্টি আত্মায়) এবং তৈজসে (স্বপ্নকালীন প্রপঞ্চের দ্রষ্টা ব্যষ্টি আত্মায়) বর্ত্তমান, (অর্থাৎ আমরা, আমাদের সাধারণ জাগ্রদবস্থায় এবং স্বপ্নাবস্থায় প্রপঞ্চের দ্রষ্টা হইয়া আত্মাকে জগৎ প্রপঞ্চ মনে করিয়া 'স্বপ্ন' দেখি, এবং আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া 'নিদ্রা'যুক্ত থাকি) এইজন্যই বিশ্ব ও তৈজস উভয়কেই, (প্রপঞ্চরূপ) কার্য্য ও (অবিদ্যারূপ) কারণ দ্বারা বদ্ধ বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাজ্ঞ আত্মা স্বপ্নরহিত, এই কারণে তাহাকে কেবলই নিদ্রাযুক্ত (বা কারণবদ্ধ) বলা হইয়াছে। কৃতনিশ্চয় ব্রহ্মবিদ্গণ, সূর্য্যে অন্ধকার সম্বন্ধের ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া তুরীয়ে উক্ত স্বপ্ন ও নিদ্রা উভয়ই নাই বলিয়া জানেন। এইজন্যই বলা হইল 'তুরীয় কার্য্যকারণবদ্ধ নহে'। (ভাষ্য হইতে সঙ্কলিত)

† শাঙ্কর ভাষ্য :—জীব কোন্ সময়ে তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়? তাহাই বলিতেছেন—স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে, রজ্জুকে সর্প বলিয়া গ্রহণ করার ন্যায়, বস্তুতত্ত্বকে অন্যপ্রকারে গ্রহণ করার অবস্থার নাম স্বপ্ন; বস্তুতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষমের অবস্থাই নিদ্রা; এই নিদ্রা (আমাদের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই) তিন অবস্থাতেই একরূপ। বিশ্বে ও তৈজসে, স্বপ্ন ও নিদ্রা তুল্যরূপ বলিয়া, বিশ্ব ও তৈজসকে একটি বলিয়া ধরা হইল। (এইজন্য শ্লোকে বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনটি, দ্বিবচননিষ্পন্ন "তয়োঃ" ("সেই দুইটির") এই শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে)। বিশ্বে এবং তৈজসে অন্যথা গ্রহণেরই প্রাধান্য, নিদ্রার প্রাধান্য নাই। এইজন্য সে স্থলে স্বপ্নই একমাত্র

(১৪ সংখ্যক শ্লোকে) "আন্তৌ" শব্দের অর্থ বিশ্ব ও তৈজস। অদ্বৈত বস্তুর 'অন্যথা গ্রহণ' শব্দে, তাহার দ্বৈতরূপে প্রতিভাস বুঝিতে হইবে। তাহা বিশ্ব এবং তৈজসে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাকে স্বপ্ন বলে। আর তত্ত্ব-বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকার নাম নিদ্রা। বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞে সেই নিদ্রা বর্ত্তমান। সেই স্বপ্ন ও নিদ্রার স্বরূপভূত যে বিপর্য্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া গেলে, তুরীয় পদ অর্থাৎ অদ্বৈত বস্তু লাভ করা যায়।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং সুষুপ্তি এতদুভয়ের মধ্যে যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা যেন সিদ্ধ হইল। তন্মধ্যে যিনি তত্ত্বদর্শন করিতে অভিলাষী অর্থাৎ যাঁহার এখনও তত্ত্বদর্শন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে, তত্ত্বদর্শনের সাধনরূপে যেন সমাধির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাঁহার তত্ত্বদর্শন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে জীবন্মুক্তি লাভের নিমিত্ত সমাধির অনুষ্ঠানের ত' প্রয়োজন নাই; কেন না, দেখা যায়, সুষুপ্তির দ্বারাও রাগ দ্বেষাদি ক্লেশরূপ বন্ধনের নিবৃত্তি হইয়া যায়।

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। তুমি কি বলিতে চাও যে, যে সুষুপ্তি প্রতিদিন আপনা হইতেই উপস্থিত হয় এবং কখনও থাকে ও কখনও বা থাকে না, তাহাই বন্ধন নিবৃত্তি করিবে? অথবা বলিতে চাও যে, অভ্যাসের দ্বারা যে সুষুপ্তিকে সর্ব্বকালব্যাপিনী করা হইয়াছে, তাহাই বন্ধননিবৃত্তি করিবে? যদি

বিপর্য্যাস (ভ্রম) কিন্তু তৃতীয়াবস্থা সুষুপ্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ নিদ্রাই একমাত্র বিপর্য্যাস। অতএব কার্য্যকারণরূপ উক্ত অবস্থাদ্বয়ে, বস্তুতত্ত্বকে অন্যরূপে গ্রহণ কিম্বা তাহার অগ্রহণরূপ কার্য্যকারণাত্মক বিপর্য্যাস, পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞানপ্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তুরীয় পদ ভোগ করিয়া থাকে; তখন সেই অবস্থায় উক্ত উভয় প্রকার বন্ধন নাই দেখিয়া তুরীয় ব্রহ্মভাবে কৃতনিশ্চয় হইয়া অবস্থান করে।

প্রথম পক্ষ আশ্রয় কর, তাহা হইলে কি বলিবে যে সুষুপ্তির দ্বারা কেবলমাত্র সুষুপ্তিকালীন ক্লেশবন্ধের নিবৃত্তি হয় অথবা তদ্দ্বারা অন্যকালীন ক্লেশবন্ধেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে? তুমি প্রথম পক্ষ আশ্রয় করিতে পার না (অর্থাৎ বলিতে পার না যে, যে সুষুপ্তি প্রতিদিন আপনা হইতে আইসে এবং কখনও থাকে ও কখনও থাকে না, সেই সুষুপ্তি তত্ত্বজ্ঞানীর বন্ধনিবৃত্তি করিবে); কেন না, যাহারা মূঢ়—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই—সুষুপ্তিকালে তাঁহাদেরও ক্লেশবন্ধন থাকে না। যদি বল, 'থাকে', তাহা হইলে সুষুপ্তিকালেও তাহারা ক্লেশ অনুভব করিত। তুমি দ্বিতীয় পক্ষ আশ্রয় করিতে পার না (অর্থাৎ বলিতে পার না যে, তত্ত্বজ্ঞানীর সুষুপ্তি কালান্তরবর্ত্তী ক্লেশের ক্ষয় করিবে), কেন না, তাহা অসম্ভব। এক কালের সুষুপ্তির দ্বারা কখনই কালান্তরবর্ত্তী ক্লেশের ক্ষয় সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি বল, হইতে পারে, তাহা হইলে, যাহারা মূঢ় তাহাদেরও জাগ্রৎ ও স্বপ্নে ক্লেশ বিনষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়া পড়ে। আর অভ্যাসের দ্বারা কেহই সুষুপ্তিকে সর্ব্বকালব্যাপিনী করিতে পারে না; কেন না, সুষুপ্তি কর্ম্মক্ষয় হইতেই উৎপন্ন হয়। এই হেতু তত্ত্বজ্ঞানীরও ক্লেশক্ষয় করিতে হইলে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রয়োজন আছে। গো প্রভৃতি জীবের ন্যায় বাঙ্‌নিরোধ, সেই সমাধির প্রথম ভূমিকা। শিশু, জড় প্রভৃতির ন্যায় মনঃশূন্যতা তাহার দ্বিতীয় ভূমিকা। তন্দ্রাকালের ন্যায় অহঙ্কারশূন্যতা তাহার তৃতীয় ভূমিকা। সুষুপ্তিকালের ন্যায় মহত্তত্ত্বশূন্যতা তাহার চতুর্থ ভূমিকা। এই চারিটি ভূমিকাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (গীতা ৬।২৫ শ্লোকে) 'অল্পে অল্পে উপরত হইবে' এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। ধৈর্য্যসমন্বিতা বুদ্ধি এইরূপ উপরতিলাভের সাধন; কেন না, কূলঙ্কষা নদীর ন্যায় তীব্রবেগে যে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও বাগাদি ইন্দ্রিয়, স্বভাবতঃই বহির্মুখে ধাবমান হইতেছে, তাহাদিগকে নিরুদ্ধ

করিতে হইলে, মহৎ ধৈর্য্যের প্রয়োজন আছে। বুদ্ধিশব্দের অর্থ বিবেক ; পূর্ব্বভূমিকা জয় করিতে পারিয়াছি কিনা, এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহার জয় নিশ্চিত হইলে, পরবর্ত্তী ভূমিকায় সাধনার আরম্ভ করিতে হইবে। যদি তাহার জয় না হইয়া থাকে, তবে সেই ভূমিকার জয়ের নিমিত্ত আবার অভ্যাস করিতে হইবে। তত্তৎকালেই (প্রতিভূমিকা জয় কালেই) এইরূপে বিচার করিতে হইবে। উল্লিখিত শ্লোকের (গীতা ৬।২৫) শেষার্দ্ধে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে, চতুর্থ ভূমিকার অভ্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে। পূজনীয় গৌড়পাদাচার্য্য বলিতেছেন :—

"উপায়েন নিগৃহ্ণীয়াদ্বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥"

(মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।৪২)

কাম্যবিষয়ে ও ভোগ্যবিষয়ে মন বিক্ষিপ্ত হইলে, (বক্ষ্যমাণ) উপায় অবলম্বন করিয়া, তাহাকে সংযত করিবে, এবং সুষুপ্তির অবস্থা লাভ করিয়া মন অতিশয় প্রসন্ন (সর্ব্বায়াসবর্জ্জিত) হইলেও তাহাকে সংযত করিবে ; কারণ, কাম যেরূপ (অনর্থকর) সুষুপ্তিও সেইরূপ (অনর্থকর)*

* ইহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক "উৎসেক উদধের্যদ্বৎ" ইত্যাদি, ২৫৭ পৃষ্ঠায় পঠিত হইয়া গিয়াছে। (শাঙ্কর ভাষ্য)। আচ্ছা, অখিন্নভাবে চেষ্টা করাই কি মনোনিগ্রহের একমাত্র উপায় ? উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহাই একমাত্র উপায় নহে। কাম এবং ভোগ বিষয়ে মন চঞ্চল হইলে, অপরিখিন্ন অধ্যবসায়বলে, নিম্নলিখিত উপায়ে সেই মনকে নিগৃহীত করিবে অর্থাৎ আত্মাতেই নিরুদ্ধ করিবে। আরও কি করিতে হইবে, বলিতেছেন। লয় শব্দে সুষুপ্তিকেই বুঝায়, যাহাতে লীন হয় (এইরূপে অধিকরণবাচ্যে ইহা নিষ্পন্ন)। সেই লয়াবস্থায় সুপ্রসন্ন অর্থাৎ আয়াসবর্জ্জিত মনকেও নিগৃহীত করিবে। পূর্ব্বের 'নিগৃহ্ণীয়াৎ' ক্রিয়াটির এখানেও সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভাল, মন যদি সুপ্রসন্নই থাকে, তবে আর নিগ্রহ করা কেন ? বলিতেছি, যেহেতু কাম বা বিষয়স্পৃহা যেরূপ অনর্থহেতু, লয়ও সেইরূপ ; অতএব কাম বিষয়ে আসক্ত মনের নিগ্রহের ন্যায়, লয় হইতেও মনকে নিগ্রহ করিতে হইবে।

"দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি ॥"
(মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।৪৩)

সমস্ত দ্বৈতবস্তুই দুঃখমিশ্রিত—প্রতিনিয়ত ইহা স্মরণ করিয়া, মনকে অভিলষিত বিষয় ভোগ হইতে নিবর্ত্তিত করিবে। সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা স্মরণ করিয়া (যোগী) দ্বৈতবস্তু দর্শন করেন না অর্থাৎ তৎসমস্তই মিথ্যা জানিয়া দর্শন করেন। *

"লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥"
(মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।৪৪)

মন সুষুপ্তাবস্থায় লীন হইলে তাহাকে জাগরিত করিবে; কামভোগে বিক্ষিপ্ত হইলে, বারম্বার অভ্যাস দ্বারা তাহাকে প্রশান্ত করিবে। মন সকষায় হইলে অর্থাৎ প্রবৃত্তির বীজভূত অনুরাগযুক্ত হইয়া একাগ্র হইলে, তাহাকে (সমাহিত চিত্ত হইতে ভিন্ন বলিয়া) বুঝিবে, কিন্তু মন সমতালাভ করিলে তাহাকে আর চঞ্চল করিবে না। †

---

* (শাঙ্কর ভাষ্য)। সেই উপায়টি কি? বলিতেছি। অবিদ্যাসমুদ্ভূত সমস্ত দ্বৈতই দুঃখরূপ ইহা অনুস্মরণ করিয়া, কামভোগ হইতে—কামনা বশতঃ যে ভোগ—অভিলাষের বস্তু, তাহাতে আসক্ত মনকে বৈরাগ্যভাবনা দ্বারা নিবর্ত্তিত করিবে। এই সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চ অজব্রহ্মস্বরূপ, ইহা শাস্ত্র এবং আচার্য্যোপদেশ হইতে অবগত হইয়া নিরন্তর স্মরণ করিয়া, (তত্ত্বজ্ঞ) কখনই দ্বৈতসমূহ দেখেন না, কারণ, দ্বৈত বলিয়া কোন বস্তুই নাই।

† (শাঙ্কর ভাষ্য)। চিত্ত বা মন লয়নামক সুষুপ্তিতে লীন হইলে, উক্তরূপ জ্ঞানাভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাকে সম্বোধিত করিবে অর্থাৎ আত্মবিষয়ক বিবেক জ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিবে। চিত্ত ও মন ভিন্ন পদার্থ নহে, একই। কাম্য বিষয়ের উপভোগের জন্য চঞ্চল হইলে তাহাকে বার বার শান্ত করিবে।

"নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরচ্চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥"

(মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।৪৫)

সে সময়ে যে সুখের আবির্ভাব হয়, তাহা আস্বাদন করিবে না, কিন্তু বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিস্পৃহ হইবে। সেই স্থিরীভূত চিত্ত যদি পুনর্ব্বার বাহিরে যাইতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক আত্মচৈতন্যের সহিত সম্মিলিত করিবে। *

"যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা॥"

(মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।৪৬)

মন যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না এবং বিক্ষেপযুক্তও হয় না এবং

এইরূপে বার বার অভ্যাস করিতে করিতে, লয়াবস্থা হইতে প্রবোধিত এবং ভোগ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াও মন যদি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া, মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় থাকিয়া যায়, তখন সেই মনকে "সকষায়" অর্থাৎ প্রবৃত্তির বীজভূত অনুরাগযুক্ত বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ তাহা হইতেও যত্নপূর্ব্বক (সমাধির অভ্যাস দ্বারা) মনের সমতা সম্পাদন করিবে। কিন্তু যে সময়ে মন ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির অভিমুখ হইয়াছে, তখন আর তাহাকে বিচালিত বা বিষয়াভিমুখ করিবে না। (কিন্তু বিদ্যারণ্য মুনিকৃত এই কারিকার ব্যাখ্যা অধিকতর সুস্পষ্ট, অগ্রে দ্রষ্টব্য।)

* (শাঙ্কর ভাষ্য)—সমাধি সম্পাদনে নিরত যোগীর যে সুখ উপস্থিত হয়, তাহা আস্বাদন করিতে নাই অর্থাৎ তাহাতে অনুরক্ত হওয়া উচিত নহে। তবে কি প্রকারে (অনুরাগ পরিহার করিবে?) বিবেক বুদ্ধি দ্বারা নিঃসঙ্গ বা নিস্পৃহ হইয়া এইরূপ ভাবনা করিবে যে, যে সুখ অনুভূত হইতেছে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত, নিশ্চয়ই মিথ্যা। সেই সুখাসক্তি হইতেও মনকে নিগৃহীত করিবে। মন যখন সুখানুরাগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চলস্বভাব হইয়াও পুনর্ব্বার বহির্মুখ হয়, তখন তাহা হইতে তাহাকে নিবারিত করিয়া, উক্ত উপায়ে প্রযত্নপূর্ব্বক আত্মাতে একীভূত করিবে অর্থাৎ তাহাকে চৈতন্যস্বরূপ সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত করিবে।

নিশ্চল ও বিষয়প্রকাশশীলতাশূন্য হয়, তখনই সেই মন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। *

মনের চারিটি অবস্থা—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও সমপ্রাপ্তি। তন্মধ্যে, মনকে নিরুদ্ধ করিতে করিতে বিষয়সমূহ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বের অভ্যাস বশতঃ যদি লয় পাইবার জন্য সুষুপ্ত হইবার উপক্রম করে, তখন তাৎকালিক জাগরণের প্রযত্নদ্বারা অথবা সুষুপ্তির কারণ নিবারণ করিয়া, মনকে সম্যক্‌প্রকারে জাগ্রৎ রাখিবে। নিদ্রার অসমাপ্তি, অজীর্ণতা, বহুভোজন এবং পরিশ্রম—এ কয়টি সুষুপ্তির কারণ; এই হেতু উক্ত হইয়াছে (সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষৎ, দ্বিতীয় কণ্ডিকা)

"সমাপদ্য নিদ্রাং সুজীর্ণাল্পভোজী
শ্রমত্যাগ্যবাধে বিবিক্তে প্রদেশে।
সদাসীত নিস্তৃষ্ণ এবাপ্রযত্নে-
হথবা প্রাণরোধো নিজাভ্যাসমার্গাৎ॥" ২

নিদ্রাকে অসমাপ্ত না রাখিয়া, সুপাচ্য বস্তু অল্প পরিমাণে ভোজন করিয়া, পরিশ্রম বর্জ্জন পূর্ব্বক, বিঘ্নশূন্য নির্জ্জন স্থানে, ভোগ-পিপাসা ও প্রযত্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা উপবেশন করিবে, অথবা যে পদ্ধতিতে প্রাণায়াম করা অভ্যাস আছে, তদনুসারে প্রাণায়াম করিবে।

সুষুপ্তি হইতে নিবারিত হইলে, যদি প্রতিদিনের জাগ্রৎকালীন

---

* শাঙ্কর ভাষ্য :—উক্ত উপায় দ্বারা, চিত্ত নিগৃহীত হইয়া যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না এবং বিষয়েও বিক্ষিপ্ত হয় না এবং অনিঙ্গন—নিবাত স্থানে প্রদীপের ন্যায় অচঞ্চল হয় এবং অনাভাস হয় অর্থাৎ কোনও কল্পিত বিষয়াকারে প্রকাশ পায় না,—চিত্তের অবস্থা যখন এইরূপ হয়, তখন চিত্ত ব্রহ্মভাবে নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে।

অভ্যাস বশতঃ, মন কাম্যবিষয়ে ও ভোগ্যবিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশান্ত করিবে। সেই প্রশমনের উপায়—বিচারশীল ব্যক্তিগণ ভোগ্যবস্তু সমূহের যে সকল দুঃখ সুবিদিত আছেন, তাহা এবং শাস্ত্রে যে জন্মাদিরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত আছে, তাহা, তখন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, ভোগের যোগ্য কোন বস্তুই বাস্তবিক নাই এইরূপ নিশ্চয় করা। কষায়, চিত্তের একটি তীব্রদোষ; তাহা তীব্ররাগদ্বেষাদির সংস্কার। তাহার দ্বারা আক্রান্ত হইলে, মন কখন কখন সমাহিতের ন্যায় লয়-বিক্ষেপ-শূন্য হইয়া দুঃখৈকাগ্রভাবে অবস্থান করে। মন সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক তাহাকে সমাহিত চিত্ত হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিবে। এই প্রকার চিত্ত অসমাহিত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লয় ও বিক্ষেপের ন্যায় কষায়েরও প্রতিকার করিবে। 'সম' এই শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই সূচিত হইতেছে; কেননা, স্মৃতি (গীতা ১৩২৭) বলিতেছেন:—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।"

অর্থাৎ সর্ব্বভূতে অবস্থিত সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা অপরিণামী পুরুষকে ইত্যাদি।

লয়, বিক্ষেপ ও কষায় এই তিনটি বর্জ্জন করিতে পারিলে, মন অবশিষ্ট—সম বা ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। মন সেইরূপ সমপ্রাপ্ত হইলে, তাহার সেই অবস্থাকে ভ্রমবশতঃ কষায় বা লয় বলিয়া মনে করিয়া, তাহাকে বিচলিত করিতে নাই। সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা সুষুপ্তিপ্রাপ্তি ও কষায়প্রাপ্তি এই দুইটি অবস্থাকে পৃথক্ করিয়া, সেই সমপ্রাপ্তিরূপ অবস্থাতে মনকে দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থাপন করিবে। সেই অবস্থায় মন স্থাপিত হইলে, ব্রহ্মের স্বরূপভূত পরমানন্দ সম্যগ্‌রূপে আবির্ভূত হয়। তাহা গীতায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।" (৬।২১)

সেই যে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের অতীত বুদ্ধিগ্রাহ্য অনন্তসুখ।

শ্রুতিও বলিতেছেন :—

"সমাধিনির্ধৌতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎসুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"
(মৈত্রায়ণ্যুপ, ৪।৯)

সমাধির দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া আত্মাতে স্থাপিত হইলে যে সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। তখন মন নিজেই তাহা বুঝিতে পারে।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, সমাধিতে যে ব্রহ্মানন্দের আবির্ভাব হয়, তাহা বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়—এ কথা উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যে ও শ্রুতিবাক্যে কথিত হইয়াছে। কিন্তু গৌড়পাদাচার্য্য বলিতেছেন—'নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র' সে সময়ে যে সুখের আবির্ভাব হয়, তাহা আস্বাদন করিবে না—এইরূপে বুদ্ধির দ্বারা সেই সুখের অনুভব করা তিনি নিষেধ করিতেছেন।

(সমাধান)। ইহা দোষ নহে। সেই স্থানে বুদ্ধির দ্বারা যে নিরোধসুখের অনুভূতি হয়, তিনি তাহার নিষেধ করিতেছেন না; কিন্তু সেই সুখের স্মরণ পূর্ব্বক অনুভব, যাহা ব্যুত্থানরূপ বলিয়া সমাধির বিরোধী, তিনি তাহারই নিষেধ করিতেছেন। যেমন গ্রীষ্মকালের দিনে মধ্যাহ্নে জাহ্নবী-জলপ্রবাহে অবগাহন করিতে করিতে যে শীতলতাসুখ অনুভব করা যায়, তাহা তখন প্রকাশ করা যায় না; পরে জল হইতে উঠিলে তাহার বর্ণনা করা হয়; অথবা যেমন সুষুপ্তিকালে অতি সূক্ষ্ম অবিদ্যাবৃত্তির দ্বারা (আত্মার) স্বরূপভূত সুখ অনুভূত হইলেও তৎকালে তাহা বুদ্ধিবৃত্তির সবিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা (অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য ও

ভোগ এই ত্রিপুটী রক্ষা করিয়া) তাহা উপলব্ধি করা যায় না ; কিন্তু জাগ্রদবস্থায় আসিলে, তাহা স্মরণ করিয়া, সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় ; সেইরূপ সমাধিকালে বৃত্তিহীন, অথবা কেবলমাত্র সংস্কাররূপে পর্য্যবসন্ন বলিয়া সূক্ষ্মতাপন্ন, চিত্তের দ্বারা যে সুখের অনুভব হয়, তাহাই বুঝান পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি ও শ্রুতি-বাক্যের উদ্দেশ্য। এ স্থলে 'আস্বাদন' শব্দের অর্থ—'আমি বিশাল সমাধিসুখ অনুভব করিয়াছিলাম'—ব্যুত্থানকালে এইরূপ সবিকল্পক, স্মরণ-পূর্ব্বক অনুভব। গৌড়পাদাচার্য্য তাহারই নিষেধ করিতেছেন। আচার্য্যপাদ আপনার সেই অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য 'নিঃসঙ্গ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ' এইরূপ বলিয়াছেন। প্রকৃষ্ট সবিকল্পক জ্ঞানের নাম প্রজ্ঞা ; তাহার সহিত অর্থাৎ তাহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে। অথবা 'প্রজ্ঞা' শব্দে পূর্ব্বোক্ত 'ধৃতিগৃহীতা বুদ্ধি' বুঝিতে হইবে। সেই বুদ্ধিরূপ সাধনের দ্বারা সুখাস্বাদনে অথবা তাহার বর্ণনাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবে। সমাধিকালে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন চিত্ত যদি কখন সুখাস্বাদনের জন্য অথবা শীত, বায়ু, মশকাদির উপদ্রব বশতঃ বিচলিত হয়, তখন সেই বিচলিত চিত্ত যাহাতে পুনঃ পুনঃ নিশ্চল হয়, সেইরূপে পরমব্রহ্মের সহিত এক-ভাবাপন্ন করিতে হইবে। কেবলমাত্র নিরোধপ্রযত্নই তাহার সাধন। 'একভাবাপন্ন' এই শব্দের অর্থ 'যদা ন লীয়তে' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে। সেই শ্লোকে 'অনিঙ্গনমনাভাসম্' এই দুইটি শব্দের দ্বারা কষায় ও সুখাস্বাদনের নিষেধ করা হইতেছে। চিত্ত, লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও সুখাস্বাদ রহিত হইলে, নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মে অবস্থিত হয়। এই মর্ম্মেই কঠবল্লীতে (৬।১০, ৬।১১) পঠিত হইয়া থাকে :—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥"

যখন জ্ঞানসাধন (শ্রোত্রাদি) পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মনের সহিত অবস্থান করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্মুখ হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিও চেষ্টা করে না অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, যোগিগণ সেই অবস্থাকেই পরমাগতি বলিয়া থাকেন। *

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥"

সেই স্থিরতর ইন্দ্রিয়ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের আত্মাভিমুখীকরণকেই (যোগিগণ) যোগ বলিয়া মনে করেন। সেই যোগানুষ্ঠানকালে সাধক অনবধানতারহিত হইবেন। কারণ, যোগই প্রভব বা সিদ্ধি এবং অপায় বা বিনাশের কারণ, অর্থাৎ প্রমাদে অনিষ্ট আর অপ্রমাদে সিদ্ধি হইয়া থাকে। †

---

* (শাঙ্কর ভাষ্য)।—মনকে সংযত করিবার উপায়—সেই বুদ্ধি—কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে? তাহার জন্য যোগ বর্ণনা করিতেছেন। জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকেও 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে। সেই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন রূপ-রসাদি নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, তাহারা যে মনের অনুগত, সেই সঙ্কল্পাদি-রহিত মনের সহিত আত্মাতে অবস্থান করে অর্থাৎ নিজ নিজ ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিমুখ হইয়া থাকে এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, তখন তাহাকে পরমাগতি বা উৎকৃষ্ট সাধন বলে।

† (শাঙ্কর ভাষ্য)—এই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে, বিয়োগস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির নিজ নিজ বিষয় ও ব্যাপার বর্জ্জনস্বরূপ হইলেও, যোগিগণ তাহাকেই যোগ বলিয়া মনে করেন। তাহার কারণ এই যে, সেই অবস্থায় যোগীর সকল প্রকার অনর্থের সহিত বিয়োগ ঘটে। এই অবস্থাতেই আত্মাতে আরোপিত অবিদ্যা, আত্মা হইতে তিরোহিত হওয়াতে আত্মা স্বরূপে অবস্থিত হয়। স্থির শব্দের অর্থ—চাঞ্চল্যরহিত। ইন্দ্রিয়ধারণা শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় ও মনের আত্মাভিমুখীকরণ।

যোগ অনাদরে পরিত্যক্ত হইলে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের উৎপত্তির কারণ হয়; অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাদের লয়ের হেতু হয়; এই হেতু পতঞ্জলি, যোগের স্বরূপলক্ষণ করিয়া, সূত্র করিতেছেন—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" (সমাধিপাদ, ২)

চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধকে যোগ বলে। *

বৃত্তিসমূহ অনন্ত বলিয়া তাহাদিগের নিরোধ অসম্ভব, এই আশঙ্কা নবারণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের ইয়ত্তা করিয়া, সূত্র করিতেছেন—

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ।" (সমাধিপাদ, ৫)

বৃত্তিসকল পাঁচ প্রকারের (কিন্তু পরমার্থসাধনের জন্য তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা) ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। † রাগদ্বেষাদি ক্লেশরূপ

---

* চিত্তের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে। ইহাই সূত্রের অর্থ। এই হেতু সম্প্রজ্ঞাত যোগে সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকিলেও অর্থাৎ নিরোধ না হইলেও তাহাকে যোগ বলে এবং যোগের উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি বা একাংশবৃত্তিতারূপ দোষ ঘটে না।

† মণিপ্রভা—এই পঞ্চম সূত্র সম্বন্ধে ভোজরাজকৃত বার্ত্তিকে এই বিশেষ কথা উক্ত হইয়াছে যে দ্বিতীয় সূত্রে যে "চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই পদের উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে 'নিরোধ' অর্থাৎ নিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সূত্রকার তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে "চিত্তের" ব্যাখ্যা করিলেন এইরূপে—যাহার নিরোধে মুক্তি ও ব্যুত্থানে বন্ধন তাহাকেই চিত্ত বলে। এক্ষণে এই পঞ্চম সূত্রের দ্বারা 'বৃত্তির' ব্যাখ্যা করিয়া, (অভ্যাসবৈরাগ্যা-ভ্যান্ ইত্যাদি) দ্বাদশ সূত্র হইতে প্রথম পাদের অবশিষ্ট অংশের দ্বারা নিরোধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পঞ্চতয্যঃ—পঞ্চন্ + অবয়বার্থে তয়প্, স্ত্রী ঈপ্ = পঞ্চতয়ী শব্দ ১মার বহুবচন। বৃত্তি শব্দে সাধারণতঃ সকল প্রকার বৃত্তিকে বুঝিতে হইবে। চৈত্র নামক, মৈত্র নামক ইত্যাদি নানা ব্যক্তির চিত্তভেদে, বৃত্তির প্রকারও বহু বলিয়া এই সূত্রে বৃত্তয়ঃ এই পদটি বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। অগ্রিম সূত্রে অর্থাৎ ষষ্ঠ সূত্রে যে প্রমাণ প্রভৃতি পাঁচটি ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই বৃত্তি নামক জাতির পাঁচটি অবয়ব। পাঁচ হইয়াছে

আসুর বৃত্তিসমূহকে ক্লিষ্টবৃত্তি বলে। রাগদ্বেষাদিরহিত দৈববৃত্তিসমূহকে অক্লিষ্টবৃত্তি বলে। যদ্যপি ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই উভয়প্রকার বৃত্তি (পশ্চাৎ-কথিত) পাঁচপ্রকার বৃত্তির অন্তর্ভূ'ত, তথাপি, পাছে কেহ ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে কেবল ক্লিষ্ট বৃত্তিদিগেরই নিরোধ করিতে হইবে, সেই ভ্রম নিবারণ করিবার নিমিত্ত, অক্লিষ্ট বৃত্তিসমূহ'ও তাহাদের সহিত কথিত হইয়াছে। বৃত্তিসমূহের নাম ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া স্পষ্টভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ছয়টি সূত্র বলিতেছেন :—

১। "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ।" (সমাধিপাদ, ৬)

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তি; এতদ্ভিন্ন অন্য বৃত্তি নাই। ইহাই এই সূত্রের উল্লেখের ফলরূপে জানা গেল।

অবয়ব যাহাদিগের তাহারা পঞ্চতয়ী। সেই পাঁচ প্রকারের বৃত্তির কোনগুলি হেয় ও কোনগুলি উপাদেয় ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুই শ্রেণীতে আর এক প্রকার বিভাগের উল্লেখ করিলেন। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি ক্লেশের হেতু বলিয়া তাহাদিগকে "ক্লিষ্ট" নামক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে; বন্ধনই এই সকল বৃত্তির ফল। প্রমাণ প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়, সকল জীবই সেই সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি প্রভৃতি বশতঃ কর্ম্ম করিয়া সুখ প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়। যে সকল বৃত্তি ক্লেশের বিনাশ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সেই হেতু 'অক্লিষ্টা' বলা হইয়া থাকে। তাহারাই মুক্তির প্রদান করিয়া থাকে। যে সকল অক্লিষ্টবৃত্তি, সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের ভিন্নতা অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করে তাহারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ক্লিষ্ট বৃত্তির স্রোতের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং তাহারা নিজেই যে সকল অক্লিষ্ট সংস্কার উৎপাদন করে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ সেই সকল সংস্কার বৃদ্ধি পাইলে ক্লিষ্ট সংস্কারের নিরোধ দ্বারা ক্লিষ্ট-বৃত্তিস্রোতকে নিরোধ করিয়া পরবৈরাগ্য বশতঃ তাহারা নিজেও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর চিত্ত, সংস্কারমাত্ররূপে পর্য্যবসিত হইয়া বিলীন হইলে মুক্তি হয়। ইহাই পঞ্চম সূত্রের ভাবার্থ।

২। "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।" (সমাধিপাদ, ৭)

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ)—এই তিনটিই প্রমাণ। *

৩। "বিপর্যায়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।" (সমাধিপাদ, ৮)

যে পদার্থের যাহা স্বরূপ, সেই পদার্থের জ্ঞান যদি সেই স্বরূপানুযায়ী না হয়, তবে সেই জ্ঞানকে বিপর্যায় বা মিথ্যাজ্ঞান বলে অর্থাৎ এক দ্রব্যকে অন্যরূপ বলিয়া জানা, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। তদ্রূপে

---

* (মণিপ্রভা)—প্রমাণ তিনটি বৈ নহে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ। এ স্থলে প্রমার করণকে প্রমাণ বলে ইহাই প্রমাণরূপ জাতির সাধারণ লক্ষণ। অজ্ঞাত পদার্থ বিষয়ক লৌকিক বোধ যাহা লোকের বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার নাম প্রমা। বৃত্তি তাহার করণ। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দ্বারা ঘটাদি বস্তুর সহিত চিত্তের সম্বন্ধ ঘটিলে, যে বৃত্তি, জাতি ও ব্যক্তিরূপ পদার্থের মধ্যে প্রধানতঃ ব্যক্তির বিশিষ্ট রূপ নির্দ্ধারণ করে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। তন্মধ্যে পদার্থাকারা বৃত্তিতে চিদাত্মার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাও বৃত্তিদ্বারা বিষয়রূপে আকারিত হইয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলরূপ হয়। এইরূপে কোনও অতীন্দ্রিয় পদার্থ সামান্যরূপে অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জ্ঞাত থাকিলে, সমাধি অর্থাৎ চিত্তসংযমের দ্বারা তাহাতে যদি কোনও বিশেষ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনুমান প্রমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞানের এবং আগম প্রমাণে সঙ্গতি জ্ঞানের অপেক্ষা আছে বলিয়া বহ্নিত্ব প্রভৃতি জাতিতে সেই সেই জ্ঞান হয় বলিয়া উক্ত দুই প্রমাণ জাতি বিষয়ক বটে। তন্মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে 'পক্ষে' অবস্থিত লিঙ্গের জ্ঞান হইতে, যে বৃত্তির দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদক জাতির নির্দ্ধারণ হয়, তাহাকে অনুমান বলে। কোনও আপ্ত ব্যক্তি নিজে কোন বিষয় দেখিয়া অথবা অনুমান করিয়া যে শব্দের দ্বারা উপদেশ করেন, সেই শব্দ হইতে শ্রোতার মনে সেই বস্তু বিষয়ক যে বৃত্তি হয়, তাহাকে আগম প্রমাণ বলে। পরম আপ্ত ঈশ্বর বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পরে বলা যাইবে।

অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপে যাহার প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি নাই, তাহাকে অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ বলে। *

৪। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" (সমাধিপাদ, ৯)

যে বৃত্তি কেবলমাত্র শব্দজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া তদনুসারে উৎপন্ন হয় কিন্তু যাহার অবলম্বনস্বরূপ কোন বস্তু নাই, তাহাকে বিকল্প বৃত্তি বলে। যেমন আকাশকুসুম, মনুষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি শব্দ শুনিবার পর 'অবশ্য আছে', এই প্রকার যে বস্তুশূন্য বৃত্তি জন্মে তাহাকে বিকল্প বলে। †

৫। "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তি নিদ্রা।" (সমাধিপাদ, ১০)

---

* (মণিপ্রভা)—যে যে বস্তুর যাহা যাহা প্রকৃত রূপ—জ্ঞান যদি সেই সেই রূপ-বিষয়ে প্রতিষ্ঠাশূন্য হয় অর্থাৎ কোনও বাধা থাকা হেতু সেই সেই প্রকৃত স্বরূপের বিরোধী হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে "অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ" জ্ঞান বলে। এইরূপ বিচারে 'বিকল্প' (পরবর্ত্তী সূত্র দেখুন) 'অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ' হইয়া পড়ে, সুতরাং লক্ষণে যাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ না ঘটে, এই হেতু মিথ্যাজ্ঞান এই শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। সেই মিথ্যাজ্ঞান শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝান যাইতেছে যে, সেই মিথ্যাজ্ঞান তদ্বিষয়ক বস্তুর ব্যবহার বিলোপ-কারিণী যে বাধা জন্মাইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু বিকল্পে সেইরূপ বাধা নাই। সেই হেতু কোন কোন পণ্ডিতের সেই বিষয়ে বাধা-বুদ্ধি থাকিলেও পূর্ব্ববৎ ব্যবহারের লোপ হয় না। সংশয় (দ্বিকোটিক জ্ঞান হইলেও অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ বলিয়া) লক্ষ্যের মধ্যেই পরিগণিত হওয়াতে তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিল না। ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য। পাঁচ প্রকার ক্লেশ এই বিপর্য্যয়েরই ভেদ। ইহা পরে কথিত হইবে।

† (মণিপ্রভা)—এই বিকল্পবৃত্তি বস্তুশূন্য বলিয়া ইহা প্রমাণ নহে অর্থাৎ কোন যথার্থ জ্ঞানের কারণ নহে। এই বিকল্পবৃত্তি, অন্য প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইলেও ইহা অবশ্য থাকিয়া যায় এবং ব্যবহারের হেতুস্বরূপ হয় বলিয়া, ইহাকে বিপর্য্যয় বলা যায় না। যেমন চৈতন্যই পুরুষ—এই উভয়ের কোনও ভেদ নাই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান থাকিলেও লোকে যেমন 'পুরুষের চৈতন্য' এইরূপ বলিয়া উভয়ের মধ্যে একটা মিথ্যা

যে তমোগুণ, আবরণরূপে উদিত হইলে বস্তুসমূহের অভাব প্রতীত হয়, সেই তমোগুণকে অভাবপ্রত্যয় বলে। যে বৃত্তি, সেই তমোগুণকে আপনার বিষয়ীভূত করে, তাহাকে নিদ্রা বলে। *

ত্বের কল্পনা করে, তাহাই বিকল্পের দৃষ্টান্ত; অথবা সংসারে ভাব পদার্থের অতিরিক্ত অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান থাকিলেও লোকে যেরূপ বলিয়া থাকে "পুরুষ সর্ব্বধর্ম্মাভাববান্" অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের অভাবকে একটি বস্তুস্বরূপ ধরিয়া, তাহার সহিত পুরুষের বিশেষণ বিশেষ্য ভাব কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাও বিকল্পের দৃষ্টান্ত। এইরূপ 'রাহুর মুণ্ড', (দিক্, কাল) প্রভৃতি আরও বিকল্পের দৃষ্টান্ত আছে।

* (মণিপ্রভা)—(জাগ্রৎ ও স্বপ্নের) অভাবের প্রত্যয় অর্থাৎ হেতু (যে তমোগুণ) তাহাই যে বৃত্তির অবলম্বন, সেই বৃত্তির নাম নিদ্রা। প্রত্যয়ঃ—প্রতি+অয়+অচ্: কার্য্যের প্রতি "অয়তে" অর্থাৎ গচ্ছতি, গমন করে বলিয়া প্রত্যয় শব্দে 'হেতু' বুঝায়। তমোগুণই জাগ্রদ্বৃত্তি ও স্বপ্নবৃত্তিসমূহের অভাবের কারণ। (সেই তমোগুণই অবলম্বন অর্থাৎ বিষয় যে বৃত্তির, সেই বৃত্তিকে নিদ্রা বলে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'বৃত্তি' এই পদের অনুবৃত্তি আনিতেছে বলিয়া, এই সূত্রে তাহার উচ্চারণ না করিলেও চলিত কিন্তু উচ্চারণ করিবার কারণ এই যে, কেহ কেহ বলেন যে নিদ্রা একটি বৃত্তি নহে, উহা জ্ঞানের অভাব মাত্র; সেই মত খণ্ডন করিবার নিমিত্তই এই সূত্রে 'বৃত্তি' শব্দের পুনরুচ্চারণ দেখা যায়। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে লোকে কখন কখন স্মরণ করে 'আমি সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম'। এই প্রকার স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে, যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ, সেই অনুভব বুদ্ধিসত্ত্বসম্মিলিত তমোগুণকে অবলম্বন করিয়া জন্মিয়াছিল। লোকে আবার যখন স্মরণ করে 'আমি দুঃখে ঘুমাইয়া ছিলাম' তখন সেই স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে, যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ, সেই অনুভব রজোগুণযুক্ত তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। আবার যখন লোকে স্মরণ করে, 'আমি মূঢ় হইয়া গাঢ়ভাবে ঘুমাইয়া ছিলাম, তখন সেই স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে, যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ, তাহা কেবল তমোগুণকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অনুভব বুদ্ধির ধর্ম্ম, তাহাকে নিদ্রা বলে। সেই বৃত্তি, একাগ্র বৃত্তির প্রায় অনুরূপ হইলেও তমোগুণজনিত বলিয়া যোগার্থিগণ অবশ্য তাহার নিরোধ করিবেন। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ।

৬। "অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ"। (সমাধিপাদ, ১১)

যে বিষয় অনুভব করা গিয়াছে, তাহার যে অসম্প্রমোষ অত্যাগ বা অনুভবজনিত অনুসন্ধান, তাহাকেই স্মৃতি বলে।*

এই পাঁচপ্রকার বৃত্তির নিরোধের উপায় সূত্রনিবদ্ধ করিতেছেন—

"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" (সমাধিপাদ, ১২)

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। যেমন তীব্রবেগশালী নদীপ্রবাহকে অগ্রে বাঁধনির্ম্মাণ দ্বারা নিবারণ করিয়া, পরে তাহা হইতে ছোট ছোট প্রণালী প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে অন্যান্য বক্র ক্ষুদ্রপ্রবাহরূপে পরিণত করা হয়, সেইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তনদীর

---

* (মণিপ্রভা)—ষষ্ঠ সূত্রে প্রমাণ বিপর্য্যয় প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৃত্তি দ্বারা যথার্থ জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল অনুভব হয়, সেই সকল অনুভব হইতেই স্মৃতি জন্মে বলিয়া তাহারাই স্মৃতির জনক বা পিতা। সংসারে পিতার ধন যেরূপ পুত্রের নিজস্ব হয়, সেইরূপ অনুভবের বিষয়ও স্মৃতির নিজস্ব হয়। স্মৃতি যদি পিতা-অনুভবের বিষয়ের অধিক বিষয় গ্রহণ করে, তবে তাহা পরস্বাপহরণ অর্থাৎ সম্প্রমোষ বা চুরি হয়। সেইরূপ অনুভবের বিষয় সম্বন্ধে যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ তদধিক বিষয়ের অগ্রহণ বা অনুভূত বিষয় মাত্রেরই গ্রহণ, তাহাকে স্মৃতি বলে। লোকের জ্ঞান যখন তাহার চিত্তবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখন তাহাকে অনুভব বলে। সেই অনুভব স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তাহাকে জানিবার জন্য লোকের অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সেই অনুভব সকল সংস্কার উৎপাদন করে, সেই সকল সংস্কারের দ্বারাই স্মৃতি অনুভবের বিষয় সকলকে আপনার বা নিজস্ব করিয়া লয়।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, কোন লোকে নিজ শরীরে (জাগ্রদবস্থায়) গজের সহিত সংযোগ অনুভব না করিলেও, স্বপ্নে কেন তাহা স্মরণ করে ?

(উত্তর)। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেন না সেই স্বপ্নের গজ বিপর্য্যয়ের বিষয় অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান।

বিষয়াভিমুখ প্রবাহকে নিবারণ করিয়া, সমাধির অভ্যাস দ্বারা প্রশান্ত প্রবাহরূপে পরিণত করা যায়। *

(শঙ্কা)—আচ্ছা, মন্ত্রজপ, দেবতাধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ বলিয়া, তাহাদিগের আবৃত্তি করিলেই তাহাদিগের অভ্যাস হইতে পারে; কিন্তু সমাধি যে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার নিবৃত্তি মাত্র, তাহার আবার অভ্যাস কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

(সমাধান)—এই শঙ্কা নিবারণ করিবার নিমিত্ত সূত্র করিতেছেন :—

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" (সমাধিপাদ, ১৩)

স্থিতি শব্দের অর্থ নিশ্চলতা বা নিরোধ। 'যত্ন' শব্দের অর্থ মানসিক উৎসাহ। চিত্ত স্বভাবতঃই বহির্মুখে প্রবাহিত হইয়া যায়, 'আমি তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে নিরোধ করিব'—এই প্রকার উৎসাহের আবৃত্তি করিলেই তাহাকে অভ্যাস বলে। †

---

* (মণিপ্রভা)—সকল প্রাণীরই চিত্তবৃত্তিরূপ নদী স্বভাবতঃই রূপরসাদি বিষয় ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সংসাররূপ সাগরের অভিমুখে ধাবিত হয়। যোগী রূপরসাদি বিষয়ে চিত্তবৃত্তির প্রবাহকে বৈরাগ্যের দ্বারা ভাঙ্গিয়া দেন এবং বুদ্ধি ও পুরুষের পার্থক্য বিচার অভ্যাস করিয়া সেই নদীর প্রবাহকে অন্তর্মুখ করিয়া দেন। সাধারণতঃ লয় প্রাপ্ত হওয়া (নিদ্রিত হওয়া) এবং বিক্ষিপ্ত হওয়া এই দুইটি চিত্তের স্বভাব। তন্মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়া স্বভাবটি বৈরাগ্যের দ্বারা বিনষ্ট হইলে, যদি সেই সঙ্গে অভ্যাস না থাকে তাহা হইলে নিদ্রাই আসিয়া থাকে। সেই হেতু লয় বা নিদ্রার নিবৃত্তির জন্য বিবেকাভ্যাস ও বিক্ষেপনিবৃত্তির জন্য বৈরাগ্যাভ্যাস এই দুই প্রকার নিরোধই এক সঙ্গে করিতে হইবে, ইহাই বুঝান হইতেছে।

† মণিপ্রভায় কিন্তু 'অভ্যাসের' অর্থ অন্যরূপ:—পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'অভ্যাস' ও 'বৈরাগ্যে'র মধ্যে অভ্যাস শব্দের অর্থ করিতেছেন। রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিশূন্য

(শঙ্কা)—আচ্ছা, এই অভ্যাসের আরম্ভ ত' এইমাত্র হইল, ইহা নিয়ে দৃঢ় হইয়া কি প্রকারে অনাদি কাল হইতে যে সকল ব্যুত্থান সংস্কার চলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে ?

(সমাধান)—এই শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত সূত্র করিতেছেন :—

"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" (সমাধিপাদ, ১৪)

সেই অভ্যাস কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর ও আদরপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে, দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ স্থির হয়। *

লোকে এক মূর্খের বচন উদাহরণস্বরূপ বলিয়া থাকে। বেদ ত' চারিটির অধিক নহে, কিন্তু আমাদের বালক সেই বেদ পড়িতে গিয়াছে আজ পাঁচ দিন অতীত হইল ; সে আজিও ত' ফিরিল না। কোন যোগী যদি মনে করেন যে আমি কয়েক দিনেই অথবা কয়েক মাসেই সিদ্ধি লাভ করিব, তাহা হইলে তিনিও সেই শ্রেণীভুক্ত হয়েন। সেই হেতু

চিত্তের একাগ্রতাকে স্থিতি বলে। সেই স্থিতি 'অভ্যাস' করিতে যম নিয়মাদি যে যে সাধন অবলম্বন করিতে হয়, সেই সেই সাধন সম্বন্ধে প্রযত্ন বা অনুষ্ঠানকে অভ্যাস বলে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, অনাদি কালের প্রবল রাজসিক ও তামসিক সংস্কার, অভ্যাসকে বাধা দিয়া কুণ্ঠিত করিয়া রাখিবে। সেই অভ্যাস কি প্রকারে স্থিতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে ? এই আশঙ্কা সমাধানহেতু সূত্র করিতেছেন :—স তু ইত্যাদি।

* সূত্রে "তু" (কিন্তু) শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে। সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য উপাসনা ও শ্রদ্ধারূপ আদরের সহিত অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হইলে দৃঢ়সংস্কারবিশিষ্ট হয়। তখন সেই অভ্যাস ব্যুত্থান কালের সংস্কারসমূহের দ্বারা পরাভূত হয় না কিন্তু টিকিয়া থাকিতে পারে। শ্রুতিতে (প্রশ্ন উপ, ১।১০) আছে "অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানমন্বিষ্য" আর অনাবৃত্তিসাধক উত্তর পথে (অর্চ্চিরাদি মার্গে) তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া। ইহাই সৎকার শব্দের অর্থ।

বহুবৎসরব্যাপী বা কয়েকজন্মব্যাপী দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগের সাধনার সোৎসাহাভ্যাস করিতে হইবে। এই নিমিত্ত স্মৃতি (গীতা ৬।৪৫) বলিতেছেন :—

"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।"

বহু জন্ম সংবর্দ্ধিত যোগের দ্বারা সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধি লাভ করিয়া, পরে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

সেই সোৎসাহ যোগাভ্যাস দীর্ঘকালব্যাপী হইলেও, যদি মধ্যে মধ্যে তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে, যে সকল যোগের সংস্কার উৎপন্ন হইবে তাহা অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিচ্ছেদকালীন ব্যুত্থানসংস্কার সমূহের দ্বারা অভিভূত হইবে এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার (শ্রীহর্ষ) যে সুসঙ্গত উদাহরণ দিয়াছেন :—"অগ্রে ধাবন্ পশ্চাল্লুপ্যমানো বিস্মরণশীলশ্রুতবৎ কিমালম্বেতেতি।" (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ১ম পরিচ্ছেদ, ১৪২ কণ্ডিকা।) *

---

* চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালার ২১ সংখ্যক গ্রন্থ "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের" ২০৫ পৃষ্ঠায়, উক্ত শ্রীহর্ষবিরচিত বাক্যটি এইরূপে সন্নিবেশিত আছে :—"অথ জায়মানং বস্তু যুগপদেব তে ভেদাঃ পরিরভন্তে, তদা কিম্ভেদবিশেষিতে কিম্ভেদব্যবস্থিতিরিতি বিনিগমক-বিশেষাভাবানন্যোন্যকলহং তেষাং কঃ সমাধাতুমিষ্টে। চরমচরমস্বীকার্য্যেণ চ ভেদেন প্রথম প্রথম স্বীকৃতভেদোপযোগসিদ্ধেরগ্রে ধাবন্ পশ্চাল্লুপ্যমানো বিস্মরণশীলশ্রুতবৎ স ভেদপ্রবাহঃ কিমালম্বেত।"

শ্রীহর্ষ নৈয়ায়িকদিগের অভিমত অন্যোন্যাভাবের খণ্ডনাবসরে ঘটাদিভিন্ন ধর্ম্মীতে বৈধর্ম্ম্য নামক ভেদের নিবেশ অসম্ভব, এই প্রসঙ্গে উক্ত বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। মুনিবর্য্য প্রসঙ্গান্তরে তাহা ব্যবহার করিতেছেন এবং "ভেদপ্রবাহের" স্থলে পাঠককে "যোগ সংস্কার-প্রবাহ" বুঝাইতেছেন। "ভেদ-প্রবাহের" ব্যাখ্যান এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হইল, কিন্তু উদাহরণটির তাৎপর্য্য এই :—একটি বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদ শুনিবামাত্র শ্রোতা যদি তাহা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সমগ্র বাক্যের

বিস্মরণশীল ব্যক্তির শ্রুত বিষয়ের ন্যায়, (যোগসংস্কার) অগ্রসর হইতে হইতে যদি পশ্চাতে বিলুপ্ত হইতে থাকে, তবে, যোগী কাহাকে অবলম্বন-স্বরূপ পাইবে ?—তাহাই ঘটিবে। সেই হেতু অবিচ্ছিন্ন ভাবে যোগসাধনা করিতে হইবে। 'সৎকার' শব্দের অর্থ আদর। অনাদরে যোগসাধনা করিলে বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঘটিবে (উপশম প্র, ৫৬।১৩):—

"অকর্ত্তৃকুর্ব্বদপ্যেতচ্চেতশ্চেৎ ক্ষীণবাসনম্।
দূরং গতমনা জন্তুঃ কথাসংশ্রবণে যথা॥"

যেমন দূরগতচিত্ত (অন্যমনস্ক) ব্যক্তি কথা শ্রবণ করিলেও (তাহাতে মন না থাকায়), সে সেই শ্রবণ-ক্রিয়ার কর্ত্তা হয় না, সেইরূপ ক্ষীণসংস্কার-চিত্ত, ক্রিয়ানিরত হইলেও, তাহা সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা হয় না অর্থাৎ বাহ্যতঃ কথাশ্রবণে নিরত, কিন্তু অন্তরে বিষয়ান্তরের চিন্তায় নিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায়, সেই মনকে অনবহিত বলিয়াই জানিবে। *

লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও সুখাস্বাদ এই চারিটিকে পরিত্যাগ না করাকেই অনাদর বলে। সেই হেতু আদরের সহিত যোগ সাধনা করিতে হইবে। 'দীর্ঘকাল ধরিয়া', 'নিরন্তর' ও 'আদরের সহিত'—

অর্থ ধারণা করা অসম্ভব ; কেননা, পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পদের অর্থের সহিত পর পরবর্ত্তী পদের অর্থের সম্বন্ধের উপর বাক্যার্থ নির্ভর করে। সেইরূপ যোগ সংস্কার সকল পড়িবার পর যদি এক একটি করিয়া বিলুপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংস্কার সকল পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার সকলকে অবলম্বনরূপে না পাওয়া হেতু, সকল সংস্কারই ব্যর্থ হয়। সেই হেতু সংস্কার সমূহের অবিচ্ছেদ রক্ষিত হইলেই সংস্কার সকল সার্থক হয়।

* চতুর্থাদি ভূমিকা প্রাপ্ত কোনও প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, ব্যবহারনিরত হইলেও, তিনি তত্তৎকার্য্যের অকর্ত্তা—এই প্রসঙ্গে বশিষ্ঠদেব উক্ত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। মুনিবর প্রসঙ্গান্তরে তাহা 'ন্যায়' রূপে ব্যবহার করিতেছেন।

এই তিন প্রকারে সমাধির সাধনা করিলে, তাহা 'দৃঢ়ভূমি' হয়, তাহার অর্থ এই যে বিষয়সুখবাসনা কিম্বা দুঃখবাসনা, সেই সমাধিকে বিচলিত করিতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহাই দেখাইয়াছেন :—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" (গীতা ৬।২২)

যাহা পাইলে, যোগী অপর লাভকে অধিক মনে করেন না এবং যে অবস্থায় থাকিয়া শীতোষ্ণাদি মহাদুঃখেও অভিভূত হন না।

অপর কোন লাভই যে সমাধিলাভ অপেক্ষা অধিকতর নহে তাহা বশিষ্ঠ কচবৃত্তান্ত বর্ণনকালে বুঝাইয়াছেন (স্থিতিপ্রকরণ ৫৮ সর্গ) :—

"কচঃ কদাচিদুত্থায় সমাধেঃ প্রীতমানসঃ।
একান্তে সমুবাচেদমেবং গদ্গদয়া গিরা॥" ৪ *

কোন সময়ে, কচ নির্জ্জনে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া প্রীত মনে আনন্দগদ্গদ বাক্যে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥" ৫

আমি কি-ই বা করিব, কোথায়ই বা যাইব? গ্রহণ করিবই বা কি আর ত্যাগ করিবই বা কি? মহাপ্রলয়কালীন জলরাশির ন্যায় আত্মা এই বিশ্ব ভরিয়া রহিয়াছেন।

"সবাহ্যাভ্যন্তরে দেহে হ্যধ ঊর্দ্ধং চ দিক্ষু চ।
ইত আত্মা ততশ্চাত্মা নাস্ত্যনাত্মময়ং জগৎ॥" ৭ †

---

* মূলের পাঠ কিন্তু এইরূপ—স তেন নির্ব্বিন্ন ইব সদাত্মস্থানুতে পদম্ অপশ্যন্ সমুবাচেদমেকো গদ্গদয়া গিরা।

† মূলের পাঠ 'জগৎ' স্থানে 'ক্বচিৎ'।

আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক এই উভয় বিভাগবিশিষ্ট দেহে উর্দ্ধে, অধোদেশে এবং সকল দিকেই এই আত্মা বিরাজমান বলিয়া সকলই আত্মময়, সংসারে অনাত্মময় কিছুই নাই।

"ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্ময়ি।
কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সর্ব্বং সংবিন্ময়ং ততম্॥" *

সংসারে এমন কিছুই নাই যাহাতে আমি নাই এবং এমন কিছুই নাই যাহা আমাতে নাই। আমি অন্য কোন্ বস্তু কামনা করিব? আমার (চতুর্দ্দিকে) বিস্তৃত সমস্ত বস্তুই আমার চেতনা দ্বারা নির্ম্মিত।

"স্ফারব্রহ্মামলাম্ভোধিফেনাঃ সর্ব্বে কুলাচলাঃ।
চিদাদিত্যমহাতেজো মৃগতৃষ্ণা জগচ্ছ্রিয়ঃ॥"

কুলপর্ব্বতসমূহ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপ বিমল সমুদ্রের ফেনস্বরূপ; জগদ্বিকাশ, সেই চিন্ময় সূর্য্যের তেজোরাশিতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ভাসমান হইতেছে।

সমাধিপ্রাপ্ত যোগী যে মহাদুঃখেও বিচলিত হন না, তাহা বশিষ্ঠদেব শিখিধ্বজের বৎসরত্রয়ব্যাপী সমাধির বর্ণনা কালে বুঝাইয়াছেন (নির্ব্বাণ প্র, পূর্ব্ব, ১০৩ সর্গ):—

"নির্বিকল্পসমাধিস্থং তত্রাপশ্যন্মহীপতিম্।
রাজানং তাবদেতস্মাদ্বোধয়ামি পরাৎ পদাৎ॥ †

---

* এই শ্লোকটি এবং পরবর্ত্তী শ্লোকটি (বঙ্গদেশীয়) বাশিষ্ঠ রামায়ণের কড গাথায় নাই। উপশম প্রকরণের ১৮৭ অধ্যায়ের ৬২ শ্লোক:—

"ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্মম।
ইতি নির্ণীয় ধীরাণাং বিগতাবরণৈব ধীঃ॥"

† এই শ্লোকটি মুনিবর্য্য ১০৩ সর্গের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ হইতে পদ সঙ্কলন করিয়া রচনা করিয়াছেন।

ইতি সংচিন্ত্য চূড়ালা সিংহনাদং চকার সা ;
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রভোরগ্রে বনেচরভয়প্রদম্ ॥" ১১

রাজ্ঞী চূড়ালা দেখিলেন মহারাজ শিখিধ্বজ সেই স্থানে নির্ব্বিকল্প-সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। 'আমি মহারাজকে এই পরম পদ হইতে ব্যুত্থাপিত করিব' এইরূপ চিন্তা করিয়া চূড়ালা মহারাজের সমক্ষে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিলেন। সেই নাদ বনচরদিগেরও ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল।

"ন চচাল তদা রাম যদা নাদেন তেন সঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ কৃতেনাপি তদা সা তং ব্যচালয়ৎ ॥ ১২
চালিতঃ পাতিতোঽপ্যেষ তদানো বুবুধে বুধঃ ॥" ১৩ (পূর্ব্বার্দ্ধ)*

হে রাম, রাজ্ঞী পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিলেও, রাজা যখন তাহাতে বিচলিত হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং তাঁহাকে হস্তদ্বারা বিচালিত করিলেন। বিচালিত হইয়া (ভূমিতে) নিপতিত হইলেও সেই জ্ঞানিপ্রবর তখনও প্রবুদ্ধ হইলেন না।

প্রহ্লাদ বৃত্তান্ত বর্ণনা কালেও বশিষ্ঠ এই কথাই বলিয়াছেন (উপশম প্র, ৩৭ সর্গ)—

"ইতি সংচিন্তয়ন্নেব প্রহ্লাদঃ পরবীরহা।
নির্বিকল্পপরানন্দসমাধিং সমুপাযযৌ ॥" ১

শক্রবীরনিষূদন প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিয়াই পরমানন্দময় নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইলেন।

---

* মূলের পাঠ—'তদা রাম' স্থলে 'শিলেরাজ্রৌ'; 'তদানো' স্থলে 'যদান', 'বুধঃ' স্থলে 'নৃপঃ'।

"নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থশ্চিত্রার্পিত ইবাবভৌ॥" ২ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
"পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি পীনাঙ্গোঽতিষ্ঠদেকদৃক্॥" ৫ (পূর্ব্বার্দ্ধ) *

নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিত্রলিখিত মূর্ত্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সমুন্নতদেহে, বাহ্যদৃষ্টিশূন্য হইয়া পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

"মহাত্মন্ সংপ্রবুধ্যস্বেত্যেবং বিষ্ণুরুদাহরন্।
পাঞ্চজন্যং প্রদধ্মৌ চ ধ্বনয়ন্ ককুভাং গণম্॥" (৩৯ সর্গ, ৭)

ভগবান্ বিষ্ণু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—মহাত্মন্! তুমি জাগরিত হও। তদনন্তর তিনি পঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন; সেই শব্দে দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত হইল।

"মহতা তেন শব্দেন বৈষ্ণবপ্রাণজন্মনা। ৮ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
বভূব সংপ্রবুদ্ধাত্মা দানবেশঃ শনৈঃ শনৈঃ॥" †

বিষ্ণুর শক্তি হইতে উৎপন্ন সেই প্রচণ্ড শব্দে দানবরাজ প্রহ্লাদ ধীরে ধীরে জাগরিত হইলেন।

বীতহব্য প্রভৃতিরও সমাধি এইরূপে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শিত হইতে পারে।

বৈরাগ্য দুই প্রকার যথা—অপর ও পর। অপর বৈরাগ্য আবার চারিপ্রকার, যথা :—যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয়, ও বশীকার। তন্মধ্যে চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ বশীকার বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লক্ষণ করিয়া

* মূলের পাঠ—'ইবাবভৌ' স্থলে 'ইবাচলঃ', 'পঞ্চ' স্থলে 'এবম্'; 'পীনাঙ্গঃ' স্থলে 'পীনাত্মা'।

† এই শ্লোকের শেষার্দ্ধ মুনিবর্য্য বিরচিত। বাশিষ্ঠরামায়ণসুলভ বিস্তর বাগাড়ম্বর ইহা দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে।

সূত্র রচনা করিবার কালে, প্রথমোক্ত তিন প্রকার বৈরাগ্য সেই সূত্রে অনুষঙ্গক্রমে বুঝাইয়াছেন, যথা :—

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।"

(সমাধিপাদ, ১৫)

দৃষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ ইহলোকের অদিব্য ভোগ্য বস্তুসমূহে এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে অর্থাৎ বেদোক্ত নন্দন-কাননাদি দিব্য ভোগ্য বস্তুসমূহে একান্ত স্পৃহাশূন্য হইয়া যোগীর যে স্থিতি হয়, তাহাকে বশীকার নামক বৈরাগ্য বলে।

গন্ধমালা, চন্দন, নারী, পুত্র. মিত্র, ক্ষেত্র, ধন প্রভৃতি দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক কাম্য বস্তু। বেদে যে স্বর্গ প্রভৃতি কাম্য বস্তু বর্ণিত আছে তাহারা আনুশ্রবিক। সেই উভয় প্রকার কাম্য বস্তুতে ভোগেচ্ছা থাকিলেও বিবেকের তারতম্যানুসারে বৈরাগ্যের যতমান প্রভৃতি তিনটি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এই সংসারে কোন্ বস্তুটি সার এবং কি-ই বা অসার, ইহা আমি গুরু এবং শাস্ত্রের সাহায্যে বুঝিব—এইরূপ উদ্যোগ 'যতমান' বৈরাগ্যের লক্ষণ (১) ; আমার চিত্তে পূর্ব্বে যে সকল দোষ বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে বিবেকাভ্যাস করিতে করিতে এই কয়েকটি পরিপাক লাভ করিয়াছে এবং এই কয়েকটি অবশিষ্ট আছে—এইরূপ বিচার 'ব্যতিরেক' বৈরাগ্যের লক্ষণ (২) ; দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক এই উভয় প্রকার বিষয়ে প্রবৃত্তি কেবল দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে—এইরূপ বুঝিয়া সেই প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে মন কেবল ঔৎসুক্যরূপে ভোগেচ্ছায় অবস্থিত থাকে, তাহাই 'একেন্দ্রিয়' বৈরাগ্যের লক্ষণ (৩) ; আর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ 'বশীকার' বৈরাগ্যের লক্ষণ (৪) ; * এই চারি প্রকারের অপর-

* স্থানান্তরে এই চারিটি সংজ্ঞার অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—'ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত না হউক'—এইরূপে বিষয় নিবৃত্তির চেষ্টার নাম যতমান। "এই সকল বিষয় হইতে আসক্তি গিয়াছে, এই সকল বিষয় হইতে আসক্তিকে প্রশমিত করা

বৈরাগ্য অষ্টাঙ্গ যোগের প্রবর্ত্তক বলিয়া, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু ইহারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন। তাহার অন্তরঙ্গ সাধন—পরবৈরাগ্য ; তাহা এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে :—

"তৎপরং পুরুষখ্যাতেগু´ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥" (সমাধিপাদ, ১৬)

পুরুষখ্যাতি হইতে ত্রিগুণের অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসে পটুতা লাভ করিলে, তদ্দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে পৃথক পুরুষের খ্যাতি বা সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। সেই সাক্ষাৎকারের ফলে সর্ব্বপ্রকার ত্রিগুণময় ব্যবহারের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য। * সেই পরবৈরাগ্যের তারতম্যানুসারে সমাধিলাভে (শীঘ্রতারও) তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ইহাই এই সূত্রে বলিতেছেন :—

বিধেয়"—অভ্যাসবলে কিছু ফললাভ করিয়া যখন এইরূপে কোন কোন বিষয় হইতে বৈরাগ্যকে ব্যতিরেক করিয়া বা পৃথক্ করিয়া অবধারণ করা যায়, তখন তাহাকে ব্যতিরেক বৈরাগ্য বলে। বিষয় হইতে বাহেন্দ্রিয় নিবৃত্ত হইলে, যখন আসক্তি কেবল চিত্তে (মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে) ঔৎসুক্যরূপে থাকে, তখন তাহাকে একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য বলা যায়। ইহলোকের যে সমস্ত ভোগ এবং মহান্ দিব্য ভোগ, তাহাতে যে সম্যক্ বৈতৃষ্ণ্য (তদ্বিষয়ে চিত্তের অসঙ্কার) তাহার নাম বশীকার বৈরাগ্য।

* (মণিপ্রভা) অপরবৈরাগ্য পরবৈরাগ্যের হেতু। যে সকল যোগাঙ্গ পরে পাতঞ্জলদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হইলেও বিষয়সমূহে দোষ দর্শন দ্বারা বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। অনন্তর গুরূপদেশ ও শাস্ত্রোপদেশ হইতে পুরুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যানের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের তমোরজোমল বিনষ্টপ্রায় হইলে, চিত্তে সত্ত্বগুণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই চিত্ত অতিশয় নির্ম্মল হয়। সেই প্রসন্নতা অতিশয় শুদ্ধ চিত্তের ধর্ম্ম। ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যান আরম্ভ হইবার পর হইতে উহার আরম্ভ হয়,

"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ (সমাধিলাভঃ)।" (সমাধিপাদ, ২১) *

যাঁহাদের বৈরাগ্য তীব্র, তাঁহাদের সমাধিলাভ অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। "সংবেগ" শব্দের অর্থ বৈরাগ্য। সেই বৈরাগ্যের তারতম্যানুসারে যোগী ও তিন প্রকারের হন, যথা—মৃদুসংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্র সংবেগ। 'আসন্ন' শব্দের দ্বারা অল্পকালেই সমাধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাই বুঝান হইতেছে। তীব্র সংবেগের তারতম্যানুসারে সমাধিলাভের যে তারতম্য হয়, তাহাই এই সূত্রে বর্ণনা করিতেছেন :—

"মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ।" (সমাধিপাদ, ২২)

তাহাতেও (অর্থাৎ তীব্র সংবেগ থাকিলেও) আবার সংবেগের

এবং উহা সেই ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যানেরই ফলস্বরূপ। গুণত্রয়ের প্রতি অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে এবং মোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে মুক্তির হেতুভূত সাক্ষাৎকার বলিয়া থাকেন। এই পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে যোগীর অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি সকল প্রকার ক্লেশ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সকল প্রকার কর্ম্মের সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয়। তিনি পূর্ব্বে বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতা জ্ঞান অভ্যাস করিলেও এখন তাহাতে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি মনে করেন আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সব করিয়াছি ; যাহা লাভ করিবার ছিল তাহা লাভ করিয়াছি, কিছুই বাকী নাই। যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবার পরেই চিত্তে কেবলমাত্র অসম্প্রজ্ঞাত সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে। আর যাহাকে অপরবৈরাগ্য বলে, তাহা তমোগুণরহিত অত্যল্প রজোগুণবিশিষ্ট চিত্তের ধর্ম্ম। এই বৈরাগ্যের ফলেই যোগিগণ প্রকৃতিতে লীন হইয়া বিবিধ প্রকার ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকেন। এই কথাই প্রকারান্তরে অন্যত্র বলা হইয়াছে, যথা :—"বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতি লয় ঘটে"।

* (মণিপ্রভা)—বৈরাগ্য যাঁহাদের তীব্র এবং উপায়ও অধিমাত্র শ্রেণীর, সেই যোগীদিগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অতি নিকটবর্ত্তী। তাহা হইতে তাঁহাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

মৃদুতা, মধ্যতা ও অধিমাত্রতা হেতু বিশেষ অর্থাৎ সমাধিলাভের কালভেদ হয়। *

তীব্রসংবেগ তিন প্রকার, মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্র তীব্র। তন্মধ্যে যেটি পরবর্ত্তী তাহা থাকিলে পূর্ব্বের অপেক্ষা অল্প বিলম্বে সিদ্ধিলাভ হয় বুঝিতে হইবে। জনক প্রহ্লাদ প্রভৃতি উত্তমোত্তম যোগিগণ অধিমাত্র তীব্র সম্বেগবিশিষ্ট, কেননা তাঁহারা মুহূর্ত্তমাত্র বিচার করিয়া দৃঢ় সমাধি লাভ করিয়াছিলেন; আর উদ্দালক প্রভৃতি অধমাধম যোগিগণ মৃদু সংবেগ-বিশিষ্ট, কেননা তাঁহারা দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া তবে সমাধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য যোগীকেও এইরূপে যথাযোগ্য শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। অতএব যে যোগীর তীব্র সম্বেগ অধিমাত্রশ্রেণীর, তিনি দৃঢ়ভূমি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিলে, তাঁহার চিত্ত আর ব্যুত্থিত হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। মনোনাশ সম্পাদন করিয়া বাসনাক্ষয়কে দৃঢ় করিলে জীবন্মুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থলে এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না যে, মনোনাশের দ্বারা যে মুক্তি লাভ করা যায় তাহা বিদেহমুক্তি, তাহা জীবন্মুক্তি নহে, কেননা নিম্নপ্রদত্ত প্রশ্ন ও উত্তরে সেই আশঙ্কার সমাধান আছে।

শ্রীরাম কহিলেন—

"বিবেকাভ্যুদয়াচ্চিত্তস্বরূপেঽন্তর্হিতে মুনে।
মৈত্র্যাদয়ো গুণাঃ কুত্র জায়ন্তে যোগিনাং বদ ॥"

(উপশম প্রকরণ ৯০।২)

---

* (মণিপ্রভা)—তীব্র সংবেগেরও আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র এই তিন প্রকার ভেদ আছে। যে সকল যোগীর তীব্র সংবেগ মৃদু প্রকারের, তাহাদের সমাধিলাভ নিকটবর্ত্তী হইলেও, যাহাদের তীব্র সংবেগ মধ্যম প্রকারের, তাহাদের সমাধিলাভ আরও নিকটবর্ত্তী এবং যাহাদের তীব্র সংবেগ অধিমাত্রশ্রেণীর, তাহাদের সমাধিলাভ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে।

হে মুনে, বিচারবলে যোগীদিগের চিত্তের স্বরূপ অন্তর্হিত হইয়া যাইলে মৈত্র্যাদি গুণসমূহ কোথায় জন্মে, তাহা বলুন। *

বশিষ্ঠ কহিলেন :—

> "দ্বিবিধশ্চিত্তনাশোঽস্তি সরূপোঽরূপ এব চ।
> জীবন্মুক্তৌ সরূপঃ স্যাদরূপোঽদেহমুক্তিগঃ॥" ৯০,৪

চিত্তনাশ দুই প্রকার—সরূপ এবং অরূপ। জীবন্মুক্তের সরূপ নামক চিত্তনাশ হয় এবং বিদেহমুক্তের অরূপ নামক চিত্তনাশ হয়। †

---

* মূলের পাঠ এইরূপ :—বিচারাভ্যুদয়াচ্চিত্তস্বরূপেঽন্তর্হিতে মুনেঃ। মৈত্র্যাদয়ো গুণা জাতা ইত্যুক্তং কিং ত্বয়া প্রভো॥ ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে বশিষ্ঠ বলিলেন—বিচার দ্বারা বীতহব্যের চিত্ত অস্তগতপ্রায় হইলে, (অর্থাৎ ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় অঙ্কুর শক্তিহীন হইলে কিন্তু প্রতিভাস রূপে বিদ্যমান থাকিলে,) তাহাতে মৈত্র্যাদি গুণ জন্মিয়াছিল। ইহা শুনিয়া শ্রীরাম উক্ত প্রশ্ন করিলেন এবং স্বয়ং (৩য় শ্লোকে) তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিলেন, যথা :—চিত্ত যদি ব্রহ্মে লয় পাইল, তবে কাহার এবং কোথায় বা মৈত্র্যাদি গুণের স্ফুরণ হয়? "কাহার" শব্দের অর্থ—বাধিত (অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) চিত্তের অথবা তাহার অধিষ্ঠান চৈতন্যের। 'কোথায়' শব্দের অর্থ—চিত্তের আভাসে (প্রতিবিম্বে) অথবা বিম্বরূপ চৈতন্যে। অভিপ্রায় এই যে মরীচিকা নদী, মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইলে তাহাতে, কিম্বা মরুভূমিতে, শৈত্য মাধুর্য্য পাবনত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ সম্ভবপর হয় না কিম্বা ঐ সকল গুণের প্রকাশকও কিছু পাওয়া যায় না।

† মূলের পাঠ—জীবন্মুক্তঃ সরূপঃ স্যাদরূপো দেহমুক্তিজঃ। স্ফটিক নির্ম্মিত দেওয়ালের উপর নিজের প্রতিবিম্ব পড়িলে, তাহাতে অন্য পুরুষের ভ্রম যেমন ভ্রমাভাস, অর্থাৎ তাহা অন্য পুরুষরূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও, যেমন উত্তমরূপে জানা থাকে যে সে পুরুষান্তর নহে, আমারই রূপ, সেইরূপ 'মন' বলিয়া একটা বস্তুর আপাততঃ অনুভব হইলেও, তাহাকে, অন্য বস্তু নহে, আত্মারই প্রতিভাস, বলিয়া দৃঢ়রূপে বুঝিলে, তাহাকে সরূপ মনোনাশ বলে। আর সে রূপেও মনের অনুভব না হইলে, তাহাকে অরূপ মনোনাশ বলে। রা, টী।

"প্রাকৃতং গুণসম্ভারং মমেতি বহু মন্যতে।" ৭ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
"সুখদুঃখাদ্যবষ্টব্ধং বিদ্যমানং মনো বিদুঃ॥"

দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির ধর্ম্মসমূহকে মন বিবিধপ্রকারে আমার বলিয়া মনে করে। সেই হেতু সুখদুঃখাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকাকেই পণ্ডিতগণ মনের বিদ্যমানতা বলিয়া বুঝেন। *

"চেতসঃ কথিতা সত্তা ময়া রঘুকুলোদ্বহ।
অস্য নাশমিদানীং ত্বং শৃণু প্রশ্নবিদাং বর॥" ১১

হে রঘুবংশধর! চিত্তের বিদ্যমানতা কাহাকে বলে তাহা তোমাকে বুঝাইলাম। † এক্ষণে, হে প্রশ্নকারিশ্রেষ্ঠ! চিত্তের নাশ কাহাকে বলে তাহা শ্রবণ কর।

"সুখদুঃখদশাধীরং সাম্যান্ন প্রোদ্ধরন্তি যম্।
নিঃশ্বাসা ইব শৈলেন্দ্রং তস্য চিত্তং মৃতং বিদুঃ॥" ১২

---

* মূলের পাঠ—"প্রাকৃতং" স্থলে "প্রাক্তনম্"। শেষের দুই চরণ নবম শ্লোক হইতে সঙ্কলিত। তাহা এইরূপ:—

"দুঃখমূলমবষ্টব্ধমস্মিন্নেব বিনিশ্চলম্।
বিদ্যমানং মনো বিদ্ধি দুঃখবৃক্ষবনাঙ্কুরম্॥"

রামায়ণ টীকাকার বলেন—আত্মসংসর্গাধ্যাস বশতঃই মন, দেহাদির ধর্ম্মকে আপনার বলিয়া মনে করে। বাধের অযোগ্য বস্তুর স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না, কিন্তু তাহার সম্বন্ধ অধ্যস্ত হয়। এই হেতু অনাত্মবিষয়ে—আত্মার সংসর্গাধ্যাস হয়, ইহাকে সম্বন্ধাধ্যাসও বলে। [পীতাম্বর পুরুষোত্তমকৃত (হিন্দী) বিচার চন্দ্রোদয়ে ১৫৯ পৃষ্ঠায় অধ্যাসবিভাগ সুন্দর বর্ণিত আছে।]

† বশিষ্ঠদেব যে শ্লোকে তাহা বুঝাইয়াছেন, মুনিবর্য্য তাহা কিন্তু উদ্ধৃত করেন নাই। তাহার ভাবার্থ এই:—'অজ্ঞানসম্ভূত বাসনাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত যে জন্মের কারণ, তাহাকেই বিদ্যমান মন বলিয়া জানিবে'। ৬

নিঃশ্বাস বায়ু যেরূপ হিমাচলকে সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুত করিতে পারে না, সেইরূপ সুখের ও দুঃখের অবস্থা, যে প্রশস্তবুদ্ধিশালী ব্যক্তিকে সাম্যাবস্থা (অর্থাৎ পূর্ণানন্দৈকরস স্বাত্মপ্রতিষ্ঠা) হইতে প্রচ্যুত করে না, পণ্ডিতগণ তাঁহারই চিত্তকে মৃত বলিয়া জানেন।

"আপৎ কার্পণ্যমুৎসাহো মদো মান্দ্যং মহোৎসবঃ।
যং নয়ন্তি ন বৈরূপ্যং তস্য নষ্টং মনো বিদুঃ॥" ১৪

বিপদ, দৈন্য, উৎসাহ, গর্ব্ব, জড়তা ও মহোৎসব যাঁহার মুখের বিরূপতা ঘটাইতে পারে না, পণ্ডিতগণ তাঁহার মনকে বিনষ্ট বলিয়া জানেন।

"চিত্তমাশাভিধানং হি যদা নশ্যতি রাঘব।
মৈত্র্যাদিভির্গুণৈর্যুক্তং তদা সত্ত্বমুদেত্যলম্॥" *

আশাই চিত্তের নামান্তর; হে রাঘব, যখন সেই আশা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন মৈত্র্যাদি গুণযুক্ত বুদ্ধিসত্ত্ব প্রবলভাবে উদিত হয়।

"ভূয়ো জন্মবিনির্মুক্তং জীবন্মুক্তস্য তন্মনঃ।" ১৮ (পূর্ব্বার্দ্ধ)
"সরূপোঽসৌ মনোনাশো জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে।" ২০ (শেষার্দ্ধ)

জীবন্মুক্তের সেইরূপ মনকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। সেইরূপ সরূপ মনোনাশ জীবন্মুক্তেরই হইয়া থাকে। †

"অরূপস্তু মনোনাশো যো ময়োক্তো রঘূদ্বহ।
বিদেহমুক্তাবেবাসৌ বিদ্যতে নিষ্কলাত্মকঃ॥" ২৩

হে রঘুবংশধর! আমি যে অরূপ নামক মনোনাশের কথা বলিয়াছি,

* এই শ্লোকটি বঙ্গদেশীয় বাশিষ্ঠ রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার পদগুলি ১৬ শ্লোকের শেষ চরণদ্বয়ে, ১৭ শ্লোকের ২য় চরণে এবং ১৮ শ্লোকের ১ম চরণে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ মুনিবর্য্য সেই সেই স্থান হইতে পদ সঙ্কলন করিয়া উহা রচনা করিয়া থাকিবেন।

† রা, টী:—তাহাকে সরূপ বা সাকার বলিবার কারণ এই যে তাহাতে মন প্রতিভান রূপে অনুভূত হয়।

তাহা বিদেহমুক্তিতেই ঘটিয়া থাকে। তাহাতে চিত্তের লেশমাত্র থাকে না।

"সমগ্রাগ্র্যগুণাধারমপি সত্ত্বং প্রলীয়তে।
বিদেহমুক্তাবমলে পদে পরমপাবনে॥" ২৪

বিদেহমুক্তি নামক নির্ম্মল পরমপবিত্র পদে আরূঢ় হইলে, যোগীর প্রাতিভাসিক মন, উৎকৃষ্ট গুণসমূহের আধারভূত হইলেও, সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়।

"সংশান্তদুঃখমজড়াত্মকমেকরূপ-
মানন্দমন্থরমপেতরজস্তমো যৎ।
আকাশকোশতনবোঽতনবো মহান্ত-
স্তস্মিন্ পদে গলিতচিত্তলবা বসন্তি।"

বিদেহমুক্ত মহাত্মগণ (যেন) ব্যোমমণ্ডলকেই শরীররূপে প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের প্রাতিভাসিক চিত্ত পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া যায়; তখন তাঁহারা যে পদে অবস্থান করেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ চিরশান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জড়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহা সর্ব্বদাই একরূপ, তাহা রজস্তমঃ সম্পর্কশূন্য এবং আনন্দের দুর্ভেদ দুর্গ। *

"জীবন্মুক্তা ন মুহ্যন্তি সুখদুঃখরসস্থিতৌ।
প্রাকৃতেনার্থকারেণ কিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তি বা ন বা॥ †

সুখভোগের অবস্থা কিম্বা দুঃখভোগের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া

---

* মূলের পাঠ "একরূপম্" স্থলে "এব সুপ্তম্"; রামায়ণ টীকাকার তাঁহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—অজড়স্বভাব হইয়াও জড়ের ন্যায় সুপ্ত অর্থাৎ উন্মেষাদি ক্রিয়ারহিত। 'বসন্তি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসিতে হয় না বলিয়া চিরস্থির হইয়া থাকেন।

† এই শ্লোকটি আনন্দাশ্রম সংগৃহীত পাঁচখানি প্রতিলিপিতে পাওয়া যায় না। ইহার অর্থও এস্থলে পুনরুক্তিদোষগ্রস্ত। বাশিষ্ঠ রামায়ণেও ইহা পাওয়া গেল না।

জীবন্মুক্তগণ মোহ প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা জনসাধারণোচিত প্রবৃত্তি বশতঃ কখন কিছু করেন, কখন বা কিছুই করেন না।

অতএব, সরূপ নামক মনোনাশ জীবন্মুক্তির সাধন বলিয়া সিদ্ধ হইল।

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যমুনিপ্রণীত জীবন্মুক্তিবিবেকে মনোনাশ নিরূপণ নামক তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

স্বরূপসিদ্ধি প্রয়োজন নামক

চতুর্থ প্রকরণ।

এই জীবন্মুক্তি কাহাকে বলে? জীবন্মুক্তি বিষয়ে প্রমাণই বা কি? এবং, কিরূপে জীবন্মুক্তিসিদ্ধি হইতে পারে? এই তিন প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বে দিয়াছি। এক্ষণে, জীবন্মুক্তিসিদ্ধির প্রয়োজন কি? এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

ইহার পাঁচটী প্রয়োজন, যথা:—(১) জ্ঞানরক্ষা, (২) তপস্যা, (৩) বিসম্বাদাভাব বা বিরোধ পরিহার, (৪) দুঃখনাশ ও (৫) সুখাবির্ভাব।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, (প্রকৃষ্ট) প্রমাণ প্রয়োগে যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বাধা হইবার সম্ভাবনা কোথায় যে তাহাকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে,—(বলা হইতেছে)?

(সমাধান)। বলিতেছি। চিত্তের বিশ্রান্তি-লাভ না হইলে, সংশয় ও বিপর্য্যয়ের (বিপরীত জ্ঞানের) সম্ভাবনা আছে। দেখ, রামচন্দ্রের তত্ত্বজ্ঞান হইলেও, চিত্তের বিশ্রান্তিলাভের পূর্ব্বে তাঁহার যে সংশয় ছিল বিশ্বামিত্র তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন:—

"ন রাঘব তবাস্ত্যন্যজ্‌ জ্ঞেয়ং জ্ঞানবতাং বর।
স্বয়ৈব সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা সর্ব্বং বিজ্ঞাতবানসি॥"

(মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ ১।২)

হে জ্ঞানিপ্রবর রাঘব, তোমার আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট নাই। তুমি স্বীয় সূক্ষ্ম-বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত বিজ্ঞাত হইয়াছ। *

"ভগবদ্ব্যাসপুত্রস্য শুকস্যেব মতিস্তব।
বিশ্রান্তিমাত্রমেবান্তর্জ্ঞাতজ্ঞেয়াপ্যপেক্ষতে॥" (ঐ ১।৪)

ভগবান্ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের ন্যায় তোমারও বুদ্ধি জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইলেও, (অন্তরে) কেবল বিশ্রাম-লাভের অপেক্ষা করিতেছে।

শুকদেব প্রথমে নিজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরে তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও তাঁহাকে সেইরূপই উপদেশ করিলেন। তাহাতে সন্দেহ গেল না বলিয়া তিনি জনকের নিকট গমন করিলেন। জনকও তাহাকে সেইরূপই উপদেশ করাতে, শুকদেব তাহাকে এইরূপ বলিলেন (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, প্রথম সর্গ) :—

শ্রীশুকঃ। "স্বয়মেব ময়া পূর্ব্বমেতজ্ জ্ঞাতং বিবেকতঃ।
এতদেব চ পৃষ্টেন পিত্রা মে সমুদাহৃতম্॥" (১।৩১)

শ্রীশুক বলিলেন, আমি পূর্ব্বে বিবেক বশে নিজেই এই তত্ত্ব অবগত হই। জিজ্ঞাসা করায়, পিতাও যুক্তি উদাহরণ প্রভৃতি দ্বারা এইরূপই বলিয়াছেন।

"ভবতাপ্যেষ এবার্থঃ কথিতো বাগ্মিদাং বর।
এষ এব চ বাক্যার্থঃ শাস্ত্রেষু পরিদৃশ্যতে॥" (১।৩২)

হে বাগ্মিপ্রবর, আপনিও এইরূপ বলিলেন। (সূত্রভাষ্যাদি) শাস্ত্রেও মহাবাক্যের অর্থ এইরূপই দেখা যায় যে :—

---

* (রা, টী) 'সমস্ত'—ত্যাজ্যগ্রাহ্যরহস্য। 'সূক্ষ্ম বুদ্ধি'—সারাসারবিবেচনসমর্থ বুদ্ধি।

"যথায়ং স্ববিকল্পোত্থঃ স্ববিকল্পপরিক্ষয়াৎ।
ক্ষীয়তে দগ্ধসংসারো নিঃসার ইতি নিশ্চয়ঃ॥" (১।৩৩)

এই অসার দগ্ধ সংসার অজ্ঞানোপহিত আত্মাতে, অন্তঃকরণের কল্পনা-বশে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই কল্পনার ক্ষয়ে ইহারও অবসান হয়, ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত।*

"তৎ কিমেতন্মহাবাহো সত্যং ব্রূহি মমাচলম্।
ত্বত্তো বিশ্রান্তিমাপ্নোমি চেতসা ভ্রমতা জগৎ॥" (১।৩৪)

হে মহাবাহো, এই যে তত্ত্ব (যাহা আমি বিচার দ্বারা পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়াছি) তাহা কি সত্য? তাহা হইলে, যাহাতে ইহা আমার হৃদয়ে অসন্দিগ্ধভাবে অবস্থান করে, তাহা বলুন। (অবিশ্বাস-বশতঃ) আমার চিত্ত নানা বিষয়ে ঘুরিতেছে এবং আমাকেও ঘুরাইতেছে। আমি আপনার বচনে বিশ্বাস করিয়া, তাহাতেই স্থৈর্য্যলাভ করিব।

---

* অজ্ঞানোপহিত আত্মায় কি প্রকারে সংসার বিরচিত হয় এবং কি প্রকারে তাহার ক্ষয় হয়, রামায়ণ টীকাকার তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন:—বিবিধ প্রকার কল্পনা করে বলিয়া অন্তঃকরণের নাম বিকল্প। ইহা অনাদি জীবভাবের উপাধিস্বরূপ। ইহা অনন্ত কাম কর্ম্ম বাসনার বীজ দ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং প্রলয়কালে ইহা সমষ্টি সংস্কার লইয়া এবং সুষুপ্তিকালে ব্যষ্টি সংস্কার লইয়া অব্যাকৃতে লীন হয়। সেই অন্তঃকরণ হইতে প্রলয়ক্রমের বিপরীত ক্রমে, (এই সংসার) প্রথমে অপঞ্চীকৃত আকাশাদির উৎপত্তি দ্বারা সমষ্টি হিরণ্যগর্ভরূপে, তদনন্তর পঞ্চীকরণ দ্বারা বিরাট্‌রূপে, তদনন্তর অন্নাদির উৎপত্তি দ্বারা ব্যষ্টি স্থূলদেহরূপে এবং তন্মধ্যে ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহরূপে আবির্ভূত হইয়া মহানর্থরূপ ধারণ করে। সেই বিকল্প আবার, কেবলমাত্র সমুচিত কর্ম্মোপাসনানুষ্ঠান দ্বারা, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যষ্টিভাবরূপ পরিচ্ছেদবাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, সমষ্টি হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থান করে। কিন্তু শ্রবণ-মননাদির পরিপাকজনিত তত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্বারা বাসনার সহিত কার্য্য কারণরূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে মূলোচ্ছেদ বশতঃ অন্তঃকরণ সবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে সেই বিকল্প সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

জনকঃ। "নাতঃ পরতরঃ কশ্চিন্নিশ্চয়োঽস্ত্যাপরো মুনে।
স্বয়মেব ত্বয়া জ্ঞাতং গুরুতশ্চ পুনঃ শ্রুতম্॥" (১।৩৫)

জনক বলিলেন, হে মুনে, তুমি যাহা স্বয়ং বুঝিতে পারিয়াছ এবং গুরুমুখ হইতে পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়াছ, তদতিরিক্ত অন্য আর কিছুই নাই।

"অবিচ্ছিন্নশ্চিদাত্মৈকঃ পুমানস্তীহ নেতরৎ।
স্বসঙ্কল্পবশাদ্বদ্ধো নিঃসঙ্কল্পশ্চ মুচ্যতে॥" (১।৩৬)

সংসারে অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তিনি নিজের সঙ্কল্পের বশীভূত হইয়া বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নিঃসঙ্কল্প হইলেই মুক্ত হয়েন।

"তেন ত্বয়া স্ফুটং জ্ঞাতং জ্ঞেয়ং যস্য মহাত্মনঃ।
ভোগেভ্যো বিরতির্জ্জাতা দৃশ্যাৎ প্রাক্ সকলাদিহ॥" (১।৩৭)

সেই হেতু, যাহা জ্ঞাতব্য ছিল তাহা তুমি সুস্পষ্টরূপেই জানিয়াছ। এই নিশ্চয় লাভ করিয়া ভোগের পূর্ব্বেই তোমার সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে অনাসক্তি জন্মিয়াছে, তুমি মহাত্মা।

"প্রাপ্তং প্রাপ্তব্যমখিলং ভবতা পূর্ণচেতসা।
ন দৃশ্যে পতসি ব্রহ্মন্ মুক্তস্ত্বং ভ্রান্তিমুৎসৃজ॥" (১।৪১)

হে ব্রহ্মন্, তুমি যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছ। তোমার চিত্ত এক্ষণে পূর্ণ। তুমি আর দৃশ্য বস্তুতে নিমগ্ন নহ। সুতরাং তুমি মুক্ত হইয়াছ। আরও কিছু জানিবার আছে এইরূপ ভ্রম পরিত্যাগ কর। *

---

* (রা, টী)—দৃশ্য বস্তুতে—বাহ্য বিষয়ে, নিমগ্ন নহ—বাহ্য বস্তুকে, (আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া) দর্শন করাই সংসারে পতন। ভ্রম—আরও কিছু জানিবার আছে, এইরূপ ভ্রম, অথবা দৃশ্যদর্শনভ্রম।

"অনুশিষ্টঃ স ইত্যেবং জনকেন মহাত্মনা।
বিশশ্রাম শুকস্তূষ্ণীং স্বচ্ছে পরমবস্তুনি॥" (১।৪২)

মহাত্মা জনক এইরূপ উপদেশ করিলে, শুক মৌনাবলম্বন করিয়া নির্ম্মল পরমাত্মায় বিশ্রাম লাভ করিলেন।

"বীতশোকভয়ায়াসো নিরীহশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
জগাম শিখরং মেরোঃ সমাধ্যর্থমনিন্দিতম্॥" (১।৪৩)

তখন শুকদেব শোক, ভয় এবং আয়াস পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্ব প্রকার চেষ্টাপরিশূন্য ও নিঃসংশয় হইয়া সমাধির জন্য অনিন্দিত সুমেরু-শিখরে গমন করিলেন।*

"তত্র বর্ষসহস্রাণি নির্ব্বিকল্পসমাধিনা।
দশ স্থিত্বা শশামাসাবাত্মন্যস্নেহদীপবৎ।" (১।৪৪)

তথায় দশ সহস্র বৎসর নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে অবস্থান করিয়া তৈলহীন দীপের ন্যায় আত্মস্বরূপে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

সেই হেতু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পরেও যিনি তত্ত্বে (চিত্তের) বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন না, তাঁহার শুকদেব ও রামচন্দ্রের ন্যায় সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সংশয়ও অজ্ঞানের ন্যায় মোক্ষের প্রতিবন্ধক। সেই হেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (গীতা ৪।৪১):—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"

অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং সংশয়চিত্ত ব্যক্তি (স্বার্থ হইতে) ভ্রষ্ট হয়। সংশয়াত্মা মানবের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।

* রা, টী—অনিন্দিত—সাত্ত্বিক দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া বিক্ষেপের কারণশূন্য অর্থাৎ সমাধির অনুকূল।

অশ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় বা বিপরীত জ্ঞান। পরে তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইবে। অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান কেবলমাত্র মোক্ষেরই অন্তরায়, সংশয় কিন্তু ভোগ মোক্ষ উভয়েরই বিরোধী; কেননা তাহা দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যখন সংসার-সুখের দিকে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তখন বুদ্ধি যদি মোক্ষের পথে যায়, তাহা হইলে তাহা, সংসার-সুখের প্রবৃত্তিকে বাধা দিয়া থাকে। আবার যখন মোক্ষের পথে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তখন সংসার-বুদ্ধি হইলে তাহা মোক্ষের প্রবৃত্তিকে বাধা দিয়া থাকে। সেই হেতু সংশয়াত্মা মানবের কিছুমাত্র সুখ নাই বলিয়া, যিনি মোক্ষকামী হইবেন তিনি সর্ব্বপ্রকারে সংশয়ের বিনাশ সাধন করিবেন। এই হেতু শ্রুতি বলিতেছেন :—"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" (মুণ্ডক উ, ২।২।৮)—পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে সকল সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

নিদাঘ বিপরীত জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। ঋভু * নিদাঘের প্রতি অত্যন্ত সদয় হইয়া, তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যাহা বুঝাইলেন, নিদাঘ তাহা বুঝিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া, কর্ম্মই পরম-পুরুষার্থ লাভের উপায় —এই বিপরীত জ্ঞান পরিত্যাগ না করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত রহিলেন। তদনন্তর, শিষ্য পরম-পুরুষার্থ লাভে যেন বঞ্চিত না হয়, এই আশায় গুরু, কৃপাপরবশ হইয়া, আবার আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন। তখনও তিনি সেই বিপরীত জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তৃতীয় বার বুঝাইবার পর, তিনি বিপরীত জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া

* বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে পঞ্চদশ ও ষোড়শাধ্যায়ে এই বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে।

বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছিলেন। অসম্ভাবনারূপ সংশয় এবং বিপরীত ভাবনারূপ বিপর্য্যয় এই উভয়ের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞানের ফল প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই কথা পরাশর এইরূপে বলিয়াছেন (পরাশর উপপুরাণ, ১৪শ অধ্যায়) * :—

"মণিমন্ত্রৌষধৈর্বহ্নিঃ সুদীপ্তোঽপি যথেন্ধনম্
প্রদগ্ধুং নৈব শক্তঃ স্যাৎ প্রতিবদ্ধস্তথৈব চ।
জ্ঞানাগ্নিরপি সঞ্জাতঃ প্রদীপ্তঃ সুদৃঢ়োঽপি চ
প্রদগ্ধুং নৈব শক্তঃ স্যাৎ প্রতিবদ্ধস্তু কল্মষম্॥" ৪

অগ্নি সুদীপ্ত হইলেও যদি মণি, মন্ত্র এবং ঔষধ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা কাষ্ঠকে দহন করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হইয়া প্রবলভাবে দীপ্ত এবং সুদৃঢ় হইলেও, যদি তাহা প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহা পাপকে † দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

"ভাবনা বিপরীতা যা যা চাসম্ভাবনা শুক।
কুরুতে প্রতিবন্ধং সা তত্ত্বজ্ঞানস্য নাপরম্॥" ৫

হে শুক, যাহাকে অসম্ভাবনা বলে এবং যাহাকে বিপরীত ভাবনা

---

* এই শ্লোকদ্বয়, পরাশরপুরাণ নামক উপপুরাণের চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত। এই উপপুরাণ (অদ্যাপি অমুদ্রিতাবস্থায়) কাশী সরস্বতীভবনে সংগৃহীত রহিয়াছে। উক্ত চতুর্দ্দশাধ্যায়ে পরাশর "প্রসিদ্ধ" ও "গুপ্ত" পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছেন এবং প্রতিবন্ধবিবর্জ্জিত জ্ঞানকেই পাপসংঘাতের দাবানলরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। তথাকার পাঠ "স্তথৈব চ" স্থানে "তু কল্মষম্" এবং "কল্মষম্" স্থানে "কারণম্"। অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রতিরোধ অদ্যাপি কাশী জঙ্গমবাড়ীতে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

† অচ্যুতরায় বলেন এই 'পাপ' শব্দের অর্থ অবিদ্যাদি দ্বৈত।

বলে, তাহারাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধ ঘটাইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়।

চিত্ত বিশ্রান্তিলাভ করিতে না পারিলে, সংশয় ও বিপর্য্যয় আসিয়া তত্ত্বজ্ঞানের ফলকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের বাধা ঘটাইতে পারে, এই হেতু সেই তত্ত্বজ্ঞানকে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু যাঁহার চিত্ত বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছে, তাঁহার মন বিনষ্ট হওয়াতে, যখন জগৎ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট প্রবিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সংশয় বিপর্য্যয়ের আর কথা কি ? যে ব্রহ্মবিদের নিকট জগৎ আর প্রতিভাত হয় না, তিনি প্রযত্ন না করিলেও পরমেশ্বর-প্রেরিত 'প্রাণবায়ু' তাঁহার দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই হেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ পাঠ করা যায় (৮।১২।৩):—

"নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়-মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ" ইতি।

ব্রহ্মবিৎ জন-সন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ করেন না। অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ রথাদি বহনে নিযুক্ত হয়, ঠিক সেইরূপই এই প্রাণ এই শরীরে নিযুক্ত আছে।

ব্রহ্মবিৎ, উপজন অর্থাৎ জনগণের সমীপে বর্ত্তমান * এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া অবস্থান করেন। পার্শ্বস্থ লোকেরাই তত্ত্ববিদের শরীরকে দেখিয়া থাকে। তিনি নিজে কিন্তু নির্ম্মনস্ক বলিয়া "আমার এই শরীর" এইরূপ স্মরণ করেন না। প্রয়োগ্য (অর্থাৎ রথ-শকটাদি বহনে প্রয়োগ

---

* শঙ্করাচার্য্য বলেন—স্ত্রী পুরুষের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, এই জন্য শরীরের নাম 'উপজন' অথবা আত্মরূপে—আত্মার সমীপস্থ রূপে—উৎপন্ন হয় বলিয়া এই শরীরের নাম 'উপজন'।

করিবার যোগ্য) শিক্ষিত অশ্ব, বলীবর্দ্দ ইত্যাদি যেরূপ সারথি কর্ত্তৃক মার্গের আচরণে অর্থাৎ পথে রথাদি বাহনে প্রেরিত হইয়া সারথির প্রযত্নের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই রথশকটাদি অগ্রবর্ত্তী গ্রামে লইয়া যায়, সেইরূপেই এই প্রাণ-বায়ু পরমেশ্বর দ্বারা এই শরীরে নিযুক্ত হইয়া, জীবের প্রযত্ন থাকুক বা না থাকুক, দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভাগবত স্মৃতিতেও আছে (১১।১৩।৩৬):—

"দেহং বিনশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতম্
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥" ইতি *

যে ব্যক্তি মদিরাপান করিয়া মত্ততায় অভিভূত হইয়াছে, সে যেমন কটিতটে পরিবেষ্টিত বস্ত্র রহিল কি গেল, তাহা দেখে না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি আপনার বিনশ্বর দেহ আসন অর্থাৎ অবস্থিতির স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, সেইস্থানেই রহিল, অথবা দৈববশে সেই স্থান হইতে দূরে গিয়া পড়িল, কিম্বা দৈববশে আবার সেই স্থানেই উপস্থিত হইল, তাহা দেখেন না। কেননা, তিনি আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছেন (অথবা দেহ কি বস্তু তাহা তিনি চিনিয়াছেন।)

বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

---

* ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পাঠ এইরূপ—দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা, সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্। দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো ইত্যাদি (২৮।৩৭)। চরমঃ—পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধপুরুষ, নিজের দেহকেই লক্ষ্য করেন না, নিজের সুখ দুঃখ যে দেখে না তাহার আবার কথা কি? "যতঃ"—যেহেতু (কেননা); অথবা যে দেহ হইতে অর্থাৎ যে দেহে অবস্থান করিয়া। (শ্রীধর)

"পার্শ্বস্থবোধিতাঃ সন্তঃ পূর্ব্বাচারক্রমাগতম্।
আচারমাচরন্ত্যেব সুপ্তবুদ্ধবদক্ষতাঃ॥" (উৎপত্তি প্র, ১১৮।১৭)

পার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তি সেই জীবন্মুক্তগণকে বহির্বৃত্তিক করিয়া দিলে তাহারা পূর্ব্বপূর্ব্বাশ্রমে যে সকল সদাচার পালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই নিদ্রায় জাগ্রৎ (স্বপ্ন সঞ্চারী) ব্যক্তির ন্যায় পালন করিয়া থাকেন, এবং (সেই ব্যক্তির ন্যায়) সেই সেই কর্ম্মের ফল দ্বারা অলিপ্ত হইয়া থাকেন। *

(শঙ্কা)। (ভাগবত স্মৃতির বাক্যে বলা হইল) সিদ্ধ ব্যক্তির নিজের দেহের দিকেও দৃষ্টি নাই অর্থাৎ তিনি কিছুই করেন না। আবার (বশিষ্ঠবাক্যে বলা হইল) তিনি আচার পালন করেন; এই দুই কথা ত' পরস্পর বিরুদ্ধ হইল।

---

* মূলের পাঠ—'পূর্ব্বাচার' স্থলে 'সর্ব্বাচার'; 'অক্ষতাঃ' স্থলে 'অক্ষতম্'। রা, টী:—পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে জীবন্মুক্তগণ কিছু করেন অথবা করেন না। এই হেতু আশঙ্কা উঠিতে পারে যে তাঁহারা ত' যথেচ্ছাচারপরায়ণ হইতে পারেন। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য উক্ত শ্লোক। সেই জীবন্মুক্তগণ যে যে আশ্রমনিষ্ঠ ছিলেন, সেই সেই আশ্রমের আচারানুসারে যে যে আচার পালন করিয়া আসিয়াছেন, সেই সেই সদাচারই পালন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, তাঁহারা কিছু করেন অথবা করেন না, তাহাতে বুঝিতে হইবে, যদি তাঁহারা কিছু করেন, তবে সদাচারই পালন করেন, ইহাই নিয়ম; ইহা বুঝাইবার জন্য 'এব' শব্দের প্রয়োগ। 'অক্ষতম্' পাঠ করিলে, তাহার অর্থ 'আসক্তি দ্বারা দুষিত হন না'। 'অক্ষতাঃ' পাঠ করিলে, তাহার অর্থ ফলাসক্তিরূপ ক্ষত বা কর্ম্মলেপ প্রাপ্ত হন না। তাহা হইলে ভাবার্থ এই যে, তাঁহাদের যথেচ্ছাপরায়ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কথিত আছে—"বিদিতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্ববিদাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে॥"

(সমাধান)। না, চিত্ত বিশ্রান্তির তারতম্যানুসারে উভয় বাক্যেরই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সেই তারতম্যকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন :—

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" *

(মুণ্ডক, উপ ৩।১।৪)

তিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন ; তিনি জ্ঞান ধ্যানাদি ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (পৃথিবীতে) এই চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় :—প্রথম—ব্রহ্মবিৎ, দ্বিতীয়—ব্রহ্মবিদ্বর, তৃতীয়—ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্, চতুর্থ—ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ। তাঁহারা সাত যোগভূমির মধ্যে, চতুর্থ যোগভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া, যথাক্রমে চারিটী ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে। বশিষ্ঠ সেই সকল ভূমি এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন (উৎপত্তি প্রকরণ, ১১৮ সর্গ) :—

---

* শাঙ্কর ভাষ্য।—অপিচ তিনি আত্মক্রীড়—আত্মাতে যাঁহার ক্রীড়া, পুত্রদারাদি অপর বস্তুতে নহে, তিনি আত্মক্রীড় ; সেইরূপ আত্মরতি—আত্মাতেই যাঁহার রতি, প্রীতি, তিনি আত্মরতি। ক্রীড়া হয় বাহিরের বস্তু দ্বারা ; রতিতে কিন্তু কোন বাহ্যসাধনের অপেক্ষা থাকে না, ইহা কেবল বাহ্য বিষয়ে প্রীতি মাত্র ; (ক্রীড়া ও রতির মধ্যে) এইমাত্র বিশেষ। সেইরূপ তিনি ক্রিয়াবান্—যাঁহার জ্ঞান, ধ্যান ও বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিদ্যমান আছে তিনি ক্রিয়াবান্। সমাসযুক্ত পাঠে অর্থাৎ 'আত্মরতিক্রিয়াবান্' এইরূপ সমাসযুক্ত একপদঘটিত পাঠ থাকিলে, (অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়, যে) যাঁহার একমাত্র আত্মরতি-স্বরূপ ক্রিয়া বিদ্যমান আছে ; অতএব, এ পক্ষে বহুব্রীহি সমাসে যে অর্থ বুঝায়, মতুপ্ প্রত্যয়েও সেই অর্থই বুঝায় ; এই কারণেই বহুব্রীহি সমাস স্থলে আর মতুপ্ প্রত্যয় (বৎ ও মৎ) করা চলে না। এখানে 'আত্মরতি-ক্রিয়াবান্' এইরূপ একপদ করিলে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয়, দুইই করিতে হয় ; সুতরাং একটি অর্থ অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

"জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছা স্যাৎ প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা ॥ ৫
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবিনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা ॥" ৬

প্রথমা জ্ঞানভূমির নাম শুভেচ্ছা, দ্বিতীয়ার নাম বিচারণা, তৃতীয়ার নাম তনুমানসা, চতুর্থীর নাম সত্ত্বাপত্তি, পঞ্চমীর নাম অসংসক্তি, ষষ্ঠীর নাম পদার্থাভাবিনী এবং সপ্তমীর নাম তুর্য্যগা।

"স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষেঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥" ৮ *

'আমি কেন মূঢ়ই হইয়া থাকি, আমি শাস্ত্রের ও সজ্জনের সাহায্যে বিচার করি'—বৈরাগ্য পূর্ব্বক এইরূপ ইচ্ছা হইলে, পণ্ডিতগণ তাহাকে শুভেচ্ছা বলিয়া থাকেন।

"শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্।
সদ্বিচারপ্রবৃত্তির্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥" ৯ †

* রা, টী :—শাস্ত্র—বেদান্তবাক্যবিচার। সজ্জন—গুরু। বৈরাগ্য শব্দ দ্বারা সাধনচতুষ্টয়ই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে তাৎপর্য্য এই যে :—নিষিদ্ধবর্জ্জন পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞদানাদির অনুষ্ঠান করিলে, সন্ন্যাসের সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ও ষট্‌সম্পত্তিযুক্ত অধিকারীর যে আত্মসাক্ষাৎকারের উৎকটেচ্ছা জন্মে এবং যদ্দ্বারা আমুক্তি শ্রবণমননাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে তাহাই শুভেচ্ছা নামক প্রথম ভূমিকা।

† মূলের পাঠ—'সদ্বিচার' স্থলে 'সদাচার'। তাহার অর্থ গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষার ভোজন ও শৌচাদি ধর্ম্মপালন সহিত শ্রবণ ও মনন মাত্র, কেননা চিত্তশুদ্ধির হেতু যে সদাচার তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

শাস্ত্র ও সজ্জনের সাহায্যে, বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্ব্বক যে সদ্বস্তুর বিচারে প্রবৃত্তি, তাহাকে বিচারণা বলে।

"বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্ততা।
যাত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমানসা॥" ১০ *

শুভেচ্ছা ও বিচারণা বশতঃ নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে অনাসক্তি জন্মে, তাহাকে তনুমানসা বলে।

"ভূমিকা ত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থবিরতের্বশাৎ।
সত্ত্বাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা॥" ১১ †

* মূলের পাঠ, "যাত্র সা তনুতাভাবাৎ"। আনন্দাশ্রমের উভয় সংস্করণের পাঠই কিন্তু "যত্র সা তনুতামেতি"। এই পাঠে 'সা' শব্দ দ্বারা কাহাকে বুঝিতে হইবে তাহা বুঝা যায় না, সুতরাং মূলের পাঠই গৃহীত হইল। রা, টী—'ভাবাৎ' শব্দের অর্থ নিদিধ্যাসন হেতু। ভাবার্থ এই—সাধনচতুষ্টয় ও ষট্‌সম্পত্তি লাভ করিবার পর, শ্রবণ ও মননের সহিত নিদিধ্যাসনের অভ্যাস হইতে শব্দাদি বিষয়ে মনের যে অসক্ততা অর্থাৎ অগ্রহণরূপ তনুতা বা সবিকল্পসমাধিরূপ সূক্ষ্মতা জন্মে, তাহাই তনুমানসা নামক তৃতীয় ভূমিকা। তনু অর্থাৎ সূক্ষ্মতম মানস যাহাতে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা তনুমানসা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (অন্নন্তপদ উপসর্জ্জন বলিয়া ঙীপ্ হইল না।) যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ধ্যান করিতে করিতে যখন শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের গ্রহণ হয় না, তখন ধ্যান, সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; তৎপূর্ব্বে তাহা 'ধ্যান' মাত্র। "শ্রোত্রাদি করণৈর্যাবচ্ছব্দাদিবিষয়গ্রহঃ। তাবদ্ধ্যানমিতি প্রোক্তং সমাধিঃ স্যাত্ততঃ পরম্॥"—রা, টী।

† রা, টী,—শব্দাদি বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে, সংস্কারের উচ্ছেদ বশতঃ চিত্তে যে আভ্যন্তরিক বিরতি জন্মে, তাহা স্থৈর্য্য লাভ করিলে, শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া ও তৎকার্য্যরূপ অবস্থাত্রয় হইতে শোধিত, সর্ব্বাধিষ্ঠান কেবল সৎস্বরূপ আত্মায়, জলে দুগ্ধের বিলয়ের ন্যায় ত্রিপুটীর বিলয় দ্বারা সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত যে স্থিতি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক সমাধি তাহাকে সত্ত্বাপত্তি বলে, কেননা সেই অবস্থায় মনকে পরমাত্মসত্ত্বাপ্রাপ্ত রূপেই পাওয়া যায়। এই অবস্থায় সাধকের নাম ব্রহ্মবিৎ।

ঐ ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাস বশতঃ চিত্তে বাহ্যবিষয়ের নিবৃত্তি হওয়ায়, (মায়া ও মায়ার কার্যসমূহ হইতে) পরিশোধিত (সর্ব্বাধিষ্ঠান) সন্মাত্রস্বরূপ আত্মায় যে অবস্থিতি, তাহাকে সত্ত্বাপত্তি বলে।

"দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলা তু যা।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারা প্রোক্তাঽসংসক্তিনামিকা॥" ১২ *

উক্ত দশাচতুষ্টয়ের অভ্যাসবশতঃ, চিত্তে যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর আকারের স্পর্শাভাব হয় এবং সেই সকল বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের সংস্কারসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং তাহার ফলে পরমানন্দময় নিত্য অপরোক্ষ পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ চমৎকারিতার অনুভব হয়, তখন সেইরূপ অবস্থার নাম অসংসক্তি।

"ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভৃশম্।
আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাসনাৎ॥ ১৩
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রযত্নেনাববোধনম্।
পদার্থাভাবিনী নাম ষষ্ঠী ভবতি ভূমিকা॥" ১৪ †

---

* রা. টী—যদ্যপি 'শাব্দ অপরোক্ষ' হইতে উত্তমাধিকারিগণের দ্বিতীয় ভূমিকাতেও সাক্ষাৎকার লাভ হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, তথাপি মন্দ ও মধ্যমাধিকারিগণের চতুর্থ ভূমিকার শেষে যে সাক্ষাৎকার জন্মে তাহা, পঞ্চম ভূমিকায় দ্বৈত সংস্কারের আত্যন্তিক উচ্ছেদপ্রযুক্ত অত্যুৎকর্ষ লাভ করে.বলিয়া, নিরূঢ়তর হওয়াই সম্ভব, এই হেতু 'চমৎকার' শব্দের পূর্ব্বে 'রূঢ়' এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কারণে চতুর্থ ভূমিকার শেষে কোন কোন স্থলে, পঞ্চম ভূমিকা লাভ হইলে, সাধককে 'ব্রহ্মবিদ্বর' বলা হইয়া থাকে। অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের সংসক্তি আদৌ থাকে না বলিয়া সেই অবস্থার নাম অসংসক্তি।

† মূলের পাঠ—'অভাসনাৎ' স্থলে 'অভাবনাৎ'; 'অববোধনম্' স্থলে 'অর্থভাসনাৎ'; চতুর্দ্দশের শেষ চরণদ্বয়—"পদার্থাভাবনা নাম্নী ষষ্ঠী সঞ্জায়তে গতিঃ"। রা. টী—পূর্ব্বোক্ত ভূমিকার পরিপাকোৎকর্ষ হেতু, শেষ দুই ভূমিকা জন্মে—ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে

পূর্ব্বোক্ত ভূমিকাপঞ্চকের অভ্যাস দ্বারা আত্মায় দৃঢ়রতি জন্মিলে বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন পদার্থেরই প্রতীতি হয় না; তখন অন্য ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিলে যোগী বাহ্যবৃত্তিক হন, তাঁহার সেই অবস্থার নাম পদার্থাভাবিনী ষষ্ঠভূমিকা।

"ভূমিষট্‌কচিরাভ্যাসাদ্ ভেদস্যানুপলম্ভনাৎ।
যৎস্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ॥" ১৫ *

পূর্ব্বোক্ত ছয়টি ভূমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিলে (যখন কোন ক্রমে অর্থাৎ পর-প্রযত্নেও) ভেদবুদ্ধির উপলব্ধি হয় না তখন যোগী কেবল স্ব স্বরূপেই অবস্থান করেন। তখন তাঁহার সেই অবস্থানকে তুর্য্যগাবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই স্থলে প্রথমোক্ত তিনটি ভূমিকা—'শুভেচ্ছা', 'বিচারণা' ও 'তনুমানসা' ব্রহ্মবিদ্যার সাধন মাত্র, তাহারা ব্রহ্ম-বিদ্যা নামক বিভাগের অন্তর্গত নহে। কেননা, পূর্ব্বোক্ত ভূমিকাত্রয়ে, ভেদকে সত্য বলিয়া ভ্রম, নিবারিত হয় না। এই হেতু এই তিনটী অবস্থার, 'জাগরণ' এই নামটী

বলিলেন 'ভূমিকা পঞ্চকের অভ্যাস' ইত্যাদি। এক্ষণে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে তাহা হইলে কিরূপে দেহ যাত্রা সিদ্ধি হয়? সেই হেতু বলিতেছেন—'তখন অন্য ব্যক্তি' ইত্যাদি। এই অবস্থার সাধকের নাম হয় 'ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্'।

* মূলের পাঠ—'অনুপলম্ভনাৎ' স্থলে "অনুপলম্ভতঃ"। এই শ্লোকে সপ্তমভূমিকা বর্ণিত হইয়াছে। তুর্য্য চতুর্থ অর্থাৎ জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত, "শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং" (মাণ্ডূক্য, উপ,) বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ অনুভব করিয়া সেইরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ব্রহ্মকে, সেই ব্রহ্মকে আত্মরূপে অখণ্ডিত ভাবে অনুভব করা যায় যে অবস্থায় তাহার নাম তুর্য্যগা। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধককে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বলে। 'ব্রহ্মবিৎ' প্রভৃতির মধ্যে 'ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ' চতুর্থ; তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় যে অবস্থা, তাহা তুর্য্যগা। (এইরূপ ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে।)

দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ, ১২৬ সর্গ) :—

"ভূমিকাত্রিতয়ং ত্বেতদ্রাম জাগ্রদিতি স্থিতম্।
যথাবদ্ভেদবুদ্ধ্যেদং জগজ্জাগ্রতি দৃশ্যতে ॥" ৫২

হে রাম, এই প্রথম তিনটী ভূমিকা জাগ্রৎ নামে প্রসিদ্ধ, (কেননা) এই তিন ভূমিকায়, যথাবথ ভেদজ্ঞান থাকা হেতু, এই সংসার, সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ জাগ্রৎকালিক সংসারের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তদনন্তর বেদান্তবাক্যের বিচারের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা নির্ব্বিকল্পভাবে সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে, সেই যে সত্ত্বাপত্তি নামক চতুর্থ ভূমিকা (লাভ করা যায়) তাহাই (পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের) ফলস্বরূপ। চতুর্থ ভূমিকায় যোগী, সমস্ত জগতের উপাদানভূত ব্রহ্মই বস্তুতঃ এক মাত্র সদ্বস্তু (তাভিন্ন আর কিছুই নাই), এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, যে নাম ও রূপ, ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া 'জগৎ' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে সেই নামরূপ একান্ত মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারেন। পূর্ব্ববর্ণিত জাগরণ নামক অবস্থার তুলনায় মুমুক্ষুর এই অবস্থাকে স্বপ্ন বলা হয়। তাহাই বলিতেছেন (নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ, ১২৬ সর্গ) :—

"অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে প্রশমমাগতে।
পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থীং ভূমিকামিতাঃ ॥" ৬০

অদ্বৈত ভাব স্থিরতা লাভ করিলে, দ্বৈত ভাব প্রবিলীন হইয়া গেলে চতুর্থভূমিকারূঢ় যোগিগণ সংসারকে স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়া থাকেন।

"বিচ্ছিন্নশরদভ্রাংশবিলয়ং প্রবিলীয়তে। ৬১
সত্তাবশেষ এবাস্তে পঞ্চমীং ভূমিকাং গতঃ।"

শরৎকালীন বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড যেরূপ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ

পঞ্চমভূমিকাপ্রাপ্ত যোগীর সত্তামাত্র অবশিষ্ট থাকে; তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় জগৎপ্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়।*

যে যোগী সেই চতুর্থ ভূমিকা লাভ করেন, তাঁহাকে 'ব্রহ্মবিদ্' বলা হয়। পঞ্চম্যাদি তিনটি ভূমিকা জীবন্মুক্তির অবান্তর ভেদ। নির্ব্বিকল্প সমাধির অভ্যাসের বলে চিত্তবিশ্রান্তির তারতম্যানুসারে এই সকল ভেদ ঘটিয়া থাকে। পঞ্চম ভূমিকায় অবস্থানকালে যোগী নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে নিজেই ব্যুত্থিত হইয়া থাকেন, তখন সেই যোগীকে ব্রহ্মবিদ্বর বলা হয়। ষষ্ঠভূমিকারূঢ় যোগীকে কোন পার্শ্বস্থ ব্যক্তি ব্যুত্থিত করিলে তবে তিনি ব্যুত্থিত বা বহির্বৃত্তিক হয়েন। তখন সেই যোগীকে ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ বলা হয়। এই ভূমিকাদ্বয় যথাক্রমে সুষুপ্তি ও গাঢ়সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়। তাহাই বলিতেছেন (নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্ব, ১২৬ সর্গ):—

"পঞ্চমীং ভূমিকামেত্য সুষুপ্তিপদনামিকাম্।
শান্তাশেষবিশেষাংশস্তিষ্ঠত্যদ্বৈতমাত্রকে ॥" ৬৩

---

* আনন্দাশ্রমের উভয় সংস্করণেই "পঞ্চমীং ভূমিকাং গতঃ" স্থলে "চতুর্থীং ভূমিকামিতঃ" এইরূপ পাঠ আছে। আনন্দাশ্রমের পণ্ডিতগণ মূল রামায়ণের সহিত পাঠ মিলাইবার আয়াস স্বীকার না করিলেও এস্থলে অনায়াসবোধ্য অতিদুষ্ট পাঠ পরিহার করিতে পারিতেন। আমরা মূলের পাঠ ধরিয়াই অনুবাদ করিলাম এবং উভয় পংক্তির মধ্যে যে এক অপ্রাসঙ্গিক শ্লোক "স্বস্বেতরং চ সন্মাত্রং যৎ প্রবোধাদুপাসতে। যোগিনঃ সর্ব্বভূতেষু সদ্রূপান্নৌমিতং হরিম্।" প্রবেশ করিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। শরৎকালীন বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের বিলয়ের পর যেমন কেবল আকাশ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ পঞ্চম ভূমিকাপ্রাপ্ত যোগীর শুদ্ধ চিন্মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। টীকাকার বলেন, "বিচ্ছিন্নশরদভ্রাংশবিলয়ম্" এস্থলে ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি।

সুষুপ্তি নামক পঞ্চমী ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে যোগীর সর্ব্বপ্রকার ভেদ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ায়, তিনি কেবল অদ্বৈত-ব্রহ্মে অবস্থান করেন।

"অন্তর্মুখতয়া নিত্যং বহির্বৃত্তিপরোঽপি সন্।
পরিশ্রান্ততয়া নিত্যং নিদ্রালুরিব লক্ষ্যতে ॥"

তিনি সর্ব্বদা অন্তর্মুখ থাকেন বলিয়া চিত্তকে বহির্বৃত্তিক করিলে ক্লান্তি অনুভব করিয়া থাকেন, সেইজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই নিদ্রালুর ন্যায় দেখায়।

"কুর্ব্বন্নভ্যাসমেতস্যাং ভূমিকায়াং বিবাসনঃ।
ষষ্ঠীং গাঢ়সুষুপ্ত্যাখ্যাং ক্রমাৎ পততি ভূমিকাম্ ॥" ৬৫ *

এই ভূমিকায় অভ্যাস করিতে করিতে, যোগী সর্ব্ববাসনা-পরিশূন্য হইয়া, ক্রমে গাঢ়সুষুপ্তি নাম্নী ষষ্ঠভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হন।

"যত্র নাসন্ন সদ্রূপো নাহং নাপ্যনহংকৃতিঃ।
কেবলং ক্ষীণমনন আস্তে দ্বৈতৈক্যনির্গতঃ ॥" ৬৬

সেই ষষ্ঠভূমিকায় উপস্থিত হইলে যোগী আপনাকে সদ্রূপও মনে করেন না, অসদ্রূপও মনে করেন না। তখন তাঁহার অহং-বুদ্ধিও থাকে না, অনহং-বুদ্ধিও থাকে না। তখন তাঁহার একতা বুদ্ধি বা দ্বৈতবুদ্ধি না থাকায় সর্ব্বসঙ্কল্পপরিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র অবস্থান করেন।

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি কেচন।
সমং ব্রহ্ম ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্ ॥" †

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

---

* মূলের পাঠ—"গাঢ়সুষুপ্ত্যাখ্যান্" স্থলে 'তুর্য্যাভিধানস্যাম্', 'পততি' স্থলে 'ক্রমতি'। রা, টী। বিবাসনঃ—তাঁহার আপনা হইতে ব্যুত্থিত হইবার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে।

† এই শ্লোকটি বাশিষ্ঠরামায়ণের অন্তর্গত নহে, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের। তবে বেদান্ত-সাহিত্যে সুপরিচিত।

কেহ কেহ বলেন ব্রহ্ম অদ্বৈত (অর্থাৎ ব্রহ্মই অদ্বিতীয় তত্ত্ব), কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মে দ্বৈতভাব আছে। তাঁহাদের কেহই জানেন না যে ব্রহ্ম সম অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিত। *

"অন্তঃ শূন্যো বহিঃ শূন্যঃ শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে॥" ৬৮ †

আকাশমধ্যে এক শূন্য কুম্ভ অবস্থিত হইলে যেমন তাহার ভিতরেও শূন্য, বাহিরেও শূন্য এবং সমুদ্রমধ্যে এক জলপূর্ণ কুম্ভ অবস্থিত হইলে যেমন তাহার বাহিরেও পূর্ণ, ভিতরেও পূর্ণ (যোগীরও সেইরূপ অবস্থা হয়)।

যোগীর চিত্ত, গাঢ় নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইলে, তাহা কেবল (চিত্তের) সংস্কার মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তখন তাহার মনোরাজ্য (প্রভৃত কাল্পনিক সৃষ্টি) করিবার কিম্বা কোন বাহ্য বস্তু উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য থাকে না। সেই হেতু আকাশমধ্যে অবস্থিত শূন্য কুম্ভ যেমন অন্তঃশূন্য ও বহিঃশূন্য, যোগীর চিত্তেরও সেইরূপ অবস্থা হয়। যোগীর চিত্ত, স্বয়ংপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ, একরস ব্রহ্মে নিমগ্ন হয় এবং বাহিরেও সর্ব্বত্রই তাঁহার ব্রহ্মদৃষ্টি হয়, সুতরাং সমুদ্রমধ্যে অবস্থাপিত জলপূর্ণ কুম্ভে যেমন ভিতরে পূর্ণতা এবং বাহিরেও পূর্ণতা, যোগীর চিত্তেরও সেইরূপ অবস্থা হয়। তুরীয়া নামক সপ্তম ভূমিকা লাভ করিলে, যোগী আপনা হইতে অথবা অপরের চেষ্টায় বহির্বৃত্তিক হয়েন না। এই প্রকার যোগীকে লক্ষ্য করিয়াই ভাগবতে (পূর্ব্বোক্ত) "দেহং বিনশ্বরমবস্থিতমুত্থিতঞ্চ" (১১।১৩।৩৬) ইত্যাদি বাক্য আরব্ধ হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতিপাদক যে সকল বাক্য আছে, তাহাদের তাৎপর্য্য এই

* এই শ্লোকটি বাশিষ্ঠ রামায়ণের অন্তর্গত নহে; কোনও লিপিকর কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে, ইহা কিন্তু বেদান্ত-সাহিত্যে সুপরিচিত।

† রা, টী—জড়জগৎস্বভাবহেতু অন্তরে ও বাহিরে শূন্য, অনাবৃতানন্দস্বভাবহেতু অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণ।

স্থানেই পর্য্যবসন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মুণ্ডকশ্রুতিবাক্য (৩।১।৪) উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে "ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ" শব্দে, এই প্রকার যোগীই লক্ষিত হইয়াছেন। অতএব সিদ্ধ, পার্শ্বস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইলে পূর্ব্বাচার ক্রমে আচার পালন করিয়া থাকেন, এই বশিষ্ঠবাক্য এবং তিনি নিজের দেহ পর্য্যন্তও দেখেন না এই ভাগবতবাক্য, এই উভয় (বাক্যই) (যথাক্রমে) ষষ্ঠ ও সপ্তম এই দুই ভূমিকায় প্রযোজ্য বলিয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই।

এই সকল কথার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চমাদিভূমিকাত্রয়রূপ জীবন্মুক্তের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কোন প্রকার দ্বৈতের ভান হয় না বলিয়া যোগীর সংশয় ও বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহার যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হয়। এইরূপ জ্ঞানরক্ষাই জীবন্মুক্তির, (পূর্ব্বোক্ত) প্রথম প্রয়োজন। তপোঽভ্যাস জীবন্মুক্তির দ্বিতীয় প্রয়োজন। যোগভূমিকা সকল লাভ করিতে পারিলে, তদ্দ্বারা দেবত্বাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া উক্ত যোগভূমিকা-সমূহকে তপস্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহারা যে তপস্যা, তাহা অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠদেবের উত্তর হইতে জানা যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন (গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়):—

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥" ৩৭

হে কৃষ্ণ, যে ব্যক্তি যোগাভ্যাস করিবার জন্য ইহলোক ও পরলোক-সাধক ধর্ম্ম-কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, (যোগে) শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে কিন্তু আয়ুর অল্পতা বশতঃ অথবা বৈরাগ্যের দুর্ব্বলতা বশতঃ সমুচিত প্রযত্ন করিতে পারে নাই এবং পরিশেষে মৃত্যুকালে যোগ

হইতে যাহার মানস বিচলিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যোগফল (জ্ঞান) না পাওয়ায়, কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইবে ?

"কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥" ৩৮

হে মহাবাহো, কর্ম্মমার্গ ও যোগমার্গ এই উভয় হইতে বিভ্রষ্ট এবং অবলম্বনশূন্য হইয়া ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া, সেই ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় কি নষ্ট হয় ?

"এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥" ৩৯

হে কৃষ্ণ, আমার এই সন্দেহ নিঃশেষরূপে ছেদন কর। তুমি ভিন্ন এই সন্দেহের নিবর্ত্তক আর কেহই নাই।

শ্রীভগবান্ বলিলেন :—

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥" ৪০

হে পার্থ, ইহলোকে তাহার বিনাশ (উভয়ভ্রংশ বশতঃ পাতিত্য) এবং পরলোকেও তাহার বিনাশ (নরকপ্রাপ্তি) হয় না ; যে হেতু, হে তাত, শুভকারী কোন ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥" ৪১

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মাদিগের লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর বাস করিয়া, পরে সদাচারসম্পন্ন ধনীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥" ৪২

অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ জন্ম জগতে অতি দুর্ল্লভ।

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥" ৪৩

হে কুরুনন্দন! তিনি সেই (দ্বিবিধ) জন্মেই পূর্ব্বদেহজাত, সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধির সংযোগ লাভ করেন; অনন্তর মোক্ষলাভে অধিকতর প্রযত্ন করিয়া থাকেন।

শ্রীরাম বলিলেন (নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্ব, ১২৬ সর্গ):—

"একামথ দ্বিতীয়াং বা তৃতীয়াং ভূমিকামুত।
আরূঢ়স্য মৃতস্যাথ কীদৃশী ভগবান্ গতিঃ॥" ৪৪ *

হে ভগবন্, যে ব্যক্তি প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহার কি প্রকার গতি হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ বলিলেন:—

"যোগভূমিকয়োৎক্রান্তজীবিতস্য শরীরিণঃ।
ভূমিকাংশানুসারেণ ক্ষীয়তে পূর্ব্বদুষ্কৃতম্॥" ৪৭

কোন ব্যক্তি যোগভূমিকায় আরোহণ করিবার পর, তাহার প্রাণ দেহান্তর গ্রহণের নিমিত্ত বিনির্গত হইলে, সে সেই ভূমিকায় যে পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তদনুসারেই তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে।

"ততঃ সুরবিমানেষু লোকপালপুরেষু চ।
মেরূপবনকুঞ্জেষু রমতে রমণীসখঃ॥" ৪৮

তদনন্তর সেই জীব দেবতাদিগের নগরে পুষ্পকাদি রথে আরোহণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে পবন-সেবিত কুঞ্জসমূহে রমণীদিগের সহিত বিহার করেন।

---

* রা, টী—আদ্য ভূমিকাত্রয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না বলিয়া এইরূপ প্রশ্ন।

"ততঃ সুকৃতসম্ভারে দুষ্কৃতে চ পুরাকৃতে।
ভোগক্ষয়পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভুবি ॥ ৪৯ *
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্ ॥" ৫০

তদনন্তর পূর্ব্বকৃত পুণ্যরাশি ও পাপসমূহ ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সেই যোগিগণ মর্ত্ত্যলোকে সদাচারসম্পন্ন গুণবান্ সাধুপ্রকৃতি ধনীদিগের সুরক্ষিত গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

"তত্র প্রাগ্‌ভাবনাভ্যস্তং যোগভূমিত্রয়ং বুধঃ।
স্পৃষ্ট্বা পরিপতত্যুচ্চৈরুত্তরং ভূমিকাক্রমম্ ॥" ৫১ †

তথায় যোগী পূর্ব্বজন্মের সাধনায় পরিচিত প্রথম যোগভূমিত্রয় অল্পাভ্যাসে আয়ত্ত করিয়াই পরবর্ত্তী ভূমিকাসমূহে সমারূঢ় হয়েন।

আচ্ছা, যোগভূমিকাসমূহ লাভ করিলে তদ্দ্বারা দেবলোক প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহা, তপস্যা বলিয়া কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

তদুত্তরে, আমরা বলি এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। কেননা, তৈত্তিরীয় শাখিগণ এইরূপে পাঠ করিয়া থাকেন—"তপসা দেবা দেবতামগ্র আয়ন্, তপস ঋষয়ঃ সুবরন্ববিন্দন্" (মহানারায়ণ উপ, ২২।১ বা ৭৯) তপস্যা দ্বারাই দেবতাগণ পূর্ব্বে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তপস্যা দ্বারাই ঋষিগণ

---

* মূলের পাঠ—"ভোগক্ষয়" স্থলে "ভোগজালে"; এই দুষ্কৃতিভোগের কথায়, রামায়ণ টীকাকার বলিতেছেন—ইহা স্বর্গে নহে, পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই অনুবাদ মাত্র। এরূপ অধিকারীর যে নরকাদি ভোগ হয় না তাহা ভগবানুই বলিয়া দিয়াছেন—"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" অথবা ইহা আনুষঙ্গিক দুঃখভোগ বুঝাইবার জন্য, কেননা, স্বর্গবাসীদিগেরও সহস্র প্রকার শারীর দুঃখ ও মানস দুঃখ আছে।

† মূলের পাঠ—ভূমিত্রয়ং" স্থলে 'ভূমিক্রমম্'; 'স্পৃষ্ট্বা' স্থলে 'স্মৃত্বা'; "পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ" এই ভগবদ্বাক্যের অনুবাদ মাত্র।

স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমিকাত্রয় যখন তপস্যা বলিয়া সিদ্ধ হইল, তখন তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরবর্ত্তী নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ পঞ্চম্যাদি ভূমিকাত্রয় যে তপস্যা, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? এই হেতু স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে॥"

মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা সম্পাদন পরম তপস্যা, তাহা সকল প্রকার ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম (পরলোকে সুখাবহ) বলা হইয়া থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রের এই নীতি দ্বারা যে তপস্যালভ্য জন্মান্তর সূচিত হইয়াছে, সেইরূপ কোন জন্মান্তর যদিও তত্ত্বজ্ঞানীকে তপস্যা দ্বারা পাইতে হইবে না, তথাপি জনসাধারণকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানীর সেইরূপ আচরণকে তপস্যা বলা হইয়াছে। সেই হেতু ভগবান্ বলিতেছেন :—

"লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।" (গীতা, ৩৷২০)

লোকসকলের স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

যাহাদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, সেইরূপ লোক তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যথা :—শিষ্য, ভক্ত ও তটস্থ বা উদাসীন। তন্মধ্যে যিনি শিষ্য, তিনি কোন অন্তর্মুখ যোগীকে গুরুস্বরূপে লাভ করিলে, তাঁহার বাক্য অত্যন্ত প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন। সেই হেতু তিনি তত্ত্বোপদেশ করিলে, তাহাতে পরমবিশ্বাসবান্ হওয়ায়, সেই

---

* নারায়ণ কৃত দীপিকা :—দেবতা—দেবভাব। তপসা+ঋষয়ঃ=তপস ঋষয়ঃ; ঋকার পরে থাকিলে সন্ধিতে অ ই উ ঋ ৯ বর্ণ সন্ধিপ্রাপ্ত হয় না। অ ই উ ঋ ৯ বর্ণ স্থানে হ্রস্ব হয়। পাণিনিঃ ৬৷১৷১২৮। সুবঃ-স্বর্গকে, অন্ববিন্দন্-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্যের চিত্ত হঠাৎ (বিনা সাধনায়) শান্ত হইয়া যায়। এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন (শ্বেতাশ্বতর উপ, ৬।২৩) :—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" *

যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি এবং পরমেশ্বরে যেরূপ, গুরুতেও সেইরূপ, সেই মহাত্মার বুদ্ধিতে এই উপনিষদুক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তাঁহারই অনুভবগোচর হইয়া থাকে।

আবার স্মৃতিও বলিতেছেন :—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" †

(গীতা, ৪।৪০)

---

* ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়েও শ্রুতি দেখাইতেছেন যে যাঁহাদের দেবতা ও গুরুর প্রতি সবিশেষ ভক্তি আছে, তাঁহারাই গুরুপ্রকাশিত বিদ্যা অনুভব করিতে সমর্থ হ'ন। যে অধিকারী পুরুষের, দেবতার অর্থাৎ এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রতিপাদিত অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ পরজ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরে পরাভক্তি অর্থাৎ আন্তরিক ভক্তি ও তদুপলক্ষিত অচাঞ্চল্য ও শ্রদ্ধা আছে এবং ব্রহ্মোপদেষ্টা গুরুতেও সেই দুইটি সেইরূপেই আছে, সেই অধিকারী—যাহার মস্তকে (জটাভারে) আগুন লাগিয়াছে, তাহার জলরাশির অন্বেষণ ব্যতীত যেমন কোন গত্যন্তর নাই, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্তের ভোজনান্বেষণ ভিন্ন যেমন গত্যন্তর নাই, সেইরূপ গুরুকৃপা ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায়ান্তর নাই—এই ভাবিয়া অত্যন্ত ত্বরান্বিত হ'ন। সেই মহাত্মা মুখ্যাধিকারীর নিকট, এই উপনিষদে মহাত্মা শ্বেতাশ্বতর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বিষয়সমূহ প্রকাশিত অর্থাৎ তাঁহার অনুভবগোচর হয়।

† নীলকণ্ঠকৃত টীকা—শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যাহাতে মন্দপ্রযত্ন না হ'ন এই হেতু বলিলেন 'তৎপর'। তৎপর হইয়াও অজিতেন্দ্রিয় না হ'ন এই হেতু বলিলেন, সংযতেন্দ্রিয়। পরাশান্তি অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য। অচিরেণ—শীঘ্র অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তি হইলেই।

শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরূপদেশে আস্তিক্যবুদ্ধিশালী, তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ করিয়া, তিনি শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

যিনি ভক্ত, তিনি যোগীকে অন্ন প্রদান করিয়া, আবাসস্থান রচনা করিয়া দিয়া এবং অন্য প্রকারে তাঁহার সেবা করিলে, তিনি সেই যোগীর তপস্যার ফল নিজেই লইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিতেছেন "তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্।" * তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন, সুহৃদ্‌গণ পুণ্য অর্থাৎ পুণ্যফল এবং শত্রুগণ পাপকর্ম্ম অর্থাৎ তাহার ফল লইয়া থাকেন।

তটস্থ বা উদাসীন লোকও দুই প্রকারের, যথা—আস্তিক ও নাস্তিক। তন্মধ্যে যিনি আস্তিক, তিনি যোগীর সৎপথে প্রবৃত্তি দেখিয়া নিজেও সৎপথে প্রবৃত্ত হন। স্মৃতিও সেই কথা বলিতেছেন :—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" (গীতা, ৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন অন্যান্য লোকও তাহা করে। তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন, লোকেও তাহার অনুবর্ত্তন করে। আর নাস্তিকের প্রতিও যোগী দৃষ্টিপাত করিলে, সে পাপমুক্ত হয়। কেননা কথিত আছে :—

---

* এই শ্রুতিবচন সম্বন্ধে অচ্যুতরায় লিখিতেছেন :—"ইতি শাট্যায়নি পঠিতা"। (ইহা শাট্যায়নীয়োপনিষদে নাই, সেই নামের শাখায় থাকিতে পারে।) তিনি, এই বচনের মাধবাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা লিখিতেছেন—সকল প্রাণীই জ্ঞানীর পুত্রস্থানীয়, তাহারা তাঁহার বিত্তস্থানীয় কর্ম্ম যথাযোগ্য গ্রহণ করে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে (১।৪) আছে:— "তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্"।

"যস্যানুভবপর্য্যন্তা তত্ত্বে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥"

যাঁহার বুদ্ধি পরমতত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া তাহার অনুভব পর্য্যন্ত করিয়াছে, যে কেহ তাঁহার দৃষ্টিপথে আইসে, সেও সর্ব্বপাতকবিমুক্ত হয়।

যোগী এই প্রকারেই সকল জীবের উপকার করিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব জানাইবার জন্য নিম্নলিখিত শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে :—

"স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্ব্বাঽপি দত্তাবনি-
র্যজ্ঞানাং চ সহস্রমিষ্টমখিলা দেবাশ্চ সম্পূজিতাঃ।
সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতরস্ত্রৈলোক্যপূজ্যোঽপ্যসৌ
যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ ॥"

যাঁহার মন ব্রহ্মবিচার করিতে করিতে ক্ষণকালের নিমিত্তও স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার যাবতীয় পুণ্যতীর্থের জলে স্নান করা হইয়াছে; তাঁহার সমস্ত পৃথিবী দান করা হইয়াছে; তাঁহার সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়াছে; তাঁহার সমস্ত দেবতারই অর্চ্চনা করা হইয়াছে; তাঁহার স্বকীয় পিতৃপুরুষগণকে সংসার হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং ত্রৈলোক্যের পূজনীয় হইয়াছেন।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসংবিৎসুখসাগরেঽস্মিল্লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥"

(ভাগবত)

যাঁহার চিত্ত অনন্ত বিজ্ঞানানন্দসমুদ্ররূপ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) পরব্রহ্মে লীন হইয়াছে, তাঁহার কুল পবিত্র হইয়াছে, তাঁহার জননী সেইরূপ সন্তান প্রসব করিয়া কৃতকৃত্যা হইয়াছেন এবং অবনীও তাঁহাকে লাভ করিয়া পুণ্যবতী হইয়াছেন।

যোগীর কেবল শাস্ত্রবিহিত ব্যবহারই তপস্যা নহে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারও তপস্যা। তৈত্তিরীয়-শাখিগণ তৈত্তিরীয়

শাখার অন্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদে অন্তিম (অর্থাৎ ৮০ তম) অনুবাকে তত্ত্বজ্ঞানীর ও মহিমা পাঠ করিয়া থাকেন। এই অনুবাকে পূর্ব্বভাগে যোগীর অবয়বসমূহ যজ্ঞের অঙ্গীভূত দ্রব্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে :—

"তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ, শ্রদ্ধা পত্নী, শরীরমিধ্ম, মুরো বেদি, লোমানি বর্হি, বেদঃ শিখা, হৃদয়ং যূপঃ, কাম আজ্যং, মন্যুঃ পশু, স্তপোহগ্নি, র্দমঃ শময়িতা, দক্ষিণা বাগ্‌হোতা, প্রাণ উদ্‌গাতা, চক্ষুরধ্বর্য্যু, র্মনো ব্রহ্মা, শ্রোত্রমগ্নীৎ॥"

যিনি এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই যোগীর আত্মা যজ্ঞের যজমান; শ্রদ্ধা পত্নী; শরীর সমিধ্‌; বক্ষঃ বেদি; লোমসমূহ কুশ; তাঁগর শিখা গ্রথিত দর্ভমুষ্টি; হৃদয় যূপ (যজ্ঞীয় পশু বন্ধনের আলান); কাম ঘৃত; মন্যু (সঙ্কল্প বা ক্রোধ) পশু; তপঃ অগ্নি; দম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ) প্রশময়িতা; তাঁহার (দান) দক্ষিণা; বাক্ হোতা (ঋগ্বেদীয়); প্রাণ উদ্গাতা (সামবেদীয়), চক্ষু অধ্বর্য্যু, (যজুর্ব্বেদীয়), মন ব্রহ্মা (অথর্ব্ববেদীয়); শ্রোত্র অগ্নীৎ (অগ্নিপ্রজ্বালনকর্ত্তা) (সর্ব্ববেদীয়)। *

---

* এই মন্ত্রের নারায়ণকৃত দীপিকার ব্যাখ্যা এইরূপ :—যিনি এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই যজ্ঞপুরুষের আত্মা যজমান, উভয়েই স্বামী বলিয়া; শ্রদ্ধা পত্নী, উভয়েই স্ত্রী বলিয়া; শরীর যজ্ঞের ইন্ধন, উভয়েই দীর্ঘ বলিয়া; উরঃ (বক্ষঃ) বেদি, উভয়েই চতুরস্র বলিয়া; লোমসমূহ কুশ উভয়েই তুল্যরূপে জন্মে বলিয়া; বেদ অর্থাৎ গ্রথিত দর্ভমুষ্টি (যথা মনুসংহিতা ৪।৩৬ শ্লোকে), তাহাই তাঁহার শিখা, কেননা শিখার আকৃতি তদনুরূপ। হৃদয় যূপকাষ্ঠ, উভয়ই পশুর অধিষ্ঠান বলিয়া; কাম ঘৃত উভয়েই স্নিগ্ধ বলিয়া; মন্যু (ক্রোধ বা সঙ্কল্প) পশু, কেননা উভয়েই তুল্য রূপে বধ্য। তপঃ অগ্নি, উভয়েই জ্বলনাত্মক বলিয়া; দম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ) শময়িতা বা শমিতা; দক্ষিণাবাক্ অর্থাৎ 'প্রবীণা বাণী' সুকৌশলসম্পন্ন বাক্য হোতা, কেননা উভয়েই উৎসর্গ করিয়া থাকে; প্রাণ উদ্গাতা, উভয়েই ঘোষক (শব্দকর্ত্তা), চক্ষু অধ্বর্য্যু, উভয়েরই মুখ্যতা আছে; মন ব্রহ্মা, উভয়েরই স্রষ্টৃত্ব আছে; শ্রোত্র অগ্নীৎ, কেননা উভয়েই পরবাক্য গ্রহণে রত।

এই স্থলে 'দক্ষিণা' এই শব্দের পূর্ব্বে "দান" এই পদটী উহ্য করিয়া অর্থ করিতে হইবে। কেননা, ছান্দোগ্য উপনিষদে পাঠ করা যায়ঃ—"অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ" (ছান্দোগ্য উ; ৩।১৭।৪) আর যে তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যবচন, তৎসমুদয়ই হইল দক্ষিণাস্বরূপ, (কারণ, উভয়ই সমানভাবে ধর্ম্মপুষ্টিকর)। *

উক্ত অনুবাকে মধ্যমভাগে, যোগীর ব্যবহারসমূহ এবং তাঁহার জীবন ধারণকালসমূহ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অঙ্গীভূত ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই অনুবাকে উত্তরভাগে সেইগুলি সর্ব্বযজ্ঞের অঙ্গীভূত ক্রিয়ারূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"যাবদ্ধি্রয়তে সা দীক্ষা, যদশ্নাতি তদ্ধবির্যৎ পিবতি তদস্য সোমপানং, যদ্রমতে তদুপসদো, যৎ সংচরত্যুপবিশত্যুত্তিষ্ঠতে চ স প্রবর্গ্যো, যন্মুখং তদাহবনীয়ো, যা ব্যাহৃতিরাহুতি, র্যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি, যৎ সায়ং প্রাতরত্তি তৎ সমিধং, যৎ প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়ং চ তানি সবনানি, যে অহোরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ, যেঽর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ তে চাতুর্মাস্যানি, য ঋতবস্তে পশুবন্ধা, যে সংবৎসরাশ্চ পরিসংবৎসরাশ্চ তেঽহর্গণাঃ, সর্ব্ববেদসং বা এতৎ সত্রং যন্মরণং তদবভৃথঃ (মহানারায়ণ উপ, ২৫।১ বা ৮০)

---

* নারায়ণ দক্ষিণা শব্দটিকে 'বাক্' এই শব্দের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিয়া বেদ বাক্যে অনুক্তকল্পনা বা অধ্যাহার দোষ পরিহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে 'দক্ষিণা' রূপ মুখ্য যজ্ঞাঙ্গ পরিহৃত হইয়া গিয়াছে। মুনিবর উক্ত দোষ অঙ্গীকার করিয়া মুখ্য যজ্ঞাঙ্গটির সমাবেশ করিয়াছেন, এবং গুণোপসংহার ন্যায়ের অতিদেশ করিয়া আপনার ব্যাখ্যান সমর্থন করিয়াছেন।

† নারায়ণ কৃত দীপিকা—যে পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন তাহাই দীক্ষা, কারণ উভয় স্থলেই নিবৃত্তি তুল্যরূপ। যাহা ভোজন করেন তাহা হবিঃ, কারণ উভয়ই বহ্নিতে আহুতি। যাহা পান করেন তাহাই তাঁহার সোমপান, কারণ উভয়ত্র পানের

তিনি যে পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তাহাই দীক্ষা, যাহা ভোজন করেন তাহাই হবিঃ, যাহাই পান করেন তাহাই সোমপান, যেরূপই ক্রীড়া করেন তাহাই তাহার উপসদ্ব্রত (বৃহদারণ্যক ৬।৩।১ দ্রষ্টব্য), তাঁহার সঞ্চরণ, উপবেশন এবং উত্থান এইগুলি প্রবর্গ্য (সোমযাগের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠান বিশেষ), তাঁহার মুখ আহবনীয় অগ্নি, তিনি যাহা উচ্চারণ করেন তাহাই আহুতি, তাঁহার বিজ্ঞান হোম, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যাহা ভোজন (জলযোগ) করেন তাহা সমিধ্, তিনি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সায়ংকালে যাহা ভোজন করেন তাহা ত্রৈকালিক সবন (সোমরসের দ্বারা আহুতি), তাহার দিন ও রাত্রি, দর্শ ও পূর্ণমাস (যজ্ঞ) তাহার

তুল্যতা; তিনি যে ক্রীড়া করেন তাহা উপসদ নামক ইষ্টি বিশেষ, কারণ উভয়ত্র চেষ্টার তুল্যতা। সঞ্চলনাদি ক্রিয়াত্রয়কে প্রবর্গ্য বলা হইয়াছে, কেননা প্রবর্গ্য নামক অনুষ্ঠানে ঐ তিনটি ক্রিয়া আছে। মুখ আহবনীয় অগ্নি, কেননা উভয়ই আহুতির গ্রাহক (নারায়ণ-ধৃত পাঠ "যত্বাহুতীরাহুতী ইতি") আহুতীঃ (বৈদিক প্রয়োগ)—আহুতয়ঃ, যেগুলি প্রথম আহুতি বা গ্রাস সেই গুলিকে অগ্নিহোত্রের আহুতি বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১৯।১) আছে—যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ম্, উভয় স্থলেই প্রধানত্ব সমান বলিয়া এইরূপ বুঝিতে হইবে। (নারায়ণ-ধৃত পাঠ—যদস্য হবিষো বিজ্ঞানমিত্যাদি) যাহা তাঁহার হবির বিজ্ঞান বা রসাস্বাদন তাহাই হোম, কেননা উভয়ই অন্তঃস্থ। তিনি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যাহা ভোজন করেন (অর্থাৎ জলযোগ করেন) তাহা সমিধ্, কেননা উভয়েই অগ্নির দীপক, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে যাহা ভোজন করেন তাহা সবন, কেননা সবন ঐ ঐ কালে অনুষ্ঠিত হয়। দিন ও রাত্রির সহিত পূর্ণমাস ও দর্শের সাম্য শুক্লতায় ও কৃষ্ণতায়; ঋতুসকল পশুবন্ধ, কেননা ঋতু প্রবৃত্তই পশুবন্ধ হইয়া থাকে, তাঁহার অহর্গণ বা দিনসমূহ সম্বৎসর ও পরিবৎসর নামক যজ্ঞবিশেষ, কেননা তদুভয়ই বহুদিনসাধ্য। সর্ব্ববেদসম্—সর্ব্বস্বদক্ষিণম্ কেননা বিদ্যা কর্ম্ম ও বাসনা ব্যতিরিক্ত সর্ব্বস্বই পরিশেষে ত্যাগ করিতে হয়। মরণ, যজ্ঞান্তে অনুষ্ঠেয় অবভৃথ স্নানের তুল্য, কেননা উভয়ই সমাপ্তি দ্যোতক।

অর্দ্ধমাস (পক্ষদ্বয়) ও মাসসমূহ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত, ঋতুগণ পশুবন্ধ, তাঁহার দিনসমূহ সম্বৎসর ও পরিবৎসর নামক যজ্ঞবিশেষ, তাঁহার এই যজ্ঞ নিশ্চয়ই সর্ব্বস্বদক্ষিণাক, তাঁহার মরণ এই যজ্ঞের অবভৃথ স্নান। 'এই যজ্ঞ'—এস্থানে 'এই' শব্দটী দ্বারা উল্লিখিত অহোরাত্র হইতে পরিবৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত কাল-বিভাগ দ্বারা যোগীর আয়ুঃ সূচিত হইতেছে; তাঁহার যে আয়ুষ্কাল তাহাই একটি সর্ব্বদক্ষিণাক যজ্ঞ, ইহাই ভাবার্থ।

এই অনুবাকের চরমভাগে পঠিত হইয়া থাকে যে যিনি সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ যোগীর উপাসনা করেন, তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রমার সহিত এবং পরে কার্য্যব্রহ্ম এবং কারণব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া ক্রমমুক্তি-রূপ ফললাভ করিয়া থাকেন।

"এতদ্বৈ জরামর্য্যমগ্নিহোত্রং সত্রং য এবং বিদ্বানুদগয়নে প্রমীয়তে দেবানামেব মহিমানং গত্বাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছত্যাথ যো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোত্যেতৌ বৈ সূর্য্যাচন্দ্রামসোর্মহিমানৌ ব্রাহ্মণো বিদ্বানভিজয়তি তস্মাদ্‌ব্রহ্মণো মহিমান-মাপ্নোতি তস্মাদ্‌ব্রহ্মণো মহিমানমিত্যুপনিষৎ॥" *

---

* দীপিকা :—জরামর্য্যম্—জরামরণপর্য্যন্তাবস্থায়ী (আয়ুষ্কাল)। উদগয়নে প্রমীয়তে—উত্তরায়ণে মরেন, তিনি অর্চ্চিরাদিমার্গে দেবতাদিগের মহিমা লাভ করেন; 'দক্ষিণে' অর্থাৎ দক্ষিণায়নে মরিলে তিনি পিতৃদিগের মহিমা ধূমাদিমার্গের দ্বারা লাভ করেন। যিনি এইরূপ জানেন তিনি এই দুই মার্গ জয় করেন এবং সেই জয়ের ফলে মহিমা অর্থাৎ শ্বঃশ্রেয়স বা অভ্যুদয় লাভ করেন এবং সদ্বাসনার বশে সদনুষ্ঠানই করিয়া থাকেন। তদনন্তর জ্ঞানলাভ করিয়া ক্রমে মুক্তিলাভ করেন, ইহাই ভাবার্থ। "তস্মাদ্‌ব্রহ্মণো মহিমানম্" এই শব্দগুলির পুনরুক্তি উপনিষদের সমাপ্তির সূচক; উপনিষৎ শব্দের অর্থ ইহা রহস্যজ্ঞান।

জরামরণ পর্য্যন্ত যোগীর এই জীবন একটি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, যিনি এইরূপ জানিয়া উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করেন, তিনি দেবতাদিগের মহিমা লাভ করিয়া সূর্য্যের সাযুজ্য লাভ করেন। আর যিনি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করেন তিনি পিতৃগণের মহিমা লাভ করিয়া চন্দ্রের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। যে ব্রাহ্মণ এইরূপ জানেন তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রের মহিমা লাভ করেন, তদনন্তর ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হন, ইহা উপনিষৎ।

জরামরণ পর্য্যন্ত যোগীর সমস্ত ব্যবহারই বেদোক্ত অগ্নিহোত্র হইতে সংবৎসর নামক যজ্ঞ পর্য্যন্ত সর্ব্বকর্ম্মস্বরূপ—এইরূপ ধ্যান করিয়া যিনি যোগীর উপাসনা করেন, তাঁহার ধ্যানের প্রগাঢ়তা জন্মিলে তিনি সূর্য্য এবং চন্দ্রের সাযুজ্য অর্থাৎ তাদাত্ম্য লাভ করেন। ধ্যানের অপ্রগাঢ়তা হইলে, তাহাদের সহিত সমান লোক লাভ করিয়া সেই লোকে, সূর্য্য ও চন্দ্রের বিভূতি অনুভব করিয়া তদনন্তর সত্যলোকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মহিমা প্রাপ্ত হন। সেই সত্যলোকে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তদনন্তর সত্যজ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের মহিমা অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। "ইতি উপনিষৎ" এই দুইটি শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিদ্যার এবং প্রতিপাদক গ্রন্থের উপসংহার করা হইল। এইরূপে জীবন্মুক্তির তপস্যারূপ দ্বিতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইল।

বিরোধাভাব জীবন্মুক্তির তৃতীয় প্রয়োজন। (কেবলতত্ত্বজ্ঞানী চতুর্থভূমিকারূঢ় যাজ্ঞবল্ক্যেরও, বিদগ্ধ শাকল্যাদির সহিত বিরোধ হইয়াছিল কিন্তু) যিনি যোগীশ্বর (পঞ্চম্যাদি ভূমিকারূঢ়) হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা অন্তর্ম্মুখ থাকেন, বাহ্য-ব্যবহার দর্শন করেন না। তাঁহার সহিত কোনও সংসারাসক্ত ব্যক্তি কিংবা কোন সন্মার্গপ্রবৃত্ত ব্যক্তি (সাধু) বিসম্বাদ করে না। (সংসারাসক্ত লোকের) বিসম্বাদ দুই প্রকারের,

যথা—কলহ ও নিন্দা। তন্মধ্যে ক্রোধাদিশূন্য যোগীর সহিত সাংসারিক লোকে কেন কলহ করিতে যাইবে? স্মৃতিশাস্ত্রে যোগীর পক্ষে ক্রোধাদি পরিত্যাগ এইরূপে বিহিত হইয়াছে (মনুসংহিতা ষষ্ঠাধ্যায়):—

"ক্রুদ্ধন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ। ৪৭ পূর্ব্বার্দ্ধ
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন॥" ৪৮ পূর্ব্বার্দ্ধ

অপরে ক্রোধ করিলে, তাহার প্রতি ক্রোধ করিবে না; কেহ আক্রোশের কথা কহিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করিবে। কেহ দুরুক্তি বা অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা সহন করিবে, কাহারও অবমাননা করিবে না।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, বিদ্বৎসন্ন্যাস ত' জীবন্মুক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী, তত্ত্বজ্ঞান বিদ্বৎসন্ন্যাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, আবার বিবিদিষা সন্ন্যাস তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। সেই বিবিদিষা সন্ন্যাসেই ত' এই ক্রোধাদি পরিত্যাগরূপ ধর্ম্মসমূহ স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। (এস্থানে তাহাদের পুনর্ব্বিধান নিরর্থক।)

(সমাধান)। সত্য, এই হেতুই জীবন্মুক্তে ক্রোধাদির লেশমাত্র থাকাও আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। বিবিদিষা সন্ন্যাসরূপ অতি নিম্নাবস্থায় যখন ক্রোধাদি থাকে না তখন তদপেক্ষা উন্নত তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় কি প্রকারে ক্রোধাদি থাকিতে পারে? তদুচ্চতর বিদ্বৎসন্ন্যাসাবস্থায় ত' থাকিতেই পারে না, আর উচ্চতম জীবন্মুক্তাবস্থায় ত' কথাই নাই। এই হেতু যোগীর সহিত সাংসারিক কোনও ব্যক্তির কলহ করা সম্ভবপর হয় না। আবার নিন্দারূপ বিসম্বাদেরও কোনও আশঙ্কা নাই। কেননা, যোগী নিন্দাস্পদ হইবেনই এরূপ কোন নিশ্চয় নাই। আর স্মৃতিশাস্ত্রে আছে:—

"যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহু শ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স বৈ যতিঃ ॥" *

যিনি উত্তমাধম জাতি, বিদ্যাহীনতা কিম্বা বিদ্যাবত্তা, সচ্চরিত্রতা কিম্বা অসচ্চরিত্রতা কিছুই জানেন না, (অর্থাৎ এই সকল ভেদ-জ্ঞানের অতীত) তিনিই যতি।

(শাস্ত্রজ্ঞের সহিত বিসম্বাদ) (শঙ্কা। আচ্ছা, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কোনও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া যোগীর সহিত বিসম্বাদ করেন ? অথবা যোগীর ব্যবহার লইয়া ?

(সমাধান)। যদি বলা যায় শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া যোগীর সহিত বিসম্বাদ হইতে পারে, তবে বলি, যোগী কখন পরশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়ে দোষারোপ করেন না, কেননা শ্রুতি অনুরোধ করিতেছেন :—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।"
(মুণ্ডক উপ, ২।২।৫)

(হে শিষ্যগণ), কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে, অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর। †

"নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি।"
(বৃহদা উপ, ৪।৪।২১)

বহুতর শব্দ চিন্তা করিবে না, কারণ তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র (কোন ফল হয় না)।

---

* নারদ পরিব্রাজকোপনিষদে, ৪র্থ উপদেশে ৩৪ মন্ত্র। তথায় "স বৈ যতিঃ" স্থলে "স ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ পাঠ।

† শাঙ্কর ভাষ্য। হে শিষ্যগণ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকে— তোমাদের এবং সমস্ত প্রাণীর প্রত্যক্ চৈতন্যকে (পরমাত্মাকে) জান (এবং জানিয়া) অপর বিদ্যাসম্পর্কিত অপর বাক্যসমূহ পরিত্যাগ কর।

* পক্ষান্তরে যোগী প্রতিবাদীর সমক্ষে স্বকীয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থন করেন না। কেননা :—

"পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ। (ব্রহ্মবিন্দু উপ, ১৮)
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ॥" (অমৃতনাদ উপ, ১)

যাঁহার ধান্যের প্রয়োজন, তিনি যেমন ধান্য গ্রহণ করিয়া খড় ফেলিয়া দেন, যোগীও সেইরূপ সমস্ত গ্রন্থ পরিত্যাগ করিবেন। লোকে যেরূপ প্রজ্বলিত মশালের সাহায্যে বাঞ্ছিত বস্তু দেখিয়া লইয়া মশাল পরিত্যাগ করে, যোগীও সেইরূপ পরম-ব্রহ্ম অবগত হইয়া তদনন্তর গ্রন্থসকল ফেলিয়া দিবেন—এই উপদেশও (বৃহদারণ্যক) শ্রুতির অর্থই অনুসরণ করিতেছে। †

যোগী যখন প্রতিবাদীকেও আপনার আত্মস্বরূপে অবলোকন করেন, তখন তাঁহাকে বিচারে পরাজয় করিবার কথাও কি উঠিতে পারে? আবার লোকায়তিক (চার্ব্বাকমতাবলম্বী) ব্যতীত অপর

---

* শাঙ্কর ভাষ্য। বহু—অধিক পরিমাণে শব্দের অনুধ্যান বা চিন্তা করিবে না। এখানে 'বহূন্' পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, কেবল আত্মতত্ত্ব প্রকাশক শব্দ অল্প পরিমাণে অনুধ্যান করিবার অনুমতি প্রদান করা হইতেছে, কেননা আথর্ব্বণ শ্রুতিতে আছে—ওঁকাররূপে আত্মাকে ধ্যান কর, অন্য সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর ইত্যাদি। বাগিন্দ্রিয়ের বিশেষ গ্লানিজনক—শ্রমকর; যেহেতু শব্দাভিধ্যান বাগিন্দ্রিয়ের শ্রমকর, সেইহেতু বহু শব্দ চিন্তা করিবে না।

† উক্ত দুই শ্রুতিবচনকে মুনিবর্য্য শ্রুতিবচন বলিতে চাহেন না, কিন্তু অমৃত-নাদোপনিষদকে তিনি শ্রুতি বলিয়া পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছেন (২১৭ পৃষ্ঠা, ১০ পং দ্রষ্টব্য)। সম্ভবতঃ তাঁহার উপনিষদে উক্ত বচনটি ছিল না।

যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মোক্ষ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যোগীর ব্যবহার লইয়া তাঁহার সহিত বিসম্বাদ করেন না, কেননা আর্হত বৌদ্ধ, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সাঙ্খ্য, যোগ প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকলেই মোক্ষের সাধনস্বরূপ এক প্রকারই যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সেই হেতু সকলেই নির্ব্বিবাদে যোগীশ্বরকে সম্মান করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়েই বশিষ্ঠ বলিতেছেন (উপশম প্র, ৬ সর্গ) :—

"যস্যেদং জন্ম পাশ্চাত্যং তমাশ্বেব মহামতে।
বিশন্তি বিদ্যা বিমলা মুক্তা বেণুমিবোত্তমম্ ॥" ৮

হে মহাবুদ্ধিমন্ রাম, মুক্তা যেরূপ উত্তম জাতীয় বাঁশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই জন্মই যাহার শেষ জন্ম, বিমল বিদ্যাসমূহ অচিরে সেইরূপ পুরুষেই প্রবেশ করিয়া থাকে। *

"আর্য্যতা হৃদ্যতা মৈত্রী সৌম্যতা মুক্তা জ্ঞতা।
সমাশ্রয়ন্তি তং নিত্যমন্তঃপুরমিবাঙ্গনাঃ ॥" ৯ †

কুলনারীগণ যেরূপ সর্ব্বদাই অন্তঃপুর আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাধুতা, অকপটতা, মৈত্রী, কোমলতা, মুক্ততা ও বিদ্যাবত্তা, সেইরূপ পুরুষকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকে।

---

* রা, টী—বিদ্যাসমূহ—ব্রহ্মবিদ্যার উপায়ভূত সকল বিদ্যা। একপ্রকার বাঁশ মুক্তা প্রসব করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

† মূলের পাঠ 'মুক্ততা' স্থলে 'করুণা'। জ্ঞতা—বিদ্যাবত্তা অর্থাৎ পরোক্ষবহুল জ্ঞান।

"পেশলাচারমধুরং সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি তং জনাঃ।
বেণুং মধুরনির্ধ্বানং বনে বনমৃগা ইব॥" ১২

বনে হরিণগণ যেরূপ মধুরস্বরবিশিষ্ট বংশীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ সকল লোকেই মনোজ্ঞ ব্যবহার বশতঃ রমণীয়স্বভাব সেই ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। *

"সুষুপ্তবৎ প্রশমিতভাববৃত্তিনা স্থিতঃ সদা জাগ্রতি যেন চেতসা।
কলান্বিতো বিধুরিব যঃ সদা বুধৈর্নিষেব্যতে মুক্ত ইতীহ স স্মৃতঃ॥"
১৬।২২

সুষুপ্তিকালে চিত্তে যেরূপ কোন প্রকার পদার্থের সত্তা অনুভূত হয় না, জাগ্রৎকালেও সেইরূপ চিত্ত লইয়া যিনি অবস্থান করেন এবং বিবিধ বিদ্যাবান্ বলিয়া যাঁহার সঙ্গ পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সেবন বা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে এই সংসারে লোকে মুক্ত বলিয়া থাকে। †

"মাতরীব শমং যান্তি বিষমাণি মৃদূনি চ।
বিশ্বাসমিহ ভূতানি সর্ব্বাণি শমশালিনি॥" ‡

(মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ১৩৬১)

---

* রামায়ণ টীকাকার সম্ভবতঃ 'বনে' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া, 'বেণু' শব্দে 'কীচক' বা ফাঁপা বাঁশ বুঝিয়াছেন; তাহার রন্ধ্রে, বায়ু প্রবেশ করিয়া মধুর শব্দ উৎপাদন করে বটে ("শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ"—মেঘদূত), কিন্তু বেণু শব্দে, ব্যাধের বংশী বুঝিলে, আকর্ষণের সঙ্গে 'আত্মসাৎ' বা আপনার করিবার প্রবৃত্তিও অধিকন্তু পাওয়া যায়।

† ১৯৪ পৃষ্ঠায় এই শ্লোক পঠিত হইয়াছে, সেই স্থলেই পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ মূলের পাঠ 'শমং' স্থলে 'পরম্'।

ক্রূরস্বভাব ও মধুরস্বভাব সর্ব্বপ্রকার জীবই, যেরূপ স্ব স্ব জননীর নিকট গমন করিলে শান্ত হইয়া যায় এবং তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার জীবই শমগুণান্বিত যোগীর নিকট গমন করিলে শান্ত হয় এবং তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে।

"তপস্বিষু বহুজ্ঞেষু যাজকেষু নৃপেষু চ।
বলবৎসু গুণাঢ্যেষু শমবানেব রাজতে॥" (ঐ ৮১) *

তপস্বী, বহুদর্শী, যাজক, রাজা, বলবান্ ও গুণবান্ সর্ব্বপ্রকার লোকের মধ্যেই শমগুণান্বিত ব্যক্তি সমধিক শোভমান হইয়া থাকে।

অতএব জীবন্মুক্তির তৃতীয় প্রয়োজন বিসম্বাদাভাব নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইল। দুঃখনাশ ও সুখাবির্ভাব নামক চতুর্থ ও পঞ্চম প্রয়োজন, "ব্রহ্মানন্দ" গ্রন্থে "ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ" নামক চতুর্থাধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে। † উভয় প্রয়োজনই এই স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইতেছে :—

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ॥"

(বৃহদা, উ, ৪।৫।১২)

পুরুষ অর্থাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে—আমি এতৎস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত পরমাত্মস্বরূপ, তাহা হইলে সেই পুরুষ কিসের

---

* রা, টী—সংসারেও শমগুণ সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† ১৮১ পৃষ্ঠায় "ব্রহ্মানন্দ" গ্রন্থের উল্লেখ হইয়াছে। সেই স্থলের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। "ব্রহ্মানন্দের" চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ত্তমান পঞ্চদশী গ্রন্থের চতুর্দ্দশাধ্যায়। ইহার নাম "ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দঃ"।

ইচ্ছায় বা কাহার কামনায় (প্রয়োজনে) শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জর (দুঃখ) অনুভব করিবে ? অর্থাৎ জীবের যে দুঃখ হয়, তাহার কারণ—আপনার স্বরূপ না জানা এবং শরীরে আত্মাভিমান স্থাপন করা। সেই দুই কারণেরই অভাব হইলে আত্মার যে ইচ্ছা, কামনা ও শরীরানুগত দুঃখসম্বন্ধ, এ সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায়। * এই ও অন্যান্য শ্রুতিবাক্য দ্বারা ঐহিক সুখের বিনাশই কথিত হইয়াছে।

---

* শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ—সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থ এবং হৃদয়স্থ এবং ক্ষুৎপিপাসাদি সংসার-ধর্ম্মের অতীত স্ব স্বরূপ পরমাত্মাকে যদি সহস্রের মধ্যে একজনও জানিতে পারে ; এখানে 'যদি' (চেৎ) বলার অভিপ্রায় এই যে, আত্মজ্ঞান অতীব দুর্লভ। কি প্রকারে (জানিবে)? এই যে সর্ব্বপ্রাণীর প্রতীতির সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মা, যিনি 'নেতি নেতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যাঁহার অতিরিক্ত আর দ্রষ্টা, শ্রোতা মননকর্ত্তা বা বিজ্ঞাতা কেহ নাই, এবং যিনি বৈষম্যবর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতস্থ নিত্যশুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব, আমি হইতেছি তৎস্বরূপ (এইরূপে জানিবে) ! সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায়—ইচ্ছার ফলস্বরূপ স্বব্যতিরিক্ত কোন বস্তু ইচ্ছা করিয়া, কাহারই বা কামনায় অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত অন্য কাহার প্রয়োজনে—কেননা, তাহার নিজের ত' প্রার্থনীয় কোন ফল নাই অথচ আত্মার অতিরিক্তও অন্য কেহ নাই, যাহার প্রয়োজনে ইচ্ছা করিবে ; সে তখন সকলের আত্মস্বরূপ হইয়াছে, অতএব কাহার প্রয়োজনে, কিসের ইচ্ছায় শরীরের অনুগত থাকিয়া, সম্যক্ জরভাগী হইবে—স্বরূপ-ভ্রষ্ট হইবে? শরীররূপ উপাধিজনিত দুঃখ লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইবে অর্থাৎ শরীরগত সন্তাপের অনুগত হইয়া সন্তাপ অনুভব করিবে? অনাত্মদর্শী পুরুষই আপনার অতিরিক্ত বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে। (সুতরাং তাহারই সন্তাপ সম্ভব হয়); (এবং সেই পুরুষই) 'আমার ইহা হউক', 'পুত্রের অমুক হউক', 'স্ত্রীর অমুক হউক' এইরূপ কামনার বশীভূত এবং বারংবার জন্মমরণ প্রবাহে পতিত হইয়া, শরীরগত রোগের অনুসরণ করিয়া রোগানুভব করিয়া থাকে ; কিন্তু যিনি সর্ব্বত্র আত্মভাব দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ সন্তাপ ভোগ করা কখনই সম্ভব হয় না।

"এতং্হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং কিমহং পাপমকরবম্।"
(তৈত্তিরীয় উ, ২।৯।১)

যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে 'আমি কেন পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই, কেন আমি পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম'—এইরূপ চিন্তা (মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে) সন্তাপিত করে না।

এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে পারলৌকিক দেহরচনার হেতুভূত পুণ্য-পাপচিন্তারূপ দুঃখের বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে। সুখাবির্ভাব তিন প্রকারের, যথা—সর্ব্বকামপ্রাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা। সর্ব্বকামপ্রাপ্তি আবার তিন প্রকারের, যথা—সর্ব্বসাক্ষিত্ব, সর্ব্বত্র অকামহতত্ব এবং সর্ব্বভোক্তৃরূপত্ব। হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকল দেহে যিনি সাক্ষিচৈতন্যরূপে অবস্থিত আছেন, সেই ব্রহ্মই আমি—যিনি এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি স্বকীয় দেহে যেমন সর্ব্বকামনার সাক্ষিভূত হইয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ পরদেহেও সর্ব্বকামনার সাক্ষিস্বরূপ হয়েন। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিতেছেন :—

"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"
(তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১)

যে অধিকারী, বুদ্ধিরূপ গুহায় অভিব্যক্ত যে ব্রহ্ম "তাহাই আমি" এইরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সত্যজ্ঞানাদিরূপ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া, নিখিল ভোগসমূহ যুগপৎ ভোগ করিতে থাকেন অর্থাৎ যিনি সর্ব্বানন্দরাশিভূত ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সেই আনন্দের লেশস্বরূপ যাবতীয় ভোগই যুগপৎ ভোগ করেন। *

---

* শাঙ্করভাষ্যানুবাদ। এবম্বিধ সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সেই লোক সমস্ত কাম্যবিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই

ইহলোকে যে সকল ভোগ উপভুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রতি যে কামনাশূন্যতা তাহাকেই কামপ্রাপ্তি বলা হইয়া থাকে। তাহা হইলে যে তত্ত্ববিৎ, সর্ব্বপ্রকার ভোগে দোষদর্শন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্র কামনাশূন্য হওয়াতে তাঁহার সর্ব্বকামপ্রাপ্তি হইয়াছে। এইহেতু, সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্যলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভপদপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শতগুণ আনন্দের বর্ণনা কালে শ্রুতি—"শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য" (তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১) 'বেদাধ্যায়ী অর্থাৎ সত্যাচারনিষ্ঠ অথবা শুদ্ধচেতা, মানুষানন্দবিষয়ককামনাশূন্য অধিকারীর' এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বত্র সদ্রূপে, চিদ্রূপে ও আনন্দরূপে

...ত পর্য্যায়ক্রমে পুত্র ও স্বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ...র, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—সূর্য্যালোকের ন্যায় ...িত্ত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি দ্বারা (ভোগ করে)। ...ত্যং জ্ঞানং' বাক্যে আমরা যাহার কথা বলিয়াছি 'ব্রহ্মণা সহ' এই বাক্যেও সেই ...থাই বলা হইয়েছে। সর্ব্বভাবাপন্ন বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ...োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় আত্মার উপাধিকৃত প্রতিবিম্বস্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তানুসারে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া, সমস্ত বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বানের ভোগ সেইরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয় না। তবে কিরূপে হয়? না, যথোক্ত প্রকারে সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মাত্মস্বরূপে ধর্ম্মাদি কোন নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একই সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। "বিপশ্চিৎ" শব্দের অর্থ—মেধাবী, সর্ব্বজ্ঞ; কেননা, সর্ব্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে ভোগ করেন। মন্ত্রের সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

অবস্থিত স্বকীয় আত্মার উপলব্ধি করেন, তিনি সকল প্রকার ভোগেরই ভোক্তা—ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"অহমন্ন মহমন্ন মহমন্ন মহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ।" (তৈত্তিরীয় উ, ৩।১০।৭)

'আমি অদ্বৈত নিরঞ্জন আত্মা হইয়াও অন্ন অর্থাৎ ভোগ্যরূপ হইতেছি এবং ভোক্তৃরূপও হইতেছি।' কিন্তু কৃতকৃত্যতা স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে :—

"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥" *
(উত্তর গীতা)

যে যোগী জ্ঞানামৃত পান করিয়া তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহার কোন কর্ত্তব্যই নাই ; যদি থাকে, তবে তিনি তত্ত্ববিৎ নহেন।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥" (গীতা ৩।১৭)

কিন্তু যাঁহার কেবল আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। †

---

* এই বচনটি কোন্ স্মৃতির অন্তর্গত তাহার সন্ধান পাই নাই।

† নীলকণ্ঠকৃত টীকা—এ পর্য্যন্ত (গীতার ৩।১৬ পর্য্যন্ত) বলা হইল যে, ঈশ্বর বেদ যজ্ঞ ইত্যাদি সৃজন করিয়া সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং অজ্ঞ অধিকারী মাত্রেরই তাহার অনুবর্ত্তন করা উচিত ; আরও বলা হইল সেই সংসার চক্রের অনুবর্ত্তন না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। 'তাহা হইলে, সেই প্রত্যবায় ত' ব্রহ্মবিদ্‌কেও স্পর্শ করিতে পারে', এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে বলিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন :—টীকা—আত্মাতেই রতি—যাঁহার কেবল আত্মাতেই প্রীতি, স্ত্রী প্রভৃতিতে নহে, সেইরূপ ব্যক্তি ; (শঙ্কা)

প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা ও শ্রুতিতে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি।" (বৃহদা উ, ৪।২।৪)

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে জনক, তুমি অভয়—জন্মমরণাদি ভয়নিবারক—ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছ।

"তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ।" (বৃহদা উ, ১।৫।১০)

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত হইয়া ছিল, তিনি 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাকে জানিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন। *

যাচ্ছা, প্রাণিমাত্রেরই ত' আত্মাতে স্বাভাবিক প্রীতি রহিয়াছে প্রত্যুত সেই প্রিয় আত্মার প্রয়োজনসাধকতা হেতু স্ত্রী প্রভৃতিতে তাহার প্রীতি হয়।

(সমাধান) এই হেতুই বলিতেছেন 'আত্মাতেই যাঁহার তৃপ্তি'—যিনি পরমানন্দস্বরূপ আত্মলাভ করিয়াই তৃপ্ত, মিষ্টান্নাদি লাভ করিয়া নহে।

(শঙ্কা) আচ্ছা, যে ব্যক্তি মন্দাগ্নি, তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতিতেও আসক্তি নাই এবং তিনি মিষ্টান্নেও তৃপ্ত হন না (তাহার কি ?)।

(সমাধান) এই হেতু বলিতেছেন 'যাঁহার আত্মাতেই সন্তোষ'—যে ব্যক্তি মন্দাগ্নি, তিনি ধাতুপুষ্টির জন্য এবং জঠরাগ্নির ইচ্ছায় ঔষধাদির জন্য ইতস্ততঃ দৌড়িয়া থাকেন, তিনি আত্মলাভেই সন্তুষ্ট থাকেন না। কিন্তু যিনি বিদ্বান্ তিনি আত্মলাভেই রতি, তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করিয়া থাকেন; স্ত্রী, অন্ন ও ধনাদির লাভে নহে। 'তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই'—কেননা তাঁহার এমন কোন প্রয়োজন নাই—যাহা কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে।

* এই শ্রুতিবচনের পূর্ব্ববর্ত্তী বচনটি এই—ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ।

শাঙ্কর ভাষ্য। যে ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি অপরব্রহ্ম (কার্য্য-ব্রহ্ম), কেননা সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি যখন ক্রিয়াসাধ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধেই ঐরূপ ফলসম্বন্ধ

"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" (মুণ্ডক উ, ৩।২।৯)

যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন। *

(শঙ্কা)। আচ্ছা, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই যখন দুঃখবিনাশ ও সুখাবির্ভাব সিদ্ধ হইল, তখন জীবন্মুক্তি সম্পাদন করিয়াই সেই দুইটি লাভ করিতে হইবে, এরূপ বলা ত' চলে না।

(সমাধান)। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, সুরক্ষিত দুঃখবিনাশ ও সুখাবির্ভাবই জীবন্মুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনস্বরূপ—এই স্থলে ইহা বলাই উদ্দেশ্য। যেমন তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলেও, জীবন্মুক্তি লাভ করিলে তাহা সুরক্ষিত হয়, এই দুইটীও সেইরূপ সুরক্ষিত হয়।

উপপন্ন হয়। কিন্তু পরব্রহ্মের যে সর্ব্বাত্মভাব, তাহা কোনও ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন নয়, তাহা স্বাভাবিক অথচ "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" এই শ্রুতি অত্রত্য সর্ব্বভাবাপত্তিকে বিজ্ঞানের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" এই স্থলে, 'ব্রহ্ম'শব্দের 'অপরব্রহ্ম' অর্থ হওয়া উচিত। (সবিস্তার বিচারভাষ্যে দ্রষ্টব্য।)

* শাঙ্কর ভাষ্য। (শঙ্কা) আচ্ছা, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিবিষয়ে ত' বহুবিধ বিঘ্ন প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং কোন একটি "ক্লেশ" দ্বারা অথবা কোনও দেবাদি দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি মৃত্যুর পর অন্যপ্রকার গতিও ত' লাভ করিতে পারেন,—ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন তাহার স্থিরতা কি?

(সমাধান) না, এ আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ বিদ্যা দ্বারাই তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন অপনীত হইয়া গিয়াছে। কেননা, মোক্ষপদার্থটি নিত্য এবং আত্মস্বরূপ, অতএব অবিদ্যাই মোক্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধক, অপর কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। অতএব জগতে সেই যে কোন লোক সেই পরমব্রহ্মকে জানেন—'আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ অনুভব করেন, তিনি অন্য প্রকার গতি লাভ করেন না। দেবতাগণও তাঁহার মোক্ষলাভে বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না; কারণ, তিনি তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি ব্রহ্মই হন।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, জীবন্মুক্তির এই পাঁচটী প্রয়োজন যেন সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সমাহিত যোগীশ্বর লোক-ব্যবহারনিরত তত্ত্ববিৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নে বশিষ্ঠদেব যে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সহিত ত' উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়।

শ্রীরাম কহিলেন (উপশম প্রকরণ, ৫৬ সর্গ):—

"ভগবন্ ভূতভব্যেশ কশ্চিজ্জাতসমাধিকঃ।
প্রবুদ্ধ ইব বিশ্রান্তো ব্যবহারপরোঽপি সন্॥ ৫
কশ্চিদেকান্তমাশ্রিত্য সমাধিনিয়মে স্থিতঃ।
তয়োস্তু কতরঃ শ্রেয়ানিতি মে ভগবন্ বদ॥" ৬ *

হে ভগবন্! হে ভূতগণের মঙ্গলপ্রদ ঈশ! এই দুই প্রকার যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা আমাকে বলুন—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর যিনি ব্যবহারনিরত হইয়াও সমাধিপ্রাপ্তের ন্যায় অন্তরে বিশ্রাম অনুভব করেন, অথবা যিনি নির্জ্জন স্থানে সমাধির নিয়ম পালনে অবস্থিত থাকেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন:—

"ইমং গুণসমাহারমনাত্মত্বেন পশ্যতঃ।
অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধিরিতি কথ্যতে॥" ৭

এই সংসার ত্রিগুণের সমষ্টিবিরচিত, ইহা 'অনাত্মবস্তু'—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অন্তরে শীতল হইয়া থাকাকেই পণ্ডিতগণ 'সমাধি' বলেন। †

---

* মূলের পাঠ—"সমাধিনিয়মে স্থিতঃ" স্থলে "সমাধিনিয়তঃ স্থিতঃ"।

† রা, টী—অন্তঃশীতলতা শব্দের অর্থ পূর্ণকামতা, তাহা জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার ফল।

"দৃশ্যৈর্ন মম সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য শীতলা।
কশ্চিৎ সংব্যবহারস্থঃ কশ্চিদ্ ধ্যানপরায়ণঃ ॥" ৮ *

দৃশ্য প্রপঞ্চের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যাঁহারা অন্তরে শীতলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবহারনিরত থাকেন, কেহ বা ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন।

"দ্বাবেতৌ রাম সুসমাবন্তশ্চেৎ পরিশীতলৌ।
অন্তঃশীতলতা যা স্যাৎ তদনন্ততপঃফলম্ ॥" ৯ †

হে রাম, তাঁহারা উভয়েই যদি অন্তরে সম্যক্ শীতল থাকিতে পারেন তবে তাঁহারা উভয়েই প্রশংসনীয়। যাহাকে 'অন্তরের শীতলতা' বলিতেছি তাহা অনন্ত তপস্যার ফল বলিয়া জানিবে।

(সমাধান)। ইহা দোষ নহে, এস্থলে বাসনাক্ষয়রূপ অন্তরের শীতলতা অবশ্যই লাভ করিতে হইবে, এইমাত্রই প্রতিপাদন করিতেছেন। সেই বাসনাক্ষয়ের পর যে মনোনাশ ঘটে, তাহা যে শ্রেষ্ঠ, এ কথা অস্বীকৃত হইতেছে না; কেননা, বশিষ্ঠদেব নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে 'শীতলতা' শব্দে তৃষ্ণাপ্রশান্তি বুঝানই তাঁহার অভিপ্রেত, যথা:—

"অন্তঃশীতলতায়াং তু লব্ধায়াং শীতলং জগৎ। ৩৩ পূর্ব্বার্দ্ধ
অন্তস্তৃষ্ণোপতপ্তানাং দাবদাহময়ং জগৎ ॥" ৩৪ পূর্ব্বার্দ্ধ

তাহা লাভ করিলে বিক্ষেপের সম্ভাবনা আদৌ থাকে না বলিয়া, তাহাকেই 'সমাধি' বলা হয়।

* মূলের পাঠ—কোথাও "মনসি সম্বন্ধঃ" কোথাও 'মননসম্বন্ধঃ'।

† মূলের পাঠ—'সুসমৌ' স্থলে 'সুখিতৌ'।

অন্তরের শীতলতা লাভ করিতে পারিলেই, সমস্ত জগৎ শীতল হইয়া যায়। আর অন্তর তৃষ্ণার দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া থাকিলে, এই জগৎ দাবাগ্নি সদৃশ হয়।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, এই স্থলে ত' সমাধির নিন্দা এবং ব্যবহারের প্রশংসা করা হইয়াছে দেখা যাইতেছে ; যথা :—

"সমাধিস্থানকস্থস্য চেতশ্চেদ্ বৃত্তিচঞ্চলম্।
তত্তস্য তু সমাধানং সমমুন্মত্তভাণ্ডবৈঃ॥" ১০

সমাধির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে যাহার চিত্ত, বৃত্তি দ্বারা চঞ্চল হইয়া থাকে, তাহার সেই সমাধান উন্মত্ত ব্যক্তির তাণ্ডব-নৃত্যের সমতুল্য।

"উন্মত্তভাণ্ডবস্থস্য চেতশ্চেৎ ক্ষীণবাসনম্।
তত্তস্যোন্মত্তনৃত্যং তু সমং ব্রহ্মসমাধিনা॥" ১১

উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় তাণ্ডবনৃত্যে নিরত থাকিলেও যাহার চিত্ত বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাহার সেই উন্মত্ত নৃত্যও ব্রহ্মসমাধির সমতুল্য।

(সমাধান)। এইরূপ বলিতে পার না, কেননা এই স্থলে সমাধির শ্রেষ্ঠতা অঙ্গীকার করিয়া বাসনার নিন্দা করা হইতেছে। এই স্থলে উক্ত বাক্যের ভাবার্থ এই যে, যদ্যপি ব্যবহার অপেক্ষা সমাধি শ্রেষ্ঠ, তথাপি যদি সেই সমাধি বাসনাসংযুক্ত হয়, তবে তাহা বাসনাশূন্য ব্যবহার অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধম, এই হেতু তাহা সমাধিই নহে। যখন সমাহিত ও ব্যবহারনিরত এই দুই জনের কেহই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন নাই এবং উভয়েই বাসনাবিশিষ্ট হইয়া আছেন, তখন সমাধি, উত্তম পারলৌকিক গতিলাভের হেতুরূপে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া, তাহার শ্রেষ্ঠতা অবশ্যই স্বীকার

করিতে হইবে। আর যখন তাহাদের উভয়েই জ্ঞাননিষ্ঠ ও বাসনাশূন্য হইয়াছেন, তখন বাসনাক্ষয়রূপ জীবন্মুক্তির অনুসরণক্রমে যে মনোনাশরূপ সমাধি হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। সেইহেতু (জীবন্মুক্ত) যোগীশ্বরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, পঞ্চ প্রয়োজন বিশিষ্ট জীবন্মুক্তির কোন বাধা হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত।

ইতি বিদ্যারণ্য প্রণীত জীবন্মুক্তি বিবেকে জীবন্মুক্তি-স্বরূপ-সিদ্ধি-প্রয়োজন নিরূপণ নামক চতুর্থ প্রকরণ।

অথ বিদ্বৎসন্ন্যাস নামক পঞ্চম প্রকরণ।

জীবন্মুক্তির স্বরূপ, প্রমাণ, সাধন ও প্রয়োজন বর্ণনা করিয়া জীবন্মুক্তি নিরূপণ করা হইয়াছে। অনন্তর আমরা জীবন্মুক্তির উপকারক বিদ্বৎসন্ন্যাস নিরূপণ করিতেছি। 'পরমহংসোপনিষৎ' নামক উপনিষদে বিদ্বৎসন্ন্যাস প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমরা সেই উপনিষৎ * সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

উক্ত উপনিষদে, প্রারম্ভে বিদ্বৎসন্ন্যাস বিষয়ক প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে (এইরূপ) :—

"অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোঽয়ং মার্গস্তেষাং কা স্থিতিরিতি নারদো ভগবন্তমুপগত্যোবাচ" ইতি।

অথ (অনন্তর) নারদ ভগবান্ ব্রহ্মার † সমীপে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা

---

* এই উপনিষৎ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। এই প্রকরণে বিদ্যারণ্যমুনি যে পরমহংসোপনিষদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা দেখিয়াই নারায়ণ ইহার দীপিকা নামক টীকা রচনা করিয়াছেন—ইহা দীপিকার পুষ্পিকা হইতে জানা যায়।

† কিন্তু নারায়ণ স্বকৃত দীপকা নামক টীকায় বলিতেছেন 'ভগবন্তং সনৎকুমারম্', ভগবান্ সনৎকুমারের নিকটে; কেননা, তিনিই নারদকে শোক উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভূমার উপদেশ করিয়াছিলেন—যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে পঠিত হইয়া থাকে—"ভগবন্, আমাকে অধ্যয়ন করান বা উপদেশ দিন" এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "ভগবান্ সনৎকুমার হৃদয়গত রাগদ্বেষাদি দোষবিমুক্ত নারদকে অজ্ঞানের পার (পরমার্থ তত্ত্ব)

করিলেন—যোগি-পরমহংসদিগের মার্গ (ব্যবহার) কি প্রকার এবং তাঁহাদের (আন্তর) ধর্ম্মই বা কিরূপ? *

'অথ' (অনন্তর) শব্দ উচ্চারিত হইলেই, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিয়া উহা উচ্চারিত হইল—এইরূপ বুঝায়। যদ্যপি এই স্থলে সেইরূপ (অপেক্ষাপূরক) কোন পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয় দেখা যাইতেছে না, তথাপি এই স্থলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্বৎসন্ন্যাসই প্রশ্নের বিষয়। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কেবল লোক-ব্যবহার দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া চিত্তের বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন, তিনিই বিদ্বৎসন্ন্যাসের অধিকারী। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 'অনন্তর' শব্দের অর্থ "সেই প্রকার অধিকার প্রাপ্তির পর"। 'কেবলযোগী' অথবা 'কেবল-পরমহংস' সম্বন্ধে এ প্রশ্ন নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য "যোগিনাং পরমহংসানাং" এই দুই পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

যিনি 'কেবল-যোগী' তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান না থাকাতে, তিনি ত্রিকালজ্ঞান, আকাশগমন প্রভৃতি যোগ-বিভূতিজনিত বিচিত্র কৌশল প্রদর্শনে আসক্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ প্রকারের সংযমের দ্বারা (সেই সেই বিভূতিলাভে) ব্যাপৃত হয়েন। সেই হেতু তিনি পরম পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হয়েন। এই মর্ম্মের (পাতঞ্জল) সূত্র পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। (২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রদর্শন করিয়াছিলেন" এই পর্য্যন্ত। নারদ সেই উপদেশ হইতে তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ও স্বকীয় অনুভব দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে মার্গ ও স্থিতিবিষয়ক প্রশ্ন করিতেছেন। 'উপগত্য' (উপগম্য)—শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সমুপস্থিত হইয়া।

* সন্ন্যাসোপনিষদে পরমহংস-সন্ন্যাস বর্ণিত হইয়াছে এবং হংসোপনিষদে যোগ বর্ণিত হইয়াছে। সেই হেতু সংশয় উঠিতে পারে—'প্রাপ্ত-যোগ জ্ঞানীর সংসারে কি প্রকার আচরণ? নারায়ণ বলেন, "অধিকারপ্রাপ্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকেও যোগ বলিতে হইবে"—দীপিকা।

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" ইতি।

(বিভূতিপাদ, ৩৭ সূত্র)

পূর্ব্বোক্ত (ত্রিকালজ্ঞান) প্রভৃতি (বিভূতি) সমাধিবিষয়ে বিঘ্নস্বরূপ, (কিন্তু) ব্যবহারদশায় (তাহারা বিশিষ্ট ফলদায়ক বলিয়া) সিদ্ধিরূপে পরিগণিত হয়। আবার যিনি 'কেবল-পরমহংস' তিনি তত্ত্ববিচার দ্বারা যোগবিভূতির অসারতা বুঝিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন করেন। একথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য):—

"চিদাত্মন ইমা ইত্থং প্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ।
ইত্যস্যাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতুহলম্॥"

(বাশিষ্ঠরামায়ণ, উপশম প্রকরণ, ৭৭।৩০)

ইহ সংসারে এই সকল বিভূতি চিদাত্মা হইতে এই প্রকারে বিনির্গত হইয়া থাকে, ইহা ভাবিয়া (জীবন্মুক্তের বা পরমহংসের) বিচিত্র বিষয়-সমূহে কৌতূহল জন্মে না। আবার বৈরাগ্য বশতঃ এবং ব্রহ্মবিদ্যাভরে তিনি বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। (কেননা) কথিত আছে "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" ইতি (শুকাষ্টকের ধ্রুবক)—যাঁহারা ত্রিগুণের অতীত পথে বিচরণ করেন, তাঁহাদের নিকট বিধিই বা কি আর নিষেধই বা কি?

আর শ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেইরূপ 'কেবল-পরমহংস'কে এইরূপে নিন্দা করিয়া থাকেন:—

"সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

হে মৈত্রেয়, কলিযুগ উপস্থিত হইলে, সকলেই (মুখে) "আমি ব্রহ্ম" বলিবে। শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া তাহারা কেহই শাস্ত্রবর্ণিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। কিন্তু যোগি-পরমহংসে উক্ত দুইটী দোষ নাই।

সেই যোগি-পরমহংসের অপর এক অসাধারণ গুণ (শ্রীরামচন্দ্র-বশিষ্ঠ-দেবের) প্রশ্নোত্তরের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। (নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ, ১২৩ সর্গ) :—

শ্রীরাম প্রশ্ন করিলেন :—

"এবং স্থিতেঽপি ভগবজ্জীবন্মুক্তস্য সন্মতেঃ।
অপূর্ব্বোঽতিশয়ঃ কোঽসৌ ভবত্যাত্মবিদাং বর ॥" ১

হে ভগবন্, হে আত্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, যদি এইরূপই হইল, (অর্থাৎ যদি জীবন্মুক্ত এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট হইলেন) তবে পরমাত্মগতচিত্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের অনন্যসাধারণ গুণ বা বিশেষত্বটি কি ? *

বশিষ্ঠ বলিলেন :—

"জ্ঞস্য কস্মিংশ্চিদেবাংশে ভবত্যতিশয়েন ধীঃ।
নিত্যতৃপ্তঃ প্রশান্তাত্মা স আত্মন্যেব তিষ্ঠতি ॥" ২

(হে প্রিয়), (অপর সিদ্ধগণের অগোচর) কোনও বিষয়ে (অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বাংশে) তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের প্রবলভাবে আসক্তি জন্মে † (অথবা) সাংসারিক সিদ্ধির কোনও অংশে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অতিশয় আসক্তি হয় না। (কেননা) তিনি নিত্যতৃপ্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া আত্মতত্ত্বেই অবস্থান করেন।

---

* মূলের পাঠ 'অপি' স্থলে 'হি'। রামায়ণ টীকাকার এই শ্লোকের এইরূপ আভাস দিয়াছেন—যাহারা মণি-মন্ত্রাদি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে তাহাদিগের ন্যায়, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট জীবন্মুক্তের খেচরাদি সিদ্ধিরূপ কোনও অসাধারণ গুণ জন্মে কি না এইরূপ সন্দেহযুক্ত হইয়া রাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। "এবং স্থিতে"—জীবন্মুক্তে পূর্ব্বোক্তরূপ গুণসমূহ থাকিলে।

† রা, টী। এই শ্লোকের আভাস :—নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ আত্মবিষয়ক অনুভবই জীবন্মুক্তের অনন্যসাধারণ গুণ, তাহা অন্য সিদ্ধগণের অগোচর। মূলের পাঠ 'অংশে' স্থলে 'অঙ্গ' (হে প্রিয়) এবং 'অতিশয়েন' (তৃতীয়ান্ত) তদনুসারেই প্রথম অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

"মন্ত্রসিদ্ধৈস্তপঃসিদ্ধৈস্তন্ত্রসিদ্ধৈশ্চ ভূরিশঃ।
কৃতমাকাশযানাদি তত্র কা স্যাদপূর্ব্বতা॥" ৩

যাহারা মন্ত্রসিদ্ধ, যাহারা তপঃসিদ্ধ এবং যাহারা তন্ত্রসিদ্ধ তাহারা অনেকেই আকাশগমনাদি করিয়াছে। (জীবন্মুক্তের নিকট) তাহাতে আর অপূর্ব্বতা কি আছে? কেননা, সর্ব্বাত্মবুদ্ধিবশতঃ জীবন্মুক্ত ভাবেন যে মন্ত্রাদিসিদ্ধ মূর্ত্তিতে আমিই রহিয়াছি। [অথবা তাহাদের সেই সকল সিদ্ধি সপূর্ব্ব বা কারণনিষ্পাদ্য, তত্ত্বজ্ঞের নিত্যনিরতিশয়ানন্দ অপূর্ব্ব (বা নিষ্কারণ) এবং তাঁহার নিকট মুখ্য।]

"এষ এব বিশেষোঽস্য ন সমো মূঢ়বুদ্ধিভিঃ।
সর্ব্বত্রাস্থাপরিত্যাগান্নীরাগমমলং মনঃ।
ভবেত্তস্য মহাবুদ্ধের্নাসৌ বস্তুষু মজ্জতি॥" ৫

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির এই বিশেষত্ব (অসাধারণ লক্ষণ) যে তিনি মূঢ়বুদ্ধিগণের সদৃশ নহেন। সকল বস্তুতেই আস্থাপরিত্যাগ বশতঃ সেই মহাবুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মন অনাসক্ত ও নির্ম্মল হইয়াছে। তিনি কোনও ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হন না।

"এতাবদেব খলু লিঙ্গমলিঙ্গমূর্ত্তেঃ
সংশান্তসংসৃতিচিরভ্রমনির্বৃতস্য।
তজ্জ্ঞস্য যন্মদনকোপবিষাদমোহ-
লোভাপদামনুদিনং নিপুণং তনুত্বম্॥" ৬ * ইতি—

অনাদিকাল হইতে আগত সংসারভ্রম সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যাওয়াতে, যিনি পরমতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বধর্ম্মশূন্য ব্রহ্মচৈতন্য-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞের, ইহাই একমাত্র লক্ষণ যে (তাঁহার) কাম, ক্রোধ,

---

* রা, টী। এই শ্লোকের আভাস:—পূর্ব্বোক্ত অনাসক্তির ফলসমূহকে তত্ত্বজ্ঞের লক্ষণরূপে বর্ণনা করিয়া উপসংহার করিতেছেন।

বিষাদ, মোহ ও লোভরূপ আপদসমূহ দিন দিন অত্যন্ত (বা অদ্ভুত কৌশল প্রভাবে) ক্ষীণ হইতে থাকে।

এই অসাধারণগুণযুক্ত এবং পূর্ব্বোক্ত দোষদ্বয়রহিত, যোগি-পরমহংসের 'মার্গ' ও 'স্থিতি' বিষয়ে প্রশ্ন করা হইতেছে। 'মার্গ' শব্দে পরিচ্ছদ, ভাষণ প্রভৃতিরূপ ব্যবহার বুঝিতে হইবে। 'স্থিতি' শব্দে চিত্তের বিশ্রামরূপ আন্তর ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে 'ভগবন্তম্' শব্দের উল্লেখ আছে তদ্দ্বারা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে বুঝিতে হইবে।

উক্ত প্রশ্নের যেরূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল তাহারই অবতারণা করিতেছেন :—"তং ভগবানাহ" ইতি।

ভগবান্ (চতুর্ম্মুখ) তাহাকে বলিলেন এই—

যে মার্গের বর্ণনা করিবেন, যাহাতে সেই মার্গে সাতিশয় শ্রদ্ধা জন্মে, সেই নিমিত্ত মার্গের প্রশংসা করিতেছেন :—

"সোঽয়ং পরমহংসানাং মার্গো লোকে দুর্লভতরো ন তু বাহুল্যঃ" ইতি।*

সেই এই পরমহংসদিগের মার্গ সংসারে অতিশয় দুর্লভ (অর্থাৎ) বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

'সেই' শব্দে যে মার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে সেই মার্গ বুঝিতে হইবে। 'এই' শব্দে উক্ত উপনিষদ্ গ্রন্থের পরবর্ত্তী অংশে (যোগি-পরমহংসের) নিজের শরীর রক্ষার জন্য এবং পরোপকারহেতু (গ্রাসাচ্ছাদনাদি গ্রহণ পূর্ব্বক) অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া অবস্থানরূপ যে মুখ্য মার্গের বর্ণনা করা হইবে, তাহাই বুঝাইতেছে।

চরমসীমাপ্রাপ্ত সেইরূপ বৈরাগ্য পূর্ব্বে দেখা যায় নাই বলিয়া, উক্ত মার্গকে 'দুর্লভতর' অর্থাৎ অতিশয় দুর্লভ বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা যাহাতে কেহ না বুঝেন যে এইরূপ বৈরাগ্য একেবারেই

---

* নারায়ণ বলেন 'অয়ং'—যাহা বক্তার চিত্তে স্ফুরিত হইতেছে।

নাই, এই উদ্দেশ্যে তাহার বহুলতা অস্বীকার করিতেছেন, "ন তু বাহুল্যঃ" এই বাক্যের দ্বারা। উক্ত শ্রুতিতে 'বাহুল্যঃ' এই পুংলিঙ্গ প্রথমান্ত পদের প্রয়োগ না হইয়া, ক্লীবলিঙ্গ প্রথমান্ত "বাহুল্যম্" এই পদের প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল। এই প্রকার লিঙ্গবিপর্য্যয় বেদসুলভ; বৈদিক ব্যাকরণানুমোদিত। *

(শঙ্কা)। আচ্ছা, যদি এই 'মার্গ' অতিশয় দুর্লভ হয়, তবে তাহার জন্য প্রয়াস করা উচিত নহে। কেননা, সেইরূপ প্রয়াসে কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। † এইরূপ আশঙ্কা করিয়া (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা) কহিতেছেন :—

"যদ্যেকোঽপি ভবতি স এব নিত্যপূতস্থঃ। স এব বেদপুরুষ ইতি বিদুষো মন্যন্তে" ইতি ॥

যদি একজনও ‡ (যোগি-পরমহংস) হয়েন তবে তিনিই নিত্যপূতস্থ, তিনিই বেদপুরুষ, ইহা বিদ্বান্‌গণ মনে করিয়া থাকেন। (উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার বলিতেছেন) :—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥" (গীতা, ৭।৩)

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) মনুষ্যদিগের বহু সহস্রের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভে প্রযত্ন করেন। (যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভে প্রযত্ন করেন তাঁহারা

---

* নারায়ণ বলেন—বাহুল্যমস্যাস্তীতি বাহুল্যঃ "পচাদ্যচ্"।

† "অতিক্লেশেন যে হ্যর্থা অনর্থাস্তে মতা মম।" অত্যুৎকট আয়াস স্বীকার করিয়া যে অর্থের সাধন করিতে হয়, তাহা আমার মতে অনর্থ।

‡ জাবালোপনিষদে এই কয়েকজন পরমহংসের নাম উল্লিখিত আছে—"তত্র পরমহংসা নাম সম্বর্ত্তকারুণি-শ্বেতকেতু-দুর্ব্বাসঋভু-নিদাঘ-জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-রৈবতক প্রভৃতয়ঃ অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ" ইতি দীপিকা।

একপ্রকার সিদ্ধ) সেই বর্তমান সিদ্ধদিগের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যথার্থরূপে আমাকে জানেন।

এই নীতি-বচন হইতে জানা যায় যে, যদি কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও যোগি-পরমহংস দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তিনিই "নিত্য পূতস্থ" (পুরুষ)। 'নিত্যপূত' শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়। কারণ, শ্রুতি (ছান্দোগ্য ৮।৭।১) বলিতেছেন "য আত্মা অপহতপাপ্মা।" যে আত্মা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত। মূলের 'এব' শব্দ (অনুবাদে তিনিই শব্দের ইকার) দ্বারা (উক্ত বাক্যে) কেবল-যোগী এবং পরমহংস উদ্দিষ্ট হন নাই, ইহাই বুঝাইতেছে। যিনি কেবল-যোগী, তিনি 'নিত্যপূত' (পরমাত্মাকে) জানেন না। যিনি কেবল-পরমহংস, তিনি পরমাত্মাকে জানিয়াও চিত্তের বিশ্রামলাভ করিতে না পারিয়া বহির্ম্মুখ হইয়া থাকেন, ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারেন না। বেদপুরুষ শব্দে বেদপ্রতিপাদ্য পুরুষ। 'বিদুষঃ' শব্দে, ব্রহ্মানুভব ও চিত্তের বিশ্রান্তি যে সকল শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রে পারদর্শী যোগীদিগকেই বুঝাইতেছে। সকলেই পরমহংসকে "ব্রহ্মনিষ্ঠ" বলিয়া মনে করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিদ্বান্‌গণ তাহাও সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে "স্বয়ংব্রহ্ম" বলিয়া মনে করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

"দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্ম ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্‌॥" * ইতি

যিনি দর্শন অদর্শনের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রহ্ম; যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিও ব্রহ্ম নহেন।

---

* এই স্মৃতিবচনটি কোন্‌ স্মৃতির অন্তর্গত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই, কিন্তু মুক্তিকোপনিষদে (২।৬৪) এইরূপ একটি মন্ত্র পাওয়া যায়:—

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
য আস্তে কপিশার্দ্দূল ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্‌॥

(সমাধান)। এই হেতু উক্ত মার্গপ্রাপ্তিপ্রয়াস নিষ্প্রয়োজন, এরূপ আশঙ্কা করা চলে না। যোগি-পরমহংসকে স্পষ্টতঃ বা মুখ্যভাগে 'নিত্যপূতস্থ' ও 'বেদপুরুষ' বলিয়া বুঝাইয়া তদ্দ্বারাই গৌণভাবে "তাহার আন্তর অবস্থা কিরূপ ?" এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে স্থচনা করিতেছেন :—

"মহাপুরুষো যচ্চিত্তং তৎ সর্ব্বদা ময্যেবাবতিষ্ঠতে, তস্মাদহং চ তস্মিন্নেবাবস্থীয়তে" ইতি। *

(সেই) মহাপুরুষ, যাহা তাঁহার স্বকীয় চিত্ত, তাহা সর্ব্বদাই আমাতে স্থাপন করেন। সেই হেতু আমিও তাঁহাতে অবস্থান করি।

বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম্মে যে সকল পুরুষের অধিকার আছে তাহাদিগের মধ্যে যোগি-পরমহংস সর্ব্বোত্তম বলিয়া তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বলা হইল। সেই মহাপুরুষ, যাহা তাঁহার নিজের চিত্ত, তাহাকে সর্ব্বদাই আমাতে স্থাপন করেন; কেননা, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাঁহার সংসার বিষয়ক চিত্তবৃত্তিসকল নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই স্থলে ভগবান্ প্রজাপতি, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পরমাত্মাকে নিজের অনুভব দ্বারা, বুদ্ধিস্থ করিয়া 'আমাতে' এই শব্দের দ্বারা (আপনাতে) পরমাত্মার ব্যপদেশ করিতেছেন অর্থাৎ আপনাকেই পরমাত্মরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। যে হেতু যোগী আমাতেই চিত্ত স্থাপন করেন, সেই হেতু আমিও পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া সেই যোগীতেই আবির্ভূত হইয়া অবস্থান করি; অপর যাহারা জ্ঞানহীন, তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি না, কেননা তাহারা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়া আছে। যাঁহারা তত্ত্ববিৎ হইয়াও যোগী হইতে পারেন নাই, তাঁহারা বাহ্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তি দ্বারা আবৃত বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে আমার আবির্ভাব নাই।

---

* নারায়ণ বলেন 'যৎ' শব্দের অর্থ 'যস্মাৎ'—'যে হেতু'। তিনি 'মহাপুরুষ' কেন তাহারই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

এক্ষণে (যোগি-পরমহংসদিগের) মার্গ কি প্রকার? এইরূপে যে মার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে, সেই মার্গ উপদেশ করিতেছেন।

"অসৌ স্বপুত্র-মিত্র-কলত্র-বন্ধ্বাদীন্ শিখা-যজ্ঞোপবীতে (যাগং সত্রং) স্বাধ্যায়ং চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনং চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ।" ইতি *

তিনি নিজের পুত্র, মিত্র, কলত্র, বন্ধু প্রভৃতি, শিখা যজ্ঞোপবীত, (যাগ, সত্র) স্বাধ্যায় (বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, ইত্যাদি) এবং সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এবং এই ব্রহ্মাণ্ডকেও বর্জ্জন করিয়া নিজের শরীরোপভোগের নিমিত্ত এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত কৌপীন, দণ্ড এবং আচ্ছাদনবস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন।

যে গৃহস্থ পিতা, মাতা, জ্ঞাতি প্রভৃতি থাকা হেতু বিবিদিষা সন্ন্যাসরূপ পরমহংসাশ্রম গ্রহণ করিতে না পারিয়াও, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যসমূহ ফলোন্মুখ হওয়াতে শ্রবণাদি সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা, সম্যক্ প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং তদনন্তর গার্হস্থ্যাশ্রমের অবশ্য কর্ত্তব্য সহস্রপ্রকার লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া, বিশ্রামলাভের নিমিত্ত বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহারই প্রতি পুত্রমিত্রাদি ত্যাগের উপদেশ করা হইয়াছে। †

যিনি পূর্ব্বেই বিবিদিষাসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং পরে বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন,

---

* নারায়ণ 'স্বাধ্যায়ং চ' ইহার পূর্ব্বে "যাগং সত্রং" এই দুই শব্দ পাঠ করেন। এই উপনিষদের অন্য প্রতিলিপিতেও উক্ত শব্দদ্বয় দৃষ্ট হয়।

† নারায়ণ বলেন—জনক, যাজ্ঞবল্ক্যাদির ন্যায় যাঁহাদের গার্হস্থ্যাশ্রমেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা চিত্তবিশ্রান্তিলাভের জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

তাঁহার পুত্র-কলত্রাদিসম্বন্ধ না থাকাতে (তাঁহার প্রতি উক্ত উপদেশ খাটে না)।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, এই বিদ্বৎসন্ন্যাস কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হইবে? (উহা) কি অপর সন্ন্যাসের ন্যায় (অর্থাৎ বিবিদিষা সন্ন্যাসের ন্যায়) প্রৈষোচ্চারণাদিবিধিকথিত প্রণালীতে সম্পাদন করিতে হইবে? অথবা লোকে যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র কিম্বা উপদ্রবযুক্ত গ্রাম ইত্যাদি ত্যাগ করে, ইহাও সেইরূপ লৌকিক ত্যাগ মাত্র? যদি বলেন, প্রথমোক্ত (অর্থাৎ প্রৈষোচ্চারণাদিবিধিকথিত) প্রণালীতে ত্যাগ করিতে হইবে,—আমি (আশঙ্কাকারী) বলি—তাহা বলিতে পারেন না, কেননা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির "আমি কর্ত্তা" (এইরূপ অজ্ঞান) বিলুপ্ত হওয়াতে, বিধি-নিষেধ পালনে তাঁহার অধিকার নাই। এই কারণেই স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥" ইতি (৩৫২ পৃঃ)

জ্ঞানামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত এবং কৃতকৃত্য যোগীর কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই। যদি থাকে, তবে তিনি তত্ত্ববিৎ নহেন।

আর যদি বলেন উহা দ্বিতীয় প্রকারের ত্যাগ অর্থাৎ লৌকিক ত্যাগ মাত্র, তবে বলি, তাহাও বলিতে পারেন না; কেননা, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে কৌপীন, দণ্ড প্রভৃতি আশ্রমচিহ্ন ধারণের 'বিধান' করা হইয়াছে।

(সমাধান)। (এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন) উহাতে কোনও দোষ হয় নাই। কেননা, উহা প্রতিপত্তি কর্ম্মের ন্যায় উভয়বিধ, (এইরূপ বুঝিলে) উহা উপপন্ন হয় অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না।

* প্রতিপত্তি কর্ম্ম—এক প্রকার বৈদিক কর্ম্ম, যাহার কোনও অলৌকিক ফল নাই।

বুঝাইয়া বলিতেছি—যিনি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাকে, যতক্ষণ দীক্ষার অঙ্গীভূত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, ততক্ষণ হাত দিয়া গা চুলকাইতে নাই, (শ্রুতি) তাহা নিষেধ করিয়াছেন; এবং সেইজন্য কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

"যদ্ধস্তেন কণ্ডূয়েত পামানস্তাবুকাঃ প্রজাঃ স্যুঃ, যৎ স্ময়েত নগ্নম্ভাবুকাঃ" ইতি।

যদি যজমান হাত দিয়া গা চুলকান তবে তাঁহার সন্তান চর্ম্মরোগাক্রান্ত হইবে, যদি হাসেন তবে নগ্ন (নাগাভিক্ষুক বা কপটাচারী) হইবে। এই হেতু "কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডূয়তে" ইতি চ। কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গের দ্বারা গা চুলকাইবেন।

অনুষ্ঠান শেষ হইলে, উক্ত কৃষ্ণসার শৃঙ্গের আর প্রয়োজন হয় না, আর উহা বহন করিয়া বেড়ানও চলে না, সুতরাং উহা যে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা আপনা হইতেই পাওয়া গেল। তাহার ত্যাগ এবং যে প্রকারে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, বেদ তাহার বিধান করিতেছেন :—

"নীতাসু দক্ষিণাসু, চাত্বালে কৃষ্ণবিষাণাং প্রাস্যতি" ইতি।

দক্ষিণাসকল নীত হইতে থাকিলে, (যজমান সেই) কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গকে চাত্বালে (দর্ভময় আসনে, অথবা অগ্নিস্থাপন ও আহুতিপ্রক্ষেপ নিমিত্ত নির্ম্মিত গর্ত্তে) নিক্ষেপ করিবেন। ইহাই সেই প্রতিপত্তি কর্ম্ম, ইহা লৌকিক ও বৈদিক এই উভয় প্রকারেরই।

এইরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাসও উভয় প্রকারের। আর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্যবুদ্ধি একেবারেই থাকে না এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। (অবিদ্যাবস্থায়) চিদাত্মাতে যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছিল, তাহা

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দূরীকৃত হইলেও চিদাভাসবিশিষ্ট, অসংখ্য প্রকার বিকারযুক্ত অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে, কর্ত্তৃত্ব (বুদ্ধি), (অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়) স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া, যতদিন অন্তঃকরণ দ্রব্য থাকিবে ততদিন উহা দূরীভূত হইবে না।

(এই স্থলে আশঙ্কাকর্ত্তা বলিতে পারেন) তবেই ত' পূর্ব্বোক্ত "জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য" ইত্যাদি স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল। (আমরা বলি) বিরোধ হয় নাই। কেননা, তাঁহার জ্ঞান জন্মিলেও, চিত্তের বিশ্রাম হয় নাই বলিয়া, তৃপ্তি লাভ হয় নাই। সুতরাং তাঁহার চিত্তের বিশ্রামসম্পাদনরূপ কর্ত্তব্য এখনও অবশিষ্ট থাকাতে তাহার কৃতকৃত্যতাও হয় নাই।

(অন্য আশঙ্কা)। আচ্ছা, যদি তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে বিধিপালনরূপ কর্ত্তব্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই (বিধিপালন জনিত) "অপূর্ব্বের" * দ্বারা তাঁহার দেহান্তরও উৎপন্ন হইতে পারে।

(সমাধান)। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। চিত্তবিশ্রান্তিলাভের প্রতিবন্ধক নিবারণ করাই সেই "অপূর্ব্বের" ফল। এইরূপ দৃষ্ট-ফল থাকিতে, সেই অপূর্ব্বের অদৃষ্টফল কল্পনা করা অন্যায়। তাহা না হইলে শ্রবণ মনন প্রভৃতি বিষয়ক বিধি সম্বন্ধেও ব্রহ্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক নিবারণরূপ দৃষ্টফল ছাড়িয়া দিয়া, তাহাও জন্মান্তর লাভের কারণ হইতে পারে, এরূপ কল্পনাও ত' করা চলে। অতএব, তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে বিধিপালন স্বীকারে দোষ নাই বলিয়া বিবিদিষু গৃহস্থের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ গৃহস্থও, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, উপবাস, জাগরণ প্রভৃতি বিষয়ক বিধি পালন করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ

---

* অপূর্ব্ব—বেদবিহিত কর্ম্ম, অনুষ্ঠানের পর বিনষ্ট হইয়া গেলে, তাহার ফল সময়ান্তরে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অদৃষ্টাবস্থায় থাকে—সেই অবস্থাপন্ন কর্ম্মফল।

করিবেন। যদ্যপি এস্থলে (বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণে) শ্রাদ্ধাদি করিবার উপদেশ নাই, তথাপি এই বিদ্বৎসন্ন্যাস বিবিদিষা সন্ন্যাসের বিকৃতি স্বরূপ বলিয়া—

"প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা" * (মূল কর্ম্মের রূপান্তরভূত অনুষ্ঠান, মূল কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মত হইবে) পূর্ব্বমীমাংসকদিগের এই নীতি অনুসারে তাহার (বিবিদিষা সন্ন্যাসের) সকল অনুষ্ঠানই এস্থলে কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হয়। যেরূপ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের রূপান্তরভূত অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞে, সেই (অগ্নিষ্টোম) যজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ। অতএব অপর সন্ন্যাসের ন্যায় এ সন্ন্যাসেও প্রৈষমন্ত্রের দ্বারা পুত্রমিত্রাদি ত্যাগের সঙ্কল্প করা উচিত।

উদ্ধৃত শ্রুতিতে যে "বন্ধ্বাদীন্" (অনুবাদে বন্ধু 'প্রভৃতি') শব্দ আছে, তাহার (সেই 'আদি' বা 'প্রভৃতি') দ্বারা ভৃত্য, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সাংসারিক বিষয় সম্পত্তি সকলকেই একত্র বুঝান হইতেছে।

"স্বাধ্যায়ঞ্চ" (বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নও)—এস্থলে "চ" (ও) শব্দের দ্বারা বেদার্থনির্ণয়োপযোগী পদ ও বাক্য বিষয়ে প্রমাণভূত (ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি) শাস্ত্রসকল, এবং বেদের পরিশিষ্টস্বরূপ (বেদার্থের সবিস্তার ব্যাখ্যা স্বরূপ) ইতিহাস পুরাণসকলও ইহার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থের দ্বারা কেবল কৌতুহলনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, যেমন কাব্য, নাটক প্রভৃতি, তাহাদিগকে

* যে কর্ম্মে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ আছে তাহা প্রকৃতি বা মূল কর্ম্ম, যথা দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি। যে কর্ম্মে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ নাই, তাহা বিকৃতি বা রূপান্তরভূত কর্ম্ম যথা সৌর্য্য ইত্যাদি। (অর্থসংগ্রহ—কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন সম্পাদিত, ৫৪ পৃষ্ঠা।)

যে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ হইল অর্থাৎ তাহাদিগকে যে ত্যাগ করিতে হইবে সে বিষয়ে আর কথা কি?

"সর্ব্বকর্ম্মাণি" (সকল প্রকার কর্ম্ম)—এস্থলে 'সকল' এই শব্দের দ্বারা লৌকিক, বৈদিক, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্মের সংগ্রহ (একত্র সূচনা) করা হইল। পুত্রাদি ত্যাগের দ্বারা ঐহিক ভোগ-ত্যাগের (উপদেশ করা হইল) এবং "সর্ব্বকর্ম্ম" ত্যাগের দ্বারা পারলৌকিক ভোগের আশা, যাহার দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদিত হইয়া থাকে তাহাও ত্যাগ করা হইল। (ত্যাগ করিবার উপদেশ করা হইল।)

"অয়ং ব্রহ্মাণ্ডং"—"অয়ং" শব্দে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ বৈদিক প্রয়োগ, তাহাকে দ্বিতীয়ান্ত করিয়া অর্থাৎ "ইদং ব্রহ্মাণ্ডম্" এইরূপ পাঠ করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ড-ত্যাগ শব্দে, ব্রহ্মাণ্ডপ্রাপ্তির হেতু বিরাটের উপাসনা ত্যাগ করিবার কথা বলা হইল।

"ব্রহ্মাণ্ডং চ"—এস্থলে 'চ' শব্দের দ্বারা সূত্রাত্মপ্রাপ্তির হেতুভূত, হিরণ্যগর্ভের উপাসনা এবং তত্ত্বজ্ঞানের হেতুভূত শ্রবণ মননাদিকেও গণনা করা হইল। নিজের পুত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভের উপাসনা পর্য্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের সাধন সকল, প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া কৌপীনাদি গ্রহণ করিবে।

"আচ্ছাদনঞ্চ"—(আচ্ছাদন বস্ত্র প্রভৃতি) এস্থলে 'চকার' বা 'প্রভৃতি' শব্দের দ্বারা পাদুকা প্রভৃতিও ধরা হইল। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে (হারীত সংহিতা, ষষ্ঠাধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক):—

"কৌপীনযুগলং, বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্।
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥" *

---

* মূল পাঠে "কৌপীনযুগলং" স্থানে "কৌপীনাচ্ছাদনং" আছে। (বঙ্গবাসী সংস্করণ) (বিশ্বেশ্বর সংগৃহীত যতিধর্ম্মে, ২৪ পৃষ্ঠায় এই শ্লোক অত্রিবচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।)

কৌপীনযুগল, বহির্বাস শীতনিবারণের জন্য কন্থা এবং দুইখানি পাদুকা গ্রহণ করিবে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু সংগ্রহ করিবে না।

"স্বশরীরোপভোগার্থং" শব্দে কৌপীন দ্বারা লজ্জানিবৃত্তি বুঝাইতেছে। দণ্ড—গো-সর্প প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের জন্য। আচ্ছাদন দ্বারা শীতাদি নিবারণ সাধিত হইবে। 'চ'কার দ্বারা অধিকন্তু বুঝান হইতেছে যে, পাদুকাযুগল দ্বারা উচ্ছিষ্ট স্থান স্পর্শ প্রভৃতির পরিহার করা হইবে।

"লোকোপকারার্থায়" (লোকের উপকারের নিমিত্ত) অর্থাৎ দণ্ডাদি চিহ্নের দ্বারা লোকে বুঝিবে যে তিনি সর্ব্বোত্তম আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যথোপযুক্ত বন্দনা করিতে এবং ভিক্ষাদি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লোকে পুণ্যসাধন করিবে।

(৩৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্রুতিতে শেষের) দুইটি 'চ'কারের সার্থকতা এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিষ্ট জ্ঞানিগণের ব্যবহার দেখিয়া পরমহংসাশ্রমের মর্য্যাদা পালনও যে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহাও এস্থলে অধিকন্তু বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ তাহাও কৌপীনাদি ধারণের অন্যতম উদ্দেশ্য।)

কৌপীনাদি ধারণ উক্ত আশ্রমের পক্ষে অনুকূল মাত্র; উহা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন, এই হেতু বলিতেছেন :—

"তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি" * ইতি।

এবং তাহা মুখ্য (একান্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য্য) নহে। কৌপীনাদি ধারণের যে ব্যবস্থা আছে তাহাও এই যোগি-পরমহংসের পক্ষে মুখ্য কল্প নহে, কিন্তু অনুকল্প মাত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে কিন্তু বিবিদিষা-সন্ন্যাসীর পক্ষে দণ্ডগ্রহণ মুখ্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে এবং দণ্ডবিয়োগের নিষেধ আছে, যথা (সন্ন্যাসোপনিষৎ, ২।১১) :—

* গ্রন্থকার এই শ্লোকটিকে স্মৃতিবচন বলিলেও, ইহা সন্ন্যাসোপনিষদে পাওয়া যায়।

"দণ্ডাত্মনোস্তু সংযোগঃ সর্ব্বদৈব বিধীয়তে।
ন দণ্ডেন বিনা গচ্ছেদিষুক্ষেপত্রয়ং বুধঃ॥"

সর্ব্বদাই শরীরের সহিত দণ্ডের সংযোগ রাখা উচিত। একটি বাণ নিক্ষেপ করিলে যতদূর গমন করে তাহার তিনগুণ দূর পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি (সন্ন্যাসী) দণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন না।

দণ্ড নষ্ট হইলে, স্মৃতিশাস্ত্রে একশত প্রাণায়াম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, যথা :—

"দণ্ডত্যাগে শতং চরেৎ।"

দণ্ডত্যাগ হইলে একশত (প্রাণায়ামের) অনুষ্ঠান করিবে।

'যোগি-পরমহংসের তবে মুখ্য কল্প কি ?' ইহাই প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বারা দেখাইতেছেন :—

"কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যো ন দণ্ডং ন শিখং ন যজ্ঞোপবীতং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ।" * ইতি

যদি বল—তবে মুখ্য কি ? (তদুত্তরে বলি) পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, আচ্ছাদন কিছুই রাখেন না।

"ন শিখং"—("ন শিখা" বলিলে লৌকিক-ব্যাকরণশুদ্ধ প্রয়োগ হইত, স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে যে ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার হইয়াছে) ইহা বেদসুলভ লিঙ্গ ব্যত্যয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন, বিবিদিষু পরমহংসের পক্ষে শিখা যজ্ঞোপবীতশূন্য হওয়াই মুখ্যত্ব, সেইরূপ যোগি-পরমহংসের পক্ষে দণ্ডাচ্ছাদন-শূন্য হওয়াই মুখ্যত্ব। (আমার) দণ্ডটি শাস্ত্রে যাহা যাহা বিহিত, সেই

* নারায়ণ এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন "কো মুখ্যঃ"? "ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখং ন যজ্ঞোপবীতং ন স্বাধ্যায়ং নাচ্ছাদনমিতি"।

বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হইল কি না, কিম্বা আমার আচ্ছাদন-কন্থা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে এবং দণ্ডাদি সংগ্রহ করিতে এবং রক্ষা করিতে মন ব্যাপৃত হইলে * (কিম্বা ফিরিলে) চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগের সাধন করা চলে না। তাহা ত' (কোন ক্রমেই) ঠিক নহে। চলিত কথায় আছে—"ন হি বরবিঘাতায় কন্যোদ্বাহঃ" "বধিতে বরের প্রাণ, নহে কভু কন্যাদান"। †

আচ্ছাদন প্রভৃতি না থাকিলে শীতাদি বিঘ্নের কি প্রকারে প্রতিকার হইবে ? এই আশঙ্কায় শ্রুতি বলিতেছেন :—

"ন শীতং ন চোষ্ণং ন দুঃখং ন সুখং ন মানাবমানে চ ষড়ূর্মিবর্জ্জম্" ইতি। ‡

না শীত, না গ্রীষ্ম, না দুঃখ, না সুখ, না মান, না অবমান, (ইহাদের কিছুই থাকে না) এবং ক্ষুৎপিপাসাদি ছয় প্রকার তরঙ্গবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করেন।

যোগীর সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকাতে শীত নাই। কেননা, তাঁহার শীতের প্রতীতিই থাকে না। যেমন, বালক ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে, আচ্ছাদন না থাকিলেও হেমন্তকালের ও শীতকালের প্রাতে

---

* পাঠান্তরে—'ব্যাপৃতে' এবং 'ব্যাবৃত্তে'।

† যে স্থলে বিষকন্যা বিবাহ করিলে বরের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে তাহাকে বিবাহ করিতে নাই, এই নিষেধ হইতেই উক্ত ন্যায়ের উৎপত্তি। আর মূল লক্ষ্যে অন্য প্রকারে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকিলে, অভীষ্টসাধক বস্তুও বাঞ্ছনীয় নহে, ইহাই উক্ত ন্যায়ের তাৎপর্য্য। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও (৪।১।২) এই ন্যায়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

‡ নারায়ণ ধৃত পাঠ—"ন চ শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাবমানে ষড়ূর্মিরহিতম্।"

তাহার শীত নাই, সেইরূপ যোগীও পরমাত্মাতে আসক্ত হইলে আর শীত নাই। গ্রীষ্মকালে যোগীর গ্রীষ্ম নাই, তাহাও এই প্রকারেই বুঝিতে হইবে। "চোষ্ণম্" এই স্থলে যে 'চকার' রহিয়াছে, তাহা যোগীর 'বর্ষা (বা বর্ষানুভব) ও নাই' এইটি অধিকন্তু বুঝাইবার জন্য। যখন শীত গ্রীষ্মের প্রতীতিই নাই, তখন তজ্জনিত সুখ-দুঃখও নাই, ইহা সিদ্ধ হইল। গ্রীষ্মকালে শীত সুখজনক, হেমন্তকালে দুঃখজনক। উষ্ণতা বিষয়ে এইরূপ বিপর্য্যয় ধরিতে হইবে। 'মান' শব্দে অপর কাহারও কর্ত্তৃক সৎকার বা পূজা বুঝিতে হইবে। 'অবমান' শব্দে তিরস্কার। যখন যোগীর আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষের প্রতীতিই নাই তখন মানাবমানের কথা ত' দূরে পড়িল। শেষের 'চ'কার দ্বারা অধিকন্তু বুঝান হইতেছে যে শত্রুমিত্রের প্রতি তাঁহার দ্বেষাসক্তিরূপ দ্বন্দ্বও নাই। (দ্বন্দ্ব—শীত গ্রীষ্মাদির ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব।)

"ষড়ূর্ম্মি" (ছয়টি তরঙ্গ) এই—ক্ষুধা-পিপাসা, শোক-মোহ, জরা ও মৃত্যু। এই তিন যুগল যথাক্রমে প্রাণ, মন ও দেহের ধর্ম্ম বলিয়া তাহাদের ত্যাগ আত্মতত্ত্বাভিমুখ যোগীর পক্ষে উপযুক্তই বটে।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, সমাধি অবস্থায় যোগি-পরমহংস যেন শীতাদি অনুভব না-ই করিলেন, কিন্তু ব্যুত্থান দশায় অপর সংসারী ব্যক্তির ন্যায়, তাঁহাকেও নিন্দা প্রভৃতি জনিত ক্লেশ ত' কষ্ট দিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া শ্রুতি কহিতেছেন :—

(সমাধান)। "নিন্দাগর্ব্বমৎসরদম্ভদর্পেচ্ছাদ্বেষ সুখ দুঃখ কাম ক্রোধ লোভ মোহহর্ষাসূয়াহংকারাদীংশ্চ হিত্বা" ইতি। *

---

* এস্থলে নারায়ণ এইরূপ পাঠ করেন :—"ন শব্দং ন স্পর্শং ন রূপং ন রসং ন গন্ধং ন চ মনোঽপ্যেবম্" এবং বলেন শিষ্টগণ "নিন্দাগর্ব্ব" ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা করেন নাই।

বিরোধী লোকে যদি আমার উপর কোন দোষের উক্তি করে, তবে তাহাকে 'নিন্দা' কহে। আমি অপরের অপেক্ষা বড়, এইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম "গর্ব্ব"। বিদ্যা, ধন প্রভৃতির দ্বারা আমি অন্যের সমান হইব এইরূপ বুদ্ধির নাম 'মৎসর'। অপরের সমক্ষে জপ ধ্যান প্রভৃতি প্রকটন করার নাম 'দম্ভ'। কাহাকেও তিরস্কার প্রভৃতি করিতেই হইবে এইরূপ দৃঢ়বুদ্ধির নাম 'দর্প'। ধনাদিতে অভিলাষের নাম 'ইচ্ছা'। শত্রুবধ প্রভৃতি করিবার বুদ্ধির নাম 'দ্বেষ'। অনুকূল দ্রব্যাদি লাভে যে বুদ্ধির সুস্থতা তাহার নাম 'সুখ'। তাহার বিপরীত অর্থাৎ অলাভে বুদ্ধির অসুস্থতার নাম 'দুঃখ'। নারী প্রভৃতি বিষয়ের অভিলাষের নাম 'কাম'। অভিলষিত বস্তু লাভের প্রতিবন্ধ ঘটিলে, যে বুদ্ধির ক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহার নাম 'ক্রোধ'। লব্ধ ধনের ত্যাগ সহ্য করিতে না পারার নাম 'লোভ'। হিত বিষয়ে অহিতবুদ্ধি এবং অহিত বিষয়ে হিতবুদ্ধির নাম 'মোহ'। চিত্তগত সুখের অভিব্যঞ্জক মুখ বিকাশাদির হেতু বুদ্ধিবৃত্তির নাম 'হর্ষ'। অপরের গুণে দোষত্বের আরোপের নাম 'অসূয়া'। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিতে যে 'আমি' বলিয়া ভ্রম, তাহার নাম 'অহঙ্কার'। 'আদি' শব্দের দ্বারা ভোগ্যবস্তুতে 'আমার' বলিয়া বুদ্ধি, উত্তম বলিয়া বুদ্ধি ইত্যাদিরূপ যে সকল বুদ্ধি হয়, তাহাদিগকেও অধিকন্তু বুঝিতে হইবে। 'চ'-কার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিন্দাদির বিপরীত যে স্তুতি প্রভৃতি, তাহাও অধিকন্তু বুঝান হইতেছে। এই সকল অর্থাৎ নিন্দা প্রভৃতি, পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাসনাক্ষয়ের অভ্যাস দ্বারা বর্জ্জন করিয়া অবস্থান করিবে, ইহাই উক্ত বাক্যের অনুক্তাংশ।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, নিজের দেহ বর্ত্তমান থাকিতে পূর্ব্বোক্ত নিন্দাদি পরিত্যাগ করা ত' সম্ভবপর হয় না—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন।

(সমাধান)। "স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে যতস্তদ্বপুরপধ্বস্তম্" ইতি।

যোগী পরমহংস আপনার দেহকে মৃতদেহ বলিয়া মনে করেন; কেননা, সেই দেহ অপধ্বস্ত অর্থাৎ চিদাত্মা হইতে পৃথক্কৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে শরীর স্বকীয় বলিয়া জানা ছিল, তাহাকে এখন যোগী স্বাত্মচৈতন্য হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিয়াছেন বলিয়া, মৃতদেহের ন্যায় অবলোকন করেন। যেমন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি, পাছে শবদেহের স্পর্শ করিতে হয়, এই ভয়ে দূরে থাকিয়া তাহা অবলোকন করেন, সেইরূপ যোগী, পাছে দেহে তাদাত্ম্যভ্রান্তির উদয় হয় অর্থাৎ 'আমিই দেহ' এইরূপ ভ্রম জন্মে এই ভয়ে সাবধান হইয়া অর্থাৎ মনোযোগী থাকিয়া দেহকে চিদাত্মা হইতে বিচার দ্বারা সর্ব্বদা পৃথক্ করিয়া রাখেন। কেননা, আচার্য্যোপদেশ, শাস্ত্রোপদেশ ও অনুভব দ্বারা সেই দেহ অপধ্বস্ত হইয়াছে অর্থাৎ চিদাত্মা হইতে পৃথক্কৃত হইয়াছে। তদনন্তর, চৈতন্যবিযুক্ত দেহকে (লোকে) শব তুল্য মনে করে বলিয়া দেহ থাকিতেও নিন্দাদি পরিত্যাগ সম্ভবপর হয়, ইহাই অভিপ্রায়।

আচ্ছা, দিগ্‌ভ্রম জন্মিলে পর সূর্য্যোদয় হইলে যেমন তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু কখন কখন আবার সেই দিগ্‌ভ্রম ফিরিয়া আসিল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ 'আমি দেহ' এইরূপ সংশয় প্রভৃতি ফিরিয়া আসিলে, চিদাত্মায় নিন্দাদি জনিত ক্লেশের পুনঃ পুনঃ সম্ভাবনা হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

"সংশয়বিপরীতমিথ্যাজ্ঞানানাং যো হেতুস্তেন নিত্যনিবৃত্তঃ" * ইতি।

সংশয় জ্ঞান, বিপরীত জ্ঞান ও মিথ্যা জ্ঞানের যে হেতু তাহা (যোগি-পরমহংসে) চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়াছে।

---

* নিত্যনিবৃত্তঃ—অধিকরণ বাচ্যে ক্তঃ—নারায়ণ। যথা আসিতম্—আসনম্, শয়িতঃ—শয়নম্।

আত্মা কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত কিম্বা তদ্‌রহিত ?—ইত্যাদিকে সংশয়জ্ঞান কহে। দেহাদিই আত্মার রূপ অর্থাৎ দেহাদিই আত্মা, এইরূপ জ্ঞানকে বিপরীত জ্ঞান কহে। এই উভয় প্রকার জ্ঞান ভোক্তৃবিষয়ক। এস্থলে "মিথ্যাজ্ঞান" শব্দে ভোগ্য বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞানকেই বুঝান উদ্দেশ্য। সেই মিথ্যাজ্ঞান অনেক প্রকার, গীতার (৬।২৪) "সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝান হইয়াছে। *

সেই মিথ্যাজ্ঞানের হেতু চারি প্রকার, কেননা পতঞ্জলি ঋষি সূত্র করিয়াছেন :—

"অনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মসু নিত্যশুচি সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।"

(সাধনপাদ, ৫ সূ)

অনিত্যবস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচি বস্তুতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখকর বস্তুতে সুখবুদ্ধি এবং অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধির নাম অবিদ্যা।

অনিত্য গিরি, নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে নিত্যত্বভ্রম প্রথমা অবিদ্যা। অশুচি পুত্র-ভার্য্যাদির শরীরে শুচিত্বভ্রম দ্বিতীয়া অবিদ্যা। দুঃখকর কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিতে সুখত্বভ্রম তৃতীয়া অবিদ্যা। যে পুত্র ও ভার্য্যা, আত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে † তাহাদের আত্মত্ব গৌণ ও মিথ্যা (ইহা না বুঝিয়া) তাহাদিগকে এবং অন্নময় স্থূল শরীর প্রভৃতি যাহা আত্মা নয়, তাহাদিগকে মুখ্য আত্মা বলিয়া যে ভ্রম তাহা চতুর্থী অবিদ্যা। যে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের সংস্কার অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্বকে আবরণ করিয়া রাখে, তাহাই উক্ত সংশয় প্রভৃতির হেতু। যোগি-পরমহংসের সেই অজ্ঞান

---

* মনোনাশ প্রকরণে (২৫২) পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথায় দ্রষ্টব্য।

† "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি।"

মহাবাক্যের অর্থবোধ দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, অজ্ঞানের সংস্কার কিন্তু যোগাভ্যাস দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। যে দিগ্‌ভ্রমের উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহাতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অজ্ঞানের সংস্কার থাকিয়া যাওয়াতে, পূর্ব্ববৎ ভ্রান্তিমূলক আচরণ ঘটে।

ভ্রান্তির যে দুইটী কারণ উল্লিখিত হইল, যোগি-পরমহংসে সেই দুইটী না থাকাতে, সংশয় প্রভৃতি কি কারণে আবার তাঁহাতে ফিরিয়া আসিবে? এই কারণে উক্ত দুইটী হেতু যোগি-পরমহংসে ফিরিয়া আইসে না বলিয়াই উক্ত দুইটী কারণ হইতে যোগি-পরমহংস চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়াছেন এই কথা বলা হইল। উক্ত কারণদ্বয়ের নিবৃত্তিকে নিত্য বলা হইল, কেননা অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত সংস্কারের নিবৃত্তি একবার উৎপন্ন হইয়া গেলে (অর্থাৎ ঘটিয়া গেলে) সেই নিবৃত্তির আর বিনাশ নাই অর্থাৎ তাহাদের পুনরুৎপত্তি হয় না; এই জন্যই 'নিত্য' বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই নিবৃত্তি কেন নিত্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

"তন্নিত্যবোধঃ" ইতি। *

যোগি-পরমহংস সেই পরমাত্মাতে নিরন্তরপ্রজ্ঞ। সর্ব্বনাম তদ্‌শব্দ প্রসিদ্ধবাচক। 'সেই' বলিলে প্রসিদ্ধ [অর্থাৎ বক্তা, শ্রোতা এবং অপর অনেকের পরিজ্ঞাত] কোন বস্তুকে বুঝায়। এস্থলে 'তদ্' শব্দ সর্ব্ববেদান্ত-প্রসিদ্ধ পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। তাহাতে অর্থাৎ সেই পরমাত্মাতে নিত্য হইয়াছে বোধ যে যোগীর, তিনিই এই "তন্নিত্যবোধঃ"।

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" [ব্রাহ্মণঃ]।

(বৃহদা উ, ৪.৪।২১)

---

* নারায়ণ বলেন—কেহ কেহ "তন্নিত্যপূতস্থঃ" এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন; তাহার অর্থ—সেই নিত্যপূত পরমাত্মায় অবস্থিত।

ধীমান্ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাত্মাকে বিশেষরূপে জানিয়া অর্থাৎ মহাবাক্যোক্ত পদসকলের অর্থশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া, শাস্ত্রানুসারে ও গুরূপদেশানুসারে প্রজ্ঞা অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থভূত, অশেষশোকাকাঙ্ক্ষা নিবারক, মোক্ষসম্পাদক, স্বরূপাভিব্যক্তিরূপ প্রজ্ঞা সম্পাদন করিবেন।

যোগি-পরমহংস উক্ত শ্রুতি-বাক্যের অনুসরণ করিয়া যোগের দ্বারা বিক্ষেপসমূহ পরিত্যাগ করেন এবং নিরন্তর পরমাত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা করিয়া থাকেন। এই হেতু যে বোধ নিত্যরূপে সিদ্ধ হয়, সেই বোধের দ্বারা যে অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত সংস্কারের নিবৃত্তি সাধিত হইয়া থাকে, সেই নিবৃত্তিও নিত্য, ইহাই অর্থ।

যে পরমাত্মাকে বুঝান হইতেছে, সেই পরমাত্মাকে পাছে কেহ তার্কিকদিগের ঈশ্বরের ন্যায় তটস্থ (অর্থাৎ আমার সহিত সম্পর্কশূন্য) মনে করেন, সেইজন্য তাহা নিবারণ করিতেছেন :—

"তৎ স্বয়মেবাবস্থিতিঃ" ইতি।

তাহা আমার নিজেরই স্বরূপ, এইরূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক যোগীর অবস্থান হয়।

যে পরমব্রহ্ম বেদান্তবেদ্য তাহা আমি নিজেই, আমা হইতে তিনি অন্য কিছুই নহেন—এইরূপ নিশ্চয় লইয়া যোগীর অবস্থান হয়।

সেই যোগীর কি প্রকারে ব্রহ্মানুভব হয় তাহা দেখাইতেছেন :—

"তং শান্তমচলমদ্বয়ানন্দবিজ্ঞানঘন এবাস্মি তদেব মম পরমং ধাম" ইতি।

সেই শান্ত, অচল, ত্রিবিধ ভেদশূন্য সচ্চিদানন্দৈকরস ব্রহ্মতত্ত্বই আমি। তাহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ।

"তং শান্তমচলম্" এই তিন পদে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে তাহা প্রথমা বিভক্তির অর্থে বুঝিতে হইবে। যে পরমাত্মা শান্ত অর্থাৎ ক্রোধাদি বিক্ষেপশূন্য, অচল অর্থাৎ গমনাদি ক্রিয়ারহিত, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়দ্বৈতশূন্য ও সচ্চিদানন্দৈকরস, তিনিই আমি। তাহাই অর্থাৎ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব, আমার অর্থাৎ যোগীর, পরমধাম অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপ ; এই কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট স্বরূপ আমার নহে, কেননা ইহা মায়াকল্পিত।

(শঙ্কা)। আচ্ছা, আত্মাই যদি পরব্রহ্ম হইল, তাহা হইলে, কি হেতু এখনই আমার আনন্দপ্রাপ্তি হইতেছে না ; (এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য) অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দৃষ্টান্তের সহিত আনন্দপ্রাপ্তি বুঝাইতেছেন :—

(সমাধান)। "গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
তদেব কর্ম্মরচিতং পুনস্তস্যৈব ভেষজম্॥
এবং সর্ব্বশরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাং দেবো ন করোতি হিতং নৃষু॥"

ঘৃত গাভীর শরীরে থাকিয়াও, তাহার অঙ্গ পোষণ করে না। সেই ঘৃত যদি উপায়াবলম্বনে সংগৃহীত হয়, তবে তাহাই সেই গাভীর (শরীরক্ষতাদি আরোগ্য বিষয়ে) ঔষধ স্বরূপ হইয়া থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বশরীরে ঘৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু সেই দেব উপাসনা ব্যতিরেকে মনুষ্যের কল্যাণ বা আনন্দবিধায়ক হয়েন না।

যাঁহারা যোগীর পূর্ব্বাশ্রমে আচার্য্য, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহারা যদি কর্ম্মকাণ্ড নিরত থাকিয়া বিচারবিহীনশ্রদ্ধাজনিত বুদ্ধির জড়তা বশতঃ যোগীকে বলেন, "তুমি শিখা, যজ্ঞোপবীত, সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ" এবং এইরূপে

পাষণ্ডত্ব আরোপ করিয়া যোগীর বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইবার চেষ্টা করেন, তবে যোগী তৎকালে, যে প্রকার নিশ্চয়বুদ্ধি করিয়া সেই বুদ্ধিবিভ্রমনিবৃত্তি করিবেন, তাহাই দেখাইতেছেন :—

"তদেব চ শিখা তদেবোপবীতং চ পরমাত্মাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভগ্নঃ সা 'সন্ধ্যা' ইতি।"

তাহা শিখাও বটে, যজ্ঞোপবীতও বটে (এবং মন্ত্রও বটে এবং অন্যান্য কর্ম্মাঙ্গ দ্রব্যও বটে)। পরমাত্মা ও আত্মার একত্বজ্ঞান দ্বারা যে তদুভয়ের ভেদ একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ উভয় আত্মার সন্ধি বা একত্ববুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাই 'সন্ধ্যা'।

বেদান্তবেদ্য পরমাত্মবিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই, কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ যে বাহ্যশিখা ও যজ্ঞোপবীত তাহাদের স্থানীয়। মন্ত্র ও দ্রব্যরূপ যে অপর দুইটি কর্ম্মাঙ্গ আছে তাহাই দুইটি 'চ'কার দ্বারা অধিকন্তু সংগৃহীত হইতেছে। শিখা প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ দ্বারা যে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা যে স্বর্গাদিসুখ লব্ধ হইয়া থাকে, সে সকল সুখ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে, কেননা সকল প্রকার বিষয়ানন্দই ব্রহ্মানন্দের লেশ মাত্র। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন :—

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

(বৃহদা, উ ৪।৩।৩২)

এতস্য এব (এই ব্রহ্মানন্দেরই) মাত্রাম (কণা বা ক্ষুদ্রাংশকে যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকালে উৎপন্ন হয়, তাহাকে) অন্যানি ভূতানি (অন্য জীবসকল, অবিদ্যাগ্রস্ত ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত) উপজীবন্তি (উপভোগ করিয়া থাকে, অন্য আনন্দ না পাইয়া)।

এই অভিপ্রায়েই অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ ব্রহ্মোপনিষদে পাঠ করিয়া থাকেন :—

"সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ॥"

শাস্ত্রজ্ঞ * শিখার সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া বহিঃসূত্র অর্থাৎ বাহ্য যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবেন। যিনি অক্ষর (কূটস্থ বা নির্ব্বিকার) পরমব্রহ্ম তাঁহাকেই যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করিবেন।

"সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্।
তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ॥"

সূত্র শব্দে পরমপদ অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে বুঝায়; তিনি সূচন অর্থাৎ প্রকাশ করেন বলিয়া (অথবা সর্ব্বভূতে অনুপ্রবেশ করেন বলিয়া) পণ্ডিতগণ তাহাকে 'সূত্র' কহিয়া থাকেন। † যিনি সেই (পরমব্রহ্মরূপ) সূত্রকে জানেন, তিনি বেদপারগ বিপ্র।

"যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।
তৎ সূত্রং ধারয়েদ্যোগী যোগবিত্তত্ত্বদর্শিবান্॥"

মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগৎ যাঁহাতে গ্রথিত রহিয়াছে (যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে), যোগবিৎ তত্ত্বজ্ঞ যোগী সেই সূত্রই ধারণ করিবেন।

---

* "বুধঃ—বিপ্রঃ, তস্যৈব অধিকারাৎ"—বুধ শব্দের অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কেননা, ব্রাহ্মণেরই ইহাতে অধিকার।—দীপিকা।

† সূচ্যতে বেদান্তৈর্নিরূপ্যতে তৎ সূত্রম্—দীপিকা।

"বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাশ্রিতঃ। *
ব্রহ্মভাবমিদং সূত্রং ধারয়েদ্যঃ স চেতনঃ॥"

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট যোগ অবলম্বন করিয়া বাহ্য সূত্র অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবেন। যিনি অচেতন (বিচারবিহীন) নহেন, তিনি ব্রহ্মভাবরূপ এই সূত্রকে ধারণ করিবেন।

"ধারণাৎ তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ।
সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্॥
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ।
জ্ঞান-শিখা জ্ঞান-নিষ্ঠা জ্ঞান-যজ্ঞোপবীতিনঃ।
জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুচ্যতে॥" †

সেই সূত্র ধারণ করিলে উচ্ছিষ্ট ও অশুচি হইতে হয় না। সূত্র (প্রকাশাত্মক বা সর্ব্বভূতানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম) যে জ্ঞানযজ্ঞোপবীতীদিগের হৃদয়াভ্যন্তরে আছেন, তাঁহারাই এই সংসারে সূত্রবিৎ, তাঁহারাই যজ্ঞোপবীতী। জ্ঞানই তাঁহাদের শিখা, জ্ঞানই তাঁহাদের নিষ্ঠা বা নিশ্চয়াত্মক অবলম্বন, জ্ঞানই তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত, জ্ঞানই তাঁহাদের পরম লক্ষ্য, জ্ঞানই পাবন বা পবিত্রতা সম্পাদক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।
স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্নেতরে কেশধারিণঃ॥"

অগ্নির সর্ব্বেন্ধনবিনাশিনী শিখার ন্যায়, যাহার সর্ব্বকর্ম্মবিনাশিনী জ্ঞানময়ী শিখা আছে, অন্য কোন প্রকার শিখা নাই, সেই জ্ঞানী

* নারায়ণ পাঠ করেন—আস্থিতঃ।

† নারায়ণের পাঠ—"জ্ঞানমুত্তমম্"।

ব্যক্তিকেই শিখাধারী বলা হয়। অপর যাঁহারা কেবল কেশময়ী শিখা ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে শিখাধারী বলে না।

"কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তৈর্বিধার্য্যমিদং সূত্রং কর্ম্মাঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতম্॥" *

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ত্রৈবর্ণিক যাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার আছে, তাঁহাদিগকে এই সূত্র (বাহ্য সূত্র) ধারণ করিতে হয়, কারণ সেই সূত্রই কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের অভিমত। কেননা,

"শিখা জ্ঞানময়ী যজ্ঞোপবীতং চাপি তন্ময়ং।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥" †

যাঁহার শিখা জ্ঞানময়ী, যাঁহার উপবীতও জ্ঞানময়, ব্রাহ্মণের ভাব সমগ্রভাবে তাঁহাতে বর্ত্তমান, বেদবিদ্‌গণ ইহা বলিয়া থাকেন।

---

* নারায়ণের পাঠ—"তৈঃ সন্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতম্।" নারায়ণের ব্যাখ্যা—ধ্যানাভ্যাস সম্পাদন করিবার জন্য বীতরাগ ব্যক্তিদিগের কর্ম্মাধিকার ত্যাগ করিতে হয় কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মফলাসক্ত তাঁহাদের সেই অধিকার থাকে—ইহাই এই মন্ত্রে বলিতেছেন। যে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের কর্ম্মাধিকার আছে, তাঁহারা সরাগ বা কর্ম্মফলাসক্ত, তাঁহারাই সম্যক্ প্রকারে বহিঃসূত্র ধারণ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিবৃত্ত বা বীতরাগ, তাঁহাদের তাহা ধারণ করিতে হয় না; যে হেতু সেই বহিঃসূত্র কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। অঙ্গীর নিবৃত্তি হইলে অঙ্গও নিষ্প্রয়োজন।

† নিবৃত্ত বা বীতরাগ ব্যক্তি শিখা সূত্রাদি ত্যাগ করিলে, তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না, ইহাই "শিখা জ্ঞানময়ী" ইত্যাদি মন্ত্রে বলিবার জন্য রূপকের অবতারণা করিতেছেন। এস্থলে ব্রহ্মবিৎ শব্দের অর্থ বেদবিৎ।—দীপিকা।

"ইদং যজ্ঞোপবীতং চ পরমং যৎ পরায়ণম্।
বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতী স্যাত্তজ্জ্ঞাস্তং যজ্ঞিনং বিদুঃ॥" *

এই জ্ঞানযজ্ঞোপবীতই যজ্ঞোপবীত বা পরমাত্মার আকার, ইহা বাহ্য যজ্ঞোপবীত অপেক্ষা পবিত্র। ইহা যাঁহার পরমগতি তিনিই বিদ্বান্ ও যজ্ঞোপবীতী। তিনিই প্রকৃতরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া যজ্ঞ-তত্ত্ববিদ্গণ বুঝেন।

সেই হেতু যোগীর যেমন শিখা ও যজ্ঞোপবীত আছে, সেইরূপ সন্ধ্যাও আছে। শাস্ত্র হইতে যে পরমাত্মাকে জানা যায় অর্থাৎ

---

* নারায়ণ ধৃত পাঠ:—"ইদং যজ্ঞোপবীতন্তু পরমং যৎ পরায়ণম্।
স বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ স যজ্ঞঃ স চ যজ্ঞবিৎ॥"

দীপিকার অনুবাদ:—বাহ্যোপবীতী হইতে জ্ঞানোপবীতীর উৎকর্ষ দেখাইতেছেন:—'ইদং' এই জ্ঞাননামক যজ্ঞোপবীতই যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞ শব্দের অর্থ বিষ্ণুর আত্মা, তাহার উপবীত বা বেষ্টক অর্থাৎ তদাকার। 'পরমম্' তাহা বাহ্যোপবীত অপেক্ষা পবিত্র। 'তচ্চ যৎপরায়ণম্' তাহা যাঁহার পরম গতিস্বরূপ, তিনিই বিদ্বান্, 'স যজ্ঞঃ' তিনিই বিষ্ণু। তদনুসারে শ্লোকের অনুবাদ:—

এই জ্ঞান-যজ্ঞোপবীতই যজ্ঞোপবীত বা পরমাত্মার আকার! তাহা বাহ্য যজ্ঞোপবীত অপেক্ষা পবিত্র! তাহাই যাঁহার পরমগতি, তিনিই বিদ্বান্, তিনিই যজ্ঞোপবীতী, তিনিই বিষ্ণু (পরমাত্মা) এবং তিনিই যজ্ঞবিৎ।

"তজ্জ্ঞাস্তং যজ্ঞিনং বিদুঃ"—(লৌকিক ব্যাকরণানুসারে 'যজ্ঞিনঃ' স্থানে 'যজ্বানং' হওয়া উচিত) তিনিই প্রকৃতরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া যজ্ঞ-তত্ত্ববিদ্গণ বুঝেন।

পরমাত্মার কথা শুনা যায় এবং 'আমি' এই প্রত্যয়ের দ্বারা যে জীবাত্মার উপলব্ধি হয়, মহাবাক্য জনিত জ্ঞানের দ্বারা যোগীর এই উভয়ের একত্বপ্রতীতি হইবার পর অবিদ্যা বশতঃ (পূর্ব্বে) এতদুভয়ের মধ্যে যে ভেদ প্রতীত হইত তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ভেদবুদ্ধি বিনাশের বিশেষত্ব এই যে, এরূপ ভ্রান্তি পুনর্ব্বার উঠে না। এই যে একত্ব বুদ্ধি তাহা উভয় আত্মার সন্ধিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে সন্ধ্যা বলে। দিন ও রাত্রি এই উভয়ের সন্ধিতে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকে যেমন সন্ধ্যা বলে, ইহাও সেইরূপ। এইরূপ হইলে, বিচারবিহীনশ্রদ্ধাবশে যাহাদের বুদ্ধি জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগের দ্বারা যোগীর আর বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইবার সম্ভাবনা নাই।

"যোগীর মার্গ (ব্যবহার প্রণালী) কি প্রকার?" এই প্রশ্নের উত্তর (৩৬৮ পৃষ্ঠায়) "তিনি নিজের পুত্র মিত্র কলত্র বন্ধু প্রভৃতি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দেওয়া হইয়াছে। "তাঁহার স্থিতি (আন্তর অবস্থা) কিরূপ?" এই প্রশ্নের উত্তর (৩৬৭ পৃষ্ঠায়) "সেই মহাপুরুষ যাহা তাঁহার স্বকীয় চিত্ত" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সংক্ষেপে প্রদান করিয়া, সেই উত্তর "সংশয়জ্ঞান বিপরীত জ্ঞান" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন। এক্ষণে তাহার উপসংহার করিতেছেন :—

"সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমে স্থিতিঃ" ইতি।

সকল কাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অদ্বৈত পরম (পদে) স্থিতি (লাভ) হয়।

ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কামরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, কামের পরিত্যাগেই সর্ব্বপ্রকার চিত্তদোষের পরিহার হয়। এই মর্ম্মেই বাজসনেয়িগণ পাঠ করিয়া থাকেন :—

"অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ" ইতি (বৃহদা, উ ৪।৪।৫)

"অপিচ যাঁহারা বন্ধমোক্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে যদিও কামক্রোধাদিবশতঃ অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপই জীবের শরীর গ্রহণের কারণ, সত্য, তথাপি কামনারই প্রেরণায় লোকে পুণ্য ও পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে; কামনা ত্যাগ করিলে, কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও পুণ্য বা পাপ জন্মায় না, পক্ষান্তরে পুণ্যাপুণ্য সঞ্চিত থাকিলেও যদি কামনা রহিত হয়, তাহা হইলে ঐ পুণ্য ও পাপ কোনও ফলজনক হয় না। অতএব প্রকৃত পক্ষে কামনাই সংসারের মুখ্য কারণ।" (শাঙ্করভাষ্য) *

অতএব যোগীর চিত্ত কামনাশূন্য হওয়াতে নির্ব্বিঘ্নে অদ্বৈতে অবস্থান করিতে পারে, একথা যুক্তিসঙ্গত।

এস্থলে আশঙ্কা হইতেছে যে, যে সকল বিবিদিষা সন্ন্যাসীর এইরূপ সংস্কার আছে যে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে দণ্ডগ্রহণ (অবশ্য কর্ত্তব্য), তাঁহারা দণ্ডহীন যোগীকে পরমহংস বলিয়া স্বীকার করিবেন না—এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য (সেই পরমহংসোপনিষৎ) বলিতেছেন:—

"জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ॥"

---

* জীব যে শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহাই ভবিষ্যৎ ফলের সাক্ষাৎ কারণ বটে, কামনা তাহার সহকারী কারণ মাত্র; তথাপি ফলোৎপাদনে কামনারই প্রাধান্য। তণ্ডুল অঙ্কুরোৎপত্তির প্রধান কারণ হইলেও তুষ যেরূপ তাহার প্রধান সহায় সেইরূপ পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে ফলোৎপাদক হইলেও কামনাই তাহার প্রধান সহায়। কামনা না থাকিলে কোন কর্ম্মই ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না। এইজন্য নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠাতা তদ্দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হয় না।

"স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞিতান্।
তিতিক্ষাজ্ঞানবৈরাগ্যশমাদিগুণবর্জ্জিতঃ॥
ভিক্ষামাত্রেণ যো জীবেৎ স পাপী যতিবৃত্তিহা।
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ॥" ইতি

যিনি জ্ঞান-দণ্ড ধারণ করিয়াছেন তাঁহাকেই একদণ্ডী বলে। যিনি জ্ঞানহীন, কাষ্ঠদণ্ড মাত্র ধারণ করিয়া সকলের বা সকল প্রকার (অন্ন) ভোজন করিয়া বেড়ান, তিনি ঘোর মহারৌরব নামক নরকসমূহে গমন করেন। যাঁহার তিতিক্ষা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শম প্রভৃতি গুণ নাই কেবল ভিক্ষার জন্তই জীবন ধারণ করেন, তিনি পাপী; (কেননা) তিনি (নিজের) ভিক্ষার দ্বারা (প্রকৃত) যতিদিগের প্রাপ্য বৃত্তি হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন (অথবা যতির পালনীয় নিয়মসমূহ লঙ্ঘন করেন)। জ্ঞান-দণ্ড ও কাষ্ঠ-দণ্ড এই উভয়ের মধ্যে যে উত্তমত্বাধমত্বরূপ প্রভেদ, তাহা জানিয়া (যিনি উত্তম জ্ঞান-দণ্ড ধারণ করেন), তিনিই মুখ্য পরমহংস।

যেমন ত্রিদণ্ডীর, (ত্রিদণ্ডের) বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড, এই তিন প্রকার ভেদ আছে, সেইরূপ পরমহংসের যে এই একদণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, তাহার দুই প্রকার ভেদ আছে—জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ড। বাগ্‌দণ্ড প্রভৃতি মনুস্মৃতিতে এইরূপ বর্ণিত আছে (দ্বাদশ অধ্যায় ১০।১১ শ্লোক):—

"বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিয়তা বুদ্ধৌ স ত্রিদণ্ডীতি চোচ্যতে॥
ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি॥"

বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কর্ম্মদণ্ড (অর্থাৎ বাক্য, মন এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিষিদ্ধ বিষয় বা ব্যাপার হইতে দমন) যাঁহার বুদ্ধিতে সর্ব্বদা (কর্ত্তব্যরূপে) উপস্থিত আছে, তাঁহাকে ত্রিদণ্ডী কহে। কাম এবং ক্রোধের সংযমরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বভূত সম্বন্ধে এই ত্রিদণ্ডের যথাযথ ব্যবহার করিলে, অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয় বা ব্যাপার হইতে বাক্য, মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম অভ্যাস করিলে, মনুষ্য তদনন্তর মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। *

তাঁহাদের স্বরূপ দক্ষবিরচিত স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপে বর্ণিত আছে :—

"বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাস্ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥
বাগ্‌দণ্ডে মৌনমাতিষ্ঠেৎ কর্ম্মদণ্ডে ত্বনীহতাম্।
মানসস্য তু দণ্ডস্য প্রাণায়ামো বিধীয়তে॥" †

বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কর্ম্মদণ্ড—এই ত্রিদণ্ড যাঁহার অভ্যস্ত, তাঁহাকেই ত্রিদণ্ডী বলা হয়। বাগ্‌দণ্ড অভ্যাস করিতে হইলে মৌনাবলম্বন করিতে হয়,

---

* মনুসংহিতার মূলে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) কর্ম্মদণ্ডের স্থলে 'কায়দণ্ড', 'নিয়তা' স্থলে 'নিহিতা' এবং 'নিগচ্ছতি' স্থলে 'নিযচ্ছতি' পাঠ আছে। কুল্লুকভট্টকৃত টীকার অনুবাদ :—দণ্ড শব্দের অর্থ দমন। সদ্বস্তুর (ব্রহ্মের) সঙ্কল্পহেতু এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জনহেতু, যাঁহার বাক্য, মন ও কায়ের দণ্ড বা নিষেধ নামক দমন বুদ্ধিতে অবস্থিত আছে তাঁহাকেই ত্রিদণ্ডী বলে, তিনটি দণ্ড ধারণ করিলেই তাঁহাকে ত্রিদণ্ডী বলে না। ১০

সর্ব্বভূত সম্বন্ধে এই নিষিদ্ধ বাগাদির দমন করিলে এবং ইহাদের দমনের জন্যই কাম ও ক্রোধকে সংযত করিলে, তদনন্তর মনুষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি নামক সিদ্ধি লাভ করে। ১১

† দক্ষ সংহিতার বঙ্গবাসী সংস্করণে এই শ্লোকদ্বয় নাই কিন্তু প্রথমটি আনন্দাশ্রম মুদ্রিত "স্মৃতিসমুচ্চয়ের" ৮৩ পৃষ্ঠায় (৭।৩০) শ্লোকরূপে দৃষ্ট হয়। এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত মাধবীয় পরাশর স্মৃতির ৫৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

কর্ম্মদণ্ড অভ্যাস করিতে হইলে নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিতে হয় এবং মনের দণ্ড করিতে হইলে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

অন্য এক স্মৃতি-গ্রন্থে এইরূপ পাঠ আছে :—

"কর্ম্মদণ্ডোঽল্পভোজনম্।"

কর্ম্মদণ্ড অভ্যাস করিতে হইলে অল্প ভোজন করা উচিত। এই প্রকার ত্রিদণ্ড ধারণ পরমহংসেরও আছে।

এই অভিপ্রায়েই পিতামহ (ব্রহ্মা ?) স্মৃতিশাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

"যতিঃ পরমহংসস্তু তুর্য্যাখ্যঃ শ্রুতিচোদিতঃ।

যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তো বিষ্ণুরূপী ত্রিদণ্ডভৃৎ ॥" *

যিনি বেদোক্ত বিধানানুযায়ী চতুর্থাশ্রমী পরমহংস নামক যতি, তিনি যম ও নিয়ম পালন করেন। তিনি ত্রিদণ্ডধারী এবং বিষ্ণুস্বরূপ।

তাহা হইলে, মৌন প্রভৃতিকে যেমন বাক্ প্রভৃতি দমনের হেতু বলিয়া 'দণ্ড'রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য সকলকে দমন করে বলিয়া, জ্ঞানকে 'দণ্ড'রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। যে পরমহংস এই জ্ঞানদণ্ডকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রধানতঃ একদণ্ডী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এই জ্ঞানদণ্ড মানসিক ; কোনও সময়ে চিত্তবিক্ষেপ নিবন্ধন এই জ্ঞানদণ্ডকে পরমহংস পাছে ভুলিয়া যান, এই হেতু সেইরূপ বিস্মৃতিনিবারণের জন্য স্মারকস্বরূপ কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। এই গূঢ় শাস্ত্রমর্ম্ম না বুঝিয়া, যে পরমহংস কেবল পরমহংসের বেশ ধারণ করিলেই পরম শ্রেয়োলাভ হইবে, এই ভাবিয়া কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তিনি বহুবিধ সন্তাপযুক্ত থাকেন বলিয়া ঘোর মহারৌরব নামক নরকে গমন করিয়া থাকেন। তাহার কারণ বলিতেছি :—

* এই শ্লোকটি কোন্ স্মৃতির অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

তাঁহার পরমহংসের বেশ দেখিয়া সকলে তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া ভুল করে এবং নিজ নিজ গৃহে ভোজন করায় এবং সেই অজ্ঞানী নিজেও রসনালোলুপ হইয়া, কোন্ অন্ন বর্জ্জনীয়, কোন্ অন্ন গ্রহণীয়, এইরূপ বিচার না করিয়াই সর্ব্বপ্রকার বা সকলের অন্ন গ্রহণ করেন এবং সেই হেতু প্রত্যবায়ভাগী হ'ন।

"নান্নদোষেণ মস্করী।" (সন্ন্যাসোপনিষৎ, ৭২) *

মস্করী অর্থাৎ সন্ন্যাসী অন্নদোষের দ্বারা (দূষিত) হয়েন না।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং চরেদ্ভৈক্ষ্যম্"। †

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে।

এই প্রকার যে সকল স্মৃতিবচন আছে তাহা কেবল জ্ঞানীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরমহংস জ্ঞানহীন, সুতরাং তাহার নরকপ্রাপ্তি হওয়াই উচিত। এই হেতু জ্ঞানহীন যতির পক্ষে ভিক্ষা করিবার নিয়ম মনু এই প্রকারে বলিয়াছেন (মনুসংহিতা):—

"ন চোৎপাত-নিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া।
নানুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ॥" ৬।৫০

ভূমিকম্পাদি উৎপাত বা চক্ষুঃস্পন্দনাদি নিমিত্তের ফল ব্যাখ্যান করিয়া, কিম্বা নক্ষত্র বা হস্ত-রেখাদির ফলাফল নির্ণয় করিয়া অথবা নীতিমার্গ

* (মা কুরু কাম্যকর্ম্মাণি শান্তির্ব্বঃ শ্রেয়সি তমা ইতি। মা কর্ত্তুং শীলং যস্য স মস্করী ভিক্ষুঃ। "মস্করমস্করিণোর্ব্বেণু-পরিব্রাজকয়োঃ" পাণিনি ৬।১।১৫৫)

† কিন্তু সন্ন্যাসোপনিষদে আছে—"অভিশপ্তং চ পতিতং পাষণ্ডং দেবপূজকম্। বর্জ্জয়িত্বা চরেদ্ভৈক্ষ্যং সর্ব্ববর্ণেষু চাপদি॥" ৭৪

এইরূপ, এই প্রকার আচরণ করিতে হইবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় অনুশাসন দেখাইয়া কিম্বা শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, কাহারও নিকট ভিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করিবে না।

"এককালং চরেদ্ ভৈক্ষ্যং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষ্যে প্রসক্তো হি যতির্বিষয়েম্বপি সজ্জতি।" ৬।৫৫

যতি (প্রাণধারণের জন্য) একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন, অধিক ভিক্ষায় আসক্তি করিবেন না। প্রচুর ভিক্ষায় আসক্ত হইলে যতির বিষয়াসক্তি জন্মিতে পারে। *

কিন্তু যিনি জ্ঞানাভ্যাস করিতেছেন, তাঁহার প্রতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান এইরূপ :—

"একবারং দ্বিবারং বা ভুঞ্জীত পরহংসকঃ।
যেন কেন প্রকারেণ জ্ঞানাভ্যাসী ভবেৎ সদা॥"

পরমহংস একবার কিম্বা দুইবার ভোজন করিবেন। যে কোন প্রকারে সর্ব্বদা জ্ঞানাভ্যাসে নিরত থাকিবেন (অর্থাৎ সর্ব্বদা জ্ঞানাভ্যাসনিরত থাকিতে হইলে যদি দুইবারও ভোজন করিতে হয়, করিবেন।)

এইরূপ অবস্থায় জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ড এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ অর্থাৎ প্রথমোক্তটী উত্তম ও শেষোক্তটী অধম ইহা বুঝিয়া, যিনি উত্তম অর্থাৎ জ্ঞানদণ্ডকে ধারণ করেন, তিনিই মুখ্য পরমহংস ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আচ্ছা, যিনি অভিজ্ঞ পরমহংস তাঁহার পক্ষে জ্ঞানদণ্ড ধারণই (বিহিত) হউক, কাষ্ঠদণ্ড ধারণের নির্ব্বন্ধ যেন না-ই করা হইল, কিন্তু পরমহংসের

---

* বহুতর ভিক্ষা ভক্ষণে আসক্ত হইলে যতির প্রধান ধাতুর বৃদ্ধি হইয়া স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তি হইতে পারে।—কুল্লূকভট্ট।

অপরাপর আচরণের ব্যবস্থা কি প্রকার? এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য (শ্রুতি) কহিতেছেন :—

"আশাম্বরো নির্নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতি-র্যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ ভিক্ষুর্নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রং ন ধ্যানং নোপাসনং ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথঙ্ না পৃথঙ্ ন চাহং নত্বং ন চ সর্ব্বং চানিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুঃ সৌবর্ণাদীনাং (হাটকাদীনাং) নৈব পরিগ্রহেন্ন * লোকং নাবলোকং চ।" ইতি।

আশাম্বর—আশা অর্থাৎ দিক্ সকলই অম্বর অর্থাৎ বস্ত্র ও আচ্ছাদন যাঁহার, তিনিই "আশাম্বরঃ" অর্থাৎ নগ্ন। আর যে স্মৃতি-শাস্ত্রে আছে :—

"জান্বোরূর্দ্ধমধো-নাভেঃ পরিধায়ৈকমম্বরম্।
দ্বিতীয়মুত্তরং বাসঃ পরিধায় গৃহানটেৎ ॥" †

একখানি বস্ত্র হাঁটুর উর্দ্ধে এবং নাভির নীচে পরিয়া এবং অপর একখানি বস্ত্র উত্তরীয়রূপে পরিয়া (পরমহংস) গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবেন।—এই বচনটী, যাঁহারা যোগী নহেন তাঁহাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। এই হেতু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি" —এবং তাহা মুখ্য বা একান্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য্য নহে।

নির্নমস্কার—যদ্যপি অন্য এক স্মৃতি-গ্রন্থে আছে :—

"যো ভবেৎ পূর্ব্বসন্ন্যাসী তুল্যো বৈ ধর্ম্মতো যদি।
তস্মৈ প্রণামঃ কর্ত্তব্যো নেতরায় কদাচন ॥"

---

* বিকরণ ব্যত্যয়শ্চান্দসঃ—'পরিগৃহ্নীয়াৎ'-সিদ্ধ্যর্থঃ।

† এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত মাধবীয় পরাশর স্মৃতিতে ৫৬৩ পৃষ্ঠায় বৌধায়ন স্মৃতিবচন বলিয়া উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় পাঠ এইরূপ—"দ্বিতীয়মান্তরং বাসঃ পাত্রী দণ্ডী চ বাগ্যতঃ।"

যিনি নিজের অপেক্ষা পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্মাচরণে যদি নিজের সমকক্ষ হয়েন, তবে তাঁহাকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য; অপরকে প্রণাম করা কদাচ বিধেয় নহে, তথাপি, যে পরমহংস যোগী নহেন, তাঁহারই সম্বন্ধে উক্ত বিধি বিহিত হওয়ায় এই যোগি-পরমহংসের পক্ষে নমস্কার কর্ত্তব্য নহে। এই হেতু "ব্রাহ্মণের" (জীবন্মুক্তের) লক্ষণ বর্ণনা করিবার কালে বলা হইয়াছে, (৬০।৬১ পৃষ্ঠায়) তাঁহাকে "নির্নমস্কার-মস্তুতিম্"—তিনি কাহারও নমস্কার করেন না ও কাহাকেও স্তুতি করেন না।

ন স্বধাকার—এতদ্দ্বারা, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে (শ্রাদ্ধ করা শাস্ত্রবিহিত বলিয়া), বিচারবিহীন শ্রদ্ধা বশতঃ তথায় স্বধাকার অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করার নিষেধ করা হইয়াছে।

ন নিন্দাস্তুতি—পূর্ব্বে "নিন্দাগর্ব্ব" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অপরকৃত নিন্দা হইতে যে ক্লেশ জন্মে, তাহারই নিবারণ করা হইয়াছে। এ স্থলে নিজের দ্বারা অন্য কাহারও সম্বন্ধে নিন্দাস্তুতি করার নিষেধ করা হইতেছে।

যাদৃচ্ছিক—অর্থাৎ নির্ব্বন্ধ-রহিত। যোগী পরমহংস কোনও প্রকার ব্যবহার বিষয়ে নির্ব্বন্ধ (জিদ্) করিবেন না। স্মৃতিশাস্ত্রে দেবপূজা সম্বন্ধে যে লিখিত আছে :—

"ভিক্ষাটনং জপঃ শৌচং স্নানং ধ্যানং সুরার্চ্চনম্।
কর্ত্তব্যানি ষড়েতানি সর্ব্বথা নৃপদণ্ডবৎ॥"

ভিক্ষার্থে পর্য্যটন, জপ, শৌচ, স্নান, ধ্যান ও দেবতার অর্চ্চনা এই ছয় কর্ম্ম রাজাজ্ঞা পালনের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য;—

ইহা অযোগি-পরমহংসদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে এবং এই অভিপ্রায়েই উদ্ধৃত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—'ন আবাহনম্' ইত্যাদি।

'ধ্যানম্', 'উপাসনম্'—একবার মাত্র স্মরণের নাম ধ্যান; নিরন্তর অনুস্মরণের নাম উপাসনা। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

'লক্ষ্যম্', 'অলক্ষ্যম্', 'পৃথক্', 'অপৃথক্'—যেমন যোগীর স্তুতি নিন্দা প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহার নাই, অথবা দেবপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্যবহার নাই, সেইরূপ (তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে, ইহা অমুক পদের) লক্ষ্য, (ইহা অমুক পদের অলক্ষ্য বা বাচ্য) ইত্যাদিরূপ জ্ঞানশাস্ত্র বিষয়ক ব্যবহারও নাই।

যে চৈতন্য সাক্ষিরূপে রহিয়াছেন, তিনিই "তত্ত্বমসি", এই মহাবাক্যে "ত্বং" পদের লক্ষ্য; দেহাদিবিশিষ্ট চৈতন্য "ত্বং" পদের লক্ষ্য নহে, কিন্তু তাহা "ত্বং" পদের বাচ্য। সেই "বাচ্য" তৎ-পদার্থ হইতে পৃথক্ কিন্তু "লক্ষ্য" তৎ-পদার্থ হইতে পৃথক্ নহে—অপৃথক্।

'অহং', 'ত্বং'-বাচ্য স্বদেহনিষ্ঠ হইলে, তাহা অহং বা আমি এই শব্দের দ্বারা ব্যবহারের যোগ্য হয়। সেই বাচ্য অর্থ পরদেহনিষ্ঠ হইলে 'ত্বং' বা তুমি এই শব্দের দ্বারা ব্যবহারের যোগ্য হয়।

'সর্ব্বম্'—লক্ষ্য ও বাচ্য এই উভয়বিধ চৈতন্যবিশিষ্ট অন্য জড়রূপ জগৎ 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা ব্যবহারের যোগ্য হয়।—এই প্রকার কোনও বিকল্প যোগীর নাই, কেননা তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে। এই হেতু সেই ভিক্ষু, একেবারে "অনিকেতস্থিতিঃ" (গৃহনিবাস-বর্জ্জিত)। যদি স্থায়ী নিবাসের জন্য তিনি কোনও 'মঠ' স্বীকার করেন, তবে তাহাতে 'মমত্ব' বা 'আমার' এই বুদ্ধি জন্মিলে, সেই মঠের ক্ষতিবৃদ্ধি হেতু, তাঁহার চিত্তের বিক্ষেপ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন (গৌড়পাদীয়কারিকা, ২।৩৭):—

"নিস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ॥"

সেই যতি কাহারও স্তুতি করিবেন না, কাহাকেও নমস্কার করিবেন না, পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদিও করিবেন না; চলস্বভাব শরীর এবং অচল স্বভাব আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও নিকেতন আশ্রয় করিবেন না এবং তিনি যদৃচ্ছা প্রাপ্ত (কৌপীন, আচ্ছাদন ও অন্ন) মাত্রে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। *

যে প্রকার মঠ স্বীকার করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, সেই প্রকার সুবর্ণ-রজত প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত পাত্র, ভিক্ষা আচমন প্রভৃতি ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ একটিমাত্রও গ্রহণ করা উচিত নহে।

---

* শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ—

যতি কি প্রকারে লোক ব্যবহার করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি স্তুতি নমস্কারাদি সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, সকল প্রকার (পুত্র, বিত্ত ও লোক সম্বন্ধীয়) বাহ্য কামনা পরিত্যাগ করিবেন অর্থাৎ পরমহংসপারিব্রাজ্য অবলম্বন করিবেন, ইহাই অভিপ্রায়: কেননা, শ্রুতি (বৃহদা. উ ৩৫।১) উপদেশ করিতেছেন—সেই আত্মাকে এইরূপ জানিয়াই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা এবং লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অনন্তর ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর স্মৃতি (গীতা, ৫।১৭) বলিতেছেন,—যাঁহাদের বুদ্ধি 'পরমব্রহ্ম আছেন' এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত, যাঁহারা পরমাত্মসম্বন্ধে অসম্ভাবনাবিহীন হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ বিজাতীয় বৃত্তি বিদূরিত করিয়া, কেবলমাত্র পরমব্রহ্ম বিষয়ক হইয়াছে এবং পরমব্রহ্মই যাহাদের একমাত্র গতি ইত্যাদি, প্রতিক্ষণ অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া এই শরীরকেই 'চল' বলা হইয়াছে, আর আত্মতত্ত্ব অচল (কূটস্থ): কোনও সময়ে, যখন ভোজনাদি ব্যবহারের নিমিত্ত, আকাশের ন্যায় অচলস্বরূপ আত্মতত্ত্ব, যাহা যতির নিকেতন বা আশ্রয়, তাহাকে অর্থাৎ সেই আত্মস্থিতিকে বিস্মৃত হইয়া "আমি" বলিয়া অভিমান করেন, তখন চলস্বভাব দেহ তাহার নিকেত বা আশ্রয় হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী কখনও বাহ্যবিষয়কে আশ্রয় করেন না, তিনি যাদৃচ্ছিক হইবেন অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে (দৈবাৎ) প্রাপ্ত কৌপীনাচ্ছাদন, গ্রাস প্রভৃতি দ্বারাই দেহরক্ষা করিবেন।

যম (ধর্ম্মশাস্ত্রকার) সেই কথা বলিতেছেন, যথা :—

"হিরণ্ময়ানি পাত্রাণি কৃষ্ণায়সময়ানি চ।
যতীনাং তাম্রপাত্রাণি বর্জ্জয়েত্তানি ভিক্ষুকঃ॥" * ইতি

সুবর্ণ ও রজতময় পাত্র এবং লৌহময় পাত্র যতিদিগের অপাত্র স্বরূপ। ভিক্ষুক (যতি) তাহা বর্জ্জন করিবেন।

মনুও বলিতেছেন (৬৷৫৩, ৫৪) :—

"অতৈজসানি পাত্রাণি তস্য স্যুর্নিব্রণানি চ।
তেষাং মৃদ্ভিঃ স্মৃতং শৌচং চমসানামিবাধ্বরে॥
অলাবুদারুপাত্রং বা মৃন্ময়ং বৈণবং তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥" † ইতি

---

* আনন্দাশ্রমের টীকাহীন সংস্করণে পাঠের ভুল আছে। 'তাম্রপাত্রাণি' স্থলে 'নাম্রপাত্রাণি' আছে। কলিকাতা ও পুনার যমসংহিতার সংস্করণে এই শ্লোকটি নাই।

† মনুসংহিতার বঙ্গবাসী সংস্করণে "মৃদ্ভিঃ" স্থলে "অদ্ভিঃ", "অলাবু" স্থলে "আলাবু", "বা" স্থলে "চ" এবং "বৈণবম্" স্থলে "বৈদলম্" পাঠ আছে।

কুল্লূকভট্টকৃত টীকানুবাদ :—সুবর্ণাদি ধাতুবর্জ্জিত ছিদ্রহীন পাত্রসকল ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র হইবে। যম বলিতেছেন সুবর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে এবং তাম্র, কাংস্য ও লৌহের পাত্রে ভিক্ষা দিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জন হয় না এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয়। যজ্ঞে চমস সকল যেমন কেবল জল দ্বারাই শুদ্ধ হয়, সেইরূপ উক্ত যতিপাত্র সকল কেবল জল দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। ৫৩

উক্ত যতি-পাত্র সমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—অলাবু, দারু, মৃত্তিকা, বংশাদিখণ্ড নির্ম্মিত পাত্রই যতিদিগের,—ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন। গোবিন্দরাজ বলেন—তরুত্বক্ নির্ম্মিত পাত্র বৈদল পাত্র। ৫৪

অধাতু-নির্ম্মিত নিশ্ছিদ্র পাত্র সকল যতির ব্যবহার-যোগ্য। যজ্ঞে যেমন মৃত্তিকার (পাঠান্তরে জলের) দ্বারা চসমের শুদ্ধি হয় সেইরূপ মৃত্তিকার (বা জলের) দ্বারা যতিব্যবহার্য্য পাত্রের শুদ্ধি সম্পাদিত হইবে, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা। অলাবুপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃন্ময়পাত্র অথবা বংশনির্ম্মিত পাত্র—এইগুলি যতিদিগের পাত্র, ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন।

বৌধায়নও বলেন :—

"স্বয়মাহৃতপর্ণেষু স্বয়ং শীর্ণেষু বা পুনঃ।
ভুঞ্জীত ন বটাশ্বত্থকরঞ্জানাং চ পর্ণকে॥
আপদ্যপি ন কাংস্যেষু মলাশী কাংস্যভোজনঃ।
সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে মৃন্ময়ে ত্রপুসীসয়োঃ॥"

যতি নিজে পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাতে, কিম্বা বৃক্ষ হইতে স্বভাবতঃ পতিত-শুষ্ক পর্ণে ভোজন করিবেন। তিনি বট, অশ্বত্থ বা করঞ্জের পর্ণে কখনও ভোজন করিবেন না। যতি আপৎকালেও কাংস্য পাত্রে ভোজন করিবেন না। যিনি যতি হইয়া কাংস্য, সুবর্ণ, রজত, তাম্র, মৃত্তিকা, টিন অথবা সীসক-নির্ম্মিত পাত্রে ভোজন করেন, তিনি মল ভোজন করিয়া থাকেন।

'লোকম্'—সেই প্রকার যতি কোনও লোক বা শিষ্যবর্গ সঙ্গে লইবেন না। মনু সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

"এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধার্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সম্পশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে॥" ৬।৪২

একাকী (সর্ব্ব-সঙ্গ-রহিত) হইলে সিদ্ধিলাভ হয় জানিয়া, যতি আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা অসহায় হইয়া একাকী * বিচরণ করিবেন।

যিনি একাকী হইয়া, সঙ্গশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না বা কাহাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তও হয়েন না। (অর্থাৎ স্বকৃত বা পরকৃত ত্যাগজনিত দুঃখ তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় না।)

মেধাতিথিও বলিতেছেন :—

"আসনং পাত্রলোভশ্চ সঞ্চয়ঃ শিষ্যসংগ্রহঃ।
দিবাস্বাপো বৃথালাপো যতের্ব্বন্ধকরাণি ষট্ ॥" ৭৯

নিবাসস্থান (অর্থাৎ তৎপ্রতি আসক্তি), পাত্রলোভ, সঞ্চয়, শিষ্য-সংগ্রহ, দিবানিদ্রা ও বৃথালাপ—এই ছয়টী যতির বন্ধনের হেতু হয়।

"একাহাৎ পরতো গ্রামে পঞ্চাহাৎ পরতঃ পুরে।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র যৎ স্থানমাসনং তদুদাহৃতম্ ॥" ৮০

বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে, গ্রামে একদিনের অধিক এবং নগরে পাঁচ দিনের অধিক (কালব্যাপী) যে নিবাস, তাহাই আসন বা দোষাবহ অবস্থান বলিয়া কথিত হয়।

"উক্তালাব্বাদিপাত্রাণামেকস্যাপি ন সংগ্রহঃ।
ভিক্ষোর্ভৈক্ষভুজশ্চাপি পাত্রলোভঃ স উচ্যতে ॥" ৮১

ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) ও ভিক্ষান্নভোজী (ব্রহ্মচারী প্রভৃতির) পক্ষেও শাস্ত্রোক্ত অলাবু প্রভৃতি নির্ম্মিত পাত্রের (শাস্ত্রোক্ত সংখ্যার অতিরিক্ত) একটিরও সংগ্রহ করা উচিত নহে। যদি তাহা করেন, তবে তাহাকে পাত্রলোভ বলা যাইবে।

---

* একাকী—পূর্ব্বপরিচিত পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া; অসহায়, পুত্রাদি ত্যাগের পরে সম্মিলিত শিষ্য-সহচরাদি ত্যাগ করিয়া।

"গৃহীতস্য তু দণ্ডাদের্দ্বিতীয়স্য পরিগ্রহঃ।
কালান্তরোপভোগার্থং সঞ্চয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" ৮২

যতি যে দণ্ড প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত দণ্ড প্রভৃতি সময়ান্তরে ব্যবহারের জন্য স্বীকার করিলে তাহাকে সঞ্চয় বলা হয়।

"শুশ্রূষালাভপূজার্থং যশোহর্থং বা পরিগ্রহঃ।
শিষ্যাণাং ন তু কারুণ্যাৎ স জ্ঞেয়ঃ শিষ্য-সংগ্রহঃ॥" ৮৩

সেবা এবং পূজালাভের জন্য অথবা যশোলাভের জন্য শিষ্যগ্রহণকে শিষ্যসংগ্রহ বলিয়া জানিবে, কিন্তু, কেবল দয়াপরবশ হইয়া শিষ্যগ্রহণ করিলে, তাহাকে শিষ্যসংগ্রহ বলে না।

"বিদ্যা দিনং প্রকাশত্বাদবিদ্যা রাত্রিরুচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদো যঃ স দিব্যস্বাপ উচ্যতে॥" ৮৪

বিদ্যা জ্ঞানালোক বলিয়া 'দিন' শব্দের দ্বারা সূচিত হয়; সেইরূপ অবিদ্যা 'রাত্রি' শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। বিদ্যাভ্যাসে যে অনবধানতা তাহাকেই দিবা-নিদ্রা বলে।

"আধ্যাত্মিকীং কথাং মুক্ত্বা ভৈক্ষচর্য্যাং সুরস্তুতিম্।
অনুগ্রহাৎ পথি প্রশ্নো বৃথালাপঃ স উচ্যতে॥" ৮৫

আধ্যাত্মিক কথা, ভিক্ষাচর্য্যার কথা কিম্বা দেবতার উদ্দেশে স্তুতিপাঠ এই সকল ভিন্ন অন্য কথা, যথা পথে যাইতে যাইতে কোনও পথিকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ তাহাকে নানাবিষয়ে প্রশ্ন করা—ইহাদিগকেই বৃথালাপ কহে। *

* এই শ্লোকগুলি মেধাতিথি-বিরচিত বলিয়া প্রদত্ত হইলেও, সন্ন্যাসোপনিষদে ৭৫—৮৫ সংখ্যক মন্ত্র রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় "পাত্রলোভ" স্থলে 'পাত্রলোপ'

'অবলোকনম্'—যতি যে কেবল লোক ও শিষ্যবর্গ সঙ্গে লইবেন না ইহাই নহে, কিন্তু তিনি সেই লোক অবলোকন অর্থাৎ দর্শন পর্য্যন্ত করিবেন না, কেননা, তাহা বন্ধনের কারণ হয়।

'ন চ'—এই দুই শব্দের অভিপ্রায় এই যে, স্মৃতিনিষিদ্ধ অন্য কার্য্যও করিবেন না। মেধাতিথি সেই সকল নিষিদ্ধ কার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন:—

"স্থাবরং জঙ্গম বীজং তৈজসং বিষয়ায়ুধম্।
ষড়েতানি ন গৃহ্লীয়াদ্যতির্মূত্রপুরীষবৎ॥"

কোনও স্থাবর সম্পত্তি, কোনও অস্থাবর সম্পত্তি, বীজ, ধাতু, বিষ ও অস্ত্র—এই ছয়টী বস্তু যতি মলমূত্র জ্ঞানে কখনই গ্রহণ করিবেন না। †

"রসায়নং ক্রিয়াবাদং জ্যোতিষং ক্রয়বিক্রয়ম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি বর্জ্জয়েৎ পরদারবৎ॥" ইতি

রসায়ন শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদি, ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ, জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত বিচারাদি, ক্রয় বিক্রয় এবং বিবিধ প্রকার শিল্প—এইগুলি যতি পরনারীর ন্যায় বর্জ্জন করিবেন।

এইরূপ পাঠ আছে। পাত্রলোপ যতির বন্ধনের কারণ নহে। সুতরাং 'পাত্রলোভ' পাঠই সমীচীন। ৮৫ সংখ্যক মন্ত্রের পাঠ কিন্তু এইরূপ—'আধ্যাত্মিকীং কথাং মুক্ত্বা ভিক্ষাবার্ত্তাং বিনা তথা। অনুগ্রহং পরিপ্রশ্নং বৃথাজল্পোঽন্য উচ্যতে॥'

ইহার অর্থ—আধ্যাত্মিক কথা, (অপরিচিত স্থানে) কোথায় ভিক্ষা লাভ হইবে ইত্যাদি অনুসন্ধানের কথা, (জিজ্ঞাসু শোকার্ত্ত প্রভৃতিকে) অনুগ্রহ করিবার জন্য কথাবার্ত্তা এবং (জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদিগকে জ্ঞানলাভের জন্য) পরিপ্রশ্ন করা ভিন্ন অন্য কথাকে বৃথা জল্প বলে।

† স্থাবর—যথা রত্নাদি; জঙ্গম—গবাদি; বীজ—তুলা প্রভৃতির (অচ্যুতরায়)।

(এযাবৎ) যোগীদিগের লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে যে যে বিঘ্ন আছে, তাহারই পরিত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইল। এক্ষণে যেইটী সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন, প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাহারই উল্লেখ করিয়া, তাহার পরিত্যাগের উপদেশ করিতেছেন :—

"আবাধকঃ ক ইতি চেদাবাধকোঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চেৎ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চেৎ স পৌল্কসো ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চেৎ স আত্মহা ভবেৎ। তস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যরসেন ন দৃষ্টং চ ন স্পৃষ্টং চ ন গ্রাহ্যং চ।" ইতি

"আবাধকঃ"—এই শব্দে "আ" এই উপসর্গের অর্থ অভিব্যাপ্তি ; কেননা (অমরকোষে অব্যয় বর্গের প্রারম্ভে আছে) "আঙীষদর্থেঽভিব্যাপ্তৌ"- - আঙ্ এই অব্যয়ের অর্থ ঈষৎ, অভিব্যাপ্তি ইত্যাদি।

আবাধক অভিব্যাপ্ত বাধক অর্থাৎ অত্যন্ত বাধক। উদ্ধৃত শ্রুতিবচনে সেই প্রকার বাধকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, হিরণ্যই সেই প্রকার বাধক, ইহা কথিত হইতেছে। রস অর্থাৎ অত্যন্ত অভিলাষযুক্ত আদরের সহিত, যদি ভিক্ষু হিরণ্য দর্শন করেন, তাহা হইলে সেই ভিক্ষু ব্রহ্মহা হইবেন। ভিক্ষু হিরণ্যে আসক্ত হইলে, হিরণ্যের অর্জ্জন ও রক্ষণের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া থাকিতে হয় এবং হিরণ্য যে অকিঞ্চিৎকর পদার্থ নহে, এই কথা (তাঁহার মনকে বা অপরকে) বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে, যে সকল শ্রুতি বচন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সেই বচনসমূহে দোষারোপ করিতে হয় এবং প্রপঞ্চ যে সত্য, এই পক্ষই অবলম্বন করিতে হয়। সেই হেতু, সেই ভিক্ষু যে ব্রহ্মশাস্ত্রে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন, সে ব্রহ্মের এক প্রকার হত্যাই করিয়া থাকেন। সেই হেতু তিনি ব্রহ্মহা হয়েন। আর স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে :—

"ব্রহ্ম নাস্তীতি যো ব্রূয়াদ্দ্বেষ্টি ব্রহ্মবিদঞ্চ যঃ।
অভূতব্রহ্মবাদী চ ত্রয়স্তে ব্রহ্মঘাতকাঃ॥" ইতি

যিনি বলেন "ব্রহ্ম নাই", যিনি ব্রহ্মবিদের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকেন, যিনি জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্রহ্মের উপদেশ করেন, (অথবা যিনি ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভব না করিয়া ব্রহ্মের উপদেশ করেন)—এই তিন প্রকার লোক ব্রহ্মঘাতক।

"ব্রহ্মহা স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।"

সেই ব্রহ্মঘাতক ব্যক্তিকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত বলিয়া জানিবে।

যদি ভিক্ষু যতি অনুরাগপূর্ব্বক হিরণ্য স্পর্শ করেন, তাহা হইলে সেই হিরণ্য স্পর্শকর্ত্তা ভিক্ষু পতিত হইয়াছেন বলিয়া 'পৌল্কসঃ' অর্থাৎ ম্লেচ্ছ সদৃশ হইবেন। পাতিত্য স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"পতত্যসৌ ধ্রুবং ভিক্ষুর্যস্য ভিক্ষোর্দ্বয়ং ভবেৎ।
ধীপূর্ব্বং রেত উৎসর্গো দ্রব্যসংগ্রহ এব চ॥"

জ্ঞানপূর্ব্বক রেতঃ ত্যাগ ও অর্থসংগ্রহ এই দুইটী যে ভিক্ষুর হয়, সেই ভিক্ষু নিশ্চয়ই পতিত হয়েন।

অভিলাষ পূর্ব্বক হিরণ্য গ্রহণ করিতে নাই। যদি কোন ভিক্ষু সেইরূপ করেন, তবে তিনি দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী স্বরূপে অসঙ্গ চিদাত্মাকে হত্যা করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ হইবেন। কেননা, তিনি (তদ্দ্বারা) নিজের আত্মার অসঙ্গত্ব উড়াইয়া দিয়া আত্মাকে হিরণ্যাদি ধনের ভোক্তা রূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই প্রকার অন্যরূপে বুঝা সর্ব্বপ্রকার পাপানুষ্ঠানের তুল্য, একথা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, যথা :—

"যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥"

যে ব্যক্তি প্রকৃত সৎস্বরূপ আত্মাকে অন্যরূপে বুঝিয়াছে, সেই আত্মাপহারী চোর কোন্ পাপের না অনুষ্ঠান করিয়াছে? আরও শ্রুতিতে আছে যে, আত্মঘাতী ব্যক্তির বহুবিধ দুঃখ-পরিবেষ্টিত ও সর্ব্বসুখ-বর্জ্জিত লোকে গমন ঘটে।

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"
(ঈশাবাস্যোপনিষৎ)

(অজর, অমর আত্মাকে জরামরণাদি বিশিষ্ট মনে করা হেতু, যাহারা "আত্মঘাতী" হয়, তাহারা মরণান্তে যে সকল লোক (যোনি) প্রাপ্ত হয়, তাহা অসুরদিগের গমনযোগ্য এবং ঘোর অন্ধকার (অর্থাৎ স্বরূপাবরক অজ্ঞানের) দ্বারা আচ্ছন্ন।

'দৃষ্টঞ্চ'—"যতি দেখিবেনও না" এস্থলে (মূলের) 'চ'কার (অনুবাদের 'ও') দ্বারা অধিকন্তু বুঝা গেল যে, তিনি 'শুনিবেনও' না।

'স্পৃষ্টঞ্চ'—"যতি স্পর্শও করিবেন না" এস্থলে (মূলের) 'চ'কার (অনুবাদের 'ও') দ্বারা অধিকন্তু সূচিত হইল যে; তিনি হিরণ্য বিষয়ে 'ভাষণও' করিবেন না।

'গ্রাহ্যঞ্চ'—'গ্রহণও করিবেন না' এস্থলে 'চ'কার (বা 'ও') দ্বারা অধিকন্তু সূচিত হইল যে, তিনি 'ব্যবহারও' করিবেন না।

হিরণ্যের দর্শন, স্পর্শন ও গ্রহণের ন্যায়, অভিলাষ পূর্ব্বক হিরণ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ, তাহার গুণকথন, এবং তাহার ক্রয় বিক্রয়াদিরূপ ব্যবহারও প্রত্যবায় জনক, ইহাই অর্থ। যেহেতু অভিলাষ পূর্ব্বক হিরণ্য দর্শনাদি দোষজনক,

সেই হেতু ভিক্ষু হিরণ্য দর্শনাদি পরিত্যাগ করিবেন—ইহাই অর্থ। হিরণ্য বর্জ্জনের ফল বর্ণনা করিতেছেন :—

"সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে, দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ, সুখে নিঃস্পৃহস্ত্যাগো, রাগে সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরনভিস্নেহো ন দ্বেষ্টি ন মোদতে চ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গতিরুপরমতে য আত্মন্যেবাবস্থীয়তে ॥" ইতি

হিরণ্য (অর্থ)—পুত্র, ভার্য্যা, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি কাম্য বস্তুর মূল বলিয়া, হিরণ্য পরিত্যাগ করিলে সেই মনোগত কামনা সমূহ মনে অবস্থান করিতে বিরত হয়, অর্থাৎ আর মনে উঠে না। কামনা নিবৃত্ত হইয়া গেলে, প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত দুঃখ ও সুখ উপস্থিত হইলে উদ্বেগ ও স্পৃহা জন্মে না। একথা স্থিতপ্রজ্ঞের প্রস্তাবে (প্রথম অধ্যায়ে ৪৫ পৃষ্ঠায়) সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ঐহিক সুখদুঃখ বিষয়ে দোষদর্শন প্রবৃত্তি আসিলে পর (অধিক্ষেপকত্বে সতি* !), পারলৌকিক (ভোগ্য) বিষয়ের আসক্তিতেও ত্যাগ (-বুদ্ধি) আসিয়া যায়। কেননা, যে ব্যক্তি ঐহিক সুখে স্পৃহাযুক্ত, সেই ব্যক্তি ঐহিক সুখের তুলনায় পারলৌকিক সুখের অনুমান করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে। সেই হেতু যে ব্যক্তি ঐহিক সুখে স্পৃহাশূন্য, তাহার পারলৌকিক সুখে আসক্তিশূন্য হওয়াই সঙ্গত। এইরূপ হয় বলিয়া, সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র অর্থাৎ ইহলোকে এবং পরলোকে যে শুভ ও অশুভ অর্থাৎ অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয় আছে তৎসম্বন্ধে অনভিস্নেহ অর্থাৎ আসক্তিশূন্য। 'অনভিস্নেহ' এই শব্দ হইতে, উপলক্ষণ দ্বারা দ্বেষ-রহিত (দুঃখের প্রতি), এরূপও বুঝিতে হইবে। সেই প্রকার জ্ঞানী (নিজের) অনিষ্টকারী কোনও ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ করেন না এবং

---

* আনন্দাশ্রমের সটীক সংস্করণের পাঠ :—'বিক্ষেপকত্বেন'—ঐহিক সুখদুঃখকে বিক্ষেপের কারণ বলিয়া বুঝিলে।

শুভকারী কোনও ব্যক্তিকে দেখিলে হর্ষও প্রাপ্ত হয়েন না। যে পুরুষ দ্বেষ ও হর্ষশূন্য, তিনি সর্ব্বদাই আত্মাতে অবস্থান করেন, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি অর্থাৎ প্রবৃত্তি শান্ত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হইয়া গেলে, কখনও নির্ব্বিকল্প সমাধির বিঘ্ন হয় না।

"তাঁহাদের স্থিতি বা আন্তর অবস্থা কি প্রকার?" এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বে সংক্ষেপে ও সবিস্তর উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে হিরণ্যনিষেধ প্রসঙ্গে সেই উত্তরই আবার স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

অনন্তর বিদ্বৎসন্ন্যাস প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন :—

"যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি।"

বেদান্তশাস্ত্রে যে পূর্ণানন্দাদ্বৈতজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, "আমিই সেই ব্রহ্ম"—এইরূপে কৃতকৃত্য হয়েন।

যে ব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রে পূর্ণানন্দ, অদ্বৈত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন "সেই ব্রহ্ম আমিই"—সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিয়া সেই যোগিপরমহংস কৃতকৃত্য হয়েন,—ইহাই অর্থ। আর স্মৃতিশাস্ত্রে আছে :—

"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥"
(উত্তরগীতা, পৃঃ ৩৬৯)

যে যোগী জ্ঞানামৃত পান করিয়া তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য হইয়াছেন তাঁহার কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট নাই, যদি থাকে তবে তিনি তত্ত্ববিৎ নহেন।

জীবন্মুক্তিবিচারের ফলে, হৃদয়গত বন্ধন নিবারণ করিয়া বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বর আমাদিগকে সমগ্র পুরুষার্থ প্রদান করুন।

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য প্রণীত জীবন্মুক্তি বিবেক নামক গ্রন্থে
বিদ্বৎসন্ন্যাসনিরূপণ নামক পঞ্চম প্রকরণ।

"ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধম্
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥" ১

(শুকাষ্টক)

বাক্যের অতীত ত্রিগুণরহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা হেতু, যাঁহাদের ভেদবুদ্ধি অভেদবুদ্ধি এককালেই তিরোহিত হইয়াছে, পুণ্য পাপ উভয়ই বিনষ্ট হইয়াছে, মায়া মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং চিত্তের সন্দেহবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা ত্রিগুণের অতীত পথে বিচরণ করেন; তাঁহাদের পক্ষে বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি? (তাঁহারা বিধিনিষেধ শাস্ত্রের অতীত হইয়াছেন।)

"তীর্থানি তোয়পূর্ণানি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মজ্ঞানপরায়ণাঃ॥" ২

আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণ জলপূর্ণ তীর্থ এবং পাষাণ ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেবতা সকলকে আশ্রয় করেন না।

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্॥" ৩

দ্বিজাতিদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা (তাঁহাদের) হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দেবতা প্রতিমা সমূহে, কিন্তু আত্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দেবতা সর্ব্বত্র।

"সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যে জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যমিবোদিতম্॥" ৪

আমি কিন্তু জ্ঞানচক্ষুবিহীন বলিয়া সর্ব্বত্রাবস্থিত শান্ত জনার্দ্দনকে দেখিতে পাই না; অন্ধ যেমন উদিত সূর্য্যকেও দেখিতে পায় না, সেইরূপ। *

---

* এই চারিটি শ্লোক আনন্দাশ্রম সংগৃহীত একটিমাত্র প্রতিলিপিতে দৃষ্ট হয়। বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত হইলেও হইতে পারে, তাঁহারা এই ভয়ে ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

প্রথমাধ্যায়ের বিষয় বিশ্লেষণ ও সূচি।

মঙ্গলাচরণের পর ঃ—

তীব্র বৈরাগ্য জন্মিলেই সন্ন্যাসে অধিকার হয়—

বৈরাগ্য—মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর ভেদে তিন প্রকার।

১। পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতির বিনাশে সংসারে সাময়িক বিতৃষ্ণা, মন্দ বৈরাগ্য।

২। ইহজন্মে স্ত্রীপুত্রাদিতে একান্ত বিতৃষ্ণার নাম তীব্র বৈরাগ্য।

৩। যে লোকে * গমন করিলে আবার ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই লোকে যেন আমার গমন না হয়, এইরূপ দৃঢ় ইচ্ছার নাম তীব্রতর বৈরাগ্য।

১। মন্দ বৈরাগ্যে কোনও প্রকার সন্ন্যাস নাই।

২। তীব্র বৈরাগ্যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা,

(ক) ভ্রমণসামর্থ্য না থাকিলে কুটীচক সন্ন্যাস,

(খ) তাহা থাকিলে বহূদক সন্ন্যাস।

(উভয় প্রকার সন্ন্যাসীই ত্রিদণ্ডধারী।)

৩। তীব্রতর বৈরাগ্যে দুই প্রকার সন্ন্যাস।

---

* অগ্রে সন্ন্যাসের বিধানে লোকবিভাগ দ্রষ্টব্য।

(ক) হংস সন্ন্যাস—তাহার ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, তথায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ, পরে মুক্তি।

(খ) পরমহংস সন্ন্যাস—তাহার ফল ইহলোকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও মুক্তি।

পরমহংস দুই প্রকারের—(১) বিবিদিষু (জিজ্ঞাসু), (২) বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানবান্)।

(হংস, বিবিদিষু ও গৌণবিদ্বৎ-পরমহংস একদণ্ডধারী)

এই গ্রন্থে কেবলমাত্র পরমহংস সন্ন্যাসের বিচার করা হইয়েছে এবং সেই সন্ন্যাসের উক্ত দুই বিভাগ প্রতিপাদনই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

(২) সন্ন্যাসের শাস্ত্রীয় বিধান। ৪—৭

১। শ্রৌতবিধান—বৃহদারণ্যক শ্রুতি, ৪।৪।২২ প্রভৃতি। তাহার মর্ম্ম ;—ইহলোক ও পরলোক সমূহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—অনাত্মলোক ও আত্মলোক। অনাত্মলোকের তিন বিভাগ—

(ক) মনুষ্যলোক—পুত্র দ্বারা লভ্য ;

(খ) পিতৃলোক—কর্ম্ম দ্বারা লভ্য ;

(গ) দেবলোক—উপাসনা দ্বারা লভ্য ; এই তিনই ক্ষয়িষ্ণু।

আত্মলোক অক্ষয় এবং সন্ন্যাসই আত্মলোক লাভের উপায়।

২। স্মার্ত্তবিধান—"ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভায়" ইত্যাদি বচন।

(৩) বিবিদিষা সন্ন্যাস। ৭—১০

ইহজন্মে বা জন্মান্তরে যথারীতি বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মিলে তদ্ধেতু যে সন্ন্যাস সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বিবিদিষা সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস দুই প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে—

১। এক প্রকার জন্মান্তর লাভের কারণভূত কাম্য কর্ম্মাদি ত্যাগ মাত্র। এইরূপ সন্ন্যাসে স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে।

(প্রমাণ—সুলভা, বাচক্নবী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি।)

২। অপর প্রকার—প্রৈষোচ্চারণ পূর্ব্বক দণ্ডধারণাদিরূপ আশ্রমগ্রহণ।

বিশেষ কারণ বশতঃ এই দ্বিতীয় প্রকারের সন্ন্যাসগ্রহণে অসমর্থ হইলে, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের পক্ষে কর্ম্মাদির মানসিক ত্যাগরূপ সন্ন্যাসে বাধা নাই।

(প্রমাণ—নারদ, বশিষ্ঠ, জনক, তুলাধার, বিদুর ইত্যাদি।)

(৪) বিদ্বৎ-সন্ন্যাস। ১০—২২

আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পর যে সন্ন্যাস অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বিদ্বৎসন্ন্যাস। বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রমাণ :—

(ক) বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ, ৪।৫।২ এবং ৪।৫।১৫—যাজ্ঞবল্ক্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর সন্ন্যাস গ্রহণ।

(খ) বৃহদারণ্যকে কহোল ব্রাহ্মণ, ৩।৫।১—আত্মজ্ঞান লাভের পর ভিক্ষাচর্য্যের ব্যবস্থা। উক্ত বাক্য কোন ক্রমেই বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদক হইতে পারে না।

(গ) বৃহদারণ্যকে শারীর ব্রাহ্মণ, ৪।৪।২২—আত্মজ্ঞান লাভের পর মুনিত্ব ও প্রব্রজ্যা। উক্ত বাক্যও বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদক হইতে পারে না।

(শঙ্কা)—উক্ত দুই প্রকার সন্ন্যাস স্বীকার করিলে, ভিক্ষুর সংখ্যা স্মৃত্যুক্ত ৪ না হইয়া ৫ হইয়া পড়ে।

(সমাধান)—উক্ত দুই প্রকার সন্ন্যাস, পরমহংসের প্রকার ভেদ

ধরিলেই ৪ সংখ্যাই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ, জাবালোপনিষদে (৪, ৫ ও ৬ কণ্ডিকায়) উভয়ই পরমহংস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

(শঙ্কা)—তবে উভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করা হয় কেন ?

(সমাধান)—কেননা উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মক। প্রমাণ—আরুণ্যুপনিষৎ ও পরমহংসোপনিষৎ।

(ক) আরুণ্যুপনিষৎ (১।২), তত্ত্বজ্ঞান লাভের কারণ স্বরূপ কয়েকটি কর্ম্ম বিবিদিষা সন্ন্যাসীর আশ্রমধর্ম্মরূপে বিধান করিতেছেন।

(খ) পরমহংসোপনিষৎ বিদ্বৎসন্ন্যাসীর লিঙ্গরাহিত্য, লোকব্যবহারাতীতত্ব ও ব্রহ্মানুভবমাত্রে পর্য্যবসান প্রতিপাদন করিতেছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত ভেদ সমর্থিত হইয়াছে—যথা "সংসারমেব নিঃসারম্" ইত্যাদি বচন বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদক ও "যদা তু বিদিতং তত্ত্বম্" ইত্যাদি বচন বিদ্বৎসন্ন্যাস প্রতিপাদক।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, সাধারণভাবে বিবিদিষা যখন সকলেরই হইতে পারে, তখন কি প্রকার বিবিদিষায় সন্ন্যাস কর্ত্তব্য ?

(সমাধান)—ক্ষুধার্ত্তের ভোজনেই রুচি ও অন্যত্র অরুচির ন্যায় বিবিদিষুর শ্রবণাদিতেই রুচি ও জন্মোৎপাদক কর্ম্মে অরুচি হইলে, সেই বিবিদিষাই সন্ন্যাসের কারণ।

(শঙ্কা)—কি প্রকার তত্ত্বজ্ঞান বিদ্বৎসন্ন্যাসের কারণ ?

(সমাধান)—দেহে ও বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধির অভাব ও সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের তিরোভাব, কর্ম্মক্ষয় এবং অহঙ্কারাভাব এইগুলিই তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ। উপদেশ-সাহস্রী, মুণ্ডকশ্রুতি ও গীতা বচন।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফলরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই যখন আগামী জন্ম নিবৃত্ত হয় এবং যখন ভোগ বিনা বর্ত্তমান জন্মের অবশিষ্টাংশ অপরিহার্য্য, তখন বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রয়োজন কি ?

(সমাধান)—বিবিদিষা সন্ন্যাস যেমন তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু, বিদ্বৎসন্ন্যাস সেইরূপ জীবন্মুক্তি লাভের হেতু।

৫ (ক)—কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিত্তধর্ম্ম ক্লেশস্বরূপ। সেই হেতু তাহারাই বন্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই বন্ধের নিবারণের নামই জীবন্মুক্তি।

(শঙ্কা)—বন্ধ নিবারিত হইবে কোথা হইতে? চিত্তধর্ম্মের সাক্ষী হইতে অথবা চিত্ত হইতে?

(সমাধান)—সাক্ষীর স্বরূপ জানিলেই যখন বন্ধের নিবৃত্তি হয়, তখন বন্ধ সাক্ষীতে নাই, চিত্তেই আছে; চিত্ত হইতেই বন্ধের নিবৃত্তি হইবে।

(শঙ্কা)—বন্ধ যদি চিত্তের স্বভাবগত ধর্ম্ম হয়, তবে তাহার আত্যন্তিক নিবারণ অসম্ভব।

(সমাধান)—আত্যন্তিক নিবারণ অসম্ভব হইলেও, যোগাভ্যাস দ্বারা তাহার অভিভব সম্ভবপর।

(শঙ্কা)—সেই অভিভবই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? কেননা, প্রারব্ধ কর্ম্ম সুখদুঃখাদি ভোগ দিতে ত' ছাড়িবে না; সুতরাং চিত্তের বৃত্তি থাকা ও দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালন অপরিহার্য্য। এইরূপে প্রারব্ধই তত্ত্বজ্ঞানকে জন্মিতে না দিয়া বন্ধকে বজায় রাখিবে। সুতরাং জীবন্মুক্তিও ঘটিবে না।

(সমাধান)—জীবন্মুক্তি যখন সুখেরই পরাকাষ্ঠা, তখন উহা প্রারব্ধ-ফল মধ্যে গণ্য।

(শঙ্কা)—তবে তজ্জন্য চেষ্টার প্রয়োজন কি ?

(সমাধান)—কৃষি বাণিজ্যের ফলও ত' প্রারব্ধাধীন, তবে তাহার জন্য চেষ্টা করা হয় কেন ?

(উত্তর)—প্রারব্ধ কর্ম্ম নিজে অদৃষ্ট, তাহা দৃষ্টসাধন ব্যতিরেকে ফল দিতে পারে না। সেইজন্য চেষ্টার প্রয়োজন।

(প্রত্যুত্তর)—তবে জীবন্মুক্তির জন্য দৃষ্টসাধনের বা চেষ্টার অপেক্ষা আছে, ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি ?

(শঙ্কা)—আচ্ছা, কৃষিকার্য্যে যেমন প্রারব্ধ প্রতিকূল হইলে চেষ্টা সত্ত্বেও সফলতালাভ ঘটে না, জীবন্মুক্তি বিষয়েও সেইরূপ প্রারব্ধ প্রতিকূল হইলে চেষ্টা সত্ত্বেও সফলতালাভ ঘটিবে না।

(উত্তর)—কৃষিকার্য্যে প্রতিকূল প্রারব্ধ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৃষ্ট প্রতিবন্ধক রূপে দেখা দেয় এবং সেই প্রতিবন্ধক যেমন কারীরী যাগ প্রভৃতি প্রবলতর কর্ম্ম দ্বারা অপনীত হয়, সেইরূপ প্রতিকূল প্রারব্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক ঘটাইলে, যোগাভ্যাসরূপ প্রবলতর কর্ম্ম দ্বারা প্রতিবন্ধক অপনীত হইতে পারে।

(প্রশ্ন)—যোগাভ্যাস দ্বারা প্রারব্ধজনিত প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত কোথায় ?

(উত্তর)—বাশিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণে বর্ণিত উদ্দালক, বীতহব্য প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা প্রবলতর যোগাভ্যাস দ্বারা প্রারব্ধরক্ষিত দেহও পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—অধুনাতন স্বল্পায়ু জীবের মধ্যে তাহার সম্ভাবনা কোথায় ?

(উত্তর)—আমরা কলির জীব বলিয়া কি আমাদের কামাদিরূপ চিত্ত-

বৃত্তিনিরোধের চেষ্টা করিবারও সামর্থ্য নাই বলিতে চাও? আর যদি প্রারব্ধকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে চিকিৎসাদি শাস্ত্র হইতে মোক্ষ শাস্ত্র পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রতিকার বিধায়ক শাস্ত্রই ত' নিষ্ফল হইয়া পড়ে। সত্য বটে, কখন কখন শাস্ত্রীয় প্রযত্ন অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ হয় না; তাই বলিয়াই কি তাহা নিষ্ফল বলিতে চাও? শাস্ত্রীয় প্রযত্ন যে প্রবল তাহা বশিষ্ঠ রাম-সংবাদে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

বশিষ্ঠ বলিলেন (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ):—

পুরুষ-প্রযত্ন দ্বারা সকল সময়ে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। পুরুষ-প্রযত্ন দুই প্রকার—শাস্ত্রবিগর্হিত ও শাস্ত্রবিহিত। আবাল্য অভ্যাস, সৎশাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধুসঙ্গের সহিত মিলিত হইলে শাস্ত্রবিহিত প্রযত্ন শুভফল প্রদান করে।

যখন প্রারব্ধ দুর্দ্দম বাসনারূপে আবির্ভূত হয়, তখন দেখিবে সেই বাসনা শুভ অথবা অশুভ। শুভ হইলে প্রশ্রয়, অশুভ হইলে দমন বিধেয়।

এই দমন মৃদুযোগ দ্বারা কর্ত্তব্য—হঠপূর্ব্বক নহে; তাহা হইলেই শীঘ্র শুভবাসনার উদয় হইবে। শুভবাসনার অভ্যাসে আধিক্য হইলে দোষ ঘটিতে পারে, এইরূপ সন্দেহ অকর্ত্তব্য। পরে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এবং আসক্তি প্রভৃতি কষায় শিথিল হইলে, শুভবাসনাও পরিত্যাগ করিয়া চিত্তনিরোধ অভ্যাস করিবে।

৫ (খ) শ্রুতি ও স্মৃতি, উভয়ত্রই জীবন্মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রৌত প্রমাণ—কঠোপনিষৎ, ৫।১—"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।"

বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৭ ও কঠ, ৬।১৪—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" ইত্যাদি।

অন্য এক শ্রুতিবচন—"সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব।"

স্মার্ত্তপ্রমাণ—জীবন্মুক্ত নানা স্মৃতিতে নানা নামে বর্ণিত হইয়াছে,

যথা—'জীবন্মুক্ত', 'স্থিতপ্রজ্ঞ', 'ভগবদ্ভক্ত', 'গুণাতীত', 'ব্রাহ্মণ', 'অতিবর্ণাশ্রম' ইত্যাদি।

জীবন্মুক্ত

ভগবদ্‌গীতায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নামে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৫৪ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত—'ভগবদ্ভক্ত' নামে দ্বাদশাধ্যায়ে ১৩ শ্লোক হইতে ১৯ পর্য্যন্ত—'গুণাতীত' নামে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ২১ শ্লোক হইতে ২৬ পর্য্যন্ত; মহাভারতে—'ব্রাহ্মণ' নামে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মে ২৪৪ অধ্যায়ে এবং সূতসংহিতায় 'অতিবর্ণাশ্রমী' নামে মুক্তিখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাশিষ্ঠ রামায়ণেই উৎপত্তি প্রকরণে ৯ম অধ্যায়ে 'জীবন্মুক্ত' নামে বর্ণিত হইয়াছে; তথায় বিদেহমুক্তের সহিত ইহার প্রভেদও প্রদর্শিত হইয়াছে। বশিষ্ঠপ্রদর্শিত জীবন্মুক্ত-লক্ষণ—(১) চিত্তে বৃত্তি না থাকাতে জীবন্মুক্তের নিকট বাহ্য জগতের লোপ, (২) সুখ-দুঃখে সমতা; যথাপ্রাপ্তে দেহযাত্রানির্ব্বাহ, (৩) জাগ্রৎ থাকিয়াও সুপ্তবৎ; বুদ্ধিতে অভিমানের ভোগাদিজনিত বাসনা বা সংস্কারের অভাব, (৪) রাগদ্বেষাদির অনুরূপ ব্যবহার থাকিলেও অন্তরে স্বচ্ছতা, (৫) অহঙ্কার না থাকাতে বুদ্ধিতে কর্ম্মলেপাভাব, (৬) হর্ষক্রোধভয়শূন্যতা, স্বয়ং অনুদ্বিগ্ন থাকিয়া অপরেরও অনুদ্বেগকরতা, (৭) মানাবমানাদি বিবিধ বিকল্পরাহিত্য, বিবিধ বিত্তার আধার হইয়াও তাহার অভিমান ও ব্যবহার বর্জ্জন, চিত্তবান্ হইয়াও নিশ্চিত্ততা, (৮) সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নিরত হইলেও অন্তরে পরিপূর্ণ স্বরূপানুসন্ধানজনিত শীতলতা।

৫ (গ) দ্বিতীয় ও তৃতীয়াধ্যায়ে এই দুই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

৫ (ঘ) চতুর্থাধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকরণের বিষয় বিশ্লেষণ ও সূচি।

বাসনাক্ষয়—বিচারজনিত শমদমাদি সংস্কারের দৃঢ়তা হেতু, বাহ্য কারণ উপস্থিত থাকিলেও, (ক্রোধাদি) বৃত্তির উৎপত্তি না হইলে তাহাকে বাসনাক্ষয় বলে।

(১) মনোনাশ-বাসনাক্ষয়—মনোনাশ না হইলে বাহ্য কারণ উপস্থিত হইলেই, ক্রোধাদি বৃত্তির উৎপত্তি হয় বলিয়া, বাসনাক্ষয় অসম্ভব। আবার বাসনাক্ষয় না হইলে বৃত্তির উৎপত্তি অনিবার্য্য, সুতরাং মনোনাশ অসম্ভব।

তত্ত্বজ্ঞান—জগৎপ্রপঞ্চ আত্মাই; রূপরসাদিরূপ জগৎ মায়াময়, তাহা নাই, এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধির নাম তত্ত্বজ্ঞান। ৮৪.

(২) তত্ত্বজ্ঞান-মনোনাশ—তত্ত্বজ্ঞান না হইলে রূপরসাদি বিষয়ক বৃত্তি উৎপন্ন হইতে থাকিবেই, সুতরাং মনোনাশ ঘটিবে না। মনোনাশ না হইলে 'ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই' এরূপ নিশ্চয় বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে না।

(৩) বাসনাক্ষয়-তত্ত্বজ্ঞান—ক্রোধাদির সংস্কার থাকিয়া গেলে শমদমাদি সাধন সম্ভবপর হয় না এবং সেই হেতু তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। 'ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, ক্রোধাদির কারণকে সত্য বলিয়া ভ্রমজ্ঞান হয়, সেই হেতু বাসনাক্ষয় হয় না। ৮৫

অন্বয়মুখে সাপেক্ষতা প্রতিপাদন।

(১) মনোনাশ-বাসনাক্ষয়—মন বিনষ্ট হইলে, সংস্কারের বাহ্য কারণ অনুভূত হয় না, সেই হেতু বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বাসনাক্ষয় হইলে ক্রোধাদি বৃত্তির উদয় হয় না, সেই হেতু মনও বিনষ্ট হয়। ৮৬

(২) তত্ত্বজ্ঞান-মনোনাশ—ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ব্যতীত অপর সকল বৃত্তির বিনাশই (অর্থাৎ মনোনাশ) তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু। তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাভূত জগৎ সম্বন্ধে আর বৃত্তির উদয় হয় না অর্থাৎ মনোনাশ হয়।

(৩) তত্ত্বজ্ঞান-বাসনাক্ষয়—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা একাত্মতানুভব হইলে, ক্রোধাদি বৃত্তির উৎপত্তি অসম্ভব (অর্থাৎ বাসনাক্ষয় ঘটে)। ক্রোধাদি সংস্কারের বিলোপ অর্থাৎ শমদমাদির প্রতিষ্ঠা বা (অশুভ) বাসনাক্ষয় যে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ৮৭

উক্ত সাধনত্রয়ের

সাধারণ উপায়—(১) ভোগবাসনা ত্যাগ, (২) বিবেক বা হেয় বস্তু হইতে উপাদেয় বস্তুর পৃথক্করণ, (৩) পৌরুষ প্রযত্ন বা উৎসাহরূপ 'জিদ্'।

অসাধারণ উপায়—তত্ত্বজ্ঞানের—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন।
মনোনাশের—যোগ।
বাসনাক্ষয়ের—প্রতিকূল বাসনার উৎপাদন। ৮৮

বিবিদিষা সন্ন্যাসীর পক্ষে—তত্ত্বজ্ঞানসাধনই মুখ্য, অপর দুইটি গৌণ, কর্ত্তব্য ;

বিদ্বৎসন্ন্যাসীর পক্ষে—বাসনাক্ষয় ও মনোনাশই মুখ্য, অপরটি গৌণ কর্ত্তব্য। সুতরাং সাধনত্রয়ের যুগপৎ অভ্যাস বিষয়ে কোনও বিরোধ নাই।

বিদেহমুক্তি—তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সিদ্ধ হয়, কিন্তু—
জীবন্মুক্তি—তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর অপর দুইটির অভ্যাস ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। (চতুর্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।)

লব্ধতত্ত্বজ্ঞান বা বিদ্বৎসন্ন্যাসীর পক্ষে—উত্তরকালীন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস, তত্ত্বের পুনঃপুনঃ অনুস্মরণ মাত্র। ৯০

তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসের অর্থ—তত্ত্ববিষয়ক চিন্তা, অপরের সহিত চর্চ্চা, অপরকে বুঝান এবং তত্ত্ববিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা বা বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তি; অথবা ত্রৈকালিক দৃশ্যের পুনঃ পুনঃ বাধদর্শন। ৯০

মনোনাশাভ্যাসের অর্থ—যোগাভ্যাস দ্বারা এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর অপ্রতীতি সম্পাদন। ৯১

বাসনাক্ষয়াভ্যাসের অর্থ—দৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব, এইরূপ উপলব্ধির দ্বারা রাগদ্বেষ ক্ষীণ হইলে অভিনব আনন্দ জন্মে। তাহার উৎপাদনই বাসনাক্ষয়াভ্যাস। ৯১

উক্ত অভ্যাসত্রয় তুল্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, উহাদের মুখ্যগৌণত্ব মুমুক্ষুর প্রয়োজন বুঝিয়া নির্ণয় করিতে হইবে।

মুমুক্ষুর প্রয়োজন—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই। ৯২

গীতা বলিতেছেন—দৈবী সম্পদের বাসনা উৎপাদন করিয়া আসুরী সম্পদের বাসনা ক্ষয় করিলেই জীবন্মুক্তি। আবার ৯২

শ্রুতি বলিতেছেন—মনকে নির্ব্বিষয় করিতে পারিলে বা উন্মনী ভাব আনিতে পারিলেই জীবন্মুক্তি। ৯৫

তাৎপর্য্য এই—আসুরী সম্পদ্ বা তামসবৃত্তি—তীব্রবন্ধন। দ্বৈতপ্রতীতি বা সাত্ত্বিক ও রাজস বৃত্তিদ্বয়—মৃদু বন্ধন। ৯৬

গীতোক্ত বাসনাক্ষয়—তীব্রবন্ধন নাশে সমর্থ।

শ্রুত্যুক্ত মনোনাশ—তীব্র, মৃদু উভয় বন্ধন নাশে সমর্থ।

তাই বলিয়া উক্ত বাসনাক্ষয় নিরর্থক নহে, উহা স্থিতপ্রজ্ঞের সাধনাবস্থায়, প্রবল প্রারব্ধকৃত ব্যুত্থানে, তীব্রবন্ধন নিবারণ করিতে সমর্থ।

তৃতীয় প্রকরণের বিষয় বিশ্লেষণ ও সূচি।

অনাদিকালের বহির্মুখতা, অভ্যাসে 'আদর' ও 'নৈরন্তর্য্য' দ্বারা নিবারিত হইলে যোগাভ্যাস দৃঢ় হয়।

'নৈরন্তর্য্য'—বহু বৎসরব্যাপী বা কয়েক জন্মব্যাপী যোগাভ্যাসে অবিচ্ছেদ রক্ষা করাকেই নৈরন্তর্য্য বলে। ২৯৬

'আদর'—বিক্ষেপ, লয়, কষায় ও সুখাস্বাদকে সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করাকে আদর বলে। ২৯৮

অভ্যাস দৃঢ়তার পরিচায়ক—

(১) বিষয়-সুখবাসনা বা দুঃখবাসনা দ্বারা অবিচলতা।
(২) কোন লাভকেই সমাধিলাভ অপেক্ষা অধিকতর মনে না করা।
(৩) মহাদুঃখেও অবিচলতা।

বৈরাগ্য—দুই প্রকার :—(১) অপর বৈরাগ্য। ৩০২
(২) পরবৈরাগ্য।

অপর বৈরাগ্য চারি প্রকার :—
১° যতমান, ২° ব্যতিরেক, ৩° একেন্দ্রিয়, ৪° বশীকার।

পরবৈরাগ্য অর্থাৎ ত্রিগুণের প্রতি বিতৃষ্ণা—তিন প্রকার— ৩০৪
১° মৃদু সম্বেগ, ২° মধ্য সম্বেগ, ও ৩° তীব্র সম্বেগ। ৩০৫

তীব্রসম্বেগ পরবৈরাগ্য তিন প্রকার :— ৩০৬
(ক) অধিমাত্র তীব্র—যথা, জনকের, প্রহ্লাদের।
(খ) মধ্যতীব্র।
(গ) মৃদুতীব্র—যথা, উদ্দালক প্রভৃতির।

অধিমাত্র শ্রেণীর তীব্রসম্বেগবিশিষ্ট দৃঢ়ভূমি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভ করিলে মন একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ৩০৬

মনোনাশ দ্বারা বাসনাক্ষয় দৃঢ় হইলে জীবন্মুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ৩০৭

মনোনাশ দুই প্রকার :—(১) সরূপ ও (২) অরূপ।

জীবন্মুক্তের সরূপ মনোনাশই ঘটিয়া থাকে।

সেইহেতু তাঁহার মনে মৈত্র্যাদি গুণ দৃষ্ট হয়।

বিদেহমুক্তের অরূপ মনোনাশ হয়।

তাহাতে চিত্তের লেশ মাত্রও থাকে না। ৩১০

চতুর্থ প্রকরণের বিষয়বিশ্লেষণ ও সূচি।

(তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর) জীবন্মুক্তি সাধন করিবার প্রয়োজন পাঁচটি—

(১) জ্ঞানরক্ষা, (২) তপস্যা, (৩) বিসম্বাদাভাব, (৪) দুঃখনাশ ও (৫) সুখাবির্ভাব। ৩১১

(১) জ্ঞানরক্ষা :—

জীবন্মুক্তি-সাধন দ্বারা জ্ঞানরক্ষা না করিলে সংশয় ও বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা আছে।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পরেও রামচন্দ্র ও শুকদেবের তাহাই ঘটিয়াছিল। পরে বিশ্বামিত্র ও জনক তাহা অপনয়ন করিলে, তাঁহারা চিত্ত-বিশ্রান্তি লাভ করেন। ৩১২

মোক্ষের প্রতিবন্ধক—

(১) অজ্ঞান।
(২) অশ্রদ্ধা বা বিপর্য্যয় } কেবল মোক্ষের প্রতিবন্ধক। ৩১৬
দৃষ্টান্ত নিদাঘ।

যোগ ভূমিকাক্রম।	যোগভূমিকার নাম।	সাধকাবস্থা—সিদ্ধাবস্থাভেদ।	নামান্তর। জগৎ প্রপঞ্চের প্রতীতি।	নামান্তরের হেতু।	সাধক সিদ্ধের নামভেদ।
১ম	শুভেচ্ছা।	সাধক।	জাগ্রৎ।	ভেদসত্যত্ব বুদ্ধি।	সাধক।
২য়	বিচারণা।	সাধক।	জাগ্রৎ।	ঐ	ঐ
৩য়	তনুমানসা।	সাধক।	জাগ্রৎ।	ঐ	ঐ
৪র্থ	সত্ত্বাপত্তি।	সিদ্ধ।	স্বপ্ন-ভাবাপন্ন।	ভেদমিথ্যাত্ব বুদ্ধি।	ব্রহ্মবিৎ।
৫ম	অসংসক্তি।	সিদ্ধ-জীবন্মুক্ত।	সুষুপ্ত।	স্বয়ং ব্যুত্থিত।	ব্রহ্মবিদ্বর।
৬ষ্ঠ	পদার্থা-ভাবিনী।	সিদ্ধ-জীবন্মুক্ত।	গাঢ়-সুষুপ্ত।	পার্শ্বস্থজন-ব্যুত্থাপিত।	ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্
৭ম	তুর্য্যগা।	সিদ্ধ জীবন্মুক্ত।	প্রগাঢ় সুষুপ্ত।	ব্যুত্থান-রহিত।	ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকায় দ্বৈতের প্রতিভাস নাই। সেই হেতু সংশয় বিপর্য্যয়ও নাই। সুতরাং জ্ঞানরক্ষা সুসম্পাদিত হয়।

(২) তপস্যা—

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমিকার কোনটিতে সাধকের মৃত্যু হইলে দেবলোকাদি প্রাপ্তিরূপ উত্তম গতি লাভ হয়। ৩৩০

প্রমাণ :—

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে (৬।৩৮—৪৩)

বাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে (নিঃ প্র ১২৬।৪৫—৫১)
সেইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

সুতরাং সেই ফললাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত ভূমিকাত্রয়ের সাধন তপস্যা।

কৈমুতিক ন্যায়ে চতুর্থ্যাদি ভূমিকার সাধন ও তপস্যা।

চতুর্থাদি ভূমিকায় সাধকের দেহপাত হইলে, সেই তপঃফল ভোগের নিমিত্ত জন্মান্তর না থাকিলেও, লোক সংগ্রহই (লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন) সেই তপস্যার ফল।

লোক ত্রিবিধ :— ৩৩৪

(১) শিষ্য—যোগিগুরুতে শ্রদ্ধাবশতঃ শিষ্যের সহসা চিত্তবিশ্রান্তি হয়।

(২) ভক্ত—যোগীর সেবা করিয়া ভক্ত তাঁহার অর্জ্জিত তপস্যা গ্রহণ করেন।

(৩) তটস্থ—(ক) আস্তিক হইলে তাঁহার সন্মার্গে প্রবৃত্তি হয়।
(খ) নাস্তিক হইলে তাঁহার পাপবিমুক্তি হয়।

যোগী সর্ব্বপ্রাণীর উপকারক। ৩৩৭

প্রমাণ—"স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে", ইত্যাদি
ও "কুলং পবিত্রং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়।

যোগীর লৌকিক ব্যবহার ও তপস্যা।
শ্রৌত প্রমাণ মহানারায়ণোপনিষদে।

যোগীকে সর্ব্বযজ্ঞাত্মক ভাবিয়া উপাসনা করিলে ক্রমমুক্তি লাভ হয়।
শ্রৌত প্রমাণ—মহানারায়ণোপনিষদে। ৩৪১

যোগি-জীবন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ—এইরূপ ভাবনার

(১) আতিশয্যে—সূর্য্য চন্দ্রমার সহিত সাযুজ্য বা তাদাত্ম্য লাভ। ৩৪২

(২) মান্দ্যে—সূর্য্য চন্দ্রমার সহিত সলোকতা বা তাহাদের বিভূতি ভোগ।

পরে, সত্যলোকে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মহিমাপ্রাপ্তি।

তৎপরে তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৈবল্যপ্রাপ্তি।

(৩) বিসম্বাদাভাব ৩৪২

কেবলতত্ত্বজ্ঞানী (চতুর্থভূমিকারূঢ়) যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিদগ্ধ শাকল্যাদির বিসম্বাদ হইয়াছিল, (কিন্তু) পঞ্চমাদি ভূমিকারূঢ়ের তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই।

বিসম্বাদ দুই প্রকার :—

(১) লৌকিক বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকের সহিত।

(২) বৈদিক বা শাস্ত্রজ্ঞের সহিত।

(১) লৌকিক বিসম্বাদ দুই প্রকার :—

(ক) কলহ—যোগী বাহ্য ব্যবহার দর্শন করেন না; ক্রোধাদিশূন্য বলিয়া তাঁহার সহিত কলহ অসম্ভব।

(খ) নিন্দা—তিনি জাতি, বিদ্যা, শীল প্রভৃতি সকলেরই অতীত। তাঁহাতে কিছুই নিন্দার্হ নাই।

(২) বৈদিক বিসম্বাদ দুই প্রকার :— ৩৪৪

(ক) শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া।

যোগী পরশাস্ত্রে দোষারোপ বা স্বশাস্ত্রসমর্থন করেন না। সুতরাং বিসম্বাদ অসম্ভব। প্রতিবাদীকেও আত্মস্বরূপ দেখেন, সুতরাং বিজিগীষা অসম্ভব। ৩৪৫

(খ) যোগীর ব্যবহার লইয়া।

চার্ব্বাকমতাবলম্বী বিনা সকলেই মোক্ষ স্বীকার করেন। তাঁহাদের কেহই যোগিচরিত্রে দোষারোপ করেন না। সকলেই যম-নিয়মাদি মোক্ষসাধন অঙ্গীকার করেন।

যোগীর জীবনটা শেষ জীবন বলিয়া, তিনি অচিরে সকল বিমল বিদ্যার আধার ও সর্ব্বগুণান্বিত হয়েন এবং স্বভাবতঃ মধুরস্বভাব বলিয়া, তিনি সর্ব্বজীবের আশ্রয়ণীয়। যোগী শমবান্ বলিয়া সর্ব্বমানবশ্রেষ্ঠ।

(৪) (৫) দুঃখনাশ ও সুখাবির্ভাব ৩৪৮

দুঃখ দুই প্রকার :—

(১) ঐহিক—ভোগ্য পদার্থের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিলে এবং ভোক্তা স্বরূপতঃ নাই, ইহা বুঝিলে ঐহিক দুঃখভোগ (শরীরানুবৃত্তি-প্রযুক্ত জ্বর) একেবারেই অসম্ভব। (পঞ্চদশী ১৪।১০ দ্রষ্টব্য)

(২) আমুষ্মিক—তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপের চিন্তারূপ দুঃখ বিনষ্ট হইয়া যায়।

উভয়ত্রই শ্রৌত প্রমাণ আছে।

সুখাবির্ভাব তিন প্রকার :— ৩৫০

(১) সর্ব্বকামাবাপ্তি—ইহা তিন প্রকার—

(ক) সর্ব্বসাক্ষিত্ব—সর্ব্বদেহের সাক্ষিচৈতন্যরূপ ব্রহ্মই আমি—এইরূপ বিজ্ঞান জন্মিলে পরদেহেও সর্ব্বকামসাক্ষিতা হয়।

(খ) সর্ব্বত্র অকামহতত্ব—তত্ত্ববিৎ সর্ব্বভোগে দোষদর্শী বলিয়া তাঁহার সর্ব্বকামাবাপ্তি হয়।

(গ) সর্ব্বভোক্তৃরূপত্ব—তত্ত্ববিৎ সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থিত স্বাত্মার অনুসন্ধানে তৎপর বলিয়া তাঁহার সর্ব্বভোক্তৃত্ব হয়।

সর্ব্বত্র শ্রৌত প্রমাণ আছে।

(২) কৃতকৃত্যতা (কর্ত্তব্যশূন্যতা)—তত্ত্ববিদের যে কৃতকৃত্যতা হয়, তদ্বিষয়ে "জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য" ইত্যাদি বচন এবং গীতার "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" (৫।১৭) ইত্যাদি বচন প্রমাণ।

(৩) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা—তত্ত্ববিৎ যে প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য, তদ্বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখনাশ ও সুখাবির্ভাব সিদ্ধ হইলেও, জীবন্মুক্তিসাধন দ্বারা তাহা সুরক্ষিত হয়। ৩৫৪

জীবন্মুক্ত ব্যবহারনিরত যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩৫৫—৩৫৮

"অন্তরে শীতল থাকিলে উভয়েই সমান"—বশিষ্ঠদেবের এইরূপ উক্তি বাসনাক্ষয়ের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদক মাত্র, মনোনাশের শ্রেষ্ঠতানিবারক নহে।

উপশম প্রকরণে (৫৬।১০—১১) তিনি যে স্পষ্টতঃ সমাধির নিন্দা ও ব্যবহারের প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তদ্দ্বারা তিনি সমাধির শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করিয়াছেন; কেননা, তিনি বলিয়াছেন সবাসন সমাধি অপেক্ষা নির্ব্বাসন ব্যবহার শ্রেষ্ঠ। কারণ, সবাসন সমাধি সমাধিই নহে। যদি সমাহিত ও ব্যবহারনিরত উভয়েই সবাসন ও তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হয়েন, তবে সমাধির অনুষ্ঠান পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া প্রশস্ত; আর উভয়েই নির্ব্বাসন ও জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে, জীবন্মুক্ত হইবার জন্য মনোনাশরূপ সমাধির অনুষ্ঠান প্রশস্ত।

পঞ্চম প্রকরণের বিষয় বিশ্লেষণ ও সূচি।

তিনি কাষ্ঠদণ্ডধারী না হইলেও জ্ঞানদণ্ডধারী বলিয়া তাঁহার পরমহংসত্ব অব্যাহত। ৩৯১

তিনি নগ্ন, নমস্কারাদিশূন্য, অনিকেতবাসী, সুবর্ণাদি পরিগ্রহরহিত হইয়া থাকেন এবং শিষ্যজন পর্য্যন্তও সঙ্গে রাখেন না এবং তাহাদের মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করেন না এবং অপর কোনও প্রকার স্মৃতিনিষিদ্ধ কর্ম্মও * করেন না।

বিদ্বৎসন্ন্যাসের ফললাভে প্রবলতম বাধক— ৪০৫

হিরণ্য (সুবর্ণ রজত প্রভৃতি ধাতু বা মুদ্রা, বা মুদ্রাবৎ ব্যবহার্য্য অন্য কোনও দ্রব্য)। তাহার দর্শন, স্পর্শন ও গ্রহণ একান্ত নিষিদ্ধ।

হিরণ্যবর্জ্জনের ফল—সর্ব্বকামনানিবৃত্তি, দুঃখে নিরুদ্বেগ, সুখে নিঃস্পৃহতা, আসক্তিবর্জ্জন, শুভাশুভে অনভিস্নেহ, দ্বেষ্যপ্রিয়াভাব, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গতির উপরাম এবং আত্মাতেই অবস্থিতি ৪০৮

এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এইরূপ অনুভব দ্বারা কৃতকৃত্যতা লাভ।

---

* স্মৃতিনিষিদ্ধ কর্ম্ম (সন্ন্যাসোপনিষদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রুতিনিষিদ্ধও বটে) যথা—গ্রামে একদিনের অধিক, নগরে পাঁচ দিনের অধিক এবং অন্য স্থলে বর্ষাকালের অধিক কাল ধরিয়া নিবাস, পাত্রলোভ, সঞ্চয়, শিষ্যসংগ্রহ, বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদ, বৃথালাপ এবং স্থাবর ও জঙ্গম সম্পত্তি, বীজ, তৈজস, বিষ ও অস্ত্র রক্ষণ করা, রাজদ্বারে বা অন্যত্র অভিযোগ করা; রসায়ন, জ্যোতিষ ও কোনও প্রকার শিল্পের চর্চ্চা এবং ক্রয়বিক্রয়।

সম্পূর্ণ।